ওঁ

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রথম খণ্ড।

বৈশেষিক-দর্শন, ন্যায়দর্শন, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন,
সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র, সাংখ্যকারিকা
ও তত্ত্বসমাস।

মহন্ত শ্রীস্বামী সন্তদাসজী ব্রজবিদেহী
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শকাব্দা ১৮৫৩

All Rights Reserved] [মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এস্-সি.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে বৈশেষিক দর্শন সমগ্র বর্ণিত হইয়াছে; ন্যায় দর্শনের প্রথমাধ্যায়ও সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশের সার বর্ণিত হইয়াছে। এই উভয় দর্শনের সূত্র সমস্তই ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের সম্যক্ ব্যাখ্যানপূর্ব্বক, শব্দের নিত্যতা-বিষয়ে মীমাংসকদিগের মতের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে এবং অপর দার্শনিকদিগের উপদেশের সহিত পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে প্রদত্ত উপদেশের যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধ নাই, তাহা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে মন্ত্র ও সাকার উপাসনার সফলতাও প্রতিপাদন করিতে প্রযত্ন করা হইয়াছে। অতঃপর সম্যক্ সাংখ্যদর্শন অর্থাৎ সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র, তত্ত্বসমাস, এবং সাংখ্যকারিকা ব্যাখ্যাসহ, এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মূলগ্রন্থ "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদস্বরূপ বৈশেষিকদর্শনকে, তৃতীয়পাদস্বরূপ ন্যায়দর্শনকে, এবং চতুর্থপাদস্বরূপ পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনকে গ্রহণ করিতে হইবে; এবং সাংখ্যদর্শনকে ঐ গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। এই খণ্ডে যে স্থলে "মূলগ্রন্থ" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই স্থলে "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক গ্রন্থ লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সাংখ্য-দর্শনের যে সকল ব্যাখ্যা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহার অনুসরণ না করিয়া, শ্রীগুরুকৃপায় সূত্রসকলের যেরূপ অর্থ অন্তরে প্রতিভাত

হইয়াছে, তদনুসারেই সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ সকল বর্ণনা করিতে প্রযত্ন করিয়াছি। * পরন্তু প্রয়োজনানুসারে অপর ব্যাখ্যাকারগণের মতও স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়া, আলোচ্য বিষয়সকলের প্রকৃত সারাবধারণ বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তদ্বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবই অবগত আছেন। তবে দর্শনশাস্ত্রাধ্যয়নপ্রার্থী বিদ্যার্থিগণ যদি, কেবল প্রচলিত টীকাপাঠে দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিতে প্রযত্ন না করিয়া, ঋষিগণের উপদিষ্ট সূত্রসকলের অর্থ বোধগম্য করিতে, ও তদ্দ্বারা তাঁহাদের দার্শনিক মীমাংসাসকল অবধারণ করিতে, এই গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত হয়েন, এবং এতদ্দ্বারা পণ্ডিতসমাজেও যদি ঋষিবাক্যের আলোচনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবেই আমি কৃতার্থম্মন্য হইব।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভিপ্রায়ে আমি প্রচলিত ব্যাখ্যা সকলের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই নাই। ঋষিগণের প্রদত্ত উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। তাহাতে অনেকস্থলে টীকাসকলে ব্যাখ্যাত অর্থ মূল গ্রন্থের যথার্থ ভাবব্যঞ্জক বলিয়া বোধ না হওয়াতে, বাধ্য হইয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঋষিদিগেরই শরণাপন্ন হইয়া সূত্রার্থ অবধারণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছি। আমার মলিনচিত্তে শ্রীগুরুকৃপাতে ঋষিদিগের উপদেশের সার যতদূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছি। দর্শনশাস্ত্র বোধগম্য করিবার পক্ষে যদি ইহাদ্বারা পাঠকের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব।

শ্রীতারাকিশোর শর্ম্মা।

---

* বৈশেষিক দর্শনেও এইরূপ ব্যাখ্যাবিরোধ অনেক স্থানে হইয়াছে; কিন্তু ন্যায়-দর্শন ও পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ব্যাখ্যানে প্রচলিত টীকা সকলের সহিত বিরোধ অতি সামান্য।

NOT TO BE LENT OUT

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ শ্রীগণপতয়ে নমঃ।

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

——:*:——

বৈশেষিক-দর্শন।

ঋষিগণ দর্শন-শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা যেরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, এক্ষণে দর্শনসকলের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বৈশেষিক দর্শন। সুকুমারমতি বিদ্যার্থী বালকদিগকে জগত্তত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রথম সোপান বৈশেষিক-দর্শন। অতি সহজ সহজ যুক্তিদ্বারা বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা মহর্ষি উলূক বালকদিগের বুদ্ধিকে জগত্তত্ত্ব বিচারে প্রেরণা করিয়াছেন। তণ্ডুলকণা ভক্ষণ দ্বারা ইনি জীবন ধারণ করিতেন; এই নিমিত্ত ইঁহার "কণাদ" আখ্যা হইয়াছিল, এবং কণাদ নামেই তিনি সচরাচর পরিচিত। ঈশ্বরস্বরূপ কি, জীবের স্বরূপ কি, জীব ও ঈশ্বরে কিরূপ সম্বন্ধ, জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, জীবের সহিত জগতের কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে,—এই সকল কঠিন প্রশ্নের বিচার এই দর্শনে নাই; প্রথম বিদ্যার্থী বালকদিগের মনে তাহা সচরাচর উদয়ও হয় না। পরন্তু এই সকল প্রশ্ন উদয় হইবার নিমিত্ত যাহাতে বালকদিগের মন ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে পারে, তদভিপ্রায়ে মহর্ষি কণাদ অতি সহজ উপদেশপ্রণালী বৈশেষিক সূত্রে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ ইহাকে

সম্পূর্ণ জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব-নির্ণায়ক দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ, শ্রুতিবাক্য ও অপরাপর দর্শনের সহিত নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মত, যুক্তিবলে, স্থাপন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকারদিগের মতই বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত, এবং তাহাই বেদান্তদর্শনে খণ্ডিত করা হইয়াছে; ঐ দর্শনের ব্যাখ্যা উপলক্ষে তাহা পরে বিবৃত হইবে। সুতরাং এই স্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া, কেবল মহর্ষি কণাদের শিক্ষা ও তৎপ্রণালী সংক্ষেপতঃ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৈশেষিক-দর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া "আহ্নিক" আছে; সম্যক্ দর্শনে ৩৭০টি সূত্র। জাগতিক সমস্ত বস্তুই তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অবয়বদ্বারা গঠিত; সুতরাং পৃথিব্যাদিজাতীয় বস্তুসকল বিভাগ করিতে করিতে যখন তাহাদের ক্ষুদ্রতম অবয়বে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই ক্ষুদ্রতম অবয়বকে পরমাণু বলে; পরমাণু-সকল ভিন্নভিন্ন-জাতীয়; যেমন পার্থিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু ইত্যাদি। এই সকল পরমাণুকে আর বিভাগ করা যায় না; ইহারা প্রত্যেকে এক একটি "বিশেষ",—ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম্ম আছে, যদ্দ্বারা ইহাদের অপর পরমাণু হইতে পার্থক্য সংস্থাপিত হয়। এই দর্শনে এই "বিশেষ" পদার্থ পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাকে বৈশেষিক-দর্শন বলে।

গ্রন্থারম্ভে সূত্রকার গ্রন্থের অধিকার ও প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

১ম অঃ, ১ম আহ্নিক। অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—অনন্তর জিজ্ঞাসু শিষ্যগণ গুরূপদেশ-গ্রহণেচ্ছু হইয়া সমাগত হইলে, গুরুর পক্ষে তাহাদিগের বুদ্ধি ধর্ম্মবিষয়ে প্রেরণা করা কর্ত্তব্য, অতএব তিনি (গুরু কণাদ মুনি) শিষ্যদিগকে বলিতেছেন, এক্ষণে আমি ধর্ম্মব্যাখ্যান করিব, একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর।

১ম অঃ, ১ম আঃ। যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥ ২ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—যদ্দ্বারা অভ্যুদয় (অর্থাৎ ইহকালে বৈধ বৈভব এবং দেহান্তে স্বর্গাদি সুখ) লাভ হয়, এবং যদ্দ্বারা নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

১ম অঃ, ১ম আঃ। তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্॥ ৩ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—এই উভয়বিধ ধর্ম্ম বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে ; বেদ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ; অতএব বেদই ধর্ম্মসম্বন্ধে মুখ্য প্রমাণ। ("তৎ" শব্দ শ্রুতিতে সচরাচর ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; ইহার অর্থ সেই প্রসিদ্ধ ঈশ্বর ; একজন প্রসিদ্ধ টীকাকারও এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা :—"তদ্বচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ আম্নায়স্য বেদস্য প্রামাণ্যম্" ইত্যাদি)।

শিষ্যদিগের বুদ্ধি বেদের প্রামাণিকত্ব-বিষয়ে দৃঢ় করিয়া, তৎপ্রতি আস্থা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে মহামুনি কণাদ গ্রন্থশেষে এই সূত্রটি পুনরায় আবৃত্তি করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। যথা :—

১০ অঃ, ২য় আঃ। তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি ॥ ৯ সূত্র ॥

এই স্থলে "তৎ" শব্দের অন্য কোন অর্থ হয় না ; সুতরাং প্রথমোক্ত সূত্রেও তৎ শব্দের ঈশ্বরার্থই গ্রহণ করা সঙ্গত।

অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বেদবিরুদ্ধ মত স্থাপন ও প্রচার করা, কখনই বৈশেষিক দর্শনের অভিপ্রেত হইতে পারে না। এই বিষয়টি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া, গ্রন্থ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য ; যে স্থানে সুস্পষ্ট বেদবাক্য-বিরুদ্ধ মত টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই স্থানে তাঁহাদের নিজের মতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে ; তাহা

মহর্ষি কণাদের মত নহে। এক্ষণে বৈশেষিক-দর্শন প্রথমাদি অধ্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

১ম অঃ, ১ম আঃ। ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্য-বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানা-ন্নিঃশ্রেয়সম্॥ ৪ সূত্র॥

অস্যার্থ:—(জাগতিক জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বিভিন্ন হইলেও, বিনিষ্টচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, ইহাদিগকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, এই তিন পদার্থ, এবং ইহাদিগের সামান্য, বিশেষ ও সমবায়রূপে বিদ্যমানতা। এই ষড়্বিধ পদার্থের সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, লব্ধব্য বিষয়ের মধ্যে যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, এমন যে, মোক্ষ, যাহা পারলৌকিক অভ্যুদয় হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেই তত্ত্বজ্ঞান সহজে কিংবা কেবল গ্রন্থ পাঠ করিলে হয় না, তাহা লাভের নিমিত্ত বেদে বিশেষপ্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে উক্ত ষড়্বিধ পদার্থের পরস্পরের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য এবং স্বরূপ-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়; এবং তাহা হইলেই জীব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করতঃ, অজ্ঞান ও তদুপজাত মোহপ্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরম মোক্ষপদ লাভ করে। (শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে, জগত্তত্ত্ব জীবস্বরূপ, এবং পরব্রহ্মবিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, এই স্থলে সূত্রকার "ধর্ম্মবিশেষ"-শব্দে তৎপ্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন।)

বেদোক্ত ধর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানদ্বারাই যে দ্রব্যাদি ষট্পদার্থ-বিষয়ে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া, শিষ্যদিগের

বুদ্ধি তদ্বিষয়ে প্রেরণা করিবার জন্য সূত্রকার উক্ত পদার্থসকলের বিবরণ ও প্রভেদ, সাধারণ-ভাবে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তন্নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটি মূল পদার্থ কি, তাহা প্রথমে বর্ণিত হইতেছে :—

১ম অঃ, ১ম আঃ। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ ৫ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য। (দ্রব্য বলিতে লোকে সাধারণতঃ এই নয়টির মধ্যে কোন না কোন একটিকে বুঝিয়া থাকে; পরন্তু যদিচ এই নয়টিই দ্রব্য, কিন্তু পরে এই দ্রব্যের মধ্যে দ্বিবিধ শ্রেণী বর্ণিত হইয়াছে; পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ ইহারা "অনিত্য" দ্রব্য; বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা ইহারা "নিত্য" দ্রব্য। পৃথিবী প্রভৃতি তিনটি দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়া, ইহারা বিশেষরূপ দ্রব্য-শব্দবাচ্য। "অনিত্য" এই তিনটির অবিভাজ্য অংশ যাহাকে পরমাণু বলে, তাহাও নিত্য; তাহাকে দ্রব্য না বলিয়া "বিশেষ" শব্দে আখ্যাত করা যায়। !

১ম অঃ, ১ম আঃ। রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ, সংখ্যাঃ, পরিমাণানি, পৃথক্ত্বং, সংযোগবিভাগৌ, পরত্বাপরত্বে, বুদ্ধয়ঃ, সুখদুঃখে, ইচ্ছাদ্বেষৌ, প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ ॥ ৬ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই সকল "গুণ"। (শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই সকলকেও গুণ বলিয়া সূত্রকার পরে উল্লেখ করিয়াছেন)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি ॥ ৭ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ এবং গমন এই কয়টি কর্ম্ম। (এক চলন অথবা স্পন্দনেরই এই পঞ্চবিধ অবস্থায় পঞ্চবিধ নাম হয়; পরন্তু কর্ম্ম বলিতে সাধারণতঃ এই পঞ্চপ্রকার কর্ম্মই বুঝায়; অতএব প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত এই পঞ্চভাগে ভেদ করিয়াই কর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে)।

প্রথমতঃ সহজজ্ঞানগম্য বস্তুসকলের নির্দ্দেশ দ্বারা দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্মের ভেদপ্রদর্শনপূর্ব্বক সূত্রকার আচার্য্য এক্ষণে এই তিনটি পদার্থের সহজবিচারগম্য সাধারণ ও ভেদক ধর্ম্মসকল, এই অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের শেষপর্য্যন্ত, শিষ্যদিগকে প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যথা—

১ম অঃ, ১ম আঃ। সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিতি দ্রব্যগুণকর্ম্মণামবিশেষঃ ॥ ৮ সূত্র ॥

ব্যাখ্যা—প্রত্যক্ষীভূত তিনটি অনিত্য দ্রব্য, এবং গুণ, ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য, যাহা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা এই সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সূত্রোক্ত দ্বিতীয় "দ্রব্য" শব্দ দৃষ্ট-দ্রব্য-বাচ্য; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটিই সদ্‌বস্তু, ইহারা আছে ইত্যাকার আমাদের সকলেরই প্রতীতি হয়; অতএব ইহাদের প্রথম সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা "সৎ" বস্তু। আবার সৎ হইলেও ইহাদের কোনটিই নিত্যস্থায়ী নহে; সকলই পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশী। অতএব এই তিনটির আর একটি সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা "অনিত্য"। আর একটি ইহাদের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা তিনটিই দ্রব্যাশ্রিত। কোন

একটি দ্রব্যের (যেমন ঘটের) প্রতি দৃষ্টি কর; দেখিবে ইহার স্কন্ধদেশ এবং তন্নিম্নবর্ত্তী দেশ, যাহাকে কপাল বলে, এই উভয়ের সংযোগে ইহা গঠিত; কপালপ্রভৃতি ঘটাবয়বসকলও দ্রব্য; এই কপালগুলি পুনরায় তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের সম্মিলনে গঠিত। অতএব প্রত্যেক দ্রব্যই তদপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়া গঠিত; ক্ষুদ্র অবয়বসকল এই দ্রব্যে আছে, ইহাই সূত্রোক্ত "দ্রব্যবৎ" শব্দের অর্থ। আবার গুণসকল দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতেও পারে না; ঘটের যে রূপ, তাহা ঘটকে আশ্রয় করিয়াই থাকে; সুতরাং গুণও "দ্রব্যবৎ" হইল। এইরূপ উৎক্ষেপণাদি কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রিত; এই সকল কর্ম্ম দ্রব্যেরই; সুতরাং কর্ম্মও "দ্রব্যবৎ"। অতএব এই দ্রব্যবত্তারূপ ধর্ম্ম, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে সাধারণ ধর্ম্ম। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম অপর হইতে উৎপন্ন হয়; অতএব ইহারা কার্য্য এবং ইহারা আবার অপর বস্তুর উৎপাদনের কারণ হয়; অতএব ইহারা "কারণ"।

পূর্ব্বে যে ষট্‌পদার্থের মধ্যে সামান্য ও বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনের মধ্যেই আছে; যেমন জীব একটি সামান্য, মনুষ্য তন্মধ্যে একটি বিশেষ; আবার মনুষ্য একটি সামান্য, তন্মধ্যে হিন্দু একটি বিশেষ; আবার হিন্দু একটি সামান্য, তন্মধ্যে শাক্ত শৈব প্রভৃতি বিশেষ। এইরূপ গুণের মধ্যে বর্ণ একটি সামান্য, তন্মধ্যে শুক্লত্বাদি বিশেষ; কর্ম্ম একটি সামান্য, তন্মধ্যে উৎক্ষেপণাদি বিশেষ। অতএব সামান্য ও বিশেষ ইহারা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটিরই সাধারণ ধর্ম্ম; এই তিন পদার্থই "সামান্যবিশেষবৎ"। অতএব সূত্রকার বলিতেছেন—

সত্তা, অনিত্যত্ব, দ্রব্যবত্ত্ব, কার্য্যত্ব, কারণত্ব, সামান্যত্ব ও বিশেষত্ব

এই সাতটি বিষয়ে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এই সাতটি ধর্ম্ম ইহাদের তিনটিরই আছে।

১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্ ॥ ৯ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থের মধ্যে কেবল দ্রব্য ও গুণের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা প্রত্যেকেই সজাতীয় বস্তু উৎপাদন করে, (কর্ম্মের এই ধর্ম্ম নাই)। (সজাতীয় বস্তু উৎপাদন করা কি, তাহা পরসূত্রে বলা হইতেছে—)

১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে। গুণাশ্চ গুণান্তরম্ ॥ ১০ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—দ্রব্য অপর দ্রব্য উৎপাদন করে; (যেমন কার্পাস হইতে সূত্র উৎপন্ন হয়, সূত্র হইতে পুনরায় বস্ত্র উৎপন্ন হয়), এবং গুণ অপর গুণ উৎপাদন করে (যেমন অবয়বী বস্ত্রের যে "রূপ" আছে, তাহা তাহার গুণ; কিন্তু ঐ বস্ত্রের সূত্ররূপ অবয়বের যে "রূপ" আছে, তাহা হইতে ঐ বস্ত্রের রূপটি উৎপন্ন হয়; সূত্রেতে যে "রূপ" আছে, তাহাই বস্ত্রের রূপের উৎপত্তি-হেতু। অতএব সূত্রগুণ বস্ত্রগুণকে উৎপাদন করে। সুতরাং গুণ গুণের উৎপাদক (আরম্ভক)। এই বিষয়ে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উপরোক্ত দুই সূত্রে দ্রব্য শব্দ পূর্ব্বোক্ত তিনটি অনিত্য দ্রব্যবাচক বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ, ১ম আঃ। কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১১ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—কর্ম্ম কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় না। (উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দ্রব্যেরই মধ্যে সংযোগ ও বিভাগ

সাধিত হয়; সংযোগ ও বিভাগ—ইহারা দ্রব্যের গুণ, (সংযুক্তাবস্থা অথবা বিযুক্তাবস্থা দ্রব্যের সম্বন্ধেই বলা যায়; অতএব ইহা দ্রব্যের গুণমাত্র); সেই সংযোগ-বিয়োগ হইতে অপর কর্ম্ম উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু ঐ সংযোগ-বিয়োগই তাহার কারণ; প্রথমোক্ত উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ নহে। কিন্তু দ্রব্য ও গুণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপর দ্রব্য ও গুণের উপাদানের কারণ হইয়া থাকে। অতএব দ্রব্য ও গুণে স্বজাতীয়ারম্ভকত্ব আছে, তাহা কর্ম্মে নাই)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধতি ॥ ১২ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—আবার কেবল দ্রব্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহা গুণ ও কর্ম্মে নাই; সেইটি এই যে, দ্রব্য স্বীয় কার্য্য বা কারণের বিনাশক হয় না। যেমন মৃত্তিকার কার্য্য কপাল, কপালের কার্য্য ঘট; কপাল-নামক দ্রব্য, স্বীয় কার্য্য ঘটের নাশক নহে; পরন্তু ঐ ঘটের অস্তিত্ব কপাল দ্বারাই রক্ষিত হয়; আবার কপাল স্বীয় কারণ মৃত্তিকারও নাশক নহে; কারণ মৃত্তিকাকে অবলম্বন করিয়াই কপাল বিদ্যমান থাকে; মৃত্তিকা নষ্ট হইলে ঘটের নিজেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব দ্রব্যবস্তু স্বীয় কার্য্য অথবা কারণের নাশক নহে।

১ম অঃ, ১ম আঃ। উভয়থা গুণাঃ ॥ ১৩ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—কিন্তু গুণ স্বীয় কার্য্য এবং কারণ উভয়কে বিনাশ করিতে পারে, এরূপ দেখা যায়। যেমন একটি শব্দ হইতে অপর একটি শব্দ উৎপন্ন হইবামাত্র প্রথম শব্দটি বিনষ্ট হয়; অতএব কার্য্যটি কারণের নাশক; আবার কারণগুণটিও কার্য্যগুণের নাশক হয়; যেমন অগ্নি-সংযোগরূপ গুণ বরফের কাঠিন্য-গুণ বিনাশ করিয়া, তাহাকে দ্রবীভূত

করে; পুনরায় তাহার কার্য্যভূত দ্রবত্বগুণকে বিনষ্ট করিয়া বাষ্পত্ব উৎপাদন করে। একটি গুণ হইতে অপর একটি গুণ উৎপন্ন হইলে, পরে উপজাত গুণটি তাহার কারণগুণকে বিনষ্ট না করিয়া, নিজে প্রকাশিত হইতে পারে না।

১ম অঃ, ১ম আঃ। কার্য্যাবিরোধি কর্ম্ম ॥ ১৪ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—কর্ম্ম কর্ম্মকে বিনাশ করে। (উৎক্ষেপণ কর্ম্ম আরম্ভ হইলে, অবক্ষেপণ কর্ম্ম বিনষ্ট হয়; আকুঞ্চন আরম্ভ হইলেই, প্রসারণ বিনষ্ট হয়। বাস্তবিক দ্রব্যেরই কর্ম্ম হইয়া থাকে; একই দ্রব্যের একটি কর্ম্মের ধ্বংস না হইলে, তাহাতে সাধারণতঃ অপর কর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্ ॥ ১৫ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—এক্ষণে সূত্রকার দ্রব্যের বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন—দ্রব্য-পদার্থ কর্ম্মবৎ, গুণবৎ এবং সমবায়িকারণ। দ্রব্য যে কর্ম্ম ও গুণাশ্রয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে; “ইহ ইদম্” (ইহাতে ইহা আছে) ইত্যাকার জ্ঞান যন্নিমিত্ত হয়, তাহাকে “সমবায়” বলে।

‘ইহাতে ইহা আছে’ বলিলে, একটিকে আধার অপরটিকে আধেয় বলিয়া বুঝা যায়। আধেয় আধারের মধ্যেস্থিত যে সম্বন্ধ, তাহাই “ইদমিহ” ইত্যাকার জ্ঞানের মূল; ইহাকেই সমবায় বলে। কিন্তু এই স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দুইটি পৃথক বস্তু যৌতভাবে থাকিলেও আধেয় আধার-ভাব স্থাপিত হইতে পারে, যেমন কুণ্ডে দধি আছে; কিন্তু এইরূপ স্থলে যে সম্বন্ধ, তাহা সংযোগসম্বন্ধ, সমবায়সম্বন্ধ নহে। এই প্রকার যৌতভাবে থাকাকে ‘যুতসিদ্ধিভাব’ বলে; অতএব অযুতসিদ্ধ বস্তুর মধ্যে যে আধার-

আশ্রয়-সম্বন্ধ, যাহা একটিতে অপরটি আছে, এইরূপ প্রত্যয় জন্মায়, তাহাকেই সমবায় বলে। অতএব কোন একটি দ্রব্য, এবং তাহার গুণ ও কর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে। একটি "গো", ও তাহাতে যে "গোত্ব" আছে, এই উভয়ের সম্বন্ধকে সমবায় বলে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহাকেও সমবায় বলে। ঘটের উপাদান-কারণ কপাল; এই কপাল ও ঘটে যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে। এই স্থলে কপাল ঘটের সমবায়িকারণ। প্রত্যেক দ্রব্যই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট, এই সকল অবয়ব আবার তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বদ্বারা গঠিত; এই নিমিত্ত দ্রব্যকে সমবায়িকারণ বলিয়া সূত্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, কপালরূপ দ্রব্যসংযোগেই ঘটরূপ দ্রব্য উৎপন্ন হয়; অতএব কপাল ঘটের সমবায়িকারণ। কোন কপালের সহিত তাহার রূপের যে সম্বন্ধ, তাহাও সমবায়সম্বন্ধ বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং কপালের রূপও ঘটরূপের প্রতি কারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু কপালের রূপ কপালাশ্রিত হইয়াই ঘটরূপের কারণ হইয়াছে, স্বতন্ত্রভাবে নহে; অতএব কপালের রূপকে ঘটরূপের "অসমবায়িকারণ" বলা যায়।

১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্॥ ১৬ সূত্র॥

অস্যার্থ:—গুণের লক্ষণ এই যে ইহা (১) দ্রব্যাশ্রয়ী (দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে), (২) অগুণবান্ (গুণ গুণে থাকিতে পারে না; জাতিটি গুণ নহে; তাহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনের সহিতই সমবায়সম্বন্ধে থাকে; অতএব গুণে জাতি থাকিতে পারে); (৩) সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ স্বয়ংই কারণ হয় না, (কর্ম্ম দ্বারাই সংযোগ ও বিভাগ সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাধিত হয়, গুণদ্বারা নহে)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষ-কারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৭ সূত্র॥

অস্যার্থ:—কর্ম্মের লক্ষণ এই যে তাহা (১) একটিমাত্র দ্রব্যকে (এক কালে) আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং (২) নির্গুণ এবং (৩) সংযোগ ও বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ।

১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণম্ সামান্যম্॥ ১৮ সূত্র॥

অস্যার্থ:—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধারণ কারণ দ্রব্য। (পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারাই ইহা বোধগম্য হইবে)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। তথা গুণঃ॥ ১৯ সূত্র॥

অস্যার্থ:—গুণও তদ্রূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধারণ কারণ। (কিন্তু দ্রব্য, সমবায়ি-কারণ; গুণ অসমবায়িকারণ; ইহা পূর্ব্বে ১৫শ সূত্র ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্ম সমানম্॥ ২০ সূত্র॥

অস্যার্থ:—সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণ কর্ম্ম। উৎক্ষেপণ আকুঞ্চনাদি কর্ম্ম ব্যতীত কোন বস্তুর অপর কোন বস্তুর সহিত সংযোগ অথবা বিভাগ হইতে পারে না, এবং কোন বস্তু বেগ লাভও করিতে পারে না।

১ম অঃ, ১ম আঃ। ন দ্রব্যাণাং কর্ম্ম॥ ২১ সূত্র॥

অস্যার্থ:—দ্রব্যের কারণ কর্ম্ম নহে। যেহেতু—

১ম অঃ, ১ম আঃ। ব্যতিরেকাৎ ॥ ২২ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—কর্ম্মভিন্নও দ্রব্য উৎপন্ন হয়। (এইস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎক্ষেপণ আকুঞ্চনাদিই কর্ম্ম-শব্দবাচ্য)। কর্ম্মদ্বারা সংযোগ অথবা বিয়োগ সাধিত হয়, তাহা সাধন করিয়াই কর্ম্ম স্বয়ং বিনষ্ট হয়; তৎপরে অবয়বের সংযোগাদি হইতে অবয়বি-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অতএব অবয়বি-দ্রব্যের উৎপত্তি বিষয়ে কর্ম্মটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ নহে; অবয়বি-দ্রব্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেই তাহা বিনষ্ট হওয়াতে, সেই বিনষ্ট বস্তু অপরের কারণ হওয়া অসম্ভব।

১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্ ॥ ২৩ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—একাধিক দ্রব্যের সাধারণ কার্য্য একদ্রব্য হয়। (অন্ততঃ দুইটি এবং অধিকাংশ স্থলে বহু অবয়ব-সংযোগে একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়; ইহাই নিয়ম)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম ॥ ২৪ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—বহু কর্ম্মও কিন্তু স্বয়ং কর্ম্ম জন্মায় না; কারণ (কর্ম্ম দ্রব্য নহে) গুণের সহিতও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য নাই। (গুণ অবয়ব-দ্রব্যাশ্রিত হইয়া থাকে; সুতরাং অবয়বি-দ্রব্যের গুণজননে অসমবায়িকারণ হয়; কিন্তু সংযোগ অথবা বিভাগ উৎপাদন করিয়া, উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তৎপরে উৎপন্ন কর্ম্মের জনক (কারণ) হইতে পারে না।

১ম অঃ, ১ম আঃ। দ্বিত্বপ্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ পৃথক্ত্ব-সংযোগ-বিভাগাশ্চ ॥ ২৫ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—দুই প্রভৃতি (২ হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত) সংখ্যা, এবং পৃথক্ত্ব (অনেক-পৃথক্ত্ব), এবং সংযোগ ও বিভাগ, ইহারাও অনেক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন।

১ম অঃ, ১ম আঃ। অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যং কর্ম্ম ন বিদ্যতে ॥ ২৬ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—কর্ম্ম একাধিক দ্রব্যে সমবেত নহে; সুতরাং তাহা অনেক দ্রব্যের সামান্য কার্য্য নহে, বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ১ম আঃ। সংযোগানাং দ্রব্যম্ ॥ ২৭ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—বহুদ্রব্যের সংযোগ দ্বারা একটি দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

১ম অঃ, ১ম আঃ। রূপাণাং রূপম্ ॥ ২৮ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—একটি রূপ বহুরূপের কার্য্য হয়।

১ম অঃ, ১ম আঃ। গুরুত্বপ্রযত্নসংযোগানামুৎক্ষেপণম্ ॥ ২৯ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—উৎক্ষেপণরূপ যে কর্ম্ম, তাহা গুরুত্ব, প্রযত্ন, এবং সংযোগ, এই তিনটি হইতে উৎপন্ন হয়। (গুরুত্বাদি তিনটিই গুণমধ্যে গণ্য, সুতরাং বুঝিতে হইল যে, বহুগুণের কার্য্যও একটি কর্ম্ম হয়)।

১ম অঃ, ১ম আঃ। সংযোগবিভাগাশ্চ কর্ম্মণাম্ ॥ ৩০ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—বহু কর্ম্মদ্বারা সংযোগ ও বিভাগ সম্পন্ন হয়।

১ম অঃ, ১ম আঃ। কারণসামান্যে দ্রব্যকর্ম্মণাং কর্ম্মাকারণমুক্তম্ ॥ ৩১ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—এই কারণসামান্যের বিচারে ইহাই অবধারিত হইল যে, দ্রব্য কিংবা কর্ম্মের কারণ কর্ম্ম হইতে পারে না; (সংযোগাদি গুণেরই জনক কর্ম্ম হইয়া থাকে)।

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে এইরূপে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য সাধারণভাবে প্রদর্শন করিয়া, দ্বিতীয় আহ্নিকে সূত্রকার প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রোক্ত সামান্য ও বিশেষ পদার্থ বলিতে কি বুঝায়, তাহার বিশেষ বিচার করিয়াছেন; তাহাতে প্রথমেই বলিয়াছেন যে (১ সূত্র) **"কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ"**, (২ সূত্র) **"ন তু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ"**, (কারণাভাবে কার্য্যের অভাব হয়; কিন্তু কার্য্যাভাব হইলে, কারণাভাব হয় না); তৎপরে তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন (৩) **"সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্"** (সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি জ্ঞানের অপেক্ষা করে, অর্থাৎ বুদ্ধি যে স্থানে গিয়া আর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রে যাইতে ইচ্ছা করে না, তাহাকেই বিশেষ বলা যায়; আর বুদ্ধি যাহাকে বিষয় করে, তাহা যে স্থানে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ অবয়বে অনুগমন করে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই সামান্য বলে; অতএব যাহা একস্থলে সামান্য, তাহা অপর স্থলে বিশেষ বলিয়া গণ্য হয়)। কিন্তু (৪র্থ সূত্র) **ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব॥** সাধারণ সামান্য ও বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইলেও, "সত্তা", অর্থাৎ "ভাব" বস্তুটি কেবল সামান্যই, তাহা কখন বিশেষ হয় না, তাহা অপেক্ষা ব্যাপক জাতি (সামান্য) আর কিছু নাই। (৫ম সূত্র) **দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ॥** (দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, এবং কর্ম্মত্ব, এই তিনটি খুব ব্যাপক জাতি হইলেও, ইহারা কখন সামান্য কখন বিশেষ হয়); পরন্তু (৬ সূত্র) **অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ॥** (ক্ষুদ্রতম যে অন্ত্য দ্রব্য পরমাণু সকল) তাহা কেবল বিশেষই, তাহা আর সামান্য হয় না)। কিন্তু (৭ সূত্র) **সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা।** (সত্তাবস্তু দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেতেই সমানভাবে আছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটিই যাহার নিমিত্ত সদ্বস্তু বলিয়া প্রতীতির বিষয় হয়, তাহাই সত্তা); সুতরাং (৮ সূত্র) **দ্রব্যগুণকর্ম্মভ্যো-**

হর্থান্তরং সত্তা। (এই সত্তাটি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম হইতে বিভিন্ন এবং ইহাদিগ হইতে ব্যাপক পদার্থ)। (৯ সূত্র) **গুণকর্ম্মসু চ ভাবান্ন কর্ম্ম ন গুণঃ।** (এই সত্তা গুণ এবং কর্ম্মে আছে, সুতরাং ইহাকে দ্রব্যের গুণ বলা যাইতে পারে না); এবং (১০ সূত্র) **সামান্য বিশেষাভাবেন চ॥** (ইহার সামান্য এবং বিশেষ কিছুই নাই, ইহা সকল পদার্থেই সমভাবে আছে; অতএব ইহা নিত্য এক বস্তু)। পরন্তু এইরূপ আপত্তি করিতে পার যে, (১১ সূত্র) **অনেকদ্রব্যবত্ত্বেন দ্রব্যত্বমুক্তম্।** (দ্রব্যত্বজাতিও অনেক দ্রব্যনিষ্ঠ); এবং (১২ সূত্র) **সামান্যবিশেষাভাবেন চ।** (দ্রব্যত্বেও সামান্য অথবা বিশেষ নাই, সকল দ্রব্যেই ইহা সমভাবে আছে); এবং (১৩ সূত্র) **তথা গুণেষু ভাবাদ্ গুণত্বমুক্তম্॥** (গুণত্বও সর্ব্ববিধ গুণে আছে), এবং (১৪ সূত্র) **সামান্যবিশেষাভাবেন চ।** (তাহাতেও সামান্য বিশেষ নাই, সকল গুণেই তাহা সমভাবে আছে); এইরূপ (১৫ সূত্র) **কর্ম্মসু ভাবাৎ কর্ম্মত্বমুক্তম্॥** (কর্ম্মত্বও সর্ব্ববিধ কর্ম্মে আছে), (১৬ সূত্র) **সামান্যবিশেষাভাবেন চ।** (তাহাতেও কিছু সামান্য বিশেষ নাই)। অতএব সত্তাকে নিত্য এক বস্তু বলিলে দ্রব্যাদিকেও তদ্রূপ বলা উচিত। কিন্তু এই আপত্তির উত্তর এই যে, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব জাতি হইতে সত্তাজাতির পার্থক্য এই যে, (১৭ সূত্র) **সদিতি লিঙ্গাবিশেষাদ্ বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চৈকো ভাবঃ॥** (দ্রব্যাদিব পরস্পর হইতে ভেদক ধর্ম্ম আছে; কিন্তু সত্তাবস্তু কোন একটি বিশেষ পদার্থ নহে; ইহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেতেই সমভাবে আছে, তাহার ভেদসাধক বস্তুও নাই। অতএব সত্তার ন্যায় দ্রব্যাদি পদার্থ এক নিত্য বস্তু নহে।

এই পর্য্যন্ত বিচার দ্বারা সামান্য পদার্থ বর্ণনা সমাপন করিয়া, সূত্রকার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের পঞ্চম সূত্রের উল্লিখিত ক্ষিতি প্রভৃতি দ্রব্যের স্বভাবতঃ কি কি গুণ আছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। যথা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের

১ম সূত্র। রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥

অন্বয়ার্থ :—পৃথিবীর গুণ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, এই চারিটি গুণ যাহাতে আছে, তাহা পৃথিবী।

এইরূপ ২য় সূত্রে বলা হইয়াছে, অপের গুণ—রূপ, রস ও স্পর্শ; এবং ইহাতে দ্রবত্ব ও শৈত্যগুণ আছে। (৩ সূত্র) তেজের গুণ—রূপ ও স্পর্শ; (৪ সূত্র) বায়ুর গুণ স্পর্শ; (৫ সূত্র) আকাশে এই সকল গুণ নাই। (৬ সূত্র) অগ্নি-সংযোগে ঘৃত, লাক্ষা, মোম প্রভৃতির দ্রবত্ব গুণ উপজাত হয়; এবং অপের সহিত এই সম্বন্ধে সমতা লাভ করে; দ্রবত্ব উহাদের স্বাভাবিক নহে; (৭ সূত্র) রাং, সীসা, লৌহ, রৌপ্য এবং সুবর্ণেরও দ্রবত্ব অগ্নি-সংযোগে জন্মে এবং তখন ইহারা জলের সহিত সমতা লাভ করে। এই পর্য্যন্ত ভৌতিক দ্রব্যসকলের সাধারণ ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া, অদৃষ্ট দ্রব্য বায়ুর অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণিত হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; যথা :—(৮ সূত্র) যেমন শৃঙ্গ, ককুদ, অগ্রভাগে কেশগুচ্ছযুক্ত-পুচ্ছ, এবং গলকম্বল-বিশিষ্টতা-দ্বারা গোজাতীয় জীবের বোধ জন্মে; (৯ সূত্র) তদ্রূপ স্পর্শগুণদ্বারা বায়ুর অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে। (১০ সূত্র) এই একটি স্পর্শ যাহা আমি অনুভব করিতেছি, তাহা, দৃষ্ট যে সকল বস্তু আছে, তাহাদিগের গুণ নহে; কারণ কোন দৃষ্টবস্তু এক্ষণে আমাকে স্পর্শ করিতেছে না; অতএব দৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন অদৃষ্ট কোন পদার্থ অবশ্য আছে, যাহার গুণ

আমার অনুভূত স্পর্শ; তাহাকেই বায়ু বলে; (১১ সূত্র) সেই অদৃষ্ট বস্তু, গুণের ন্যায় কোন প্রত্যক্ষীভূত দ্রব্যাশ্রিত নহে; অতএব বায়ু গুণ পদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ। (এই সূত্র বায়ু-পরমাণু-বিষয়ক নহে, সূত্রের অর্থ স্পষ্ট। গুণসকল কোন দ্রব্যাশ্রয়ে থাকে; পরন্তু বায়ু কোন দৃষ্টদ্রব্যের গুণরূপে তদাশ্রয়ে থাকা দৃষ্ট বা অনুমিত হয় না; অতএব বায়ু দৃষ্ট দ্রব্যের গুণ নহে; এইমাত্রই সূত্রার্থ; কিন্তু টীকাকারগণ বলেন যে, বায়ুপরমাণুর দ্রব্যত্ব সাধন করা এই সূত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। বায়ুপরমাণুর কোন উল্লেখই সূত্রে নাই)। (১২ সূত্র) এই অদৃষ্ট পদার্থের ক্রিয়া ও গুণ প্রত্যক্ষীভূত হয়, অতএব ইহাও দ্রব্য বলিয়া স্বীকার্য্য। (১৩ সূত্র) কিন্তু বায়ু (দ্রব্য হইলেও) ইহা ক্ষিতি, অপ্‌ ও তেজের ন্যায় দৃষ্টদ্রব্য নহে, ইহা অদৃষ্টাবয়ব; (পরন্তু দৃষ্টাবয়ব পদার্থই ধ্বংসশীল বলিয়া আমরা অনুভব করি; যেমন ঘট। বায়ুর এইরূপ অবয়ব দৃষ্ট হয় না, বায়ু ঘটের ন্যায় ভগ্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বে পরিণত হওয়া দৃষ্ট হয় না)। অতএব বায়ুর অদৃষ্টাবয়বত্ব হেতু ইহাকে নিত্য বলা যায়। (বৈশেষিক-দর্শনের টীকাকার এই সূত্রের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন যে, ইহা বায়ু-পরমাণুর নিত্যত্ব-প্রতিপাদক, বায়ুর নিত্যত্ব প্রতিপাদক নহে; পরন্তু এই সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী সূত্রসকলে, বায়ু-পরমাণুর কোন উল্লেখই নাই, এবং সেইসকল সূত্র-বায়ুর অস্তিত্ব ও স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে বলিয়া, সূত্র-সকল পর পর পাঠ করিলেই, সহজে বোধগম্য হয়। বোধ হয়, বায়ুর নিত্যত্ব স্বীকার করিতে টীকাকার প্রস্তুত নহেন; তন্নিমিত্তই এইরূপ কল্পনা করিতে গিয়াছেন। বস্তুতঃ নিত্য শব্দ বৈশেষিক-দর্শনে অপর-দার্শনিকদিগের ব্যবহৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; তাহা এই বৈশেষিক দর্শন-ব্যাখ্যানের উপসংহারে ব্যাখ্যাত হইবে। (১৪ সূত্র) বায়ুর আরোহণ

ও অবরোহণ দ্বারা (যাহা তৃণাদির ঊর্দ্ধদিকে গমন দ্বারা) অবগত হওয়া যায়, তাহাতে বায়ুর নানাত্ব প্রমাণিত হয় ; (১৫ সূত্র) কিন্তু বায়ু নিকটে থাকাতেও তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ইহার দৃষ্ট প্রমাণ না থাকা স্বীকার করিতে হয় ; (১৬ সূত্র) স্পর্শজ্ঞানের হেতুভূত অদৃষ্ট কোন পদার্থ আছে, এই মাত্রই বায়ুর সম্বন্ধে সাধারণভাবে সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান হইয়া থাকে ; অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান এতদ্বারা হয় না ; অতএব (১৭ সূত্র) ইহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আগম (বেদ) সিদ্ধ।

২য় অঃ ১ম আঃ। সংজ্ঞাকর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্ ॥১৮ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—দেখ, আমাদিগহইতে শ্রেষ্ঠ জীব—অদৃশ্য দেবতা সকল, যে আছেন, বেদে কথিত তাঁহাদিগের নাম ও কর্ম্ম হইতে আমরা তাহা সিদ্ধান্ত করি এবং অবগত হই।

২য় অঃ ১ম আঃ। প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ ॥ ১৯ ॥

সেই বেদে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের নাম ও কর্ম্ম যাহা উক্ত আছে, তাহা অবশ্য ঐ বেদবক্তা, (ঈশ্বর) স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ; কারণ প্রত্যক্ষ না হইলে, তৎসমস্ত এইরূপ বর্ণিত হইতে পারে না। অতএব বেদ ঈশ্বরবাক্য হওয়ায়, তাহাই অদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

সুকুমারমতি শিষ্যদিগের বোধগম্য এইরূপ যুক্তিদ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া, ২০শ সূত্র হইতে ৩১শ সূত্র পর্য্যন্ত আকাশের অস্তিত্ব ও গুণবিষয়ে সহজ সহজ যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক সূত্রকার দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত করিয়াছেন। এই সকল সূত্রের মীমাংসা এই যে, আকাশ একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য-পদার্থ, ইহার একমাত্র গুণ শব্দ। (২০ সূত্র) নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশনরূপ কর্ম্মদ্বারা আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় (আকাশ অবকাশ

(ফাঁক) দান করে, তাহাতে নিষ্ক্রমণাদি কর্ম্ম সাধিত হয়; অতএব নিষ্ক্রমণাদি কর্ম্মের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; এইরূপ কেহ কেহ বলেন); (২১ সূত্র) কিন্তু এই যুক্তি সঙ্গত নহে; নিষ্ক্রমণাদি কর্ম্মের মধ্যে গণ্য: কিন্তু ঐ কর্ম্ম, যে দ্রব্য নিষ্ক্রান্ত হয়, সেই একদ্রব্যাশ্রয়ী—তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা আকাশনিষ্ঠ নহে; সুতরাং তাহা আকাশের সমবায়িকারণ হইতে পারে না। (২২ সূত্র) উক্ত নিষ্ক্রমণাদি কর্ম্ম আকাশের অসমবায়িকারণও হইতে পারে না; কারণ অসমবায়িকারণের লক্ষণও (অনুক্লৃপ্তিও) কর্ম্মে নাই। (২৩ সূত্র) নিষ্ক্রমণাদি কর্ম্ম, এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের সংযোগ জন্মাইয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহা আর অপরের অসমবায়িকারণ হইতে পারে না। অতঃপর "শব্দ"মাত্র লিঙ্গদ্বারা সূত্রকার আকাশের অস্তিত্ব সাধন করিতেছেন:—(২৪ সূত্র) কার্য্যবস্তুর যাহা গুণ, তাহা কারণবস্তুর গুণ হইতে প্রাদুর্ভূত হয় (যেমন ঘটের রূপ কপালসকলের রূপসংযোগে উৎপন্ন হয়)। (২৫ সূত্র) কিন্তু (বায়ুর ত শব্দগুণ থাকার উপলব্ধিই হয় না; পরন্তু) পার্থিবাদি কোন দৃষ্টদ্রব্যে যে শব্দ অনুভূত হয়, তাহা উক্ত প্রকারে তাহার অবয়বসকলের শব্দের সম্মিলনে প্রাদুর্ভূত হয় না (যেমন মৃদঙ্গের শব্দ তাহার অবয়বসকলের শব্দের সম্মিলনে উৎপন্ন হয় না; মৃদঙ্গের শব্দ তাহার অবয়বসকলের শব্দের অনুরূপ নহে)। অতএব শব্দগুণটি পৃথিব্যাদি স্পর্শবান্ দ্রব্যের গুণ নহে। (২৬ সূত্র) মন এবং আত্মা হইতে ভিন্ন শঙ্খ মৃদঙ্গাদিতে শব্দ অনুভূত হইয়া থাকে, এবং ইহা কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীভূতও হয়; অতএব শব্দ আত্মা কিংবা মনের গুণ নহে। (২৭ সূত্র) অতএব অবশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, শব্দ এইসকল হইতে পৃথক্ একটি দ্রব্যের গুণ। সেই দ্রব্যই আকাশ। (২৮ সূত্র) বায়ুর দ্রব্যত্ব এবং নিত্যত্ব যে সকল হেতুদ্বারা পূর্ব্বে

সাধিত হইয়াছে, তদনুরূপ হেতুদ্বারা আকাশেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব সাধন করিবে। (২৯ সূত্র) এবং যে সকল হেতুদ্বারা "সত্তা"-পদার্থের একত্ব পূর্ব্বে স্থাপন করা হইয়াছে, তদনুরূপ হেতুদ্বারা আকাশেরও একত্ব স্থাপন করিবে। (৩০ সূত্র) শব্দটি আকাশ-দ্রব্যের নিত্য লিঙ্গ হওয়াতে এবং শব্দভিন্ন অন্য কোন লিঙ্গ আকাশের না থাকাতেও আকাশের নিত্য একত্ব সিদ্ধ হয়। (৩১ সূত্র) সর্ব্বদা একত্বেরই অনুসরণ করে, অতএব আকাশের এক পৃথক্ত্ব আছে।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে উপদিষ্ট বিষয়সকল নিম্নে বিবৃত হইতেছে—(১ সূত্র) বস্ত্র সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত হইলে, তাহাতে পুষ্পগন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, পুষ্পসংযুক্ত না হইলে, ঐ গন্ধ বস্ত্রে থাকে না। ইহাদ্বারা জানা যায় যে, ঐ পুষ্পগন্ধটি বস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া গেলেও, ইহা বস্ত্রের স্বাভাবিক গুণ নহে। (২ সূত্র) এইরূপ বিচারে জানা যায় যে, পৃথিবীনামক পদার্থের কেবল গন্ধবত্তাই নিজস্ব ও ভেদক লক্ষণ। (৩ সূত্র) এইরূপ জলে যে উষ্ণতা, তাহা জলের ধর্ম্ম নহে; (৪ সূত্র) তাহা তেজেরই বিশেষ গুণ। (৫ সূত্র) শীততাই জলের নিয়ত অবধারিত গুণ।

এই বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া, সূত্রকার এই আহ্নিকের অবশিষ্টাংশে কাল ও দিক্ পদার্থ বর্ণনা করিয়াছেন:—

(৬ সূত্র) কনিষ্ঠে কনিষ্ঠজ্ঞান, জ্যেষ্ঠে জ্যেষ্ঠজ্ঞান, যুগপৎ, শীঘ্র, ও বিলম্ব, এই সকল জ্ঞান যাহা হইতে হয়, তাহাই কাল; ইহাদিগের দ্বারাই কালের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। (৭ সূত্র) বায়ুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব যে

সকল হেতুতে সাধিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ হেতুতেই কালের দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব সাধিত হয়। (৮ সূত্র) সত্তা পদার্থের একত্ব যে সকল হেতুতে সাধিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ হেতুতে কালেরও একত্ব সাধন করিবে। (৯ সূত্র) নিত্যবস্তুতে কালের জ্ঞান হয় না; অনিত্যবস্তুতেই (অদ্যোৎপন্ন, কল্য উৎপন্ন ইত্যাদিরূপে) কালের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব কালকে অনিত্য জাগতিক পদার্থের উৎপত্তির কারণ বলা যায়।

(১০ সূত্র) ইহা হইতে ইহা নিকট অথবা দূর, অথবা ইহা হইতে ইহা আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞানই দিকের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ। (১১ সূত্র) যে সকল হেতুতে বায়ুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দিকেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব সাধিত হয়, এবং (১২ সূত্র) সত্তার একত্ব যেরূপে স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা দিকেরও একত্ব সাধিত হয়। (১৩ সূত্র) তবে যে, দিক্‌কে পূর্ব্ব প্রভৃতি নামে ভেদ করা যায়, তাহা উপাধিভেদে; (১৪ সূত্র) যেমন পূর্ব্বাপর আদিত্যসংযোগে পূর্ব্বদিক বলা যায়; (১৫ সূত্র) দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ব্যবহারও এইরূপ। (১৬ সূত্র) এবং কোণ-চতুষ্টয়ের ব্যবহারও এইরূপ।

অতঃপর ১৭শ হইতে ২০শ সূত্র পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে সংশয় কিরূপে উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া, সূত্রকার বলিয়াছেন যে, যে স্থলে সামান্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কিন্তু বিশিষ্টের প্রত্যক্ষ হয় নাই, সেই স্থলে যদি বিশিষ্ট বস্তুটির স্মরণ হয় এবং তাহা তথায় আছে কিনা তদ্বিষয়ে অনিশ্চিত জ্ঞান উপস্থিত হয়, তবে তাহারই নাম সংশয়। অতঃপর ২১শ সূত্র হইতে দ্বিতীয়াহ্নিকের শেষ পর্য্যন্ত শব্দের স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া, সূত্রকার বলিয়াছেন—শব্দসম্বন্ধে সংশয় এই যে, ইহা দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম্ম? কারণ শব্দে শব্দত্বও আছে এবং শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বও আছে বলিয়া উপলব্ধি হয়; অর্থাৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইয়াও, শব্দ আছে, ইহা প্রমাণ-

সিদ্ধ; এবং অপরদিকে ইহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্যও হয়; অতএব ইহা স্বতন্ত্র দ্রব্য, অথবা দ্রব্যাশ্রিত গুণ, কিংবা কর্ম্ম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়। ইহার মীমাংসা এই যে, শব্দ দ্রব্য নহে; কারণ ইহা একদ্রব্য (আকাশ)-নিষ্ঠ। (অন্ত্য পরমাণুভিন্ন অপর দ্রব্যমাত্রই একাধিক দ্রব্যসমবায়ে গঠিত। এই স্থলে ১ম অধ্যায় ১ম আঃ ৮ম ও ১৭শ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ইহা কর্ম্মও নহে; কারণ ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না (উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম সমস্তই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়)। অতএব শব্দ গুণ। কিন্তু শব্দ ও কর্ম্মের মধ্যে এই একটি সাধর্ম্ম্য আছে যে, উভয়েরই আশুবিনাশিত্বরূপ ধর্ম্ম আছে; অপরাপর গুণ দ্রব্যাশ্রয়ে বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি, ও তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশ। শব্দ উৎপত্তিশীল, কাজেই অনিত্য। শব্দ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, (যেমন ঘণ্টা ও নোড়া সংযোগে শব্দ উৎপন্ন হয়); শব্দ বিভাগ হইতে উৎপন্ন হয়, (যেমন কোন বস্তু কাটাইতে গেলে শব্দ হয়); শব্দ অপর শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় (যেমন একস্থানে শব্দ উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে অপর শব্দ, পুনরায় তাহা হইতে অপর শব্দ, এইরূপে শব্দ উৎপন্ন হইয়া বহুদূরে গমন করে)। অতএব শব্দ উৎপত্তিশীল বস্তু হওয়াতে, ইহা নিত্যবস্তু নহে। শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া, সূত্রকার অবশেষে মীমাংসা করিয়াছেন যে, শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে বহুযুক্তি থাকিলেও তৎসমস্ত "সন্দিগ্ধাঃ" অর্থাৎ তদ্দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না।

(পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে শব্দের নিত্যত্ব যে অভিপ্রায়ে এবং যে অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে। এই স্থানে এইমাত্র বক্তব্য যে, বালকদিগের প্রথমবোধের নিমিত্ত নিত্যানিত্যের যেরূপ ব্যাখ্যা বৈশেষিক-দর্শনে উপদেশ করা হইয়াছে, সেই অর্থে শব্দ অবশ্য অনিত্য। বৈশেষিক-দর্শনের একপ্রকার উদ্দেশ্য ও অধিকার, পূর্ব্বমীমাংসা

দর্শনের অপর প্রকার উদ্দেশ্য ও অধিকার। সুতরাং উপদেশেরও তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ব্যাখ্যানোপলক্ষে এই বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইবে।

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

তৃতীয় অধ্যায়।

১ম আহ্নিক।

তৃতীয়াধ্যায়ে সূত্রকার আত্মা ও মনের অস্তিত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহার প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

৩য় অঃ ১ম আঃ। প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥ ১ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা প্রসিদ্ধই আছে।

৩য় অঃ ১ম আঃ। ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধিরিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোঽর্থান্তরস্য হেতুঃ ॥ ২ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—ইন্দ্রিয় দ্বারা যে অর্থ জ্ঞান হয়, তাহাদ্বারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থের অতিরিক্ত পদার্থ (আত্মা) থাকা অনুমিত হয়।

৩য় অঃ ১ম আঃ। সোঽনপদেশঃ ॥ ৩ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—ইন্দ্রিয় (অথবা দেহ) সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলা যাইতে পারে না।

৩য় অঃ ১ম আঃ। কারণাজ্ঞানাৎ ॥ ৪ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—কারণ ইন্দ্রিয় (এবং দেহ) যাহাকে সেই জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে চাহ, তাহা স্বয়ং অচেতন, তাহার জ্ঞান নাই, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

৩য় অঃ ১ম আঃ। কার্য্যেষু জ্ঞানাৎ ॥ ৫ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—পৃথিবী প্রভৃতি দৃশ্য বস্তুতে জ্ঞান থাকিলে, তৎকার্য্য ঘটাদি পদার্থেও জ্ঞান দৃষ্ট হইত।

৩য় অঃ ১ম আঃ। অজ্ঞানাচ্চ ॥ ৬ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—পরন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে পার্থিব ঘট প্রভৃতি বস্তুতে জ্ঞান নাই।

৩য় অঃ ১ম আঃ। অন্যদেব হেতুরিত্যনপদেশঃ ॥ ৭ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—ইন্দ্রিয়ে অথবা শরীরে জ্ঞান আছে কিনা, ইহাই বিচার্য্য ; তাহা প্রমাণ করিতে হইলে, শরীরে জ্ঞান আছে, এই কথা বলিলেই প্রমাণ হয় না ; তাহার অন্য হেতু প্রদর্শন করিতে হয় ; কিন্তু এই স্থলে অন্য হেতু না থাকাতে, অনুমান অসিদ্ধ। (সাধ্য হইতে হেতু ভিন্ন হওয়া চাই ; তাহা এই স্থলে না থাকায়, তাহা হেতু নহে বলিতে হইবে)।

হেতু সাধ্য হইতে বিভিন্ন হওয়া চাই ; ইহাতে শিষ্যের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এক বস্তু প্রমাণ বিষয়ে অপর বস্তুর কিরূপ স্থলে হেতু হইতে পারে, যে কোন বস্তু হইতে ত আর যে কোন বস্তুর অনুমান হয় না। অতএব সূত্রকার সংক্ষেপতঃ ৮ম হইতে ১৩শ সূত্রে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া চতুর্দ্দশ সূত্রে বলিতেছেন :—

৩য় অঃ ১ম আঃ। প্রসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য ॥ ১৪ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—যাহা প্রকৃত হেতু হইবে, তাহা পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হওয়া চাই ;

অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ না থাকা চাই; তাহা এমন সর্ব্বসাধারণের অনুভবের বিষয় হওয়া চাই যে, তাহা শুনিলেই অপরের স্বভাবতঃ প্রতীতি জন্মে।

৩য় অঃ ১ম আঃ। অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ॥ ১৫ সূত্র॥

অস্যার্থ:—যাহা অপ্রসিদ্ধ (অর্থাৎ যাহা সকলের জ্ঞানের বিপরীত) তাহা অপদেশ (হেতু) বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; এবং যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহার ব্যভিচার কোন কোন স্থলে লক্ষিত হয় তাহা, এবং যাহা সন্দিগ্ধ তাহাও, হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যথা:—

৩য় অঃ ১ম আঃ। যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদশ্বঃ॥ ১৬ সূত্র॥

অস্যার্থ:—যেহেতু এই জীব শৃঙ্গবিশিষ্ট, অতএব ইহা অশ্ব। এইটি অপ্রসিদ্ধ হেতুর দৃষ্টান্ত। অশ্বের শৃঙ্গ থাকা অপ্রসিদ্ধ; অতএব তাহাকে হেতু করিয়া, অশ্বের অনুমান স্থাপন করা যাইতে পারে না।

৩য় অঃ ১ম আঃ। যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদ্গৌরিতি চানৈকান্তিকস্যোদাহরণম্॥ ১৭ সূত্র॥

অস্যার্থ:—যেহেতু ইহা শৃঙ্গবিশিষ্ট, অতএব ইহা গো। এইটি অসৎ অথবা ব্যভিচারী হেতুর উদাহরণ। গোর সাধারণতঃ শৃঙ্গ থাকে সত্য, কিন্তু, কোন স্থলে থাকেও না, এবং অপর অনেক জন্তুরও শৃঙ্গ থাকে; সুতরাং শৃঙ্গ থাকিলেই যে গো হইবে, তাহা নহে। অতএব শৃঙ্গবত্তা গোত্ব সাধনের পক্ষে সদ্ধেতু নহে। অন্ধকারস্থলে লম্বাকৃতি বস্তু দেখিয়া সন্দেহ হয়, ইহা রজ্জু অথবা সর্প? কেবল ঐ লম্বাকৃতি দৃষ্টে ইহাকে সর্প বলিয়া মীমাংসা করিলে, সেই মীমাংসাতে আস্থা হয় না; অতএব ইহাও

সদ্ধেতু নহে। সন্দিগ্ধ হেতু বাস্তবিক ব্যভিচারী হেতুর অন্তর্গত। অতএব ইহার পৃথক্ উদাহরণ সূত্রকার প্রদর্শন করেন নাই।

এইরূপে হেতুসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সূত্রকার মূল বিষয়ের বিচারে পুনরায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

৩য় অঃ ১ম আঃ। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্যন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ॥ ১৮ সূত্র॥

অস্যার্থ:—আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ জ্ঞান, তাহা ঐ আত্মাপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন। এই জ্ঞানই আত্মার অস্তিত্বসাধক সদ্ধেতু। কারণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ে অথবা অর্থে নাই।

৩য় অঃ ১ম আঃ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গম্॥ ১৯ সূত্র॥

অস্যার্থ:—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যাহা নিজের আত্মাতে লক্ষিত হয়, তাহা পরত্র দৃষ্ট হওয়াতে, তাহা পরকীয় আত্মার অস্তিত্বসাধক।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

প্রথমাহ্নিকে আত্মার অস্তিত্ব এইরূপ সহজ বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়া, দ্বিতীয়াহ্নিকে মনের অস্তিত্বও এইরূপেই সূত্রকার প্রমাণিত করতঃ, আত্মা ও মনের স্বরূপবিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক, অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

৩য় অঃ ২য় আঃ। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্॥ ১ সূত্র॥

অস্যার্থ:—আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ সন্নিকৃষ্ট হইলেও, কখন জ্ঞান হয়,

কথন হয় না। ইহাতেই তদতিরিক্ত পদার্থ মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

৩য় অঃ ২য় আঃ। তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ২ সূত্র॥

অস্যার্থ:—যে হেতুতে বায়ুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব পূর্ব্বে সাধন করা হইয়াছে, তদনুরূপ হেতুতে মনেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব সাধিত হয়।

৩য় অঃ ২য় আঃ। প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্॥ ৩ সূত্র॥

অস্যার্থ:—মন যে নানা প্রকার নহে, তাহা যে সর্ব্বদা একই বস্তু, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ এই যে প্রযত্ন অর্থাৎ কর্ম্মচেষ্টা এককালে একটিমাত্র হয়, একাধিক প্রযত্ন এককালে হইতে পারে না; মন-সহকারেই কর্ম্মচেষ্টা হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, মন এক; মন বহু হইলে, বহু চেষ্টা এককালে হইতে পারিত; মন এক হওয়াতেই বিবিধ কর্ম্মচেষ্টা যুগপৎ হয় না। এইরূপ বিবিধ জ্ঞানও যুগপৎ উৎপন্ন হয় না। তদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক দেহে মন-নামক পদার্থ এক, বহু নহে।

৩য় অঃ ২য় আঃ। প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি॥ ৪ সূত্র॥

অস্যার্থ:—প্রাণ ও অপান ক্রিয়া, নিমেষ ও উন্মেষ, জীবন, মনের গতি, অপর ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, এই সকল আত্মার লিঙ্গ, অর্থাৎ এই সকল হেতু হইতে আত্মার অনুমান হয়।

৩য় অঃ ২য় আঃ। তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ৫ সূত্র॥

অস্যার্থ :—বায়ুর দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব যেরূপ হেতুতে সিদ্ধ, আত্মারও দ্রব্যত্ব এবং নিত্যত্ব তদনুরূপ হেতুতে সিদ্ধ জানিবে।

এক্ষণে শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন যে, শরীরে আত্মার অস্তিত্ব কেবল আগম প্রমাণসিদ্ধ বলা কি উচিত নহে? বায়ু সম্বন্ধে যে কারণে আগম-প্রমাণসিদ্ধত্ব বলা হইয়াছে, এই স্থলেও ত সেই সকল কারণের বর্ত্তমানতা দেখা যায়; যথা—

৩য় অঃ ২য় আঃ। যজ্ঞদত্ত ইতি সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে॥ ৬ সূত্র॥

অস্যার্থ :—কোন ব্যক্তির (যেমন যজ্ঞদত্তনামক ব্যক্তির) সহিত চক্ষের সন্নিকর্ষ হইলে, তাহার আত্মার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না, শরীরেরই প্রত্যক্ষ হয়; অতএব আত্মা-সাধনের নিমিত্ত দৃষ্ট কোন হেতু না থাকা বলিতে হইবে।

৩য় অঃ ২য় আঃ। সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ॥ ৭ সূত্র॥

অস্যার্থ :—সামান্যরূপ দৃষ্টান্তে এইমাত্র অনুমান হয় যে, "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান দ্বারা এইমাত্র জ্ঞান হয় যে, দৃষ্ট শরীরে এমন কিছু আছে, যাহা জ্ঞান ও প্রযত্নের আশ্রয়; কিন্তু তাহা কি, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান উক্ত প্রকার অনুমান হইতে হয় না।

৩য় অঃ ২য় আঃ। তস্মাদাগমিকঃ॥ ৮ সূত্র॥

অস্যার্থ :—অতএব আত্মা কেবল বেদসিদ্ধ বলিয়া বলিতে হয়। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

৩য় অঃ ২য় আঃ। অহমিতি শব্দস্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্ ॥ ৯ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—অহং ইত্যাকার যে স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যয় সকলের আছে, তাহা শরীরে প্রযুক্ত হইতে পাবে না ; অতএব আত্মার অস্তিত্ব এই অহং প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয় ; সুতরাং আত্মা কেবল আগমোক্ত বলিয়াই যে গ্রহণীয়, তাহা নহে। অহংপ্রত্যয়ই আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ।

৩য় অঃ ২য় আঃ। যদি দৃষ্টমন্বক্ষমহং দেবদত্তোঽহং যজ্ঞদত্ত ইতি ॥ ১০ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অহং দেবদত্তঃ, অহং যজ্ঞদত্তঃ, ইত্যাকার "অহং জ্ঞান" অবশ্য প্রথমে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ; অতএবই পরে অহং দেবদত্তঃ অহং যজ্ঞদত্তঃ ইত্যাকার "অন্বক্ষ" (পশ্চাদ্গমন—পশ্চাদ্জ্ঞান) হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এতদুভয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান ভিন্ন পশ্চাৎ "অন্বক্ষ" হইতে পারে না।

৩য় অঃ ২য় আঃ। দৃষ্টয়াত্মনি লিঙ্গে এক এব দৃঢ়ত্বাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়ঃ ॥ ১১ সূত্র ॥

(দৃষ্টে আত্মনি লিঙ্গে সতি, দৃঢ়ত্বাৎ, প্রত্যক্ষবৎ এক এব প্রত্যয়ঃ ভবতি ইত্যর্থঃ)।

অস্যার্থঃ—(আত্মার লিঙ্গ—অহংপ্রত্যয়ের সহিত আত্মার এত দৃঢ় সম্বন্ধ যে) অহংজ্ঞান সঞ্জাত হইবামাত্র, আত্মাই যেন দৃষ্ট হইতেছেন, ইত্যাকার প্রত্যয় উপজাত হয়, অহং এবং আত্মা এক বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয়।

৩য় অঃ ২য় আঃ। দেবদত্তো গচ্ছতি যজ্ঞদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাচ্ছরীরে প্রত্যয়ঃ ॥ ১২ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—অহং প্রত্যয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এমন অকাট্য যে, শরীরে অহং প্রত্যয়ের উপচার (আরোপ)-বশতঃ, আগমনকারী দেবদত্ত প্রভৃতির শরীর দর্শন করিয়াই, আমরা মনে করি যেন প্রকৃত দেবদত্ত প্রভৃতিকেই (যাঁহারা আত্মাময় তাঁহাদিকেই) দর্শন করিতেছি; শরীরকেই আত্মা বলিয়া অভেদ জ্ঞান হয়।

৩য় অঃ ২য় আঃ। **সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥ ১৩ সূত্র ॥**

অস্যার্থ :—[উপচার (আরোপ) বশতঃ, শরীরে যে অহংবুদ্ধি হয়, তাহাও এত দৃঢ় যে, সন্দেহ হয় আমি বুঝি যথার্থ শরীরই; শরীরেতে যে অহংবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে মাত্র, তাহার বোধও অনেক সময় হয় না; অতএব] শরীরে যে অহংবুদ্ধি, তাহা উপচার কিনা তদ্বিষয়েই সন্দেহ হয়।

৩য় অঃ ২য় আঃ। **অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবাৎ পরত্রাভাবাদর্থান্তরপ্রত্যক্ষঃ ॥ ১৪ সূত্র ॥**

অস্যার্থ :—অহংপ্রত্যয় কেবল জীবাত্মায়ই আছে, শরীরাদিতে তাহা নাই; অতএব শরীরাদি হইতে পৃথক্ যে আত্মা তিনিই অহংপ্রত্যয়-গম্য। (ভাবার্থ এই যে, মৃত শরীরে অহংবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না; এবং ছিন্ন দেহাবয়বে অহংবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না, অতএব শরীরাতিরিক্ত পদার্থ আত্মাই এই অহংপ্রত্যয়গম্য)।

এক্ষণে আপত্তি হইতেছে :—

৩য় অঃ ২য় আঃ। **দেবদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাদভিমানাত্তাবচ্ছরীরপ্রত্যক্ষোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৫ সূত্র ॥**

আপত্তি :—

অস্যার্থ:—দেবদত্তের শরীর দৃষ্টে দেবদত্ত গমন করিতেছে, ইত্যাকার যে জ্ঞান হয়, যাহা শরীরে অহংবুদ্ধির উপচারবশতঃ হয় বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইল, তাহা বাস্তবিক পক্ষে আমি কৃষ্ণ, আমি গৌর, আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাকার অভিমান হইতে হয়, দেখা যায়; এই অভিমান, যাহাকে অহঙ্কার বলা যায়, তাহার বিষয় শরীরই বলিতে হইবে; তদতিরিক্ত আত্মা অহংপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত নহে। শরীর হইতে পৃথক্ আত্মা আছেন, ইহাই ঔপচারিক বলা উচিত।

৩য় অঃ ২য় আঃ। সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ॥ ১৬ সূত্র॥

অস্যার্থ:—পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তির উত্তর এই যে, আত্মাতে যে অহং-বুদ্ধি, তাহা ঔপচারিক নহে; এই উপচারসিদ্ধান্ত সন্দিগ্ধ হেতুমূলক; অতএব ইহা সৎসিদ্ধান্ত নহে। (মৃতব্যক্তি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; বাস্তবিক শরীরাতিরিক্ত আত্মা যে নাই, ইহা কোন নিঃসন্দিগ্ধ-হেতুমূলে স্থাপন করা যায় না)।

৩য় অঃ ২য় আঃ। ন তু শরীরবিশেষাদ্ যজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রয়োর্জ্ঞানং বিষয়ঃ॥ ১৭ সূত্র॥

অস্যার্থ:—যজ্ঞদত্ত অথবা বিষ্ণুমিত্রের শরীর প্রত্যক্ষ হয় সত্য; কিন্তু তাহাদের যে অহংজ্ঞান আছে, তাহা কখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না; অতএব এই অহংজ্ঞান শরীরাশ্রিত নহে।

৩য় অঃ ২য় আঃ। অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং শব্দবদ্ব্যতিরেকাব্যভিচারাদ্ বিশেষসিদ্ধের্নাগমিকঃ॥ ১৮ সূত্র॥

অস্যার্থ:—অহংশব্দ শরীরব্যতিরিক্ত আত্মা এই অবধারিত বিশেষার্থ-বোধক, তাহা এই নির্দ্দিষ্ট অর্থে ভিন্ন অপর অর্থে প্রয়োগ হয় না; সুতরাং এই

অহং শব্দের বাচ্য অহংজ্ঞান শরীর হইতে বিশিষ্ট পদার্থ আত্মার প্রমাণ। ইহা স্বয়ং (অনুমানাতিরিক্ত) স্বতঃসিদ্ধ মুখ্য প্রমাণও বটে এবং ইহা আত্মার অনুমানের জন্য যোগ্যহেতুও বটে।

৩য় অঃ ২য় আঃ। সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্‌ ॥ ১৯ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনের দ্বারা সাধ্য যাবতীয় কর্ম্ম-জনিত সুখদুঃখরূপ ফলানুভব বিষয়ে এই অহংবুদ্ধির একত্ব থাকায়, প্রত্যেক দেহাশ্রিত জীবাত্মা এক।

৩য় অঃ ২য় আঃ। ব্যবস্থাতো নানা ॥ ২০ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—একের জন্ম, অপরের মৃত্যু, ইত্যাদি ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী জীবের সম্বন্ধে আছে; অতএব জীবাত্মা বহু।

৩য় অঃ ২য় আঃ। শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ ॥ ২১ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—শাস্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বর্গনরকাদি ভিন্ন ভিন্ন গতি ও কর্ম্মফলভোগ বর্ণনাদ্বারা আত্মার বহুত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের পঞ্চম সূত্রের উল্লিখিত ৮টি দ্রব্য-পদার্থের অস্তিত্ব এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে সূত্রকার প্রথমতঃ এই সকল পদার্থের মধ্যে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব কি, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—(১ সূত্র) "**সদকারণবন্নিত্যম্‌**", যাহার অপর

কারণ নাই (অর্থাৎ যাহার অপর দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন হওয়া প্রত্যক্ষীভূত হয় না) এমন যে সৎ পদার্থ, তাহাকে নিত্যপদার্থ বলে। (২ সূত্র) **"তস্য কার্য্যং লিঙ্গম্"**, কার্য্যদ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়; (৩ সূত্র) **"কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ"**, কারণবস্তু সৎ হওয়াতে কার্য্যবস্তুও সৎ হয়। (৪ সূত্র) **"অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ"** অতএব প্রথম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ৮ম সূত্রে যে দৃষ্ট দ্রব্যকে অনিত্য বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, দ্রব্যসকলকে যে এক একটি বিশেষ পদার্থরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই বিশেষ কার্য্যপদার্থরূপে তাহারা অনিত্য; কারণরূপে তাহারা নিত্য। (৫ সূত্র) **"অবিদ্যা"**॥ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানহেতুই ইহারা একেবারে বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীতি হয়।

এই বিষয় এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্রব্যসকল কি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য হয়, তাহা সূত্রকার ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন—

(৬ সূত্র) অনেক দ্রব্যসংযোগে গঠিত হইলে এবং তাহাতে রূপ থাকিলে তবে মহৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়; (৭ সূত্র) বায়ু মহৎ, এবং দ্রব্য; কিন্তু রূপ বায়ুতে না থাকাতে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; (৮ সূত্র) আবার কেবল রূপ থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় না; অনেক দ্রব্যের সমবায়হেতু দ্রব্যটি "মহৎ" হওয়া প্রয়োজন; অনেক দ্রব্যের সমবায় হইয়া রূপবিশিষ্ট হইলে, তবে সেই রূপ প্রত্যক্ষ হয়, নতুবা নহে; এই নিমিত্ত পরমাণুর রূপ প্রত্যক্ষীভূত হয় না। (৯ সূত্র) রূপ সম্বন্ধে এই যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারাই রস, গন্ধ ও স্পর্শের যেরূপে উপলব্ধি হয়, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। (১০ সূত্র) সকল স্থলেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক দ্রব্যের সমবায় না থাকিলে যে উপলব্ধি হয় না, এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ইহা সর্ব্বত্রই খাটে। (১১ সূত্র) সংখ্যা, পরিমাণ,

পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং কর্ম্ম ও রূপবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিলেই ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। (১২ সূত্র) যদি রূপবিহীন দ্রব্যে ইহারা থাকে, তবে ইহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। (১৩ সূত্র) এই যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারাই গুণ ও সমস্ত সদ্বস্তু, যাহার জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ হয়, তাহার উৎপত্তি ব্যাখ্যাত করা হইল।

পূর্ব্বোক্ত ১৩টি সূত্রে প্রথমাহ্নিক শেষ করিয়া দ্বিতীয়াহ্নিকে ভিন্ন-জাতীয় দ্রব্যসংযোগের দ্বারা কিরূপস্থলে নূতন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কিরূপ সংযোগে হয় না, তাহা বিচার করা হইয়াছে—এই প্রকরণটি সম্যক্ নিম্নে ব্যাখ্যাত করা হইল; কারণ বৈশেষিকগণ স্বীয় মতপুষ্টির নিমিত্ত এই প্রকরণোক্ত উপদেশের উপর বিশেষরূপ নির্ভর করেন।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ। তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদিকার্য্যদ্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়সংজ্ঞকম্ ॥ ১ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—পৃথিব্যাদি কার্য্যদ্রব্য (যাহা অন্ত্য বিশেষ পদার্থ নহে, তৎসমস্ত) ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে ॥ ২ সূত্র ॥

অস্যার্থ:—প্রত্যক্ষ বস্তু (পৃথিবী, জল ও তেজ) এবং অপ্রত্যক্ষ বস্তু (বায়ু ও আকাশ) এই উভয়ের সংযোগ হওয়া কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় না; অতএব এই পঞ্চভূতাত্মক পৃথক্ দ্রব্য নাই; প্রত্যক্ষীভূত পৃথিবী প্রভৃতির সহিত অদৃষ্ট বায়ু ও আকাশ মিশ্রিত হইতে দেখা যায় না; অতএব এই পঞ্চের বিনিশ্রণে গঠিত বস্তু নাই। যাহা অপ্রত্যক্ষ বস্তু, অপরের সহিত তাহার সংযোগ হইতেছে কি না, তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে? অতএব প্রত্যক্ষতঃ উক্ত পঞ্চাত্মক দ্রব্য নাই।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ। গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্॥ ৩ সূত্র॥

অস্যার্থ:—প্রত্যক্ষপদার্থ পৃথিবী, অপ্, ও তেজঃ, এই দ্রব্যত্রিতয়াত্মক পদার্থও নাই; কারণ অবয়ববিশিষ্ট ভূতত্রয়ের মিলনে নূতন গুণ কিছু প্রাদুর্ভূত হয় না।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ। অণুসংযোগস্ত্বপ্রতিষিদ্ধঃ॥ ৪ সূত্র॥

অস্যার্থ:—পরন্তু কার্য্যদ্রব্যের সংযোগই পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিষেধ করা হইল; এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, ভিন্নজাতীয় পরমাণুর সংযোগ প্রতিষেধ করা হইয়াছে।

এই চারিটি সূত্রের মিলিত ভাবার্থ এই যে, অদৃষ্ট পদার্থ—বায়ু ও আকাশ অপর ভূতের সহিত সংযুক্ত হইয়া বস্তু গঠিত হইতে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং এইরূপ বস্তুর অস্তিত্ব অসিদ্ধ। পরন্তু দৃষ্ট দ্রব্যেরও পরমাণুসংযোগ-ভিন্ন নূতন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। কার্য্যবস্তুমাত্রই অবয়ববিশিষ্ট; স্বীয় স্বীয় অবয়ব রক্ষা করিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইলে, কোন নূতন বস্তু ইহাদিগের সংযোগে উৎপন্ন হয় না; এইরূপ সংযোগ গুণান্তর উৎপাদন করে না। অতএব যখনই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থযোগে নূতন বস্তু উৎপন্ন হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই পরিবর্ত্তন মূলগত পরিবর্ত্তন; পরমাণু-সকলেরই সংযোগক্রমে নূতন পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উপদেশ অল্পবয়স্ক বালকদিগের পক্ষে উপযোগী সন্দেহ নাই; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির ও জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু ও আকাশ-সংযোগে বস্তুর উৎপত্তি জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু আকাশের নিরবচ্ছিন্ন একত্ব পূর্ব্বে বর্ণিত হওয়াতে, ইহার অণুপরিমাণ থাকা বৈশেষিক-দর্শনের স্বীকৃত নহে; আকাশ এই আহ্নিকের দ্বিতীয় সূত্রোক্ত অপ্রত্যক্ষবস্তুর শ্রেণীভুক্ত থাকায়, পঞ্চভূতের পরমাণুরই

সংযোগে বস্তুর উৎপত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করাও সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অতঃপর শরীর-সম্বন্ধে অপর উপদেশ আরম্ভ হইতেছে;—(৫ সূত্র) **"তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ"**—শরীর দ্বিবিধ, যোনিজ ও অযোনিজ; (৬ সূত্র) **"অনিয়তদিগ্‌দেশপূর্ব্বকত্বাৎ"**=অযোনিজ জীবদেহে উৎপত্তির হেতু এই যে, পরমাণুসকল অনিয়ত দিগ্দেশস্থিত (সুতরাং ইহাদের সংযোগ, যদ্দ্বারা শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা যে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সকল স্থলেই হইবে, এইরূপ বলা যাইতে পারে না)। (৭ সূত্র) **"ধর্ম্মবিশেষাচ্চ"**=কোন কোন জীবাত্মার ধর্ম্মবিশেষ হইতে এইরূপ অযোনিজ দেহ উৎপন্ন হয়। (৮ সূত্র) **"সমাখ্যাভাবাচ্চ"**=যেমন যোনিজ দেহের উৎপত্তি প্রসিদ্ধ আছে, তদ্রূপ অযোনিজ দেহের উৎপত্তিও প্রসিদ্ধ আছে। (৯ সূত্র) **"সংজ্ঞায়া আদিত্বাৎ"**="জীবদেহ" এই সংজ্ঞার আদিত্ব আছে, অর্থাৎ জীবদেহ নিত্য নহে; অতএব প্রথমোৎপন্ন যে জীবদেহ তাহা অবশ্য অযোনিজ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (১০ সূত্র) **"সন্ত্যযোনিজাঃ"** =অতএব অযোনিজ দেহের অস্তিত্ব এতদ্দ্বারাই সিদ্ধ হইল। (১১ সূত্র) **"বেদলিঙ্গাচ্চ"**=বেদেও ইহার প্রমাণ আছে॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্॥

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ উপদেশ আছে যে, আত্মার সহিত হস্তের সংযোগ এবং আত্মার প্রযত্ন হইতে হস্তে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; আবার হস্তসংযোগ-হেতু হস্তস্থিত মুষলে কর্ম্ম হয়, আবার অপর বস্তুর প্রতি মুষল সজোরে আহত হইলে, সেই অভিঘাত হইতেও মুষলে কর্ম্ম হয়; পার্থিব বস্তুতে যে

উৎক্ষেপণাদি কর্ম্ম, তাহা এইরূপে নোদন (মৃদু চলন ; স্পন্দন), অভিঘাত ও সংযুক্ত সংযোগ হইতে হয়। গুরুত্বহেতু পতনকর্ম্ম হয়, প্রেরণাবিশেষ হইতে ঊর্দ্ধে গমন এবং তির্য্যগ্ গমন হয় ; জলের যে ঊর্দ্ধ গমন, তাহা সূর্য্যরশ্মি ও বায়ুসংযোগহেতু হয়। এইরূপ বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্বন্ধে এই সকল দৃষ্টান্ত বিশেষ উপযোগী, সন্দেহ নাই।

অতঃপর মোক্ষ কিরূপে সাধিত হয়, তাহা অতিসাধারণভাবে সংক্ষেপতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে ; তৎসম্বন্ধে যে চারিটি সূত্র পঞ্চমাধ্যায়ে আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

৫ম অঃ ২য় আঃ। আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে ॥ ১৫ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও অর্থ ইহাদের ক্রমিক সংযোগ হইতে সুখ ও দুঃখ উপজাত হয়।

৫ম অঃ ২য় আঃ। তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি, শরীরস্য দুঃখাভাবঃ স যোগঃ ॥ ১৬ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—মন আত্মস্থ হইলে (অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-রহিত হইয়া, আত্মসংযুক্ত হইলে) সেই বিষয়-সন্নিকর্ষ, যাহা হইতে সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে পারে না ; সুতরাং তদবস্থায় শরীরের দুঃখ (অর্থাৎ শরীরসংযোগনিমিত্ত আত্মার দুঃখ) আর কিছু থাকে না ; ইহাকেই যোগ বলে।

৫ম অঃ ২য় আঃ। অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি ॥ ১৭ সূত্র ॥

অস্যার্থ :—অপসর্পণ (দেহত্যাগ), উপসর্পণ (নূতনদেহ-প্রবেশ),

গর্ভাবস্থায় অশন (ভোজন), পান এবং অপরবিধ কার্য্য এতৎসমস্ত অদৃষ্ট-মূলক।

৫ম অঃ ২য় আঃ। তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ ॥ ১৮ সূত্র ॥

অস্যার্থঃ—যোগদ্বারা মন আত্মস্থ হইলে, সেই অদৃষ্ট বিনষ্ট হয়; সুতরাং আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সন্নিকর্ষ, যাহা সুখদুঃখের হেতু, তাহার অভাব হয়, এবং ভবিষ্যতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার গর্ভে অবস্থিতি ও জন্মধারণ নিবারিত হয়; ইহাকেই মোক্ষ বলে।

মোক্ষবিষয়ে এই পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া, অধ্যায়ের সমাপ্তিপর্য্যন্ত এই বলা হইয়াছে যে, অন্ধকার অভাব পদার্থ—তাহা তেজের আবরণ হইতে হয়; দিক্, কাল ও আকাশ,—ইহারা সর্ব্বব্যাপক পদার্থ; অতএব নিষ্ক্রিয়; গুণ ও কর্ম্মের সহিত নিষ্ক্রিয় পদার্থের সমবায় সম্বন্ধ; সেই সমবায় কিন্তু উক্ত ব্যাপক পদার্থের কোন কর্ম্মাধীন নহে। যেমন অমুক দিক্ হইতে লোক আসিতেছে; এইস্থলে দিকের কোন কর্ম্ম নাই, লোকেরই কর্ম্ম; কিন্তু দিক্ তৎসহ নিষ্ক্রিয়ভাবে সমবায় সম্বন্ধে আছে; তদ্রূপ এই সময়ে জলবর্ষণ হয় বলিলে, তাহাতে কালের নিজের কোন কর্ম্ম থাকে না; কাল কেবল সমবায়সম্বন্ধে থাকে মাত্র; ইহা ঐ কর্ম্মের আধারমাত্র।

পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত, এইরূপে, দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের বিষয় সাধারণভাবে উপদেশ দিয়া, সূত্রকার শিষ্যদিগের বৈদিককর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সহজভাবে বেদোক্ত কোন কোন বিহিত কর্ম্মের সুফল এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের কুফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে তৃতীয়াহ্নিকম্।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বেদে যে সমস্ত বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাতে উপদেষ্টার অতিশয় জ্ঞানবত্তা প্রকাশিত আছে। ব্রাহ্মণের যে বিশেষত্ব বর্ণিত আছে, তাহা কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণজন্য, ব্রাহ্মণ-নামমূলক নহে; তাহা বিশুদ্ধ কর্ম্মের উপরও স্থাপিত। অতএব কর্ম্মের বিশুদ্ধতা সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। দেখ, দান যে ব্যক্তি করে, সে তাহা বুদ্ধি পূর্ব্বক করিয়া থাকে; এবং যে গ্রহণ করে, সেও নিজের বুদ্ধিপূর্ব্বকই গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব বলিতে পার যে, দুষ্ট পুরুষের প্রদত্ত ভোজনগ্রহণে কোন দোষ নাই; কারণ দাতা ব্যক্তির প্রকৃতি ও বুদ্ধি যেরূপই হউক না কেন, গ্রহণকারীব বুদ্ধি যখন স্বতন্ত্র, এবং একের বুদ্ধি যখন অপরের বুদ্ধির কারণ নহে, তখন গ্রহণকারী ব্যক্তির পক্ষে তাহা গ্রহণ করাতে কোন দোষ হইতে পারে না। পরন্তু বেদ তাহা প্রতিষেধ করিয়াছেন; ইহা অমূলক নহে; কারণ দুষ্ট ব্যক্তির দানগ্রহণে তাহার সহিত সঙ্গ অবশ্য হয়; সেই দুষ্ট সঙ্গ হইতে দোষ উপজাত হয়; সদ্ব্যক্তির দানগ্রহণে সেই দোষ হয় না; বরং সৎসংসর্গবশতঃ উত্তম কার্য্যেই প্রবৃত্তি উপজাত হয়। হীনব্যক্তির সঙ্গ হইতে হীনকার্য্যে, সমব্যক্তির সঙ্গ হইতে সমকার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। অতএব উত্তম পুরুষেরই দানগ্রহণ করিবে। এইরূপ বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে, হীনকর্ম্মকারী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে যে বেদ বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত; নিজে হীনকর্ম্মা হইলে, উত্তম পুরুষকে নিজ সঙ্গ দ্বারা কলুষিত করিবে না; তপস্যাদ্বারা নিজেব পাপ ক্ষালন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিবে।

ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে এই পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়া, দ্বিতীয়াহ্নিকে সূত্রকার বলিয়াছেন যে, বৈদিক কর্ম্ম, যাহা দৃষ্টপ্রয়োজন-সাধক নহে,

তাহা পরকালে অভ্যুদয় উৎপন্ন করে; অতএব জানিবে যে স্নান, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুকুলবাস, বানপ্রস্থ, যজ্ঞ, দান, প্রোক্ষণ, দিক্, নক্ষত্র, মন্ত্র, ও কাল সম্বন্ধে নিয়ম, যাহা বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা অতি মঙ্গলজনক অদৃষ্ট উপজাত হয়, এবং ইহা পরলোকে অভ্যুদয় সাধন করে। সকল প্রকার আশ্রমেই শৌচাচার অবলম্বনীয়; কিন্তু অসংযতচিত্ত পুরুষ, শৌচাচার অবলম্বন করিলেও, অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় না; কারণ কেবল শৌচাচার অভ্যুদয়ের হেতু নহে। সুখ যে বস্তুতে জন্মে, তাহার প্রতি চিত্তে অনুরাগ জন্মে; অতএব সুখপ্রদ কর্ম্মের বিধান করা হইয়াছে এবং দুঃখপ্রদ কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে। পরন্তু লোকের যে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি, তাহা ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতেই হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ধর্ম্মাধর্ম্মই দুঃখপূর্ণ জন্মমৃত্যুর কারণ। পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত আত্মযোগ দ্বারাই ইহা হইতে মুক্তিলাভ হয়।

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে ষষ্ঠাহ্নিকম্।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকের ৬ষ্ঠ সূত্রের উল্লিখিত গুণের মধ্যে পরিমাণ, পৃথকত্ব প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, ৭ম অধ্যায়ে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম আহ্নিকে পরিমাণ নিরূপণ করিতে গিয়া, পূর্ব্বেপ্রদত্ত উপদেশসকল স্মরণ করাইয়া বলা হইয়াছে যে, যখন গুণসকল দ্রব্যপদার্থেই অবস্থান করে, এবং দ্রব্যও গুণসংযুক্ত না হইয়া থাকে না, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, নিত্য পরমাণুগত গুণসকলও নিত্য, এবং অনিত্য দ্রব্যপদার্থের গুণও সুতরাং অনিত্য; অনিত্য পার্থিবাদি পদার্থে যে সকল গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বিবিধ; কোন

কোন গুণ কারণ পদার্থের গুণ হইতে উৎপন্ন, কোন কোন গুণ অগ্নি প্রভৃতি অপর পদার্থ-সংযোগে উৎপন্ন। যেমন মৃন্ময় ঘটের যে রূপাদি গুণ, তাহা ঘটাবয়ব কপালাদির রূপাদি গুণ হইতে উৎপন্ন। অপক্ক মৃন্ময় ঘটের বর্ণ শ্যাম; কিন্তু অগ্নি দ্বারা পক্ক ঘটের বর্ণ গৌর। এই গৌরবর্ণ পাকজ, রাসায়নিক ব্যাপারে উৎপন্ন। নিত্য পরমাণুর গুণ নিত্য, এবং অনিত্য দ্রব্যের গুণ অনিত্য বলাতে, ইহাও বুঝিতে হইবে যে, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি অনিত্য দ্রব্যেরই পরিমাণ; কারণ অনিত্য দ্রব্যই হ্রস্ব-দীর্ঘ-পরিমাণ-বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়; অতএব হ্রস্ব-দীর্ঘ-পরিমাণও অনিত্য; নিত্য পরমাণুর যে পরিমাণ, তাহাকে পারিমাণ্ডল্য বলে; ইহা হ্রস্বও নহে, দীর্ঘও নহে এবং ইহা পরমাণুর নিত্য গুণ। অপরদিকে আকাশ এবং আত্মাও নিত্য; আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, আত্মাও তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী; কারণ আত্মা সমস্ত বিশ্বকে জ্ঞানগম্য করিতে পারে; অতএব আকাশ এবং আত্মার পরিমাণকে পরমমহত্ত্ব বলে; দিক্ এবং কালও তদ্রূপ; মনের কিন্তু অণু পরিমাণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়াহ্নিকে একত্ব, পৃথক্ত্বাদি অবশিষ্টগুণ বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

একত্ব ও পৃথক্ত্ব রূপরসাদি গুণ হইতে পৃথক্ প্রকারের গুণ; রূপ-রসাদির ন্যায়, এই একত্ব ও পৃথক্ত্ব দ্রব্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সংযোগনামক গুণ ত্রিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; যথা (১) যে দুই বস্তুর মধ্যে সংযোগ হয়, তাহার মধ্যে একটির কর্ম্ম (উৎক্ষেপণাদি) হইতে ঐ সংযোগ উৎপন্ন হয়; (২) অথবা সংযুক্ত উভয় বস্তুরই (উৎক্ষেপণ, আকুঞ্চনাদি) কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়; অথবা (৩) অপর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। বিভাগও এইরূপ ত্রিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এইস্থলে এইটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কার্য্যবস্তু ও কারণবস্তুর মধ্যে সংযোগ অথবা বিভাগ সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ দুইটি পৃথক্ বস্তুর যৌতভাবে

অবস্থিতিকে সংযোগ ও অনবস্থিতিকে বিভাগ বলা যায়; কিন্তু কার্য্যবস্তু যখন কারণবস্তু দ্বারাই গঠিত, তখন তাহাদের এইরূপ পৃথক্ হইয়া থাকা অসম্ভব। শব্দ এবং অর্থ, এই উভয়ের মধ্যেও সংযোগ সম্বন্ধ নাই; কারণ শব্দ গুণপদার্থ, এবং সংযোগও গুণপদার্থ; কিন্তু সংযোগসম্বন্ধ দ্রব্যপদার্থের মধ্যেই হয়; (গুণের সহিত যে দ্রব্যের সম্বন্ধ, তাহা সমবায়। একই দ্রব্যে যে বিভিন্ন গুণ থাকে, সেই সকল গুণের মধ্যে সম্বন্ধকে সমানাধিকরণ সম্বন্ধ বলে; কারণ ইহারা এক দ্রব্যরূপ অধিকরণে থাকে)। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যে সংযোগসম্বন্ধ নহে, তাহার প্রমাণান্তর এই যে, শব্দের অর্থ কেবল গুণপদার্থও হয়; কিন্তু গুণের সহিত গুণের, কিংবা দ্রব্যের সহিত গুণের, সম্বন্ধ, সংযোগসম্বন্ধ নহে। শব্দ দ্রব্য না হওয়াতে, ইহা নিষ্ক্রিয়; কারণ কর্ম্ম (উৎক্ষেপণাদি) দ্রব্যেতেই থাকে, গুণে থাকিতে পারে না; অতএব সংযোগ যে ত্রিবিধ কারণ হইতে উপজাত হয়, তাহা শব্দে প্রযোজ্য নহে। আরও দেখ "নাস্তি" ইত্যাকার শব্দ কোন ভাববস্তুকে বুঝায় না; অতএব এই নাস্তি শব্দ ও তাহার অর্থে সংযোগসম্বন্ধ (যাহা অস্তিত্বশীল বস্তুদ্বয়ের মধ্যে হওয়া সম্ভব, তাহা) কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ইত্যাদি কারণে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ সংযোগসম্বন্ধ নহে। শব্দ দ্বারা যে অর্থপ্রত্যয় হয়, তাহা সঙ্কেতকৃত।

একদিকে দুইবস্তু থাকিলে, দূরত্ব নিকটত্ববোধ জন্মে; এবং এক কালে অবস্থিত জীবদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্ববোধ জন্মে। এই দূরত্ব নিকটত্ব এবং জ্যেষ্ঠত্বকনিষ্ঠত্বকেই পরত্ব ও অপরত্ব বলা যায়। কারণদ্রব্য কার্য্য-দ্রব্যের সহিত তুলনায় পরও হয়, অপরও হয়; যেমন কপালদ্বয় প্রথমে নির্ম্মিত হয়, পরে ঐ কপালদ্বয়সংযোগে ঘটরূপ কার্য্যবস্তু উৎপন্ন হয়; আবার ঘট ভগ্ন হইলে, কপাল উৎপন্ন হয়; অতএব কপাল ঘটের সম্বন্ধে পর ও অপর উভয়ই হইতে পারে। পরন্তু কার্য্য ও কারণের

(উপাদান কারণের) মধ্যে বাস্তবিক সমবায় সম্বন্ধ; কারণ, কার্য্যে যে কারণ আছে, ইত্যাকার জ্ঞান সকলেরই হয়। পরন্তু বস্তুর যে ধর্ম্মহেতু "ইদমিহ" ইত্যাকার জ্ঞান হয়, তাহাকেই সমবায় বলে; অতএব কার্য্য-কারণের সম্বন্ধকেও সমবায়সম্বন্ধ বলা যায়। এই সমবায় দ্রব্যও নহে, গুণও নহে; কিন্তু ইহা যে সদ্বস্তু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ইহা না থাকিলে, কার্য্যকারণজ্ঞানই হয় না; এবং কারণদ্রব্য ও গুণ, যখন কার্য্যদ্রব্য হইতে পৃথক্ পদার্থ, এবং ইহাদের কার্য্যদ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ যখন সংযোগসম্বন্ধ নহে, তখন সংযোগ হইতে পৃথক্ "সমবায়" নামক পদার্থ না থাকিলে, ইহাদের সম্বন্ধজ্ঞানই হইত না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সূত্রকার এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন; ইহাতে প্রথম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ষষ্ঠ সূত্রোক্ত গুণপদার্থের মধ্যে পরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরত্বাপরত্ব পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর ৮ম অধ্যায়ে বুদ্ধিনামক গুণের বিষয়ে আরও কিছু বিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইবে।

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে সপ্তমাহ্নিকম্।

অষ্টম অধ্যায়।

জীবের আত্মা এবং মন অদৃশ্য পদার্থ; বুদ্ধি (অথবা জ্ঞান) আত্মাশ্রিত। গুণ ও কর্ম্ম দ্রব্যাশ্রয়ে থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; গুণ ও কর্ম্মের সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহা তদাশ্রয়ীভূত দ্রব্যের মধ্যবর্ত্তিতা হেতু; প্রত্যক্ষকালে ইহাদিগের আশ্রয় যে "দ্রব্য", তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগসম্বন্ধে উপস্থিত হয়; ঐ দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্ম সমবায়সম্বন্ধে থাকাতে, ঐ দ্রব্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তদ্বিষয়ক চাক্ষুষজ্ঞান হয়। অতএব

প্রত্যক্ষস্থলে গুণ ও কর্ম্মের সহিত চক্ষুর যে সম্বন্ধ, তাহা সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধ (চক্ষুর সহিত সংযুক্ত দ্রব্য ; দ্রব্যের সহিত গুণের সমবায়সম্বন্ধ ; অতএব চক্ষুর সহিত গুণের সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ)। সামান্য বিশেষ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাও দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সংযোগসম্বন্ধমূলক। সামান্য ও জাতি একই কথা। এই সামান্য অথবা জাতি গুণমধ্যে গণ্য নহে ; ইহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম ; এই তিনেরই আছে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ; এবং কর্ম্মত্ব এই সকল শব্দ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সামান্য অর্থাৎ জাতিবাচক ; এই জাতি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, এই তিনের মধ্যেই থাকে ; জাতি নিজে গুণ না হওয়াতে, গুণ ও কর্ম্মের সহিত ইহার সমবায়সম্বন্ধে থাকাতে কোন বাধা নাই ; (গুণের গুণ অথবা কর্ম্ম নাই, ইহাই পূর্ব্বে উপদেশ করা হইয়াছে)। দ্রব্যাশ্রিত কোন গুণের সামান্যরূপে যখন প্রত্যক্ষ হয়, যেমন পুষ্পের শুক্লত্ব যখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন সেই শুক্লত্ব পুষ্পে সমবেত শুক্লগুণের সহিত সমবায়সম্বন্ধে থাকায়, এবং পুষ্প চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগসম্বন্ধে থাকায়, ঐ শুক্লত্বের সহিত চক্ষুর সংযুক্ত-সমবেতসমবায়সম্বন্ধ বলিতে হইবে।

অষ্টমাধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে ইন্দ্রিয়সকলকে ভৌতিক-প্রকৃতিক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, ইহা বালকদিগের বোধের নিমিত্ত। এই দ্বিতীয়াহ্নিকের উপদেশ নিম্নে বিবৃত হইল—

(১) "ইনি", "উনি", "তুমি করিতেছ", "ইহাকে ভোজন করাও" ইত্যাদি ব্যবহার বুদ্ধি ব্যতিরেকে হইতে পারে না ; (২) পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হয়, তৎপরে বুদ্ধির সাহায্যে এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়া না থাকিলে, তাহা হয় না। (৩) ইন্দ্রিয়সকলের "অর্থ" বলিতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনই বুঝায়। (৪) দ্রব্যের যে পঞ্চাত্মকত্ব নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (৫) ঘ্রাণেন্দ্রিয়

পার্থিব উপকরণে গঠিত বলিয়াই বলা যায়; কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পার্থিব উপকরণের আধিক্য আছে, এবং পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে আছে। (৬) তদ্রূপ রসনা জলপ্রকৃতিক; চক্ষুঃ তেজঃপ্রকৃতিক; এবং স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুপ্রকৃতিক; কারণ, যাহার যে গুণ, তাহা তাহার উপাদান-কারণের অনুরূপ। অষ্টম অধ্যায় এই স্থানে শেষ।

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টমাহ্নিকম্।

নবম অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

অভাব অথবা অসৎ পদার্থ চারি প্রকার। যথা (১) কোন বস্তু উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, তাহার যে অভাব, তাহা এক প্রকার অভাব; ইহাকে প্রাগভাব বলে; এবং অনুৎপন্ন বস্তুকে প্রাগসৎ বস্তু বলে; কারণ উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার কোন ক্রিয়া অথবা গুণের প্রকাশ হয় না। (২) বর্ত্তমান বস্তু বিনষ্ট হইলে, তাহার অভাব হয়, এই অভাবকে ধ্বংসাভাব বলে, এবং ঐ বিনষ্ট বস্তুকে "সদসৎ" বলে। (৩) কোন এক বস্তু বর্ত্তমানেই একরূপে সৎ, অপররূপে অসৎ; যথা গো, ইহা গোস্বরূপে সৎ, অশ্বরূপে অসৎ; গোবস্তুতে অশ্বত্বের অভাব আছে; ইহাও এক প্রকার অভাব, ইহাকে "অন্যোন্যাভাব" বলে। (৪) এই ত্রিবিধ অভাব ভিন্ন আর এক প্রকার অভাব আছে, তাহাকে "অত্যন্তাভাব" বলে, যাহার কখন উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস সম্ভব নহে, এমন যে অসৎ, তাহার সম্বন্ধেই অত্যন্তাভাব শব্দের প্রয়োগ হয়। অসৎপদার্থমাত্রই সৎদ্রব্য হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে; কারণ তাহাতে গুণ অথবা ক্রিয়া নাই; তন্মধ্যে ধ্বংসাভাবটিতে পূর্ব্বে যে প্রত্যক্ষ ছিল, তাহার অভাব হয়, এবং তাহাতে পূর্ব্ব

প্রত্যক্ষের স্মরণ হইয়া তদ্‌বিরোধী প্রত্যক্ষ—এই মাত্র জ্ঞান, উপজাত হয়; প্রাগভাবস্থলে তদ্‌বিপরীত হইয়া থাকে। "নাস্তি" নাই, বলিলে (যেমন গৃহে ঘট নাই, বলিলে), সৎ যে ঘট, তাহা গৃহসংযোগে বর্ত্তমান নাই, ইহাই বুঝায়। এইরূপ কোন্ প্রকার অভাব কোন্ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারক্রমে বোধগম্য করিতে হয়।

আত্মা ও মনের এক বিশেষপ্রকার সংযোগ, যাহাকে যোগ বলে, তাহা হইতে আত্মাতে আত্মপ্রত্যক্ষ হয়। এই যোগ হইতে সর্ব্ববিধ দ্রব্য সম্বন্ধেই জ্ঞান জন্মে; দ্রব্যজ্ঞান হওয়াতে, দ্রব্যসমবেত সর্ব্ববিধ গুণ এবং কর্ম্মেরও জ্ঞান হয়; এবং আত্মপ্রত্যক্ষ হওয়াতে, আত্মার যে সমস্ত গুণ ও কর্ম্ম সমবায়সম্বন্ধে আছে, তাহারও জ্ঞান হয়। সকল যোগীরই যে এই জ্ঞান জন্মে, তাহা নহে; কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ সমাহিতচিত্ত হইতেই পারেন না, এবং কেহ বা সমাধি কখন লাভ করিয়া থাকিলেও, তাহা হইতে চ্যুত হইয়া পড়েন; তাঁহাদের এতৎ সমস্ত জ্ঞান হয় না।

ইতি নবমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

দ্বিতীয়াহ্নিক।

(১) কোন একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর কার্য্য, অথবা কারণ, অথবা সংযোগী, অথবা বিরোধী অথবা সমবায়ী হইলে, একটির জ্ঞান হইতে অপরটির জ্ঞান হয়; যে বস্তুর জ্ঞান হইতে উক্ত সম্বন্ধবশতঃ, অপর বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাকে তাহার "লিঙ্গ" (চিহ্ন) বলে। (২) ইহার ইহা, (যেমন পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টে, তাহাতে অগ্নি থাকা) ইত্যাকার জ্ঞান, এবং কার্য্য-কারণ জ্ঞান, এইটি এইটির অবয়ব ইত্যাকার জ্ঞান হইতে হয়। (অনুমানের পঞ্চবিধ অবয়ব আছে, তাহা পরে ন্যায়দর্শনব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বর্ণিত

হইবে)। (৩) শাব্দজ্ঞানও এইরূপেই হয় বুঝিতে হইবে। (৪) হেতু, অপদেশ, লিঙ্গ, এবং প্রমাণ, এই চারিটিই একার্থবাচক শব্দ; (৫) কারণ উক্ত প্রত্যেক স্থলেই "ইহার ইহা" (অর্থাৎ ব্যাপক বস্তুর সহিত ব্যাপ্যবস্তুর নিত্য সম্বন্ধ) জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। (৬-৯) আত্মাও মনের সংযোগবিশেষ ও সংস্কার হইতে, এবং অদৃষ্ট হইতেও স্মৃতি, স্বপ্ন, এবং স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নানুভব উপজাত হইয়া থাকে। (১০-১১) অবিদ্যা অর্থাৎ দুষ্টজ্ঞান ইন্দ্রিয়দোষ এবং সংস্কারদোষ হইতে জন্মে। তদ্বিপরীত অর্থাৎ অদুষ্টজ্ঞানকে বিদ্যা বলে। ঋষিদিগের এবং সিদ্ধপুরুষদিগের যে অলৌকিক জ্ঞান হয়, তাহা ধর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে হইয়া থাকে।

ইতি নবমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

দশম অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

(১) সুখ এবং দুঃখ, ইহারা এক বস্তু নহে। (২) কিন্তু জ্ঞান ইহাদের উভয় হইতে ভিন্ন; কারণ জ্ঞানে সংশয় ও নিশ্চয় আছে, সুখে দুঃখে তাহা নাই। (৩) এই সংশয় ও নিশ্চয়, প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গজ্ঞান হইতে হয়, (৪) অতীত বিষয়েও এই লৈঙ্গিক জ্ঞান হয়, (৫) কিন্তু অতীতকালের সুখজনক পদার্থের জ্ঞান হইলেও তাহাতে বর্ত্তমানে সুখোৎপন্ন হয় না; অতএব জ্ঞান হইতে সুখ দুঃখ পৃথক্ পদার্থ, (৬) সুখদুঃখ এবং জ্ঞান, ইহারা একার্থ-সমবায়ী, অর্থাৎ এক আত্মারূপ অধিকরণে উভয়ই সমবায়সম্বন্ধে থাকে, ইহা সত্য; (৭) কিন্তু তাহাতেই ইহাদের একত্ব সাধিত হয় না; এক শরীরেই শিরঃ, পৃষ্ঠ, উদর প্রভৃতি অবস্থান করে; কিন্তু ইহাদের

পরস্পরের উপকরণ পৃথক্ হওয়ায়, ইহারা যেমন বিভিন্ন, তদ্রূপ জ্ঞান হইতে সুখদুঃখ বিভিন্ন।

দ্বিতীয় আহ্নিক।

(১) দ্রব্যকেই কারণ (উপাদান) বলা যায়, যেহেতু কার্য্যবস্তু দ্রব্যেই সমবেত হয়। (২) দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধও কার্য্যের উৎপন্নের হেতু হয়; যেমন তন্তুর সহিত তুরীসংযোগ বস্ত্রনির্ম্মাণের হেতু; অতএব দ্রব্য (যেমন তুরী) কার্য্যবস্তুর নিমিত্তকারণও হইতে পারে। (৩) কর্ম্ম কারণদ্রব্যের সহিত সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত কর্ম্মকেও কখন কারণ বলা যায়; (৪) কর্ম্মের ন্যায় রূপও কারণদ্রব্যে একার্থসমবায়সম্বন্ধে থাকাতে, তাহাকেও কখন কারণ বলা যায়; (৫) কারণদ্রব্যে (যেমন সূত্রে) সংযোগ ও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, তাহাকেও পটের কারণ বলা হইয়া থাকে; (৬) কারণ-দ্রব্যের যে কারণ (যেমন সূত্রের কারণ তুলা), তাহাও ঐ কারণদ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিয়া, তাহাকেও পটের কারণ বলা যায়। (৭) অপক্ক ঘটের অগ্নিসংযোগে যে রং পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার কারণ অগ্নির উষ্ণস্পর্শ; ঘটের সহিত অগ্নি সংযোগসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, অগ্নির উষ্ণতাগুণ অগ্নির সহিত সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সেই উষ্ণতা ঘটের রং পরিবর্ত্তনের হেতু হওয়ায়, তাহা সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধে থাকা বলিতে হইবে। (৮) বিহিত কর্ম্মসকল যাহা শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এবং যাহাদের প্রয়োজন শাস্ত্রে (বেদে) উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টফল যেস্থলে নাই, সেইস্থলে পারলৌকিক অভ্যুদয়ই ইহাদিগের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। (৯) বেদ ঈশ্বরের বাক্য; সুতরাং তাহা কখন মিথ্যা হইতে পারে না।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত।

উপসংহার।

বৈশেষিক দর্শনের উপদেশসকল বর্ণিত হইল। এই গ্রন্থে বিবৃত উপদেশ ও উপদেশপ্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলেই, ইহা বোধগম্য হয় যে, দার্শনিকবিচারযোগ্য পদার্থসকল কি কি, তাহা বালকদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই পরম কারুণিক ঋষি কণাদ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশের সার এই যে, বস্তু দ্বিবিধ (১) যাহারা দৃষ্টতঃ অবয়ববিশিষ্ট এবং যাহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, তাহারা এক প্রকার; (২) এবং যাহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস কখন প্রত্যক্ষগোচর হয় না এবং যাহাদের অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহারা দ্বিতীয় প্রকার। প্রথমোক্ত বস্তুকে অনিত্য, এবং শেষোক্ত বস্তুকে সচরাচর আমরা নিত্য বলিয়া থাকি। আবার অন্য প্রকারে দেখিতে গেলে, জাগতিক সমস্ত বস্তুকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, এবং ইহাদের (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায় (সমবেত ভাব)। উক্ত অর্থে নিত্যানিত্যভেদে দ্রব্য সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার, যথা, পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ, এই তিনটি অনিত্য দ্রব্য; এবং বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, মন ও আত্মা, এই ছয়টি নিত্য দ্রব্য। পৃথিবী, অপ্ ও তেজঃ এই তিনটিরও অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ যাহাকে পরমাণু বলে, তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য; সুতরাং ইহারাও নিত্য। নিত্যদ্রব্যের স্বরূপগত গুণও নিত্য; এবং অনিত্যদ্রব্যের গুণ অনিত্য। দ্রব্যশব্দ সুতরাং দুই অর্থে এই দর্শনে ব্যবহৃত হইয়াছে, কখন বা প্রত্যক্ষীভূত দ্রব্য অর্থে, কখন বা প্রত্যক্ষীভূত ও অপ্রত্যক্ষীভূত এই উভয়বিধ দ্রব্য অর্থে। যেমন প্রথমাধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের পঞ্চম সূত্রে দ্রব্যশব্দ পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আবার

ঐ আহ্নিকেরই ৮ম সূত্রে কেবল প্রথমোক্ত অর্থে দ্রব্যশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বালকের মনে প্রকৃত নিত্যানিত্যজ্ঞান উদয় হওয়া কঠিন। অতএব তাহাকে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত সূত্রকার বলিয়াছেন যে, যাহার উৎপত্তি এবং ধ্বংস প্রত্যক্ষগোচর হয়, সুতরাং যাহা অবয়ববিশিষ্টরূপে জ্ঞানগম্য হয়, তাহা অনিত্য। নবম অধ্যায়ে ধ্বংসাভাব ও প্রাগভাব যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু সম্বন্ধেই যে এই সকল শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যায়। এই দুই লক্ষণ—দৃষ্টতঃ উৎপত্তি ও ধ্বংস, যে দ্রব্যে খাটে না, তাহাই নিত্যদ্রব্য; বায়ু, আকাশ, দিক্, মন ও আত্মা, ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি ও ধ্বংস যে প্রত্যক্ষীভূত হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; অতএব ইহারা নিত্যবস্তুর মধ্যে গণ্য; বায়ুর নিত্যত্ব প্রথমে এই হেতুতে সাধন করিয়া, পরে বায়ুর দৃষ্টান্তে আকাশাদির নিত্যত্বও সাধিত হইয়াছে। বায়ুর নিত্যত্ব সাধন করিতে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ১৩শ সংখ্যক সূত্রে সূত্রকার বলিয়াছেন :—

"অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তম্"

বায়ু দ্রব্য নহে (অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্য নহে), অতএব তাহাকে নিত্য বলা যায়। এই স্থলে দ্রব্যশব্দ প্রত্যক্ষীভূতদ্রব্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং "অদ্রব্যত্ব" শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষীভূতাবয়বাভাবত্ব। ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ৮ম সূত্রে দৃষ্টদ্রব্য অর্থেই দ্রব্যশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; সুতরাং এই অর্থে বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি "অদ্রব্য"। সূত্রকার বলিতেছেন বায়ুর এই অদ্রব্যত্ব থাকাতে, তাহা নিত্য; ইহার ধ্বংস প্রাদুর্ভাব কখন প্রত্যক্ষীভূত হয় না; অতএব ইহা নিত্য বস্তু। কেহ কেহ এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্রব্যত্ব শব্দের অর্থ অদ্রব্যাশ্রিতত্ব, এবং বায়ুপরমাণু যে নিত্য, তাহাই প্রমাণিত করা এই

সূত্রের অভিপ্রেত। কিন্তু উক্ত স্থলে বায়ুপরমাণুর নিত্যত্ব বিশেষরূপে স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না; পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের পরমাণুও "নিত্য", কারণ ইহাও অদৃষ্ট অবয়বরহিত পদার্থ; এই কারণ তৎসম্বন্ধেও খাটে। মূলগ্রন্থে পূর্ব্বাপর সূত্রে পরমাণুর কোন উল্লেখই নাই। বিশেষতঃ আকাশ, দিক্‌, মন এবং আত্মার নিত্যত্ব সাধন করিতে সূত্রকার পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, বায়ুর নিত্যত্ব যে হেতুতে তিনি সাধন করিয়াছেন, সেই হেতুতেই ইহাদেরও নিত্যত্ব সাধন করিতে হইবে। পরমাণুর নিত্যত্বসাধক কোন হেতুর প্রতি সূত্রকার তত্তৎস্থলে লক্ষ্যমাত্র করেন নাই; বায়ুরই নিত্যত্ব বৈশেষিক দর্শনে উপদিষ্ট বলিয়া উক্ত সূত্রসকল দৃষ্টেও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই স্থলে ২য় অধ্যায়ের ২য় আহ্নিকের ৭ ও ১১ সংখ্যক সূত্র, এবং তৃতীয়াধ্যায়ের ২য় আহ্নিকের ২য় ও ৫ম সূত্র, প্রভৃতি স্থল দ্রষ্টব্য।

বৈশেষিক দর্শনে "নিত্য" শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিলে, পরমাণু, মনঃ, বায়ু, আকাশ, প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টবস্তু সমস্তই নিত্য, তাহাতে অপর কোন দার্শনিকের মতবিরোধ নাই। শ্রুতির প্রামাণিকত্ব বৈশেষিক দর্শনে আদ্য, মধ্য ও অন্ত, সর্ব্বস্থানেই উপদিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী" ইত্যাদি বাক্যে মনঃ, বায়ু ও আকাশ, প্রভৃতির উৎপত্তি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং মহাপ্রলয়ে ইহাদিগের লয়ও তদ্রূপ অতর্কিতভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। তদ্বিরুদ্ধমত বৈশেষিক দর্শনকার উপদেশ করিবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? অতএব পরমাণুকে সত্য সত্য অনাদি অনন্ত অর্থে নিত্য বলিয়া উপদেশ করাও যে বৈশেষিকদর্শনকারের অভিপ্রায়, তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। পরন্তু টীকাকারগণ এইরূপ অর্থেই নিত্যত্ব শব্দ গ্রহণ করাতে, অপর দার্শনিকদিগের সহিত তাঁহাদের

মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাঁহারাও তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব তদ্রূপ ব্যাখ্যা এই গ্রন্থে গৃহীত হইল না।

সাধারণভাবে নিত্যানিত্য বিচার এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের ভেদ বর্ণনা করিয়া, সূত্রকার তাহাদের সংযোগাদি সম্বন্ধ বালকবুদ্ধির গ্রহণীয়-রূপে বর্ণনা করতঃ, বালকদিগকে শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্যবিষয়ে বারংবার উপদেশ করিয়া, তাহাদিগকে তদুক্ত সাধন অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন; এবং প্রথমে নিষ্ঠাপূর্ব্বক সহজ সহজ কর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া, চিত্ত মার্জ্জিত হইলে, যোগাবলম্বন দ্বারা আত্মতত্ত্ব এবং সর্ব্ব-বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতঃ, মোক্ষপদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে উপদেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ বৈশেষিক দর্শনের এই সার উক্ত হইল। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানে বৈশেষিক-দর্শনের সূত্র সকলস্থলে উল্লিখিত হয় নাই; অতএব পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত পরিশিষ্টে সমস্ত সূত্র সংযোজিত করা হইল।

ইতি বৈশেষিক-দর্শন সমাপ্ত।

ওঁ হরিঃ ওঁ তৎসৎ।

ওঁ হরিঃ

পরিশিষ্ট

বৈশেষিক-দর্শনের সূত্র।

প্রথমাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥ ২। যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥ ৩। তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্॥ ৪। ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্॥ ৫। পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি॥ ৬। রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ॥ ৭। উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি॥ ৮। সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্য-বিশেষবদিতি দ্রব্যগুণকর্ম্মণামবিশেষঃ॥ ৯। দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্॥ ১০। দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্॥ ১১। কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে॥ ১২। ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধতি॥ ১৩। উভয়থা গুণাঃ॥ ১৪। কার্য্যবিরোধি কর্ম্ম॥ ১৫। ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্॥ ১৬। দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণ-

মনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্॥ ১৭। একদ্রব্যমগুণং সংযোগ-বিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৮। দ্রব্যগুণ-কর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্॥ ১৯। তথা গুণঃ॥ ২০। সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্ম সমানম্॥ ২১। ন দ্রব্যাণাং কর্ম্ম॥ ২২। ব্যতিরেকাৎ॥ ২৩। দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্॥ ২৪। গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম॥ ২৫। দ্বিত্বপ্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ পৃথক্ত্বসংযোগবিভাগাশ্চ॥ ২৬। অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যং কর্ম্ম ন বিদ্যতে॥ ২৭। সংযোগানাং দ্রব্যম্॥ ২৮। রূপাণাং রূপম্॥ ২৯। গুরুত্ব-প্রযত্ন-সংযোগানামুৎক্ষেপণম্॥ ৩০। সংযোগবিভাগাশ্চ কর্ম্মণাম্॥ ৩১। কারণসামান্যে দ্রব্যকর্ম্মণাং কর্ম্মাকারণমুক্তম্॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

প্রথমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

১। কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ॥ ২। ন তু কার্য্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ॥ ৩। সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্॥ ৪। ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব॥ ৫। দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ॥ ৬। অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ॥ ৭। সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা॥ ৮। দ্রব্যগুণকর্ম্মভ্যোঽর্থান্তরং সত্তা॥ ৯। গুণকর্ম্মসু চ ভাবান্ন

কর্ম্ম ন গুণঃ ॥ ১০। সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১১। অনেকদ্রব্যবত্বেন দ্রব্যত্বমুক্তম্॥ ১২। সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৩। তথা গুণেষু ভাবাদ্ গুণত্বমুক্তম্॥ ১৪। সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৫। কর্ম্মসু ভাবাৎ কর্ম্মত্বমুক্তম্॥ ১৬। সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৭। সদিতি লিঙ্গাবিশেষাদ্ বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চৈকো ভাবঃ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ ২। রূপরসস্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥ ৩। তেজো রূপস্পর্শবৎ ॥ ৪। স্পর্শবান্ বায়ুঃ ॥ ৫। ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥ ৬। সর্পির্জতুমধূচ্ছিষ্টানামগ্নিসংযোগাদ্দ্রবত্বমদ্ভিঃ সামান্যম্॥ ৭। ত্রপুসীসলোহরজতসুবর্ণানামাগ্নিসংযোগাদ্ দ্রবত্বমদ্ভিঃ সামান্যম্॥ ৮। বিষাণী ককুদ্মান্ প্রান্তে বালধিঃ সাস্নাবান্ ইতি গোত্বে দৃষ্টং লিঙ্গম্॥ ৯। স্পর্শশ্চ বায়োঃ ॥ ১০। ন চ দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গো বায়ুঃ ॥ ১১। অদ্রব্যবত্বেন দ্রব্যম্ ॥ ১২। ক্রিয়াবত্বাদ্ গুণবত্বাচ্চ ॥ ১৩। অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তম্॥ ১৪। বায়োর্বায়ুসংমূর্চ্ছনং নানাত্বলিঙ্গম্॥ ১৫। বায়ুসন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে ॥ ১৬। সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥

১৭। তস্মাদাগমিকম্॥ ১৮। সংজ্ঞাকর্ম্ম ত্বস্মদ্‌বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্॥ ১৯। প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ॥ ২০। নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্॥ ২১। তদলিঙ্গমেকদ্রব্যত্বাৎ কর্ম্মণঃ॥ ২২। কারণান্তরানুক্‌ৢপ্তিবৈধর্ম্ম্যাচ্চ॥ ২৩। সংযোগাদভাবঃ কর্ম্মণঃ॥ ২৪। কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ॥ ২৫। কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ॥ ২৬। পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ॥ ২৭। পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য॥ ২৮। দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ২৯। তত্ত্বম্ভাবেন॥ ৩০। শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্‌বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ॥ ৩১। তদনুবিধানাদেকপৃথক্‌ত্বং চেতি॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

১। পুষ্পবস্ত্রয়োঃ সতি সন্নিকর্ষে গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবো বস্ত্রে গন্ধাভাবলিঙ্গম্॥ ২। ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ॥ ৩। এতেনোষ্ণতা ব্যাখ্যাতা॥ ৪। তেজস উষ্ণতা॥ ৫। অপ্‌সু শীততা॥ ৬। অপরস্মিন্নপরং যুগপৎ চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি॥ ৭। দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ৮। তত্ত্বম্ভাবেন॥ ৯। নিত্যেষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি॥ ১০। ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম্॥ ১১। দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা

ব্যাখ্যাতে॥ ১২। তত্ত্বম্ভাবেন॥ ১৩। কার্য্যবিশেষেণ নানাত্বম্॥ ১৪। আদিত্যসংযোগাদ্ভূতপূর্ব্বাদ্ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী॥ ১৫। তথা দক্ষিণা প্রতীচী উদীচী চ॥ ১৬। এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি॥ ১৭। সামান্যপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষাপ্রত্যক্ষাদ্বিশেষস্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ॥ ১৮। দৃষ্টঞ্চ দৃষ্টবৎ॥ ১৯। যথাদৃষ্টমযথাদৃষ্টত্বাচ্চ॥ ২০। বিদ্যাঽবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ॥ ২১। শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ॥ ২২। তুল্যজাতীয়েষ্বর্থান্তরভূতেষু বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ॥ ২৩। একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্॥ ২৪। নাপি কর্ম্মাঽচাক্ষুষত্বাৎ॥ ২৫। গুণস্য সতোঽপবর্গঃ কর্ম্মভিঃ সাধর্ম্ম্যম্॥ ২৬। সতো লিঙ্গাভাবাৎ॥ ২৭। নিত্যবৈধর্ম্ম্যাৎ॥ ২৮। অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ॥ ২৯। ন চাসিদ্ধং বিকারাৎ॥ ৩০। অভিব্যক্তৌ দোষাৎ॥ ৩১। সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ॥ ৩২। লিঙ্গাচ্চানিত্যঃ শব্দঃ॥ ৩৩। দ্বয়োস্তু প্রবৃত্ত্যোরভাবাৎ॥ ৩৪। প্রথমাশব্দাৎ॥ ৩৫। সম্প্রতিপত্তিভাবাচ্চ॥ ৩৬। সন্দিগ্ধাঃ সতি বহুত্বে॥ ৩৭। সংখ্যাভাবঃ সামান্যতঃ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

তৃতীয়াধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ॥ ২। ইন্দ্রিয়ার্থ-প্রসিদ্ধিরিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোঽর্থান্তরস্য হেতুঃ॥ ৩। সোঽনপদেশঃ॥ ৪। কারণা-

জ্ঞানাৎ॥ ৫। কার্য্যেষু জ্ঞানাৎ॥ ৬। অজ্ঞানাচ্চ॥ ৭। অন্য-দেব হেতুরিত্যনপদেশঃ॥ ৮। অর্থান্তরং হ্যর্থান্তরস্যানপদেশঃ॥ ৯। সংযোগিসমবায্যেকার্থসমবায়িবিরোধি চ॥ ১০। কার্য্যং কার্য্যান্তরস্য॥ ১১। বিরোধ্যভূতং ভূতস্য॥ ১২। ভূতমভূতস্য॥ ১৩। ভূতো ভূতস্য॥ ১৪। প্রসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য॥ ১৫। অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ॥ ১৬। যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদশ্বঃ॥ ১৭। যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদ্গৌরিতি চানৈকান্তিকস্যোদাহরণম্॥ ১৮। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্-যন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ॥ ১৯। প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ প্রত্যগাত্মনি দৃষ্টে পরত্র লিঙ্গম্॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

তৃতীয়াধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

১। আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্॥ ২। তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ৩। প্রযত্না-যৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্॥ ৪। প্রাণাপাননিমেষো-ন্মেষজীবনমনোগতেন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চা-ত্মনো লিঙ্গানি॥ ৫। তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ৬। যজ্ঞদত্ত ইতি সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্ দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে॥ ৭। সামান্যতো দৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ॥ ৮। তস্মাদাগ-

মিকঃ ॥ ৯। অহমিতিশব্দস্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্ ॥ ১০। যদি দৃষ্টমন্বক্ষমহং দেবদত্তোঽহং যজ্ঞদত্ত ইতি ॥ ১১। দৃষ্টয়াত্মনি লিঙ্গে এক এব দৃঢ়ত্বাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়ঃ ॥ ১২। দেবদত্তো গচ্ছতি যজ্ঞদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাচ্ছরীরে প্রত্যয়ঃ ॥ ১৩। সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥ ১৪। অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবাৎ পরত্রাভাবাদর্থান্তরপ্রত্যক্ষঃ ॥ ১৫। দেবদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাদভিমানাৎ-তাবচ্ছরীরপ্রত্যক্ষোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৬। সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥ ১৭। ন তু শরীরবিশেষাদ্‌যজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রয়োর্জ্ঞানং বিষয়ঃ ॥ ১৮। অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং শব্দবদ্ব্যতিরেকাব্যভিচারাদ্বিশেষসিদ্ধের্নাগমিকঃ ॥ ১৯। সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্ ॥ ২০। ব্যবস্থাতো নানা ॥ ২১। শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

চতুর্থাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্

১। সদকারণবন্নিত্যম্ ॥ ২। তস্য কার্য্যং লিঙ্গম্ ॥ ৩। কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ॥ ৪। অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ ॥ ৫। অবিদ্যা ॥ ৬। মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ ॥ ৭। সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপসংস্কারাভাবাদ্‌বায়োরনুপলব্ধিঃ ॥ ৮। অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ ॥ ৯। তেন রসগন্ধস্পর্শেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১০। তস্যা-

ভাবাদব্যভিচারঃ ॥ ১১। সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে কর্ম্ম চ রূপদ্রব্যসমবায়াৎ চাক্ষুষাণি ॥ ১২। অরূপিষ্বচাক্ষুষাণি ॥ ১৩। এতেন গুণত্বে ভাবে চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

চতুর্থাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

১। তৎপুনঃ পৃথিব্যাদিকার্য্যদ্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়-সংজ্ঞকম্ ॥ ২। প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে ॥ ৩। গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্ ॥ ৪। অণুসংযোগস্ত্বপ্রতিষিদ্ধঃ ॥ ৫। তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ ॥ ৬। অনিয়তদিগ্দেশপূর্ব্বকত্বাৎ ॥ ৭। ধর্ম্মবিশেষাচ্চ ॥ ৮। সমাখ্যাভাবাচ্চ ॥ ৯। সংজ্ঞায়া আদিত্বাৎ ॥ ১০। সন্ত্যযোনিজাঃ ॥ ১১। বেদলিঙ্গাচ্চ ॥

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

পঞ্চমাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। আত্মসংযোগপ্রযত্নাভ্যাং হস্তে কর্ম্ম ॥ ২। তথা হস্ত-সংযোগাচ্চ মুসলে কর্ম্ম ॥ ৩। অভিঘাতজে মুসলাদৌ কর্ম্মণি

ব্যতিরেকাদকারণং হস্তসংযোগঃ॥ ৪। তথাত্মসংযোগো হস্তকর্ম্মণি॥ ৫। অভিঘাতান্মুসলসংযোগাদ্ধস্তে কর্ম্ম॥ ৬। আত্মকর্ম্মহস্তসংযোগাচ্চ॥ ৭। সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্॥ ৮। নোদনবিশেষাভাবান্নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্‌গমনম্॥ ৯। প্রযত্নবিশেষান্নোদনবিশেষঃ॥ ১০। নোদনবিশেষাদুদসনবিশেষঃ॥ ১১। হস্তকর্ম্মণা দারককর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্॥ ১২। তথা দগ্ধস্য বিস্ফোটনে॥ ১৩। যত্নাভাবে প্রসুপ্তস্য চলনম্॥ ১৪। তৃণে কর্ম্ম বায়ুসংযোগাৎ॥ ১৫। মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণমদৃষ্টকারণম্॥ ১৬। ইষাবযুগপৎসংযোগবিশেষাঃ কর্ম্মান্যত্বে হেতুঃ॥ ১৭। নোদনাদাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তরমুত্তরঞ্চ॥ ১৮। সংস্কারাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

পঞ্চমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্

১। নোদনাভিঘাতাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ পৃথিব্যাং কর্ম্ম॥ ২। তদ্বিশেষেণাদৃষ্টকারিতম্॥ ৩। অপাং সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্॥ ৪। দ্রবত্বাৎ স্যন্দনম্॥ ৫। নাড্যা বায়ুসংযোগাদারোহণম্॥ ৬। নোদনাপীড়নাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ॥ ৭। বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্॥ ৮। অপাং সংঘাতো বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ॥ ৯। তত্র বিস্ফূর্জথুর্লিঙ্গম্॥ ১০। বৈদিকঞ্চ॥

১১। অপাং সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ স্তনয়িত্নোঃ॥ ১২। পৃথিবী-কর্ম্মণা তেজঃকর্ম্ম বায়ুকর্ম্ম চ ব্যাখ্যাতম্॥ ১৩। অগ্নেরূর্দ্ধ-জ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্গমনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতম্॥ ১৪। হস্তকর্ম্মণা মনসঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্॥ ১৫। আত্মেন্দ্রিয়-মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে॥ ১৬। তদনারম্ভ আত্মস্থে মনসি শরীরস্য দুঃখাভাবঃ স যোগঃ॥ ১৭। অপসর্পণমুপসর্পণমশিত-পীত-সংযোগাঃ কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি॥ ১৮। তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ॥ ১৯। দ্রব্যগুণ-কর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদভাবস্তমঃ॥ ২০। তেজসো দ্রব্যান্তরেণা-বরণাচ্চ॥ ২১। দিক্কালাবাকাশঞ্চ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্ম্যান্নিষ্ক্রিয়াণি॥ ২২। এতেন কর্ম্মাণি গুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ॥ ২৩। নিষ্ক্রিয়াণাং সমবায়ঃ কর্ম্মভ্যো নিষিদ্ধঃ॥ ২৪। কারণন্ত্বসমবায়িনো গুণাঃ॥ ২৫। গুণৈর্দিগ্ব্যাখ্যাতা॥ ২৬। কারণেন কালঃ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্বেদে॥ ২। ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাকর্ম্ম সিদ্ধিলিঙ্গম্॥ ৩। বুদ্ধিপূর্ব্বো দদাতিঃ॥ ৪। তথা প্রতিগ্রহঃ॥ ৫। আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরেঽকারণত্বাৎ॥ ৬। তদ্দুষ্টভোজনে ন বিদ্যতে॥ ৭। দুষ্টং হিংসায়াম্॥ ৮। তস্য সমভিব্যাহারতো

দোষঃ ॥ ৯। তদদুষ্টে ন বিদ্যতে ॥ ১০। পুনর্বিশিষ্টে প্রবৃত্তিঃ ॥ ১১। সমে হীনে বা প্রবৃত্তিঃ ॥ ১২। এতেন হীনসমবিশিষ্ট-ধার্ম্মিকেভ্যঃ পরস্বাদানং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৩। তথা বিরুদ্ধানাং ত্যাগঃ ॥ ১৪। হীনে পরে ত্যাগঃ ॥ ১৫। সমে আত্মত্যাগঃ পরত্যাগো বা ॥ ১৬। বিশিষ্টে আত্মত্যাগ ইতি ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

ষষ্ঠাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

১। দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজনমভ্যুদয়ায় ॥ ২। অভিষেচনোপবাসব্রহ্মচর্য্যগুরুকুলবাসবানপ্রস্থযজ্ঞদানপ্রোক্ষণ-দিঙ্‌নক্ষত্রমন্ত্রকালনিয়মাশ্চাদৃষ্টায় ॥ ৩। চাতুরাশ্রম্যমুপধা অনুপধাশ্চ ॥ ৪। ভাবদোষ উপধাঽদোষোঽনুপধা ॥ ৫। যদিষ্ট-রূপরসগন্ধস্পর্শং প্রোক্ষিতমভ্যুক্ষিতঞ্চ তচ্ছুচি ॥ ৬। অশুচীতি শুচিপ্রতিষেধঃ ॥ ৭। অর্থান্তরঞ্চ ॥ ৮। অযতস্য শুচিভোজনাদ-ভ্যুদয়ো ন বিদ্যতে নিয়মাভাবাৎ বিদ্যতে বাঽর্থান্তরত্বাদ্‌যমস্য ॥ ৯। অসতি চাভাবাৎ ॥ ১০। সুখাদ্রাগঃ ॥ ১১। তন্ময়ত্বাচ্চ ॥ ১২। অদৃষ্টাচ্চ ॥ ১৩। জাতিবিশেষাচ্চ ॥ ১৪। ইচ্ছাদ্বেষ-পূর্ব্বিকা ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ ॥ ১৫। তৎসংযোগো বিভাগঃ ॥ ১৬। আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ ॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ॥

সপ্তমাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। উক্তা গুণাঃ॥ ২। পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ॥ ৩। এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্॥ ৪। অপ্সু তেজসি বায়ৌ চ নিত্যা দ্রব্যনিত্যত্বাৎ॥ ৫। অনিত্যেষ্বনিত্যা দ্রব্যানিত্যত্বাৎ॥ ৬। কারণগুণপূর্ব্বকাঃ পৃথিব্যাং পাকজাঃ॥ ৭। একদ্রব্যত্বাৎ ॥ ৮। অণোর্ম্মহতশ্চোপলব্ধ্যনুপলব্ধী নিত্যে ব্যাখ্যাতে॥ ৯। কারণবহুত্বাচ্চ॥ ১০। অতো বিপরীতমণু॥ ১১। অণু মহদিতি তস্মিন্ বিশেষভাবাৎ বিশেষাভাবাচ্চ॥ ১২। এককালত্বাৎ॥ ১৩। দৃষ্টান্তাচ্চ॥ ১৪। অণুত্বমহত্ত্বয়োরণুত্বমহত্ত্বাভাবঃ কর্ম্মগুণৈর্ব্যাখ্যাতঃ॥ ১৫। কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি গুণৈশ্চ গুণা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১৬। অণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং কর্ম্মগুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১৭। এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে॥ ১৮। অনিত্যেঽনিত্যম্॥ ১৯। নিত্যে নিত্যম্॥ ২০। নিত্যং পরিমণ্ডলম্॥ ২১। অবিদ্যা চ বিদ্যালিঙ্গম্॥ ২২। বিভবান্মহানাকাশস্তথা চাত্মা॥ ২৩। তদভাবাদণু মনঃ॥ গুণৈর্দিগ্ ব্যাখ্যাতা॥ ২৫। কারণে কালঃ॥

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্॥

সপ্তমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ।

১। রূপরসগন্ধস্পর্শব্যতিরেকাদর্থান্তরমেকত্বম্ ॥ ২। তথা পৃথক্ত্বম্ ॥ ৩। একত্বৈকপৃথক্ত্বয়োরেকত্বৈকপৃথক্ত্বাভাবোঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪। নিঃসংখ্যত্বাৎ কর্ম্মগুণানাং সর্ব্বৈকত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৫। ভ্রান্তং তৎ ॥ ৬। একত্বাভাবাদ্ভক্তিস্তু ন বিদ্যতে ॥ ৭। কার্য্যকারণয়োরেকত্বৈকপৃথক্ত্বাভাবাদেকত্বৈকপৃথক্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৮। এতদনিত্যয়োর্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯। অন্যতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ ॥ ১০। এতেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১১। সংযোগবিভাগয়োঃ সংযোগবিভাগাভাবোঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২। কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি গুণৈর্গুণা অণুত্বমহত্ত্বাভ্যামিতি ॥ ১৩। যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে ॥ ১৪। গুণত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ গুণোঽপি বিভাব্যতে ॥ ১৬। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৭। অসতি নাস্তীতি চ প্রয়োগাৎ ॥ ১৮। শব্দার্থাবসম্বন্ধৌ ॥ ১৯। সংযোগিনো দণ্ডাৎ সমবায়িনো বিশেষাচ্চ ॥ ২০। সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ ॥ ২১। একদিক্কালাভ্যাং সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টাভ্যাং পরমপরঞ্চ ॥ ২২। কারণপরত্বাৎ কারণাপরত্বাচ্চ ॥ ২৩। পরত্বাপরত্বয়োঃ পরত্বাপরত্বাভাবোঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৪। কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি ॥ ২৫। গুণৈর্গুণাঃ ॥ ২৬। ইহেদমিতি

যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ॥ ২৭। দ্রব্যত্বগুণত্বপ্রতিষেধো-ভাবেন ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৮। তত্ত্বম্ভাবেন॥

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

অষ্টমাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। দ্রব্যেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্॥ ২। তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষে॥ ৩। জ্ঞাননির্দ্দেশে জ্ঞাননিষ্পত্তিবিধিরুক্তঃ॥ ৪। গুণকর্ম্মসু সন্নিকৃষ্টেষু জ্ঞাননিষ্পত্তের্দ্রব্যং কারণম্॥ ৫। সামান্যবিশেষেষু সামান্যবিশেষাভাবাৎ তত এব জ্ঞানম্॥ ৬। সামান্যবিশেষাপেক্ষং দ্রব্যগুণকর্ম্মসু॥ ৭। দ্রব্যে দ্রব্যগুণকর্ম্মাপেক্ষম্॥ ৮। গুণকর্ম্মসু গুণকর্ম্মাভাবাদ্ গুণকর্ম্মাপেক্ষং ন বিদ্যতে॥ ৯। সমবায়িনঃ শ্বৈত্যাচ্ছ্বৈত্যবুদ্ধেশ্চ শ্বেতে বুদ্ধিস্তে এতে কার্য্যকারণভূতে॥ ১০। দ্রব্যেষ্বনিতরেতরকারণাঃ॥ ১১। কারণাযৌগপদ্যাৎ কারণ-ক্রমাচ্চ ঘটপটাদিবুদ্ধীনাং ক্রমো ন হেতুফলভাবাৎ॥

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

অষ্টমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্॥

১। অয়মেষ ত্বয়া কৃতং ভোজয়ৈনমিতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্॥ ২। দৃষ্টেষু ভাবাদদৃষ্টেষ্বভাবাৎ॥ ৩। অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্ম্মসু॥

৪। দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বং প্রতিষিদ্ধম্॥ ৫। ভূয়স্ত্বাদ্ গন্ধবত্ত্বাচ্চ পৃথিবী গন্ধজ্ঞানে প্রকৃতিঃ॥ ৬। তথাপস্তেজো বায়ুশ্চ রসরূপস্পর্শাবিশেষাৎ॥

ইতি অষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

নবমাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ॥ ২। সদসৎ॥ ৩। অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাদর্থান্তরম্॥ ৪। সচ্চাসৎ॥ ৫। যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ॥ ৬। অসদিতি ভূতপ্রত্যক্ষাভাবাৎ ভূতস্মৃতেবিরোধিপ্রত্যক্ষবৎ॥ ৭। তথাঽভাবে ভাবপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ॥ ৮। এতেনাঘটোঽগৌরধর্ম্মশ্চ ব্যাখ্যাতঃ॥ অভূতং নাস্তীত্যনর্থান্তরম্॥ ১০। নাস্তি ঘটো গেহে ইতি সতো ঘটস্য গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ॥ ১১। আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্মপ্রত্যক্ষম্॥ ১২। তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্॥ ১৩। অসমাহিতান্তঃকরণা উপসংহৃতসমাধয়স্তেষাঞ্চ॥ ১৪। তৎসমবায়াৎ কর্ম্মগুণেষু॥ ১৫। আত্মসমবায়াদাত্মগুণেষু॥

ইতি নবমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্॥

নবমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

১। অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্॥ ২। অস্যেদং কার্য্যকারণসম্বন্ধশ্চাবয়বাস্তবতি॥ ৩। এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্॥ ৪। হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত্যনর্থান্তরম্॥ ৫। অস্যেদমিতি বুদ্ধ্যপেক্ষিতত্বাৎ॥ ৬। আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ॥ ৭। তথা স্বপ্নঃ॥ ৮। স্বপ্নান্তিকম্॥ ৯। ধর্ম্মাচ্চ॥ ১০। ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা॥ ১১। তদ্দুষ্টজ্ঞানম্॥ ১২। অদুষ্টং বিদ্যা॥ ১৩। আর্ষং সিদ্ধদর্শনঞ্চ ধর্ম্মেভ্যঃ॥

ইতি নবমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

দশমাধ্যায়ে

প্রথমাহ্নিকম্।

১। ইষ্টানিষ্টকারণবিশেষাদ্বিরোধাচ্চ মিথঃ সুখদুঃখয়োরর্থান্তরভাবঃ॥ ২। সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ॥ ৩। তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্॥ ৪। অভূদিত্যপি॥ ৫। সতি চ কার্য্যাদর্শনাৎ॥ ৬। একার্থসমবায়ি-

কারণান্তরেষু দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৭ । একদেশে ইত্যেকস্মিন্ শিরঃ পৃষ্ঠমুদরং মর্ম্মাণি তদ্‌বিশেষস্তদ্‌বিশেষেভ্যঃ ॥

ইতি দশমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্ ॥

দশমাধ্যায়ে

দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ।

১ । কারণমিতি দ্রব্যে কার্য্যসমবায়াৎ ॥ ২ । সংযোগাদ্‌বা ॥ ৩ । কারণে সমবায়াৎ কর্ম্মাণি ॥ ৪ ॥ তথা রূপে কারণৈকার্থসমবায়াচ্চ ॥ ৫ । কারণসমবায়াৎ সংযোগঃ পটস্য ॥ ৬ । কারণকারণসমবায়াচ্চ ॥ ৭ । সংযুক্তসমবায়াদগ্নের্বৈশেষিকম্ ॥ ৮ । দৃষ্টানাং দৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োগোঽভ্যুদয়ায় ॥ ৯ । তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যমিতি ॥

ইতি দশমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ।

বৈশেষিক-দর্শনং সমাপ্তম্ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

ন্যায়-দর্শন।

ভূমিকা।

বিদ্যার্থী বালকদিগের বুদ্ধিতে ধারণা হইতে পারে, এইরূপ সহজ প্রণালীতে দার্শনিক পদার্থ সকল বৈশেষিক-দর্শনে মহর্ষি কণাদ উপদেশ করিয়া, অবশেষে নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, অবয়বজ্ঞান হইতে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান উপজাত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা যাইতেছে। মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয়, কাষ্ঠ দ্বারা নৌকা গঠিত হয়। এইস্থলে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠকে, ঘট এবং নৌকার "অবয়ব" বলা যায়। এইক্ষণে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, মৃত্তিকা একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিলে, ঘটাকারে পরিণত হয়, এবং কাষ্ঠ এক বিশেষ রূপ ধারণ করিলে, নৌকাকারে পরিণত হয়; অতএব ঘট এবং নৌকা হইতে মৃত্তিকা এবং কাষ্ঠ ব্যাপক বস্তু। এই ব্যাপক বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধে ঘট এবং নৌকাকে "ব্যাপ্য" বলা যায়, এবং তৎসহ তুলনায় মৃত্তিকা ও কাষ্ঠকে "ব্যাপক" বলা যায়। ব্যাপক বস্তুদ্বয় ব্যাপ্য বস্তুদ্বয়ের উপাদান কারণ, এবং ব্যাপ্য বস্তুদ্বয় ইহাদের কার্য্য।

ব্যাপ্য ও ব্যাপক জ্ঞান, যাহাকে ব্যাপ্তিজ্ঞান বলে, তাহাই অনুমান-নামক প্রমাণের স্বরূপ; এবং ভ্রান্তিশূন্য বিশুদ্ধ অনুমানোদ্দীপক বাক্য-শ্রেণীকেই "ন্যায়" বলে। ন্যায় কি প্রণালীতে হইলে বিশুদ্ধ ও ভ্রমশূন্য হয়,

তাহা ন্যায়দর্শনে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; বিশুদ্ধ ন্যায়ের সুস্পষ্ট অবয়ব সকল কি, এবং তাহাতে কিরূপে ভ্রান্তি উপজাত হয়, সেই সকল ভ্রান্তি কিরূপে পরিহার করা যায়, তৎসমস্ত অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মহর্ষি গোতম স্বপ্রণীত সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত গোতম-সূত্রের নাম ন্যায়দর্শন। পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অনুমানোদ্দীপক বাক্যের বিচারই ন্যায়দর্শনের বিষয়, কেবল মানসিক ব্যাপার বর্ণনা করা ন্যায়দর্শনের বিষয় নহে।

পরন্তু যদিচ অনুমানই ন্যায়দর্শনের মুখ্য বিষয়, এবং যদিচ ন্যায়দর্শনে অনুমানই অতি বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তথাপি প্রত্যক্ষ, শব্দ, এবং উপমানের উপর অনুমিতি অনেকপরিমাণে স্থাপিত হওয়ায়, তৎসম্বন্ধেও বিশুদ্ধ জ্ঞান না হইলে, অনুমানবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে না। এতৎসমস্তই "প্রমাণ"-শব্দবাচ্য। অতএব মহামুনি গোতম তদীয় সূত্রে সাধারণতঃ সর্ব্ববিধ প্রমাণেরই স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এবং এই প্রমাণগম্য, দার্শনিক বিচারের যোগ্য, আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থও নির্দ্দেশ করিয়া, তৎসম্বন্ধে অনুমান-প্রণালী কিরূপে প্রেরণা করিতে হয়, তাহা তিনি সংক্ষেপতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ন্যায়দর্শন পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি করিয়া আহ্নিক আছে, এবং সমুদয় দর্শনে ৫৩৮টি সূত্র (পাঠান্তরে ৫২১টি সূত্র) আছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি পদার্থ নির্দ্দেশ ও তাহাদের লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে; সেই সকল লক্ষণ ও তল্লক্ষিত পদার্থসকল যথার্থরূপে প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে কি না, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে; এবং অবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে ভ্রান্ত অনুমানের স্বরূপ কি, তাহা অতি বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে।

যদ্দ্বারা নিশ্চিত অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই "প্রমাণ" বলে। কোন

বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইলে, তৎসম্বন্ধে যখন অভ্রান্ত জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে "প্রত্যক্ষ প্রমাণ" বলে। পরিচিত শব্দ উচ্চারিত হইলে, যখন তদ্দ্বারা শব্দের বাচ্যবিষয়ে অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মে, তখন তাহাকে "শব্দপ্রমাণ" বলে। পরিচিত বস্তুর সহিত সাদৃশ্যবিশিষ্ট, ইত্যাকার জ্ঞান হইতে, তুলনাদ্বারা অপরিচিত বস্তুবিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে "উপমান" বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান-নামক প্রমাণের স্বরূপ। অতএব এইক্ষণে এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কি, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইতেছে।

ইহা সচরাচর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে যে, একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর সহিত এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, প্রথমোক্ত বস্তুটি যে স্থানে থাকে, দ্বিতীয় বস্তুটিও অবশ্য সেই স্থানে থাকে; এমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না যে, দ্বিতীয় বস্তুটি এক স্থানে নাই, অথচ সেই স্থানে প্রথম বস্তুটি আছে। যেমন ধূম যে যে স্থানে থাকা দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থানে অগ্নির বিদ্যমানতাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; অগ্নি নাই, অথচ ধূম আছে এমন কোন স্থান কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান, বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে, সমুদ্ভূত হয়। ধূম এবং অগ্নির ন্যায়, যে কোন দুইটি বস্তু পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, একটি কোন স্থানে (কোন "অধিকরণে") থাকিলে, অপরটি তথায় অবশ্য থাকে, এবং দ্বিতীয়টি না থাকিলে প্রথমটি থাকে না, তবে সেই দুইটি বস্তুর এই সম্বন্ধকেই "ব্যাপ্তি" বলে, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে "ব্যাপ্তিজ্ঞান" বলে। কোন দুইটি বস্তুর মধ্যে (যেমন ধূম ও অগ্নির মধ্যে) এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকা, পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ-দ্বারা অবধারিত হইলে, প্রথমোক্ত বস্তুটিমাত্র যদি কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়, (যেমন ধূমের অস্তিত্ব যদি দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে দৃষ্ট হয়), তবে সেই স্থানে (যেমন উক্ত দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে) দ্বিতীয় বস্তুটি দৃষ্টিগোচর না হইলেও তথায় তাহার অস্তিত্ববিষয়কজ্ঞান সকলমনুষ্যের অন্তরে স্বভাবতঃই উৎপন্ন

হইয়া থাকে। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যায় না; কারণ তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; যেমন পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলে ধূমদর্শনে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতে অগ্নির অস্তিত্ববিষয়কজ্ঞানোদয় হইলেও, অগ্নি সেই স্থলে প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; ইহা অপরকর্ত্তৃক উচ্চারিত কোন বিশেষ শব্দের জ্ঞানও নহে; এবং ইহাকে কোন উপমাসম্ভূতজ্ঞানও বলা যায় না; ইহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান হইতে বিভিন্নপ্রকারের জ্ঞান। এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানকেই "অনুমান" বলা যায়। দূরস্থ আকাশে একদিকে আরক্তিম ধূম বহুলপরিমাণে উড্ডীন হইতেছে দেখিয়া, আমরা পূর্ব্বাভিজ্ঞতা-বশতঃ স্বভাবতঃই বোধ করি যে, সেই দিকে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। ইহা অনুমান, অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয়ে সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্যই আমরা এই অনুমান মূলে করিয়া থাকি। পরন্তু সকল স্থলে অনুমান অভ্রান্ত হয় না; সেই সেই স্থলে তাহাকে প্রকৃত অনুমান বলা যায় না; তাহাকে ভ্রম বলা যায়। ভ্রমশূন্য অনুমানের স্বরূপ কি, তাহা তদ্বোধক বাক্যের বিচার দ্বারা, ন্যায়দর্শনে বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ব্যাপ্তিদ্বারা সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে বস্তুটি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ যেটির জ্ঞান হইতে অপরটির জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুটিকে "ব্যাপ্য" বলে, এবং দ্বিতীয়টিকে "ব্যাপক" বলে। যেমন পূর্ব্বোক্ত ধূম ও বহ্নির দৃষ্টান্ত স্থলে, ধূমটি ব্যাপ্য এবং বহ্নি ব্যাপক। যে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে সাধারণ ভাষায়ও ব্যাপক বলা যায়, এবং যাহাকে ঐ ব্যাপক বস্তু ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে ব্যাপ্য বলা যায়। ধূম যে যে স্থানে থাকে, বহ্নিও সেই সেই স্থলে থাকে; কিন্তু বহ্নি থাকিলেই যে ধূম থাকিবে, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না, ধূমরহিত বহ্নিও দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব ধূমের সহিত তুলনায় বহ্নি ব্যাপক, ধূম তাহার ব্যাপ্য; সুতরাং ব্যাপ্তি পদার্থ ধূমেতেই বিশেষ-রূপে অবস্থিত; ধূমই ঐ জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। এই নিমিত্ত ধূমদৃষ্টেই বহ্নির

অনুমান সিদ্ধ হয়, বহ্নিদৃষ্টে ধূমের অনুমান সকলস্থলে সিদ্ধ হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ব্যাপ্তিসম্বন্ধবিশিষ্ট দুইটি পদার্থের মধ্যে যেটির অবর্ত্তমানতায় অপরটি থাকিতে পারে না; (যেমন বহ্নির অবর্ত্তমানতায় ধূম থাকিতে পারে না) সেইটি ব্যাপক, এবং অপরটি তাহার ব্যাপ্য।

ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে "অবিনাভাব" এবং "অব্যভিচারি-সম্বন্ধ"ও বলে এবং ব্যাপ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে ব্যাপক বস্তুর জ্ঞান হয়, এই নিমিত্ত বাক্যদ্বারা অনুমান সাধন করিতে ব্যাপ্য বস্তুকে "হেতু" অথবা "লিঙ্গ" নামে নির্দ্দেশ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্থলে পর্ব্বতে যে বহ্নির অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার হেতু পর্ব্বতে ধূমের অস্তিত্ব। এই ধূমকে হেতুস্বরূপ অবলম্বন করিয়া, পর্ব্বতে অগ্নির অস্তিত্ব সাধন করা হয়; অতএব অগ্নিকে "সাধ্য", এবং ধূমকে তাহার "হেতু" বলা যায়। যে পর্ব্বতরূপ-অধিকরণে ধূমরূপ-হেতু বর্ত্তমান থাকে, এবং যাহাতে অগ্নিরূপ সাধ্যের অস্তিত্ব সাধন করা যায়, তাহাকে ন্যায় শাস্ত্রের ভাষায় "পক্ষ" বলে। অনুমানের অঙ্গসকল, পরবোধের নিমিত্ত, বাক্যশ্রেণীর দ্বারা প্রকাশিত হইলে, তাহাকে "ন্যায়" নামে আখ্যাত করা যায়। ন্যায়ের পঞ্চবিধ অবয়ব থাকা দৃষ্ট হয়; এই পঞ্চ অবয়বের নাম যথাক্রমে ১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু, ৩। উদাহরণ, ৪। উপনয় এবং ৫। নিগমন। পূর্ব্বোক্ত ধূমদৃষ্টে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান স্থলে, এই পঞ্চাবয়ব নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

১। প্রতিজ্ঞা (যাহা প্রমাণ করিতে হইবে):—পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

২। হেতু (কারণ):—পর্ব্বতে ধূম আছে।

৩। উদাহরণ:—যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলে বহ্নি থাকে; ইহা পাকশালা প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে। (ধূমের সহিত বহ্নির অবিনাভাব, অর্থাৎ বহ্নি বিনা যে ধূম কখন থাকে না, ইহা বহু

স্থলে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে; ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এবং বহ্নি ধূমের ব্যাপক। ইহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত যে মানসিক ব্যাপার, তাহাকে "পরামর্শ" বলে)।

৪। উপনয়:—পর্ব্বতেও ধূম দৃষ্ট হইতেছে।

৫। নিগমন (অথবা নির্ণয়):—অতএব পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

উক্ত পঞ্চাবয়ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রতিজ্ঞা ও নিগমন একই, এবং হেতু ও উপনয় একই। যাহা প্রমাণ করিব বলিয়া অপরকে বলা যায়, তাহাই "প্রতিজ্ঞা" এবং প্রমাণিত হইলে, তাহাই "নিগমন" অথবা সিদ্ধান্ত; নিগমনস্থলে কেবল 'অতএব' শব্দটী যুক্ত থাকাতে, ইহা প্রতিজ্ঞা হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। যাহা অবলম্বনে প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত করিব বলিয়া প্রথমে অপরকে বলা যায়, তাহাই "হেতু", এবং পরে প্রমাণকালে ঐ হেতুর উল্লেখ করিয়া শ্রোতার অন্তরে তাহার উদ্বোধনই "উপনয়"। ধূমকে "হেতু" বলা যায়, বহ্নিকে "সাধ্য" বলা যায়; এবং পর্ব্বতকে "পক্ষ" বলা যায়। হেতু পক্ষাশ্রয়ে থাকে; অতএব পক্ষকে অধিকরণও বলা যায়। হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকসম্বন্ধ দৃষ্টান্ত সহ যদ্দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহাকেই "উদাহরণ" বলে। বাস্তবিক হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধের বোধ জন্মিলে এবং তৎপরে কোন "পক্ষে" হেতুর অস্তিত্ব দৃষ্ট হইলেই, তাহাতে সাধ্যের বিদ্যমানতার অনুমান স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে ন্যায়ের এই ত্রিবিধ অবয়বই কার্য্যকর। তবে অপরকে বুঝাইতে হইলে, ন্যায়কে এই পঞ্চভাগেই বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিতে হয়। পরন্তু এই স্থলে এইটি লক্ষ্য করিতে হইবে যে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অব্যভিচারিসম্বন্ধ, যাহাকে ব্যাপ্তি বলে, তদুপরিই অনুমান স্থাপিত হয়; যদি এই সম্বন্ধের ব্যভিচার থাকে, তবে অনুমান সিদ্ধ হয় না। অতএব ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান হইতে পারে, কিন্তু

বহ্নি থাকা দৃষ্টে, তাহা হইতে ধূমের অনুমান হয় না; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধের কখন ব্যভিচার হয় না, সেই হেতুকে "সদ্ধেতু" বলা যায়; যে হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, সেই হেতুকে "অসদ্ধেতু" অথবা "ব্যভিচারিহেতু" বলা যায়; ব্যভিচারিহেতু অবলম্বনে যে সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা অসৎ সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত অবয়ব জ্ঞানের পশ্চাৎ উদ্ভূত হয়; অতএব এই জ্ঞানকে অনুমান (অনু = পশ্চাৎ, মান = জ্ঞান) বলা যায়। অনুমান ত্রিবিধ; যথা, ১। পূর্ব্ববৎ, ২। শেষবৎ, এবং ৩। সামান্যতোদৃষ্ট। কারণদৃষ্টে যে কার্য্যের অনুমান, তাহাকে "পূর্ব্ববৎ" অনুমান বলে; যেমন আকাশে ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দৃষ্টে বৃষ্টির অনুমান; বৃষ্টির কারণ মেঘ, অতএব মেঘ দৃষ্টে যে বৃষ্টির অনুমান, ইহা কারণ হইতে কার্য্যের অনুমান। কার্য্য দৃষ্টে যে কারণের অনুমান, তাহাকে "শেষবৎ" অনুমান বলে; যেমন নদীর অকস্মাৎ জলপূর্ণতা ও বেগবৃদ্ধি দৃষ্টে, উর্দ্ধপ্রদেশে বৃষ্টির অনুমান হয়। নদীর জল ও বেগবৃদ্ধি বৃষ্টিরূপ কারণের কার্য্য; অতএব এই স্থলে জল ও বেগবৃদ্ধি দৃষ্টে যে বৃষ্টির অনুমান, তাহা কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুমান। দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান অবলম্বনে, অদৃষ্ট তজ্জাতীয় বা তৎসদৃশ জাত্যন্তরীয় বস্তুবিষয়ে যে অনুমান হয়, তাহাকে "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান বলে। যেমন কর্ত্তা কোন করণ ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না; করণ সাহায্যেই কর্ত্তা কর্ম্ম সম্পাদন করেন; ইহা সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়। পরন্তু দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতিও কার্য্য, অতএব এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষেরও এমন করণ আছে, যদ্দ্বারা তিনি দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য সম্পাদন করেন; (সেই সকল করণই ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয়)। অতএব ইন্দ্রিয়সকলের অস্তিত্ব এইরূপে সাধিত হইলে, ইহা "সামান্যতো-দৃষ্ট" নামক অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইরূপ রূপ, রস, প্রভৃতি গুণ;

ইহারা ঘটাদি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না; ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিও গুণ; অতএব ইহাদেরও আশ্রয়-স্বরূপ আত্মা আছেন; এইটিও "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষের অযোগ্যবিষয়সম্বন্ধে, "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে দুইটি বস্তু একজাতীয় বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে, তন্মধ্যে একটির সম্বন্ধে কোন একটি বিশেষ অব্যভিচারী অবস্থা দৃষ্টে, ঐ অবস্থা সজাতীয় অপর বস্তুতে থাকা বিষয়ক অনুমান হয়; ইহাই সাধারণতঃ "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমানের স্বরূপ। এক বস্তু একস্থানে দৃষ্ট হইয়া, তৎপরে দেশান্তরে দৃষ্ট হইলে, তাহার গমন-কার্য্য দৃষ্টিগোচর না হইলেও, তাহাকে গতিশীল বলিয়া অনুমান করা যায়; যেমন দেশ হইতে দেশান্তরপ্রাপ্তি-হেতু সূর্য্যের গতি অনুমিত হয়, এই প্রকার যে অনুমান, ইহাকেও একপ্রকার সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলিয়া ন্যায়-দর্শনভাষ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কার্য্যদৃষ্টে কারণের অনুমান, অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থে "শেষবৎ" অনুমান।

ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন; তাঁহারই অন্যতম নাম চাণক্য পণ্ডিত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি তৎকৃত ন্যায়ভাষ্যে "পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের অন্য প্রকারও ব্যাখ্যা হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—প্রত্যক্ষযোগ্য দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি পদার্থ দৃষ্টে যে অপরটির অনুমান, তাহাই "পূর্ব্ববৎ" অনুমান; পূর্ব্বে এই পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যেরূপ অবিনাভাব ('একটি' থাকিলেই অপরটি থাকা) লক্ষিত হইয়াছে, তদ্রূপ বর্ত্তমানে যখন একটি এই স্থানে দৃষ্ট হইতেছে, তখন অপরটিও অবশ্য এই স্থানে থাকিবে। ইহাই এই অনুমানের স্বরূপ হওয়ায়, ইহাকে "পূর্ব্ববৎ" অনুমান বলে। পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তদ্বৎ জ্ঞান।

যে স্থলে নানা প্রকারের মধ্যে একটি বস্তু কোন্ বিশেষ প্রকারের, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়; এবং ইহা অবধারণ করিতে গিয়া, ঐ বস্তু প্রথম প্রকারের নহে, দ্বিতীয় প্রকারের নহে, ইত্যাদিক্রমে প্রতিষেধ করিতে করিতে, অবশেষে একটি মাত্র প্রকার অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং তাহাতেই ইহার স্বরূপের অনুমান হয়, তখন সেই অনুমানকে "শেষবৎ" অনুমান বলা যায়; যথা বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম, এবং সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়, এই ষট্ পদার্থ প্রথমে অবধারিত করিয়া "শব্দ" ইহাদিগের মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, ইহা স্থির করিতে গিয়া, প্রথমতঃ "শব্দ" যে সামান্য, বিশেষ, অথবা সমবায় নহে, তাহা প্রদর্শন করা হয়; তৎপরে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্ম, ইহাদিগের মধ্যে "শব্দ" কোন্ শ্রেণীভুক্ত, এইরূপ সন্দেহ হইলে, প্রথমে ইহা যে দ্রব্য নহে, তাহার হেতু প্রদর্শন করিয়া, তৎপরে শব্দ যে কর্ম্ম নহে, তাহা প্রতিপন্ন করা হয়; অবশেষে গুণমাত্র অবশিষ্ট থাকায়, শব্দ অবশ্য গুণ হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। এইরূপ অনুমান "শেষবৎ" অনুমান নামে আখ্যাত।

"সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান যে দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়, তাহা ভাষ্যানুরূপ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

নব্য নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্ববৎ-প্রভৃতি অনুমানত্রয়ের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে—

যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, তাহা দুই প্রকার; অন্বয়-ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। একটি বস্তু কোন স্থানে থাকিলে, অপর বস্তুটিও তথায় থাকে, (যেমন ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে), ইত্যাকার যে ব্যাপ্তি, তাহাকে অন্বয়-ব্যাপ্তি বলে। এই অন্বয়-ব্যাপ্তি-মূলক যে অনুমান, তাহাকে "পূর্ব্ববৎ" অনুমান বলে। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

দুইটি অভাব-বস্তু যদি পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় যে,

একটি অভাবের প্রতিযোগিবস্তুকে কোন স্থানে (পক্ষে) বিদ্যমান দেখিয়া, স্বভাবতঃ অপর অভাবের প্রতিযোগি বস্তুর-অস্তিত্ব সেই স্থলে (পক্ষে) থাকার জ্ঞান জন্মে, তবে তৎস্থলে তাহাকে "ব্যতিরেকব্যাপ্তি" বলে। এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি-মূলক যে অনুমান, তাহাকে "শেষবৎ অনুমান" বলা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। "গোত্ব" এবং "গোত্বাভাব", এই দুইটি পরস্পর প্রতিযোগী; একটি যে স্থানে আছে, অপরটি সেই স্থানে থাকিতে পারে না; এবং একটি যে স্থানে নাই,অপরটি সেই স্থানে অবশ্য থাকিবে; কারণ যে কোন পদার্থ হউক, হয় তাহা গো, অথবা গো-ভিন্ন পদার্থ; গোও নহে, গো-ভিন্নও নহে, অথবা গো এবং গো-ভিন্ন উভয়, এইরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না। অতএব যে স্থানে (পক্ষে) গোত্বাভাব নাই, সেই স্থানে ঐ গোত্বাভাবের প্রতিযোগী "গোত্ব" অবশ্য আছে। তদ্রূপ "গলকম্বলত্ব" (গলদেশের চর্ম্ম ঝুলিয়া পড়া, যাহা কেবল গোজাতিরই আছে, তাহা) একটি পদার্থ, তাহার অভাব ("গলকম্বলত্বাভাব") ঐ "গলকম্বলত্বে"র প্রতিযোগী। পরন্তু ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, এই দুইটি অভাব অর্থাৎ "গোত্বাভাব" ও "গলকম্বলত্বাভাব" পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, কোন স্থলে "গলকম্বলত্বাভাব"রূপ অভাবের প্রতিযোগী যে "গলকম্বলত্ব", তাহা বর্ত্তমান থাকিলে,সেই স্থলে অপর অভাবটির অর্থাৎ গোত্বাভাবের প্রতিযোগী গোত্বের অস্তিত্বও অবশ্য থাকে; অর্থাৎ যে স্থানে গলকম্বলত্ব আছে, সেই স্থানে গোত্বাভাব নাই, গোত্ব আছে। এই উভয় অভাবের মধ্যে এইরূপ ব্যাপ্তি, সম্বন্ধ থাকা প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। "গলকম্বলত্বাভাব"টি ব্যাপক, "গোত্বাভাব" তাহার ব্যাপ্য; কারণ গলকম্বলত্বাভাবের অবর্ত্তমানতায় গোত্বাভাব থাকিতে পারে না।* অতএব কোন একটি চতুষ্পদ

* ধূমবান্ বস্তু অপেক্ষা বহ্নিমান্ বস্তু ব্যাপক পদার্থ; সুতরাং বহ্নি-ভিন্ন বস্তু (যাহা

জন্তু দৃষ্ট হইলে, তাহা গো কি না, যখন ইত্যাকার সংশয় উপস্থিত হয়, তখন তাহার গোত্ব সাধন করিতে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা যায়; যথা—এই দৃষ্ট-জন্তুতে গলকম্বলত্বাভাব দৃষ্ট হইতেছে না—ইহাতে গলকম্বলত্বাভাবের প্রতিযোগী "গলকম্বলত্ব" দৃষ্ট হইতেছে; অতএব সেই গলকম্বলত্বাভাবের সহিত ব্যাপ্তি সম্বন্ধে স্থিত "গোত্বাভাব" ইহাতে নাই; পক্ষান্তরে এই গোত্বাভাব-প্রতিযোগী "গোত্ব" ইহাতে আছে। ইহাই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলে এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় যে, গোত্বাভাবের প্রতিযোগী "গোত্ব" ইহাতে অবশ্য আছে—অর্থাৎ ইহা গো। এই সকল বাক্যবিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, সহজ কথায় বলিতে হইলে, এই অনুমানের স্বরূপ এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এই জন্তুর একটি লক্ষণ দেখিতেছি যে, ইহার গলকম্বল আছে; কিন্তু অশ্ব গর্দ্দভ মহিষ প্রভৃতি গোভিন্ন-জন্তুর গলকম্বল নাই—তাহাদের গলকম্বলাভাব আছে; কিন্তু যখন দৃষ্ট-জন্তুতে গলকম্বলাভাব নাই, গলকম্বলাভাবের অভাব আছে (অর্থাৎ গলকম্বল আছে), তখন ইহা গোভিন্ন অশ্বপ্রভৃতি জন্তু নহে; অতএব ইহাকে গো বলিয়াই অবধারণ করা গেল। বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে যে 'ইহা নয়', 'ইহা নয়', ইত্যাকার প্রতিষেধপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক বস্তুতে অনুমান স্থাপন করাকে ব্যতিরেক-অনুমান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, নব্যনৈয়ায়িকদিগের ব্যতিরেক-অনুমানও তাহারই রূপান্তর মাত্র। যখন সাধ্য ভিন্ন অপর কোন বস্তু নয়, তখন ইহা সাধ্য বস্তু (গো), ইহাই এই অনুমানের সার। তবে যাঁহারা নব্যন্যায়-প্রণালী জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রতিযোগী সম্বন্ধ এবং অভাবদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি-

বহ্নির অভাব বলিয়া আখ্যাত, তাহা) ধূমভিন্ন বস্তু হইতে অল্প; অতএব 'অভাব' স্থলে ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ বিপরীত প্রণালীতে হয়। বহ্নি ব্যাপক, ধূম ব্যাপ্য; কিন্তু বহ্ন্যভাব ব্যাপ্য, ধূমাভাব ব্যাপক।

বিষয়ক জ্ঞানই নব্যন্যায়ের ব্যতিরেক-অনুমানের মূল। বৈশেষিক দর্শনের নবম অধ্যায়ে যে "অন্যোঽন্যাভাব" ও "অত্যন্তাভাব" নামক অভাব বর্ণিত হইয়াছে, তদুপরি নির্ভরে নব্যগণকর্তৃক এই প্রতিযোগিত্ব সম্বন্ধের বিস্তার করা হইয়াছে। নব্যদিগের মতে কেবল অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানমূলক অনুমানকে "পূর্ব্ববৎ" অনুমান বলে, কেবল ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান-মূলক অনুমানকে "শেষবৎ" অনুমান বলে, এবং উভয় অন্বয় ও ব্যতিরেক-জ্ঞানমূলক অনুমানকে নব্যেরা "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান বলিয়া থাকেন।

ন্যায়দর্শনোক্ত অনুমানের প্রকার-ভেদ ব্যাখ্যাত হইল। বৈশেষিক-দর্শন যেমন চরম অধিকারীর পক্ষে উপযোগী নহে, বালকদিগের পক্ষেই উপযোগী, ন্যায়দর্শনও তদ্রূপ চরম অধিকারীর উপদেশের নিমিত্ত নহে। যাহাতে কুতর্কদ্বারা বেদান্তবাক্যের প্রতি আস্থা-ভঙ্গ না হয়, তন্নিমিত্ত ন্যায়ের অবয়ব শিক্ষার প্রয়োজন; এবং জল্প, বিতণ্ডা, ছল ও জাতি প্রভৃতি, যাহা প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহার স্বরূপজ্ঞান, এবং তাহার পরিহার-প্রণালীও শিক্ষা করা সাধকের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত মহর্ষি গোতম, এতৎসমস্ত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, এই ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন-পাঠান্তে বিদ্যার্থিগণের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত হইলে, ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই দর্শন অধ্যয়ন করিয়া তর্কবুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইলে, জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে। এই ন্যায়দর্শনে এই সমস্ত তত্ত্ব বিচারিত হয় নাই, এবং তদ্বিষয়ক বিচারের অবতারণা-করা এই দর্শনের অভিপ্রেত নহে। তবে প্রসঙ্গতঃ বেদবাক্যের প্রতি বিদ্যার্থীদিগের মতি দৃঢ় করিবার জন্য, বেদের প্রামাণিকতা যে অনুমানসিদ্ধ, তাহা সূত্র-কার যুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং জীবের কর্ম্মফলদাতৃত্বকে হেতু অবলম্বন করিয়া, সাধারণভাবে ঈশ্বরসম্বন্ধে অনুকূল অনুমানও তিনি স্থাপন

করিয়াছেন; পরিশেষে সংসারের দুঃখময়ত্ব প্রদর্শন করিয়া, এবং মোক্ষলাভ যে জীবের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত তাহা স্থাপন করিয়া, যোগাভ্যাস-পূর্ব্বক সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য পরম কারুণিক মহর্ষি গোতম বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

ন্যায়ের অন্যতম নাম "অন্বীক্ষা" অথবা "আন্বীক্ষিকী বিদ্যা", (অনু= পশ্চাৎ, ঈক্ষা=ঈক্ষণ, চিন্তা, অথবা বিচার)। গুরুপ্রদত্ত উপদেশের প্রতি গাঢ়শ্রদ্ধ হইবার নিমিত্ত, উপদেশলাভান্তে অনুকূল ও প্রতিকূল তর্ক-দ্বারা তদ্বিষয় বারংবার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহারই প্রণালী ন্যায়দর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএবই ইহাকে "অন্বীক্ষা" বলা যায়। এই দর্শনের এতাবন্মাত্রই অধিকার; ইহা ধারণা থাকিলে আর ইহার সহিত অপর-দর্শনেব বিরোধ থাকা কল্পিত হইবে না। গ্রন্থের এই মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ব্ব স্থলে লক্ষ্য রাখিয়া, সূত্রকার কেবল প্রসঙ্গক্রমে, এবং দৃষ্টান্তস্বরূপেমাত্র, প্রচলিত কোন কোন মত পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা তাঁহার গ্রন্থের মুখ্যবিচার্য্য বিষয় নহে এবং তৎসমস্ত উপদেশ করা তাঁহার গ্রন্থের অভিপ্রেত নহে। তবে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, ইহা স্পষ্টরূপে অনুমিত হয় যে, গ্রন্থকার স্বয়ং বেদমার্গানুগত ছিলেন, এবং তিনি বেদান্তবাক্যের অনুগামী হইয়া, ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা, এবং জীবের নিয়ন্তা, ও বিধাতা বলিয়া বিদ্যার্থিগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

ন্যায়দর্শনের অধিকার সংক্ষেপতঃ বিবৃত হইল। এইক্ষণে সূত্রকার মহর্ষি গোতম যে প্রণালীতে এই ন্যায় শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায় নিম্নে সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইতেছে, এবং গ্রন্থের অবশিষ্টাংশেরও মর্ম্ম সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

ওঁ হরিঃ ॥

ন্যায়দর্শন।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম আহ্নিক, ১ম সূত্র। প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ॥

অন্বয়ার্থ:—(১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহস্থান, এই সকলের তত্ত্বজ্ঞান হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ (অপবর্গ) লাভ হয়। এই ষোড়শ পদার্থই এই দর্শনে অবধারিত হইয়াছে। (পরন্তু প্রমাণ ও প্রমেয়ের জ্ঞান হইতেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়; অপর যে সংশয় প্রভৃতি, ইহাদের জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত দুইটিরও সাহায্যার্থ)।

১মঃ অঃ ১ম আঃ ২ সূত্র। দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥

অন্বয়ার্থ:—পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান, ইহাদিগের মধ্যে শেষোক্তটির পর পর বিনাশ হইলে, তৎপূর্ব্বটির ক্রমে বিনাশ হয়; এইরূপে সকলের বিনাশ হইলেই অপবর্গ হয়।

অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচি বস্তুতে শুচিজ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান, অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান, ইহাকেই মিথ্যাজ্ঞান (অথবা অবিদ্যা) বলে। এই মিথ্যাজ্ঞান হইতে অনুকূল পদার্থে রাগ (আসক্তি), এবং প্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ জন্মে; এই রাগ ও দ্বেষই লোভ, মোহ, স্তেয়, লাম্পট্য, ঈর্ষা,

অসূয়া, হিংসা প্রভৃতি অসংখ্যরূপে প্রকাশ পায়; সুতরাং ইহারাই দোষ-শব্দবাচ্য। রাগ ও দ্বেষ-নিবন্ধন যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই এই স্থলে প্রবৃত্তিশব্দবাচ্য। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিসমন্বিত স্থূলশরীরবিশিষ্ট হইয়া প্রাদুর্ভূত হওয়াকেই জন্ম বলে; পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মই এই দেহ ধারণের হেতু; ইহ জন্মে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কৃত হয়, তাহা হইতে যে সংস্কার জন্মে, তদ্ধেতু পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ ও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ, দুঃখ, জাতি, আয়ুঃ ও ভোগসকল সংঘটিত হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। মিথ্যাজ্ঞান হইতে দুঃখপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে; ইহাকেই সংসারচক্র বলে। পদার্থসকলের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়; মিথ্যাজ্ঞান যেমন দূর হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাগ, দ্বেষরূপ দোষ-সকলও দূর হইতে থাকে; এই রাগ ও দ্বেষ দূর হইতে থাকিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিরও বিনাশ সাধন হয়; ধর্ম্মাধর্ম্মের বিনাশ হইলে, তন্নিমিত্ত যে পুনঃ পুনঃ জন্ম, তাহাও বন্ধ হয়; এবং জন্ম বন্ধ হইলে, তন্মূলক দুঃখেরও হানি হয়। দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হইলেই তাহাকে অপবর্গ বলে।

এইক্ষণে প্রথম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থ একে একে সূত্রকার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন—

১ম অঃ ১ম আঃ ৩ সূত্র। **প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি॥**

অস্যার্থ:—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার প্রমাণ। প্রমাণ বলিতে ভ্রমশূন্য নিশ্চয়-জ্ঞানোৎপাদক কারণ বুঝায়।

এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণ এইক্ষণে যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে—

১ম অঃ ১ম আঃ ৪ সূত্র। **ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপ-দেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥**

অস্যার্থ:—ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয় (বহিঃস্থিত পদার্থসকল) পরস্পর

সন্নিকৃষ্ট হইলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার যে অংশ অব্যপদেশ্য অর্থাৎ পূর্ব্বাবগত শব্দজ্ঞানজ নহে, তাহা যদি অব্যভিচারী (অর্থাৎ যাহার ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, এইরূপ) ও ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়, অসন্দিগ্ধ) হয়, তবে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।

শাব্দ জ্ঞান স্থলে, পূর্ব্বে যে শব্দের যে অর্থ জ্ঞাত ছিল, পরে সেই শব্দ উচ্চারিত হইলে, সেই পূর্ব্বে জ্ঞাত অর্থেরই বোধ জন্মে, নূতন কিছুর জ্ঞান হয় না; এই জ্ঞান শব্দের ব্যাপার হইতেই বিশেষরূপে উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কিন্তু ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত সূত্রে "অব্যপদেশ্য" (শব্দের দ্বারা অনুৎপন্ন) শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

মরুভূমিতে জল-প্রতিবিম্বগ্রাহি-সৌরকিরণে জলবুদ্ধি হয়, ইহা আপাততঃ জল-প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হইলেও, ইহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না, কারণ যে স্থানে জল আছে বলিয়া বোধ হয়, সেই স্থানে গমন করিলে, জল প্রত্যক্ষ হয় না; অতএব পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ পরপ্রত্যক্ষের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়; এইরূপ ব্যভিচার যে স্থলে থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায় না, ভ্রম বলা যায়। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত "অব্যভিচারী" শব্দ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় সংযোজিত করা হইয়াছে।

অন্ধকারময় স্থলে সংশয় হয় যে, এই বস্তু রজ্জু অথবা সর্প; কারণ দৃষ্টবস্তুর স্বরূপ নিশ্চিতরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না; যখন নিশ্চিতরূপে বস্তুর স্বরূপ ইন্দ্রিয়-প্রণালীতে গৃহীত হয়, তখনই তাহা রজ্জু অথবা সর্প এই দুইয়ের একতর বলিয়া নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে। প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত বস্তুর স্বরূপ যে নিশ্চিতরূপে ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত "ব্যবসায়াত্মক" শব্দ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের মধ্যে সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ; যেমন চক্ষু

ও তাহার বিষয় বাহ্যরূপের মধ্যে সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ। কিরূপে এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা বিচার করিলে, দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয় (যেমন চক্ষু) প্রথমে বাহ্য-বস্তুর রূপটি গ্রহণ করে, তাহাতে মনঃসংযম হইলে তদ্বিষয়ে বুদ্ধির বৃত্তি হইয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে দীপের ন্যায় প্রভা অর্থাৎ রশ্মি বহির্দ্দেশে নির্গত হয়। তদবলম্বনে বাহ্যবস্তুর রূপ প্রথমে চক্ষুর গোলকস্থ হইয়াই ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা বুদ্ধিতে গৃহীত হয়। বাহ্যবস্তুসকলের রূপ প্রথমে সূর্য্যরশ্মি অথবা অপর দীপ-রশ্মি দ্বারা গৃহীত হইয়া, পরে তৎসাহায্যে চক্ষু-রশ্মিতে গৃহীত হয়। শ্রাবণিক প্রত্যক্ষ স্থলে আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী হইয়া, ইন্দ্রিয় ও শব্দের উক্ত প্রকার যোগ সম্পাদন করে। এইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষস্থলেও বুঝিতে হইবে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৫ সূত্র। অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানম্। পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ ॥

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ প্রথমে হইয়া, তৎপরে তাহা হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান বলে (অনু—পশ্চাৎ, মান—জ্ঞান)। এই অনুমান ত্রিবিধ (১) পূর্ব্ববৎ, (২) শেষবৎ, (৩) সামান্যতোদৃষ্ট। পূর্ব্ববৎ প্রভৃতি অনুমানের প্রভেদ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৬ সূত্র। প্রসিদ্ধ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্॥

অস্যার্থ :—উপমান শব্দে তুলনা বুঝায়। কোন পরিচিত (প্রসিদ্ধ) বস্তুর সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া যে, জ্ঞান, তাহা হইতে অপরিচিত সাধ্যবস্তুর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে উপমান বলে। যেমন এক স্থলে বহু জাতীয় পশু আছে, তন্মধ্যে গবয় কোন্‌টি, তাহা জানিতে হইলে, যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, দেখিতে গো-সদৃশ যেটি, সেটিই গবয়; তবে এই সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে ঐ স্থলে অবস্থিত সমস্ত পশুর মধ্যে গবয়টিকে পরিচয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এইটিকে উপমান প্রমাণ বলে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৭ সূত্র। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥

অস্যার্থ:—যিনি যে বিষয় নিশ্চয়রূপে জানেন, তিনি সেই বিষয়ে "আপ্ত"-শব্দবাচ্য। ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণা ও সামর্থ্যের অভাবশূন্য, নিশ্চয় সত্যজ্ঞানযুক্ত, পুরুষ স্বীয় জ্ঞাতবিষয়কে অপরের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে উপযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাকে শব্দপ্রমাণ বলে; সেই শব্দদ্বারা নিশ্চিতজ্ঞান জন্মে, এই নিমিত্ত তাহা প্রমাণ। (অপৌরুষেয় বেদই মুখ্যশব্দপ্রমাণ বলিয়া গণ্য; সত্যদর্শী ঋষিগণও অনেকে ভ্রম-প্রমাণাদিশূন্য যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের উক্তিও আপ্তোপদেশ ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গণ্য)।

১ম অঃ ১ম আঃ ৮ সূত্র। স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥

অস্যার্থ:—এই শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ; কারণ ইহা দৃষ্টার্থ এবং অদৃষ্টার্থ-বিষয়ক। যে শব্দের অর্থ ইহ জীবনে দৃষ্ট হয়, তাহা দৃষ্টার্থ; যাহা পরকালে দৃষ্ট হয়, তাহা অদৃষ্টার্থ।

১ম সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ১ম পদার্থ "প্রমাণ" এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রকার দ্বিতীয় পদার্থ "প্রমেয়" কি, তাহা এইক্ষণে বর্ণনা করিতেছেন:—

১ম অঃ ১ম আঃ ৯ সূত্র। আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তি-দোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্ ॥

অস্যার্থ:—(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (ইন্দ্রিয়ের-বিষয়), (৫) বুদ্ধি, (৬) মনঃ, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ, এই দ্বাদশ পদার্থই এই দর্শনে "প্রমেয়" বলিয়া গণ্য। এই দ্বাদশটি প্রমা-জ্ঞানের বিষয় হইলে, নিঃশ্রেয়স লাভ হয় বলিয়া প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে।

প্রমাণের বিষয় (প্রমেয় বস্তু) অসংখ্য ; কিন্তু এই দ্বাদশটি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

১ম অঃ ১ম আঃ ১০ সূত্র। **ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি॥**

অন্বয়ার্থ :—(১) ইচ্ছা, (২) দ্বেষ, (৩) প্রযত্ন, (৪) সুখ, (৫) দুঃখ, (৬) জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ (চিহ্ন, যদ্দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়)।

পূর্ব্বে কোন বস্তু সুখ অথবা দুঃখ উৎপাদন করিলে, পরে তাহা স্মরণ হইয়া, সেই বস্তু পাইবার অথবা পরিহার করিবার ইচ্ছা হয়, এবং তন্নিমিত্ত প্রযত্ন হয় ; তদ্দ্বারা স্থির এক আত্মা আছেন, ইহা অনুমিত হয় ; কারণ স্থির-আত্মা না থাকিলে, পূর্ব্ব-দৃষ্ট-বস্তু ও পরে দৃষ্টবস্তু এক বলিয়া বোধ জন্মিতে পারে না ; এক বলিয়া বোধ না জন্মিলে, তাহা পাইবার কিংবা পরিহার করিবার ইচ্ছা এবং তন্নিমিত্ত প্রযত্ন জন্মিতে পারে না। অতএব ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

সুখ ও দুঃখ যন্নিমিত্ত ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন হয়, তদ্দ্বারাও আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সুখ এবং দুঃখ জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিয়া দৃষ্ট হয় না ; জড় পদার্থ ধ্বংস হইলেও স্মৃতিতে যে সুখ-দুঃখ থাকে, তাহাতেও জড় পদার্থের অতীত আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

জ্ঞানও জড় পদার্থের ধর্ম্ম বলিয়া দৃষ্ট হয় না ; তাহা জড় পদার্থের ধ্বংস হইলেও বর্ত্তমান থাকে ; অতএব তদ্দ্বারাও জড় পদার্থের অতীত আত্মার অস্তিত্বের অনুমান হয়।

১ম অঃ ১ম আঃ ১১ সূত্র। **চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্॥**

অন্বয়ার্থ :—যাহা চেষ্টার আশ্রয়, এবং ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং অর্থের আশ্রয়, তাহাকে শরীর বলে। স্থূলশরীরকে অবলম্বন করিয়াই সুখ

প্রাপ্তির ও দুঃখ পরিহারের চেষ্টা হইয়া থাকে; অতএব শরীর সর্ব্ববিধী চেষ্টার আশ্রয়। ইন্দ্রিয়সকল শরীরকে অবলম্বন করিয়াই স্বীয় স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; অতএব এই শরীরকে ইন্দ্রিয়েরও আশ্রয় বলা যায়। শারীরিক যন্ত্রসকল অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণের সন্নিকর্ষ লাভ করে, এবং তাহা হইতেই সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব শরীরই ঐ বিষয়সকলের ও আশ্রয় বলিয়া বলা যাইতে পারে। অতএব যাহা আত্মার সর্ব্ববিধ ভোগের সাধন, তাহারই নাম শরীর।

১ম অঃ ১ম আঃ ১২ সূত্র। ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥

অস্যার্থ :—নাসিকা, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, এবং শ্রোত্র এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়; ভূতগ্রামের পঞ্চবিধ ভেদ হইতে ইহাদের এই পঞ্চবিধ ভেদ অনুমিত হয়।

কেহ কেহ "ভূতেভ্যঃ" এই পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ পরসূত্রে বিবৃত ভূতসকল হইতে সমুৎপন্ন, ইহাই সূত্রের অর্থ। পরবর্ত্তী দুই সূত্রে বলা হইবে, ভূতসকল পঞ্চবিধ, এবং তাহাদের গুণও পঞ্চবিধ; জীব এই পঞ্চবিধ ভূতের গুণকে স্বীয় জ্ঞানের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহা উপভোগ করেন। যে করণদ্বারা জীব এই ব্যাপার সম্পাদন করেন, তাহাই ইন্দ্রিয় নামে খ্যাত। বিষয় পঞ্চবিধ হওয়ায়, তদ্বিষয়ক ব্যাপারও পঞ্চবিধ, এবং তাহার করণও পঞ্চবিধ; ইহা "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান দ্বারা প্রমাণিত হয়। ইহাই সূত্রের ভাবার্থ বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা সূত্রের অভিপ্রেত নহে।

ভূতসকল কিংবিধ, যাহা হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় অনুমিত হয়? তদুত্তরে এইক্ষণে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১ম আঃ ১৩ সূত্র। **পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥**

অস্যার্থ :—ভূতসকল পঞ্চবিধ ; যথা :—(১) পৃথিবী, (২) অপ্, (৩) তেজঃ, (৪) বায়ু ও (৫) আকাশ।

১ম অঃ ১ম আঃ ১৪ সূত্র। **গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদি-গুণাস্তদর্থাঃ ॥**

অস্যার্থ :—পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি ভূতের যথাক্রমে (১) গন্ধ, (২) রস, (৩) রূপ, (৪) স্পর্শ ও (৫) শব্দ, এই পঞ্চগুণ ; ইহারা যথাক্রমে (দ্বাদশ সূত্রোক্ত) ঘ্রাণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের "অর্থ" অর্থাৎ বিষয়। অতএব ইহারাই "অর্থ" শব্দের বাচ্য।

নবম সূত্রোক্ত প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম চারিটি বর্ণনা করিয়া, সূত্রকার এইক্ষণে পঞ্চম প্রমেয় বুদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন :—

১ম অঃ ১ম আঃ ১৫ সূত্র। **বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্ ॥**

অস্যার্থ :—বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান, এই তিনটি একই বস্তু ; ইহারা পৃথক্ নহে ; অর্থাৎ উপলব্ধি এবং জ্ঞান শব্দে যাহা বুঝায়, তাহাই বুদ্ধি।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপও করা হইয়াছে যে, সূত্রকার এই স্থলে সাংখ্যদর্শনের সহিত স্বমতের বিরোধ প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ বিরোধ কেবল ব্যাখ্যাকারগণেরই কল্পনা-প্রসূত। সূত্রকার প্রাথমিক অধিকারি-শিষ্যকে বুদ্ধি কি তাহা বুঝাইবার জন্য, তাহা শিষ্যের বোধগম্য অপর শব্দদ্বারা প্রকাশ করিলেন মাত্র। এই স্থলে বুদ্ধির কোন দার্শনিক সংজ্ঞা করা সূত্রকারের অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে না, সূত্রের গঠনও তদ্রূপ নহে।

এইক্ষণে সূত্রকার ষষ্ঠ প্রমেয় পদার্থ মনের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—

১ম অঃ ১ম আঃ ১৬ সূত্র। যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গম্‌ ॥

অস্যার্থ :—ইন্দ্রিয়গণ গন্ধ, রস প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় বিষয়ের সন্নিকর্ষ যুগপৎ লাভ করিলেও, তত্তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে আত্মায় সমকালে উপজাত হয় না, তাহাই মনোনামক সহকারী অপর এক নিমিত্ত থাকা বিষয়ে প্রমাণ। ইন্দ্রিয়-সকলেরই আশ্রয় আত্মা; অতএব অপর কোন নিয়ামক কারণ না থাকিলে, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই আত্মাতে একসঙ্গে প্রতিভাত হওয়া উচিত; তাহা যে হয় না, ইহা সর্ব্বদাই অনুভূত হইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, এমন অপর কোন পদার্থ আছে, যাহা আত্মার সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে নিয়মিত করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থের বোধ উৎপাদন করে। এইরূপে "সামান্যতোদৃষ্ট" অনুমান মূলে মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। মনোনিবেশ না করিলে, কোন ইন্দ্রিয়ার্থের জ্ঞান হয় না, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়; অতএব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মনোনামক অন্তরিন্দ্রিয় আছে, ইহা সহজ অনুমানসিদ্ধ। মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, স্মৃতির ব্যাপারও ব্যাখ্যাত হয় না। অতএব মনের অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ।

১ম অঃ ১ম আঃ ১৭ সূত্র। প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ ইতি ॥

অস্যার্থ :—বাক্য, বুদ্ধি (মনঃ) ও শরীরের যে আরম্ভ, অর্থাৎ কর্ম্মচেষ্টা, তাহাকে প্রবৃত্তি বলে। (ইহাই পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তম প্রমেয় পদার্থ)

১ম অঃ ১ম আঃ ১৮ সূত্র। প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ ॥

অস্যার্থ :—যাহা পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তির (অর্থাৎ কায়, মনঃ, বাক্যের কর্ম্মাভিমুখীগতির) প্রবর্ত্তক কারণ, তাহার নাম দোষ অর্থাৎ রাগ (অনুরাগ), দ্বেষ, ও মোহ। এই রাগ এবং দ্বেষ অথবা মোহহেতু জীব শুভাশুভ পুণ্যাপাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে বিরত হয়।

অষ্টম প্রমেয় পদার্থ দোষ বর্ণনা করিয়া সূত্রকার এক্ষণে নবম প্রমেয় প্রেত্যভাব বর্ণনা করিতেছেন—

১ম অঃ ১ম আঃ ১৯ সূত্র। **পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥**

অস্যার্থ :—শরীর-বিনাশান্তে যে জীব পুনরায় অপর শরীর ধারণ করে, তাহাকেই প্রেত্যভাব বলে। ("প্রেত্য" (প্র+ইত্য)=এই দেহ পরিত্যাগের পর ; "ভাবঃ"=উৎপত্তিঃ)।

১ম অঃ ১ম আঃ ২০ সূত্র। **প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্ ॥**

অস্যার্থ :—প্রবৃত্তি অথবা আরম্ভ (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কায় মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে কর্ম্ম চেষ্টা হয় তাহা), এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ এই উভয় হইতে উৎপত্তিপ্রাপ্ত যে সুখদুঃখানুভব রূপ অর্থ অর্থাৎ ভোগ, তাহাই পূর্ব্বোক্ত নবম সূত্রের উল্লিখিত "ফল"-নামক দশম প্রমেয়।

১ম অঃ ১ম আঃ ২১ সূত্র। **বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি ॥**

অস্যার্থ :—বাধনা অর্থাৎ পীড়া যাহার স্বরূপ, তাহাকে দুঃখ বলে। (ইহাই একাদশ প্রমেয়)।

১ম অঃ ১ম আঃ ২২ সূত্র। **তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ ॥**

অস্যার্থ :—এই দুঃখ হইতে যে অত্যন্তবিমুক্তি, তাহাই দ্বাদশ প্রমেয় "অপবর্গ"। অত্যন্তবিমুক্তি শব্দে সর্ব্ববিধ দুঃখের নিঃশেষরূপে চিরকালের নিমিত্ত নিবৃত্তি বুঝায়।

দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের বর্ণনা করিয়া, সূত্রকার এইক্ষণে প্রথম সূত্রোক্ত সংশয় পদার্থ কি, তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

১ অঃ ১ম আঃ ২৩ সূত্র। **সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তে-রুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥**

অস্যার্থ :—"**বিশেষাপেক্ষোবিমর্শঃ সংশয়ঃ**" যে স্থলে নিশ্চিতরূপে কোন একটি পদার্থ ঠিক এইরূপ, এমন বিশেষজ্ঞান উপজাত হয় নাই, তাহার ধর্ম্মের সাধারণ জ্ঞানমাত্র হইয়াছে, তৎস্থলে সেই পদার্থটির বিশেষ

স্বরূপ কি তদ্বিষয়ে যে তর্কিত জ্ঞান (বিমর্শ, এইটি কি অপরটি এইরূপ যে দ্বিবিধ জ্ঞান) তাহাকে সংশয় বলে। এইরূপ তর্কিতজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন—

(১) "সমানানেকধর্ম্মোপপত্তেঃ"=সমান ধর্ম্মের অথবা অনেক ধর্ম্মের উপপত্তি হইতে এই সংশয় উপস্থিত হয়; অর্থাৎ যখন একাধিক পক্ষের মধ্যে ধর্ম্মের সমানতা দেখা যায়, তখন কোন্ পক্ষটি হইবে, তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়, নিশ্চিতরূপে কোন একটি বিশেষ পক্ষের সিদ্ধান্ত করা যায় না; অতএব অনেকের মধ্যে দৃষ্ট সমান ধর্ম্মজ্ঞান, সংশয় উপস্থিত হইবার একটি কারণ। যেমন রজ্জু ও সর্পের আকৃতিতে লম্বত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের সাদৃশ্য থাকাতে, অন্ধকারময় স্থলে দৃষ্ট পদার্থ রজ্জু অথবা সর্প তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। একের অনেক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইলেও, কোন্‌টি তাহার স্বরূপাবধারক তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়; যেমন বনমানুষ দেখিয়া তাহা পশু অথবা মনুষ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

(২) "বিপ্রতিপত্তেঃ" অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান অথবা বিরোধ দর্শন হইতেও সংশয় উপস্থিত হয়। কোন পদার্থে পূর্ব্বদৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধধর্ম্ম পরে দর্শন করিলে, সেই পদার্থ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-মীমাংসা স্থির কি না, তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। যেমন এই ব্যক্তিকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানি; কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার এমন কর্ম্ম দেখিলাম যে, তাহা সিদ্ধপুরুষের পক্ষে সম্ভব হয় না; অতএব সন্দেহ হইল তিনি সিদ্ধ কি না।

(৩) "উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ" উপলব্ধ বিষয়ের অনিশ্চিততা, এবং অনুপলব্ধ বিষয়ের অনিশ্চিততা হইতেও কোন্ পক্ষ সত্য তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। যেমন পথিক কোন স্থানে জল দর্শন করিল; কিন্তু মরুভূমি প্রভৃতি স্থলে, জল না থাকা স্থলেও জল দর্শন হয়; তাহা সে পূর্ব্বে অবধারণ করিয়াছে; অতএব জল থাকা কেবল দৃষ্টতঃ

উপলব্ধি হইলেও, তাহা প্রকৃত কি না তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। এইরূপ এক ব্যক্তি পানের নিমিত্ত জল দিয়াছে; তাহাতে অন্য কোন বস্তু থাকা সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতেছে না; কিন্তু এইরূপ স্থলে পূর্ব্বে বিষাক্ত বস্তু অলক্ষিতভাবে মিশ্রিত থাকাও জানা গিয়াছে; অতএব এইক্ষণে উপস্থিত জলে, বিষের অস্তিত্ব বিষয়ে, চক্ষুদ্বারা উপলব্ধি না হইলেও, তাহাতে বিষ আছে কি না, তদ্বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত বিষ জলে মিশ্রিত হইলেও তাহার উপলব্ধি হয় না; অতএব অনুপলব্ধি হইলেই যে নাই, এইরূপ বলা যাইতে পারে না; এই নিমিত্ত তাহা হইতে সংশয় উপজাত হয়।

অতএব এই সকল কারণে একাধিক পক্ষের মধ্যে কোন্ বিশেষ পক্ষটি ঠিক, তদ্বিষয়ে যে বিতর্কাত্মক জ্ঞান, তাহাকে সংশয় বলে। বিমর্শ = বি (বিবিধ) + মর্শ (জ্ঞান)।

১ম অঃ ১ম আঃ ২৪ সূত্র। **যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্॥**

অস্যার্থ:—যে অর্থের (বিষয়ের) নিমিত্ত প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যাহা লাভ অথবা পরিত্যাগ করিবার জন্য লোকে কর্ম্মচেষ্টা করে, তাহাকে প্রয়োজন বলে।

১ম অঃ ১ম আঃ ২৫ সূত্র। লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ॥

অস্যার্থ:—সাধারণ লোকও পরীক্ষক (যাহারা তর্কদ্বারা সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন,) তাঁহাদিগের যাহাতে বুদ্ধিসাম্য হয়, অর্থাৎ সাধারণ লোক ও পণ্ডিত সকলেরই যাহা সমানরূপে বোধগম্য হয়, তাহাই দৃষ্টান্ত।

১ম অঃ ১ম আঃ ২৬ সূত্র। **তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ॥**

অন্বয়ার্থ :—(সংস্থিতি = সম্যক্‌স্থিতি, অটলভাবে স্থিতি) তন্ত্রসংস্থিতি (তন্ত্র = শাস্ত্র), অধিকরণ সংস্থিতি, এবং অভ্যুপগম সংস্থিতিকে সিদ্ধান্ত বলে (তন্ত্র সংস্থিতি শব্দের অর্থ, শাস্ত্রে যাহা স্থির বলিয়া অবধারিত আছে ; অধিকরণ সংস্থিতি ও অভ্যুপগমসংস্থিতি পরে বর্ণিত হইবে)।

১ম অঃ ১ম আঃ ২৭ সূত্র। **সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগম-সংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥**

অন্বয়ার্থ :—পরন্তু নিশ্চিতরূপে অবধারিত বিষয় সকলশাস্ত্রে সমান নহে ; কোন বিষয় সকলশাস্ত্রেরই স্বীকৃত, আবার কোন কোন বিষয় কোন শাস্ত্র বা কোন শ্রেণীর শাস্ত্রের সম্মত, অপরের সম্মত নহে। অতএব সিদ্ধান্তও চারি প্রকার, যথা সর্ব্বতন্ত্র-সম্মত নিশ্চিতবাক্য, যাহাকে সর্ব্বতন্ত্রসংস্থিতি বলা যায় ; যাহা কোন কোন শাস্ত্র-সম্মত, অপর শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহাকে প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি বলা যায় ; এই দুই প্রকার তন্ত্রসংস্থিতি, এবং পূর্ব্বোক্ত অধিকরণসংস্থিতি ও অভ্যুপগমসংস্থিতি এই চারি প্রকার ; সংস্থিতি (সিদ্ধান্ত) অধিক নহে।

১ম অঃ ১ম আঃ ২৮ সূত্র। **সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥**

অন্বয়ার্থ :—কোন শাস্ত্রে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত যদি অপর সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলে।

১ম অঃ ১ম আঃ ২৯ সূত্র। **সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতি-তন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥**

অন্বয়ার্থ :—যাহা সমান শ্রেণীর অন্যশাস্ত্রসিদ্ধ, এবং ভিন্ন শ্রেণীর শাস্ত্রের বিরুদ্ধ, তাহাকে “প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত” বলে। এই স্থলে প্রতি শব্দের অর্থ এক ; প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত = এক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩০ সূত্র। **যৎ সিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ ॥**

অস্যার্থ :—যে সিদ্ধান্ত অপর সিদ্ধান্তের আশ্রয়, অর্থাৎ যে এক বিষয় সিদ্ধান্ত হইলে, তাহা হইতে অপরসকল সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গতঃ আপনা হইতেই উদিত হয়, তাহাকে "অধিকরণসিদ্ধান্ত" বলে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩১ সূত্র। **অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণমভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥**

অস্যার্থ :—কোন অপরীক্ষিত বিষয় স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার যে বিশেষ পরীক্ষা, তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত বলে। (অভ্যুপগমঃ = স্বীকারঃ, ইত্যমরঃ)।

সিদ্ধান্তলক্ষণ বর্ণনা শেষ করিয়া সূত্রকার এইক্ষণে ১ম সূত্রোক্ত ৭ম পদার্থ অবয়ব বর্ণনা করিতেছেন—

১ম অঃ ১ম আঃ ৩২ সূত্র। **প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ ॥**

অস্যার্থ :—ন্যায়ের পঞ্চবিধ অংশকে অবয়ব বলে। যথা :—(১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, এবং (৫) নিগমন। (অবয়ব = অঙ্গীভূত অংশ)।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৩ সূত্র। **সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥**

অস্যার্থ :—যাহা সাধ্য (অর্থাৎ প্রমাণ করিবার বিষয়, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে), তাহা নির্দ্দেশ করাকে (স্পষ্টরূপে বর্ণনাকে) প্রতিজ্ঞা বলে। যেমন এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে; অতএব ইহা প্রতিজ্ঞা।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৪ সূত্র। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ ॥

অস্যার্থ :—উদাহরণের সহিত সমানধর্ম্মতাবশতঃ যদ্দ্বারা সাধ্যবস্তু প্রতিপন্ন হয়, তাহাকে হেতু বলে ; অর্থাৎ যাহা সাধ্যের সাধক—যাহাকে অবলম্বন করিয়া দৃষ্টান্তসাহায্যে সাধ্যবস্তু নির্ণীত হয়, তাহাকে হেতু বলে। যথা—পর্ব্বতে ধূম আছে ; পরন্তু পাকশালা প্রভৃতি যে যে স্থানে ধূম আছে, সেই সেই স্থলেই বহ্নি আছে দৃষ্ট হইয়াছে ; পর্ব্বত ও পাকশালার এই সাধর্ম্ম্যবশতঃ পর্ব্বতস্থিত ধূমই তথায় বহ্নি অনুমানের হেতু হয়। অতএব ইহাকে হেতু বলে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৫ সূত্র। তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥

অস্যার্থ :—অথবা উদাহরণের সহিত বৈধর্ম্ম্য প্রদর্শন করতঃ যদ্দ্বারা সাধ্যের নির্ণয় হয়, তাহাও হেতু। যথা **শব্দ অনিত্য** এইটি সাধ্য, তাহার প্রমাণ করিবার জন্য যদি এইরূপ বলা হয় যে, ইহার হেতু এই যে, শব্দের উৎপত্তি আছে, শব্দ উৎপত্তিধর্ম্মশীল ; পরন্তু যাহা নিত্য, তাহা উৎপত্তিধর্ম্মশীল নহে ; যেমন আত্মা। এইস্থলে শব্দের উৎপত্তিশীলত্ব ইহার অনিত্যত্বসাধনের হেতু বলিয়া গণ্য। কিন্তু উৎপত্তিশীলত্বটি দৃষ্টান্তস্থলীয় নিত্যপদার্থের (আত্মার) বিপরীত ধর্ম্ম। এই নিত্যত্বের বিপরীত ধর্ম্মটি শব্দের থাকা দৃষ্টে, শব্দের নিত্যত্ব না থাকা, এইস্থলে প্রমাণিত হইয়াছে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৬ সূত্র। সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ ॥

অস্যার্থ :—সাধ্যের সহিত সমানধর্ম্মতা থাকাতে, সেই ধর্ম্ম যে দৃষ্টান্তে থাকা প্রদর্শন করিয়া সাধ্যনিরূপণ করা হয়, তাহাকে উদাহরণ বলে। এই দৃষ্টান্ত সাধ্যধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৭ সূত্র। তদ্বিপর্য্যয়াদ্‌বা বিপরীতম্॥

অস্যার্থ :—যে স্থলে উদাহরণের সহিত সাধ্যের বিরুদ্ধধর্ম্মতাকে হেতু অবলম্বন করিয়া সাধ্যের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়, তাহা দ্বিতীয় প্রকার উদাহরণ, তাহা অতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য। যথা, পূর্ব্বোক্ত স্থলে শব্দের অনিত্যতা যখন সাধ্যবিষয়, তখন আত্মাপ্রভৃতি নিত্যপদার্থের বিপরীত ধর্ম্ম উৎপত্তিশীলত্ব, যাহা শব্দে আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যখন ঐ সাধ্য নিরূপিত হয়, তখন উৎপত্তিশীলত্বাভাবযুক্ত নিত্য আত্মা, অতদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৮ সূত্র। উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ॥

অস্যার্থ :—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদাহরণ দ্বিবিধ ; সাধ্যের সহিত সমানধর্ম্মযুক্ত, অথবা সাধ্যের বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। যে স্থলে উদাহরণ সাধ্যের সমানধর্ম্মযুক্ত, সেই স্থলে উদাহরণ উল্লেখ করিয়া পরে, পক্ষ যে তদ্ধর্ম্মযুক্ত (অর্থাৎ হেতুযুক্ত) বলিয়া বর্ণনা করা, তাহাকে "উপনয়" বলে। অর্থাৎ যে স্থলে উদাহরণ সাধ্যের বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত, সেই স্থলে উদাহরণ উল্লেখ করিয়া পরে পক্ষ যে তদ্বিপরীতধর্ম্মযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা, তাহাকে "উপনয়" বলে। এতদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী সূত্র ব্যাখ্যানে প্রদর্শিত হইবে।

১ম অঃ ১ম আঃ ৩৯ সূত্র। হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্॥

অস্যার্থ :—(অপদেশ = উক্তিপ্রয়োগ)। সাধ্যের হেতুযুক্ততা বর্ণনা করিয়া তৎপরে সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রতিজ্ঞার যে পুনরায় উল্লেখ, তাহাকে "নিগমন" বলে।

ন্যায়ের এই পঞ্চ অবয়ব নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

(ক)

(১) প্রতিজ্ঞা—এই পর্ব্বত বহ্নিমান্ (বহ্নি ইহাতে আছে); এইটি সাধন (প্রমাণ) করিতে হইবে; অতএব ইহাকে প্রতিজ্ঞা বলে।

(২) হেতু—পর্ব্বত ধূমবান্ (ইহাতে ধূম আছে); ধূমবত্তারূপ হেতু হইতে পর্ব্বতের বহ্নিমত্তা সাধন করা যায়; এই নিমিত্ত ইহাকে হেতু বলে।

(৩) উদাহরণ—সকল ধূমবান্ বস্তুই বহ্নিমান্ (যাহাতে যাহাতে ধূম আছে, তাহাতে বহ্নি আছে) যেমন পাকশালা। এই স্থলে পাকশালার সহিত পর্ব্বতের ধূমবত্তাবিষয়ে সমতা থাকা দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাকে সাধ্যধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত বলা যায়।

(৪) উপনয়:—পর্ব্বতও ধূমবান্ এই স্থলে দৃষ্টান্তের সহিত পক্ষের সমানরূপতার উল্লেখ হইয়াছে।

(৫) নিগমন—অতএব এই পর্ব্বত বহ্নিমান্।

(খ)

(১) প্রতিজ্ঞা—শব্দ নিত্য নহে (অনিত্য)।

(২) হেতু—শব্দ উৎপত্তিশীল।

(৩) উদাহরণ—কোন নিত্য বস্তুই উৎপত্তিশীল নহে; যেমন আত্মা।

(৪) উপনয়—কিন্তু শব্দ উৎপত্তিশীল।

(৫) নিগমন—অতএব শব্দ নিত্যবস্তু নহে, অনিত্য।

১ম অ: ১ম আ: ৪০ সূত্র। **অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ॥**

অস্যার্থ:—যে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ("অর্থের") তত্ত্ব জ্ঞাত নহে, তদ্বিষয়ে ("অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে") যথার্থ তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত ("তত্ত্বজ্ঞানার্থং") কারণ (হেতু) অনুসন্ধান (জ্ঞান) পূর্ব্বক ("কারণোপপত্তিতঃ") যে উহ (অর্থাৎ মীমাংসা করা), তাহাকে তর্ক বলে।

১ম অ: ১ম আ: ৪১ সূত্র। বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ॥

অস্যার্থ:—(বিমর্শ=বিচার)। পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উদ্ভাবন করিয়া (অর্থাৎ এক প্রকার তর্ক উপস্থিত করা, তাহাতে দোষ প্রদান করা, পুনরায় তৎপ্রতি দোষ প্রদর্শন করা, এইরূপ করিয়া) বিচার পূর্ব্বক যে এক পক্ষের অবধারণ করা, তাহাকে নির্ণয় বলে।

ওঁ তৎসৎ।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

ওঁ হরিঃ।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় আহ্নিক।

প্রথম আহ্নিকে প্রমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া, নির্ণয় পদার্থ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা পূর্ব্বক, সূত্রকার দ্বিতীয় আহ্নিকে বাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত পদার্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম অ: ২য় আ: ১ সূত্র। প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ॥

অন্বয়ার্থ:—(সাধন = স্থাপনা ; উপালম্ভ = প্রতিষেধ ; পক্ষ = যাহা স্থাপন করিতে হইবে ; প্রতিপক্ষ = যাহা খণ্ডন করিতে হইবে ; অতএব পক্ষ ও প্রতিপক্ষ শব্দে দুই বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা বুঝায়। পরিগ্রহ = সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা, সংস্থাপন করা)। **পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ।** দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের যে পরিগ্রহ, অর্থাৎ সংস্থাপন, তাহাকে বাদ বলে ; কিন্তু এই সংস্থাপন (১) **প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ** = প্রমাণ ও তর্কদ্বারা এক পক্ষের সাধন (অবধারণ নির্ণয়) ও অপর পক্ষের উপালম্ভ (পরিহার) দ্বারা হওয়া প্রয়োজন ; (২) **সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ** = শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্যের অবিরোধী হওয়া প্রয়োজন ; অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-বাক্য ভালরূপ বুঝিবার জন্য, শিষ্য তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধ তর্কযুক্তির উদ্ভাবন করিয়া থাকেন ; গুরু তাহা খণ্ডন করিয়া শাস্ত্রীয় প্রতিজ্ঞাই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রদর্শন করেন, ইহা তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন ; এবং (৩) **পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ** = প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, পঞ্চাবয়বযুক্ত সুস্পষ্ট পূর্ণাঙ্গ ন্যায়মূলক হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ হইলে তাহাকে বাদ বলে ; অতএব বাদে জয় পরাজয়ের ইচ্ছার বর্ত্তমানতা নাই ; ইহা সত্যানুসন্ধানের অভিপ্রায়ে হইয়া থাকে ; প্রায়শঃ গুরু শিষ্যের মধ্যে তত্ত্ববিচারকে বাদ বলে ; তাহার ফল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করা।

১ম অঃ ২য় আঃ ২ সূত্র। **যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থান-সাধনোপালম্ভো জল্পঃ ॥**

অন্বয়ার্থ:—পূর্ব্বোক্ত স্থলে (অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্কদ্বারা পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের মধ্যে বিচারস্থলে) যেখানে পরে ব্যাখ্যাত ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানদ্বারা সাধন (অবধারণ) ও উপালম্ভ (পরিহার, নিষেধ) হয়, তাহাকে জল্প বলে। জল্পের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে যে কোন প্রকারে হউক পরাভূত করা ও স্বয়ং জয় লাভ করা।

১ম অঃ ২য় আঃ ৩ সূত্র। **সম্প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা ॥**

অস্যার্থ :—এই জল্প বিচার যদি কেবল প্রতিপক্ষমতখণ্ডনপর হয় (অর্থাৎ স্বীয় কোন মত স্থাপন না করিয়া, প্রতিপক্ষের মতে দোষোদ্ভাবন করা মাত্র যদি তর্কের সার হয়), তবে তাহাকে বিতণ্ডা বলে।

বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা এই তিনটিকে ন্যায়শাস্ত্রে "কথা" বলে।

১ম অঃ ২য় আঃ ৪ সূত্র। **সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্য-সমাতীতকালা হেত্বাভাসাঃ ॥**

অস্যার্থ :—এইক্ষণে হেত্বাভাস কাহাকে বলে, তাহা সূত্রকার বর্ণনা করিতেছেন ;—যথা—হেত্বাভাস অর্থাৎ দুষ্টহেতু (যাহা হেতুর ন্যায় আপাততঃ ভাসমান হয় ; কিন্তু বাস্তবিক সিদ্ধান্তস্থাপনের নিমিত্ত, উপযুক্ত হেতু নহে, তাহা, নিম্নলিখিত স্থলে বলা যায়—(১) যে হেতু সব্যভিচার, (২) যে হেতু বিরুদ্ধ, (৩) যে হেতু প্রকরণসম, (৪) যে হেতু সাধ্যসম, (৫) এবং যে হেতু অতীতকাল। এই সকল শব্দার্থ সূত্রকার নিম্নে ক্রমশঃ বলিতেছেন—

১ম অঃ ২য় আঃ ৫ সূত্র। **অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ ॥**

অস্যার্থ :—যে হেতু ঐকান্তিক নহে, অর্থাৎ যাহা এক সাধ্যবস্তুর, অথবা তদভাবের সহিত সহচর হইয়া থাকে না, তাহাকে সব্যভিচার হেতু বলে। যেমন ধূম যে স্থানে আছে, সেই স্থানে অবশ্য বহ্নিও থাকে ; কিন্তু ধূম যে স্থানে নাই, এমন স্থানেও বহ্নি থাকে ; সকল স্থলেই যে, বহ্নি হইতে ধূমই হয়, তাহা নহে ; অতএব কোন স্থানে ধূমের অস্তিত্ব সাধন (প্রমাণ) করিবার জন্য যদি বহ্নিকে হেতু বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে সেই হেতু সব্যভিচার হেতু হইবে। অর্থাৎ যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয় যে, ঐ স্থানে ধূম আছে ; হেতু—ঐ স্থানে অগ্নি আছে ; তবে এই হেতুমূলে

যে সিদ্ধান্ত, তাহা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হইবে; কারণ অগ্নি ব্যভিচারী হেতু,—অগ্নি সর্ব্বদা ধূমের সহচর নহে। আবার যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা হয় যে, এই ব্যক্তি ধাম্মিক নহে; হেতু—এই ব্যক্তি কামরূপবাসী; তবে এই হেতুমূলে সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইবে; কারণ কামরূপবাসিত্ব ধার্ম্মিকত্বাভাবের নিয়ত সহচর নহে; কারণ অনেক কামরূপবাসীও ধার্ম্মিক দৃষ্ট হয়। এই স্থলে এই ব্যক্তির অধাম্মিকত্ব সাধনের নিমিত্ত কামরূপবাসিত্বরূপ হেতু ব্যভিচারী হেতু; অতএব তাহা প্রকৃত হেতু নহে,—হেত্বাভাস মাত্র।

১ম অঃ ২য় আঃ ৬ সূত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ॥

অস্যার্থ:—(অভ্যুপেত্য = স্বীকৃত) স্বীকৃত সিদ্ধান্তের যাহা বিরোধী যাহা ব্যাঘাত জন্মায়) এইরূপ হেতুকে বিরুদ্ধ হেতু বলে। যেমন এইটি ঘট বিনশ্বর এই প্রতিজ্ঞা সাধন করিতে গিয়া, এক জন বলিল তাহার হেতু ঘট অস্তিত্বহীন, ঘট বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই স্থলে ঘট আছে, ইহা স্বীকার্য্য, ইহার বিনাশ হইবে কি না, এই মাত্র বিচার্য্য; তদুত্তরে ঘটের অস্তিত্ব-হীনত্বরূপ হেতু, "বিরুদ্ধ" হেতু বলিয়া গণ্য। অবশ্য যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা নিত্য ("অবিনশ্বর") বস্তু হইতে পারে না; কিন্তু এই হেতু বিরুদ্ধ হেতু; কারণ ঘটের অস্তিত্বই স্বীকৃত না হইলে, তাহা বিনশ্বর কি না এই বিচারই প্রবর্ত্তিত হয় না।

১ম অঃ ২য় আঃ ৭ সূত্র। যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থ-মপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ॥

অস্যার্থ:—(করণশব্দের অর্থ হেতু; প্রকরণ = প্রকৃষ্ট হেতু; প্রকরণ-চিন্তা = হেতুটি প্রকৃষ্ট কি না এইরূপ চিন্তা; অপদিষ্ট = প্রযুক্ত)। কোন সাধ্যবস্তু কোন স্থানে থাকা প্রমাণ করিবার জন্য, একটি হেতু ঐ স্থানে থাকা কেহ প্রদর্শন করিলে, যদি তাহা খণ্ডনের নিমিত্ত, প্রতিপক্ষ ঐ

সাধ্যের একটি বিপরীত হেতু ঐ পক্ষে প্রয়োগ করে; তবে কোন্‌টি প্রকৃষ্ট হেতু, তৎসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়; কারণ একটি হেতু সাধ্যবস্তু পক্ষে থাকার অনুমান জন্মায়, অপরটি তাহার বিপরীত অনুমান জন্মায়; অতএব যে পর্য্যন্ত কোন্‌টি সত্য তাহা স্থিরীকৃত না হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত উভয়ই তুল্য; কাহাকেও প্রকৃত হেতু বলিয়া বলা যাইতে পারে না, তাহা হেত্বাভাসরূপে গণ্য; এইরূপ যে হেত্বাভাস, তাহার নাম "প্রকরণসম"। যেমন এক পক্ষ বলিলেন,—পর্ব্বতে বহ্নি আছে; কারণ তাহাতে ধূম দৃষ্ট হইতেছে; প্রতিপক্ষ বলিল,—পর্ব্বত পাষাণময় দৃষ্ট হইতেছে; পাষাণে অগ্নিদাহ হয় না, অতএব পর্ব্বতে অগ্নি নাই। এই স্থলে উভয় হেতু প্রকরণসম; পর্ব্বত যে উপকরণে গঠিত, তাহার দাহ হইবার যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন সিদ্ধান্ত স্থির বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। (ইহার অপর নাম সৎপ্রতিপক্ষ)।

১ম অঃ ২য় আঃ ৮ সূত্র। **সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ ॥**

অস্যার্থ:—পক্ষে সাধ্য আছে কি না, ইহা যেমন অজ্ঞাত, অতএব সাধনীয়; তদ্রূপ হেতুও যদি অজ্ঞাত থাকে, তবে তাহা সাধ্য হইতে অবিশিষ্ট, অর্থাৎ সাধ্য ও হেতু এতদুভয়ে কোন বিশেষ নাই; এই স্থলে পক্ষে হেতুর বিদ্যমানতাও সাধ্যবিষয় হয়; অতএব এইরূপ হেতু প্রকৃত হেতু নহে; তাহা হেত্বাভাস মাত্র; এই হেত্বাভাসের নাম "সাধ্যসম"। যেমন যে ধূমরূপ হেতু দৃষ্টে, পর্ব্বতের বহ্নির অনুমান করা হইবে, তাহা প্রকৃত ধূম কি না, তাহাই যদি সন্দিগ্ধ হয়, তবে তাহা "সাধ্যসম" বলিয়া গণ্য।

১ম অঃ ২য় আঃ ৯ সূত্র। **কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ ॥**

অস্যার্থ:—কোন একটি সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে, অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে, যে হেতু অবলম্বনে ঐ সিদ্ধান্ত

হইয়াছিল, সেই হেতুটি "কালাতীত", অথবা "অতীত কাল" নামক হেত্বাভাস বলিয়া গণ্য হয়।

১ম অঃ ২য় আঃ ১০ সূত্র। বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্॥

অস্যার্থ :—(বচনবিঘাত=পরবাক্যের বিঘাত অর্থাৎ দোষোদ্ভাবন); (বিকল্প=বিপরীত, বিরুদ্ধ)। (অর্থবিকল্প-উপপত্ত্যা=বিপরীত অর্থ কল্পনা দ্বারা) পরপক্ষকর্তৃক প্রযুক্ত বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া, তাহার সিদ্ধান্তের প্রতি যে দোষারোপ করা, তাহাকে ছল বলে।

১ম অঃ ২য় আঃ ১১ সূত্র। তত্রিবিধং বাক্ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চেতি॥

অস্যার্থ :—এই ছল তিন প্রকার, যথা :—(১) বাক্ছল, (২) সামান্যচ্ছল ও (৩) উপচারচ্ছল।

১ম অঃ ২য় আঃ ১২ সূত্র। অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্ছলম্॥

অস্যার্থ :—যদি একটি শব্দের কেবল একটি বিশেষ অর্থ না থাকিয়া বিভিন্ন অর্থ থাকে, তবে বক্তা যে বিশেষ অর্থে সেই শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছে, তাহার বিপরীত অর্থ তাহাতে আরোপ করিয়া, যদি তাহার বাক্যের প্রতি দোষারোপ করা যায়, তবে তাহাকে বাক্ছল বলে। যেমন নব শব্দে নূতন এবং নয় সংখ্যা, এই উভয়ই বুঝায়; কেহ নূতন অর্থে ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়া, একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহাতে দোষ দিতে না পারিয়া, ঐ নব শব্দের নয় সংখ্যা অর্থ আরোপ করিয়া যে তাহাতে দোষারোপ করা, তাহাকে বাক্ছল বলে।

১ম অঃ ২য় আঃ ১৩ সূত্র। সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থকল্পনা সামান্যচ্ছলম্॥

অস্যার্থ :—(সম্ভবতোঽর্থস্য = বিশেষস্থলনিষ্ঠার্থস্য ; অতি সামান্যযোগাৎ অসম্ভূতার্থকল্পনা, যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চ অত্যেতি চ, তদতিসামান্যং ; অতিসামান্যকল্পনয়া অসম্ভবার্থারোপণম্ ; সামান্যছলং, সামান্যনিমিত্তচ্ছলং ইতি সামান্যচ্ছলঃ)। কোন বিশেষ অর্থে একটি শব্দ, একব্যক্তি প্রয়োগ করিয়াছে ; কিন্তু সেই শব্দ তদপেক্ষা ব্যাপক অর্থেও প্রয়োগ হইতে পারে ; এই স্থলে সেই শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিয়া, তাহা বক্তার বাক্যে আরোপ করিয়া তৎপ্রতি দোষোদ্ভাবনাকে "সামান্যচ্ছল" বলে। প্রকৃত বিশেষার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্যার্থ গ্রহণ দ্বারা এই ছল করা হয় ; এই নিমিত্ত ইহাকে সামান্যচ্ছল বলে। যেমন "মনুষ্য" শব্দ সামান্য মনুষ্যজাতি অর্থে প্রযুক্ত হয়, অথচ সৎপুরুষ এই বিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয় ; এই শেষোক্ত অর্থে কোন ক্রূর পুরুষের সম্বন্ধে এক ব্যক্তি বলিল,—ইনি মনুষ্য নহেন ; তদুত্তরে ঐ মনুষ্য শব্দের সামান্য মনুষ্যজাতি অর্থ কল্পনা করিয়া, অপর ব্যক্তি বলিল, ইনি অপর মনুষ্যের ন্যায় দুই হস্ত পদবিশিষ্ট বুদ্ধিমান্ সুন্দর পুরুষ, ইনি অবশ্য মনুষ্য। ইহা সামান্যচ্ছলের দৃষ্টান্ত।

১ম অঃ ২য় আঃ ১৪ সূত্র। ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশেঽর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্ ॥

অস্যার্থ :—শব্দের যথার্থ অর্থকে তাহার ধর্ম্ম বলে ; কোন স্থলে অপর অর্থেও বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে শব্দ ব্যবহৃত হয় ; তাহাকে শব্দের বিকল্পার্থ বলে। কোন বক্তা যদি শব্দের ধর্ম্মের বিকল্পার্থে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন, তবে অপর ব্যক্তি যদি তাহাতে শব্দের প্রকৃত অর্থ (অর্থ-সদ্ভাব) করিয়া তাহার প্রতি দোষ প্রদান (প্রতিষেধ) করেন, তবে তাহাকে "উপচারচ্ছল" বলে। যেমন বাদনকারী ব্যক্তি এই দিকে আসিতেছে দেখিয়া, কেহ বলিল বাদ্য এই দিকে আসিতেছে ; বাস্তবিক বাদ্য এইরূপ গতিশীল পদার্থ নহে, তাহা সেই ব্যক্তিও জানে, এবং বাদ্যকে

গমনশীল বলা তাহার অভিপ্রায়ও নহে; কিন্তু অপরব্যক্তি বাস্থ শব্দের যথার্থ অর্থ কল্পনা করিয়া, প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করিল; ইহা উপচারচ্ছলের দৃষ্টান্ত।

এইক্ষণে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—

১ম অঃ ২য় আঃ ১৫ সূত্র। বাক্‌ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবিশেষাৎ॥

অস্যার্থ:—বাক্‌ছলই উপচারচ্ছল; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু নাই; অতএব ছল দুই প্রকারই বলা উচিত। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে।

তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন।

১ম অঃ ২য় আঃ ১৬ সূত্র। ন তদর্থান্তরভাবাৎ॥

অস্যার্থ:—এই দুইটি প্রকৃত প্রস্তাবে এক নহে; কারণ বাক্‌ছল স্থলে শব্দের বাস্তবিক অর্থান্তর আছে; কিন্তু উপচারস্থলে বক্তা কেবল স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে এক প্রসিদ্ধার্থ শব্দের অন্যরূপ ব্যবহার করেন; অপর বক্তা প্রসিদ্ধার্থ অবলম্বন করিয়া দোষারোপ করেন। বাক্‌ছল স্থলে শব্দেরই বিভিন্ন প্রসিদ্ধার্থ আছে; প্রথম বক্তা এক প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেন, দ্বিতীয় বক্তা অন্য প্রসিদ্ধ অর্থ অবলম্বন করিয়া, তাহাতে দোষারোপ করেন।

১ম অঃ ২য় আঃ ১৭ সূত্র। অবিশেষে বা কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যাদেকচ্ছলপ্রসঙ্গঃ॥

অস্যার্থ:—যদি কিঞ্চিৎ অবিশেষ (সমানধর্ম্মতা) থাকিলেই প্রভেদ করা অনুচিত হয়, তবে সামান্য ছলের সহিতও অপর ছলের এইরূপ কিঞ্চিৎ সমানধর্ম্মতা আছে; অতএব ছলকে একই প্রকার বলিতে হয় কিন্তু সামান্যচ্ছলের পার্থক্য সর্ব্ববাদিসম্মত; অতএব উপচারচ্ছলও বাক্‌ছল হইতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

১ম অঃ ২য় আঃ ১৮ সূত্র। সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ ॥

অস্যার্থ :—(প্রত্যবস্থান—প্রতিষেধ, দূষণ); হেতুর প্রকৃত ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, দৃষ্টান্তের সহিত পক্ষের কেবল অবান্তর সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে তাহাতে দোষারোপ, তাহাকেই জাতি বলে। কারণ, বৈষম্য কিছু না থাকিলে পৃথক্ বস্তু হয় না; ঐ সাধর্ম্ম্য, অথবা বৈধর্ম্ম্যের উপর নির্ভর করিয়া যে দোষারোপ করা, তাহাকে "জাতি" বলে।

১ম অঃ ২য় আঃ ১৯ সূত্র। বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্ ॥

অস্যার্থ :—নিগ্রহ, অর্থাৎ পরাজয়ের দুই স্থল; বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি (বিপ্রতিপত্তি=বিপরীত বুঝা; অপ্রতিপত্তি=না বুঝা), অর্থাৎ কেহ কোন বাক্য বলিলে, তাহার প্রতি অযথা আপত্তি উত্থাপন করা প্রমাণিত হইলে, তাহা একটি পরাজয় স্থান; আর তাহা একেবারে বুঝিতেই না পারা প্রমাণিত হইলে, তাহাও পরাজয়ের স্থান।

১ম অঃ ২য় আঃ ২০ সূত্র। তদ্বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বম্ ॥

অস্যার্থ :—(বিকল্পাৎ=ভেদাৎ)। সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য এই উভয়ের বহুবিধ ভেদ হেতু, জাতিও বহুবিধ; বিপ্রতিপত্তি এবং অপ্রতিপত্তি এই উভয়েরও নানা প্রকার ভেদহেতু নিগ্রহস্থানেরও বহুবিধত্ব আছে। (তাহা পঞ্চমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে)।

ওঁ তৎসৎ

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল। প্রথম অধ্যায়ের বিবৃত বিষয়সকল যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা যে প্রকৃত, বিচার দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে অপরাপর দুই একটি বিষয়েরও অবতারণা করা হইয়াছে। এতৎ সমস্ত এই গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করা অনাবশ্যক।

পঞ্চমাধ্যায়ে বিচারকালে প্রতিপক্ষের কিরূপে ভ্রান্তি জন্মান যায় এবং প্রতিপক্ষ ভ্রান্তি জন্মাইতে চেষ্টা করিলে, কিরূপে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, এবং কিরূপ হইলে বিচারে পরাজয় হয়, তৎসমস্ত অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের উপদেশের সার নিম্নে বর্ণিত হইতেছে—

সংশয় ভিন্ন বিচারে প্রবৃত্তি হয় না; অতএব দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমেই গ্রন্থকার সংশয়-পদার্থের স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তদ্বিষয়ে প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৩ সংখ্যক সূত্রে বিবৃত সংশয় পদার্থের সংজ্ঞার প্রতি আপত্তি উপস্থিতক্রমে বিচার উত্থাপন করা হইয়া, তাহা খণ্ডিত হইয়াছে।

ন্যায়দর্শনের ও নৈয়ায়িকদিগের বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিবার জন্য এই সংশয়-বিচার সম্বন্ধীয় একটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র ও একটি উত্তর স্থানীয় সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইল।

১ম অঃ ২য় আঃ ১ম সূত্র। **সমানানেকধর্ম্মাধ্যবসায়াদন্যতর-ধর্ম্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয়ঃ॥**

অস্যার্থ:—সমানধর্ম্মজ্ঞান অথবা অনেক ধর্ম্মজ্ঞান, অথবা এই উভয়ের মধ্যে একটি ধর্ম্মজ্ঞান, সংশয়ের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না।

ব্যাখ্যাকারগণ এই পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

সমান অথবা অসমান ধর্ম্মজ্ঞান সংশয়ের উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না; যেহেতু যাহা কারণ, তাহার অভাবে কার্য্য হইতে পারে না, ইহাই কারণের লক্ষণ। কিন্তু সংশয় বর্ণনাস্থলে ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ২৩ সংখ্যক সূত্রে বলা হইল যে সমানধর্ম্মজ্ঞান, অথবা অনেকধর্ম্মজ্ঞান, অথবা অপরাপর কারণ থাকিলে সংশয় উপস্থিত হয়। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, সমানধর্ম্মজ্ঞানের অভাবস্থলেও অসমানধর্ম্মজ্ঞান থাকিলেই সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পারে; কিন্তু কারণবস্তুর অভাবে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব সমানধর্ম্মজ্ঞান সংশয়োৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। এইরূপ অসমানধর্ম্মজ্ঞানের অভাবেও যখন সমানধর্ম্মজ্ঞান থাকিলেই সংশয়োৎপত্তি হয়, তখন অসমানধর্ম্মজ্ঞানও সংশয়ের কারণ হইতে পারে না। যদি এই আপত্তি এড়াইবার জন্য ইহাদিগের মধ্যে কেবল একটিকেই সংশয়ের কারণ বলা যায়, তাহাও সিদ্ধ হইবে না, কারণ তাহা ব্যভিচারী হেতু হইবে—সেইটি না হইলেও কোনস্থলে সংশয়োৎপত্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারিবে। অতএব কোনটিই সংশয়ের কারণ হইতে পারিল না।

অন্য প্রকারে বিচার। সমানধর্ম্ম জ্ঞান হইতে সংশয় কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হয়, অন্ধকারস্থলে লম্বত্ব বা বক্রত্বাদি, যাহা রজ্জু ও সর্পের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা দর্শন করিয়া দৃষ্টবস্তু রজ্জু কি সর্প তদ্বিষয়ে সংশয় হয়। পরন্তু যে লম্বত্ব বা বক্রত্বধর্ম্ম কোন বিশেষ সর্পেতে আছে, ঠিক সেইটিই রজ্জুতে নাই; কারণ আশ্রয়বস্তুভেদে ধর্ম্ম যে বিভিন্ন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সাধারণধর্ম্ম শব্দের অর্থ সদৃশধর্ম্ম, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সদৃশধর্ম্ম বলিলে, দুইটি পৃথক্ বস্তু থাকা ও তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে সাদৃশ্যজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব অন্ধকারস্থলে সর্প ও রজ্জুর সমানধর্ম্ম দৃষ্ট হওয়ার অর্থ এইমাত্র যে, দৃষ্টবস্তুটি

সর্পধর্ম্মসদৃশধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে, সাদৃশ্যজ্ঞানজাতই হইয়াছে বলিতে হইবে। পরন্তু সাদৃশ্যজ্ঞান জন্মিতে হইলেই বস্তুর বিভিন্নত্ব পূর্ব্বেই জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; কারণ দুইটি বস্তু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া, যখন একের সদৃশধর্ম্ম অপরে দৃষ্ট হয়, তখনই ঐ উভয় বস্তুকে সদৃশ অথবা সমানধর্ম্মী বলা যায়। অতএব সর্প হইতে দৃষ্টবস্তুর বিভিন্নত্ববোধ ঐ সমানধর্ম্মত্বজ্ঞানের (সাদৃশ্যজ্ঞানের) অঙ্গীভূত হইল; অতএব ঐ অন্ধকারে দৃষ্টবস্তুতে সর্পভ্রম হইতেই পারে না; পূর্ব্বেই যদি দৃষ্টবস্তুকে সর্প হইতে ভিন্ন বলিয়া জানা হইল, তবে আর তাহাতে সর্প বলিয়া সংশয় কিরূপে হওয়া সম্ভব? অতএব সমানধর্ম্মজ্ঞান সংশয়ের হেতু, এই কথার কোন অর্থই হইতে পারে না। অনেকধর্ম্মজ্ঞান স্থলেও এইরূপই আপত্তি।

পুনরায় অন্য প্রকারে বিচার। কোন প্রকার ধর্ম্মের জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক বলিতে হইবে; নিশ্চয়াত্মক না হইলে, তাহা জ্ঞানই নহে। সুতরাং যে বস্তুর ধর্ম্মের নিশ্চয় জ্ঞান হইয়াছে, সেইধর্ম্মের আশ্রয়ীভূত-ধর্ম্মীবস্তুর সম্বন্ধে অনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, যাহাকে সংশয় বলে, তাহা হইতেই পারে না। ইত্যাদি আরও বহুপ্রকার ভাবে আপন আপন কল্পনানুসারে ব্যাখ্যাকারগণ সূত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর নিম্নোক্ত সূত্রের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে:—

২য় অ: ১ম আ: ৬ সূত্র। যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ-সংশয়েন সংশয়ো নাত্যন্তসংশয়ো বা॥

অন্বয়ার্থ:—১ম অধ্যায়ে সংশয় বর্ণনায় ২৩ সংখ্যক সূত্রে যে, সমানধর্ম্ম প্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞান হইতে সংশয় উপজাত হয় বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন দোষ নাই, ইহা সৎসিদ্ধান্ত; কারণ যে সকল বস্তুধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সংশয় বলা হয় নাই; সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান হইয়া যখন বিশেষ-ধর্ম্মের জ্ঞান হয় নাই, তখন সেই বিশেষ ধর্ম্ম কি, তদ্বিষয়েই সংশয় হয়,

সেই বস্তুর জ্ঞাতধর্ম্মের বিষয় সংশয় নহে; সেই সন্দেহ আবার স্থায়ী সন্দেহ নহে; কারণ তদ্বিষয়ক বিশেষজ্ঞান হইলেই তাহা বিনষ্ট হয়; এই নিমিত্তই উক্ত ২৩ সংখ্যক সূত্রে "বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ" পদ ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই সূত্র দ্বারা কিরূপে পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যানোক্ত আপত্তিসকল খণ্ডিত হইল, তাহা স্পষ্টরূপে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে:—

প্রথম আপত্তির উত্তর এই—কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না, ইহা সত্য; কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, কার্য্যের মাত্র একটিই কারণ হইবে; একই কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; মৃত্যুরূপ কার্য্য বিষপ্রয়োগ, নানাবিধ ব্যাধি, অপঘাত প্রভৃতি, বিভিন্ন কারণ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে জানিলে, কোন্ কারণে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান অযৌক্তিক নহে। এইরূপ সংশয়রূপ কার্য্য নানাবিধ কারণদ্বারা সংঘটিত হইতে পারে; তন্মধ্যে কোন্ বিশেষ কারণ দ্বারা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের ইচ্ছা জন্মে, ইহাই সংশয়; সেই বিশেষ কারণের জ্ঞান হইলে, সংশয় দূর হয়। অতএব প্রথম আপত্তি অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় আপত্তিস্থলে লম্বত্ব বক্রত্বাদি ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সর্পেরও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, রজ্জুর সহিত যেরূপ পার্থক্য, সর্পেরও পরস্পরের মধ্যে তদ্রূপ লম্বত্বাদিবিষয়ে পার্থক্য আছে; কিন্তু লম্বত্বপ্রভৃতি সাধারণধর্ম্ম হইতে গতি প্রভৃতি বিশেষধর্ম্মও সর্পে আছে। তাহা প্রথমে অজ্ঞাত থাকে; সেই বিশেষধর্ম্ম, লম্বত্ব প্রভৃতি সাধারণধর্ম্মের কোনস্থলে সহচর হয় (যেমন সর্পাদিতে), কোনস্থলে সহচর হয় না (যেমন রজ্জুতে) অতএব সেই বিশেষধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মে; সেই বিশেষ ধর্ম্ম জ্ঞাত হইলে সংশয় দূর হয়। অতএব সংশয়ের সংজ্ঞাতে কোন দোষ নাই।

তৃতীয় আপত্তিও পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব সংশয়বিষয়ক সংজ্ঞা নির্দ্দোষ।

এইরূপ বিচার-প্রণালী প্রায় প্রত্যেক স্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২য় অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে ১ম অধ্যায়ের ১ম সূত্রোক্ত ১ম পদার্থ "প্রমাণ", ও তাহার প্রত্যক্ষাদি ভেদবিষয়ে যে সকল সংজ্ঞা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া, তাহা সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে শব্দপ্রমাণের বিচার উপলক্ষে, বেদের অভ্রান্ততার প্রতি নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া, তাহা খণ্ডনক্রমে বেদের অভ্রান্তত্ব সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; বেদের প্রামাণিকত্ববিষয়ে প্রধান হেতু এই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৈদিক ক্রিয়াসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, তাহার প্রত্যক্ষগম্য ফলসকল অবশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়; তদ্দ্বারা পারলৌকিক ফল-সকলও যে ঘটিবে, তাহা সহজে অনুমিত হয়; মন্ত্রসকল ঔষধির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; তদ্দৃষ্টে বেদের অপরাংশেরও যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এবং বেদ আপ্তপ্রকাশিত, তন্নিমিত্ত তাহার অবশ্য প্রামাণ্য আছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে প্রমাণ যে চারিপ্রকার হইতে অধিক নহে, অপরাপর প্রমাণ যে এই চারি প্রকারেরই অন্তর্গত, তাহা প্রথমে প্রদর্শন করিয়া, শব্দের নিত্যত্ব যে অনুমানসিদ্ধ নহে, তাহা যুক্তিমূলে প্রমাণিত করা হইয়াছে। কিন্তু অনিত্য হইলেও বর্ণাত্মক শব্দ বিকারী নহে; সন্ধি প্রভৃতি স্থলে যে ইকার স্থানে যকার হয়, তদ্দ্বারা শব্দের বিকারিত্ব প্রমাণিত হয় না, ইহা প্রদর্শন করিয়া, বিভক্ত্যন্ত শব্দ অর্থাৎ পদ যে আকৃতি, ব্যক্তি, ও জাতি, (প্রত্যক্ষীভূত আকৃতি ও সেই আকৃতিবিশিষ্ট বিশেষ ব্যক্তি, এবং তাহা যে জাতির অন্তর্গত তাহা) এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশক, তাহা প্রমাণপূর্ব্বক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে প্রথম অধ্যায়ের, ১ম আহ্নিকের ১ম সূত্রোক্ত দ্বিতীয় পদার্থ "প্রমেয়", যাহার বিবিধ স্বরূপ ঐ আহ্নিকের ৯ম সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম আহ্নিকের

৯ম সূত্রোক্ত দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে প্রথম চারি পদার্থ, অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অর্থ এই কয়টি বিষয়ের বিচার করিয়া, ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে; বিচারের ফল এই যে, আত্মা শরীরাতীত ব্যাপক বস্তু; শরীর পার্থিব; ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক-প্রকৃতিক; ইহারা একই ত্বগিন্দ্রিয়ের অবয়ব নহে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন; নাসিকাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গন্ধাদি বিশেষ বিশেষ গুণগ্রাহকত্ব আছে; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ, এই পঞ্চ গুণ ইন্দ্রিয়গণের অর্থ; ইহারা পৃথিবী, অপ্, তেজ, মরুৎ, ও আকাশের ধর্ম্ম; এই সমস্ত গুণ একই দ্রব্যে অবস্থান করে; কিন্তু গন্ধ পৃথিবীর বিশেষগুণ, রস জলের বিশেষগুণ, এইরূপ পরপর গুণসকল পরপর ভূতসকলের বিশেষ গুণ। ১ম আহ্নিকে এই সকল মীমাংসা স্থাপন করিয়া, ২য় আহ্নিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমেয় পদার্থের (বুদ্ধি এবং মনের) বিচার পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে এইরূপ অবধারণ করা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন মনঃ নামক পদার্থ আছে, তাহা সূক্ষ্ম, ব্যাপক বস্তু নহে; প্রত্যক্ষের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হওয়া প্রয়োজন; বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও, ইন্দ্রিয়ের মনের সহিত সংযোগ বিনা জ্ঞান উদয় হয় না; এবং এককালে যখন সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় না, তখন মনঃ ব্যাপক পদার্থ নহে, ইহা অনুমিত হয়। বুদ্ধি আত্মার গুণ, ইহা আত্মা হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত পদার্থ নহে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, এতৎ সমস্তই আত্মার গুণ, শরীরের ধর্ম্ম নহে; আত্মা শরীর হইতে অতীত, ইহা ভূতপ্রকৃতিক নহে; শরীর পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য-নিমিত্তক অদৃষ্ট হইতে উপজাত হয়; চেতনা শরীরের গুণ নহে; ইহা আত্মার ধর্ম্ম। তৃতীয়াধ্যায়ে বিচার দ্বারা অনুমানবলে এতৎ সমস্ত মীমাংসা স্থাপিত করা হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে সপ্তম হইতে একাদশ প্রমেয় পদার্থ

অর্থাৎ প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, এবং দুঃখ বিষয়ে বিচার উদ্ভাবন করা হইয়াছে। প্রবৃত্তি বিষয়ে প্রথমাধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপরই এই অধ্যায়ে বরাত দেওয়া হইয়াছে ; প্রথমাধ্যায়ে বাগারম্ভপ্রবৃত্তি, বুদ্ধ্যারম্ভপ্রবৃত্তি, এবং শরীরারম্ভপ্রবৃত্তি, এই ত্রিবিধ বিভাগ প্রবৃত্তির থাকা, উল্লেখ করা হইয়াছে ; ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ পাপাত্মিকা ও পুণ্যাত্মিকা ভেদে এই ত্রিবিধ প্রবৃত্তির বহুসংখ্যক অবান্তর ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন ; এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর দোষ-বিষয়ক বিচারে বর্ণিত হইয়াছে যে, দোষই প্রবৃত্তির কারণ ; রাগ, দ্বেষ, ও মোহ এই ত্রিবিধ দোষ ; কিন্তু মোহ ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ ; এবং ইহা হইতে রাগ, দ্বেষও জন্মিয়া থাকে। অতঃপর প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মান্তর এবং ফল ও দুঃখ বিচার করিতে গিয়া প্রাসঙ্গিক রূপে সূত্রকার বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বশূন্য (অভাব) বাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মার নিত্যতা হেতু জন্মান্তর স্বীকার্য্য, বালকের স্বতঃ স্তন্যপানচেষ্টাও মৃত্যুভয় প্রভৃতি ইহজন্মের অভিজ্ঞতা দ্বারা অনুপপন্ন, অতএব বালকে দৃষ্ট এই সকল লক্ষণদ্বারা তাহার পূর্ব্বজন্ম অনুমিত হয়। ব্যক্ত বস্তুর (অর্থাৎ ধর্ম্মবিশিষ্টতা দ্বারা প্রকাশমান পদার্থের) উৎপত্তি, ব্যক্তি অর্থাৎ সগুণভাব (অস্তিত্বশীল) বস্তু হইতে হয় ; অভাব পদার্থ হইতে ব্যক্তভাব পদার্থের উৎপত্তি হয় নাই, ঈশ্বরই তাহার স্রষ্টা—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ১৯ সূত্র। ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মফলাদর্শনাৎ ॥

অস্যার্থ :—ঈশ্বরই (জগতের) কারণ, যেহেতু জীব যত্ন করিলেও কর্ম্মফল তাহার আয়ত্তাধীন নহে ; অতএব কর্ম্মফল অপর কাহারও অধীন বলিয়া অনুমিত হয় ; তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু এই বিষয়ে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে :—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ২০ সূত্র। ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ ॥

অস্যার্থ :—কর্ম্মফল অপরের অধীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ জীব কর্ম্ম না করিলে, ফল কখনও প্রাপ্ত হয় না; যদি অপর কেহ ফলদাতা হইতেন, তবে আমরা কর্ম্ম না করিলেও তিনি ফল দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন কর্ম্মই ফলপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিলেই সিদ্ধান্ত হয়; অনাবশ্যকরূপে অপর কারণ ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ২১ সূত্র। তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ॥

অস্যার্থ :—কর্ম্মবিষয়েও জীবের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই; জীব যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে না; জীব কর্ম্মবিষয়েও ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তৎফলপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং কর্ম্মকে ফলনিষ্পত্তিবিষয়ে মূল হেতু বলা যাইতে পারে না। (কোন জীব একপ্রকারের, কেহ অন্য প্রকারের শক্তিসম্পন্ন হইয়া, জন্ম গ্রহণ করে; সেই শক্তি অনুসারে সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; পরন্তু সেই শক্তি ঈশ্বরেচ্ছাধীন; অতএব কর্ম্মেও যে জীবের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা বলা যায় না, তাহাও ঈশ্বরাধীন)।

এইমাত্র ঈশ্বর প্রমাণ বিষয়ে বলিয়া, কোন নিমিত্ত বিনা জগতের উৎপত্তিবাদ সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রথমে আপত্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা :—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ২২ সূত্র। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ, কণ্টক-তৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥

অস্যার্থ :—যেমন কোন নিমিত্ত বিনাই কণ্টকের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইতে দৃষ্ট হয় (কেহ তাহা সূক্ষ্ম করিয়া দেয় না), এবং এইরূপ আরও অনেক ব্যাপার জগতে দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ অস্তিত্বশীল বস্তুসকলও কোন বিশেষ

নিমিত্তান্তর বিনাই উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বলিলেই সকল সিদ্ধান্ত হয়; অতএব জগতের কোন পৃথক্ নিমিত্ত থাকা কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই আপত্তির উত্তর সূত্রকার নিম্নে প্রদর্শন করিতেছেন :—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ২৩ সূত্র। অনিমিত্তনিমিত্তত্বান্নানিমিত্ততঃ।

অস্যার্থ :—তোমার কথা অনুসারে অনিমিত্তই জগতের নিমিত্ত হইল, অতএব জগতের নিমিত্ত আছে, নাই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু নিমিত্তাভাব বস্তু নিমিত্তের প্রতিযোগী; অতএব অনিমিত্ত নিমিত্ত নহে, সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা কেহ কেহ করিয়াছেন; পরন্তু সূত্রের নিম্নলিখিত অর্থ অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তোমার কথার সার এই যে, নিমিত্ত ভিন্ন কার্য্য সংঘটিত হইতে পাবে; জগতের উৎপত্তি তোমার স্বীকার্য্য; জগৎ যে নিত্য নহে, তাহা তুমি স্বীকার কর; উৎপত্তিরূপ কার্য্য, বিনা হেতুতে হয়, ইহাই তোমার তর্কের সার; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, কোন কার্য্য অনিমিত্তক হইতে দেখা যায় না; কণ্টকাদি দৃষ্টান্ত সদ্দৃষ্টান্ত নহে; কারণ কণ্টক, পুষ্প, পর্ব্বত, গ্রহ, নক্ষত্রাদিবিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা অদৃষ্ট হইলেও কেহ আছেন কি না, তাহাই বিচার্য্য; তুমি দৃষ্টান্তস্থলে এই বিচার্য্য বিষয়েরই উল্লেখ করিয়া, বলিলে কণ্টকাদির কর্ত্তা নাই; অতএব জগৎ অনিমিত্তক; অর্থাৎ যাহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহাকেই সিদ্ধদৃষ্টান্ত করিয়া, পুনরায় তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা কর। অতএব তোমার যুক্তিদ্বারা ভাববস্তু জগতের অনিমিত্তকত্ব সংস্থাপিত হয় না। পরন্তু প্রত্যক্ষতঃ কোন নিমিত্ত বিনা কার্য্য সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নাই; অতএব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে জগৎ অনিমিত্তক না থাকাই সিদ্ধান্ত হয়।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ২৪ সূত্র। নিমিত্তানিমিত্তয়োরর্থান্তরভাবাদপ্রতিষেধঃ॥

অস্যার্থ:—নিমিত্ত এবং অনিমিত্ত ইহাদের মধ্যে একটি না হইলে অপরটি অবশ্য হইবে; কারণ একটি অপরটির বিরুদ্ধ; এতদুভয়াতিরিক্ত তৃতীয় অপর কোন পদার্থ নাই; অতএব জগদুৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে অনিমিত্তক না হওয়ায় ইহা অবশ্য সনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ঈশ্বরই সেই নিমিত্ত।

এইরূপে প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে ঈশ্বর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া সূত্রকার সর্ব্বানিত্যতাবাদ (যে মতে কোন বস্তুর নিত্যতা স্বীকার্য্য নহে তাহা) খণ্ডন করিয়া সকল বস্তুই নিত্য এই বাদও সংক্ষেপতঃ খণ্ডন করিয়াছেন। অতঃপর জগতের প্রত্যেক বস্তুই নানা, এক বলিয়া কোন বস্তু নাই; এই **সর্ব্বনানাত্ববাদ** খণ্ডন করিয়া, সর্ব্বশূন্যবাদ (যাহাতে কেবল অভাব মাত্রই পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত, তাহা) খণ্ডন করিয়াছেন; এবং অবশেষে জাগতিক বস্তু এক বলিয়া যে **সংখ্যৈকান্তবাদ** আছে, তাহা খণ্ডন করতঃ প্রাসঙ্গিক "বাদ" বিচার সমাপন করিয়া, "ফল" নামক দশম প্রমেয় পদার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ফল বিচারে সূত্রকার প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ইহজন্মের কৃতকর্ম্মের ফল পরজন্মে উদ্বোধিত হয় বলিয়া, যে শাস্ত্র আছে, তদ্বিরুদ্ধে তর্কের কোন সারবত্তা নাই। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম আমার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার উৎপাদন করিয়া পরলোকে ভোগসকল উৎপাদনের হেতু হয়। অতঃপর "দুঃখ" নামক প্রমেয় পদার্থ বিচার করিতে গিয়া, সূত্রকার প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সংসার বস্তুতঃই দুঃখময়, সুখ যখন ক্ষণকালের নিমিত্ত উদয় হয়, তখন তৎসঙ্গে সঙ্গেই তাহার রক্ষণ এবং অর্জ্জন বিষয়ক আকাঙ্ক্ষারূপ দুঃখেরও উদয় হয়; সুতরাং সুখের ও দুঃখের বিমিশ্রণ সর্ব্বদাই থাকে। অতএব যথার্থই দেহধারণ দুঃখহেতু।

অতঃপর নয়টি সূত্রে দ্বাদশ সংখ্যক প্রমেয় পদার্থ "অপবর্গ" পরীক্ষা

করিয়া তদ্বিষয়ে প্রযত্ন যে জীবের পক্ষে কর্ত্তব্য এবং তাহা লাভ করা যে সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন :—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৫৯ সূত্র। ঋণক্লেশপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ ॥

অস্যার্থ :—এইটি পূর্ব্ব পক্ষ সূত্র :—("জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ) ঋণবান্ জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজাতির ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, সেই ঋণ অবশ্য পরিশোধ করা কর্ত্তব্য ; শ্রুতি স্বয়ং তাহার আদেশ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতেই জন্ম কাটিয়া যায় ; কারণ আমরণ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে শ্রুতিই আদেশ করিয়াছেন, তবে অপবর্গের চেষ্টা কিরূপে হইতে পারে ? এই সকল ঋণ পরিশোধের চেষ্টা ও অপবর্গের চেষ্টা পরস্পর বিরোধী। আবার পূর্ব্বোক্ত ঋণশোধের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে ক্লেশোদ্ভব অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং ক্লেশের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অপবর্গের কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে ? এবং ক্লেশ হইতে অব্যাহতি এবং সুখলাভ নিমিত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তিও জীবের স্বাভাবিক, তাহা কিরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে ? অতএব ঋণ হইতে মুক্তিলাভের অবশ্য কর্ত্তব্যতারূপ প্রতিবন্ধক, এবং ক্লেশ ও প্রবৃত্তিরূপ প্রতিবন্ধক হেতু অপবর্গ সম্ভবপরই নহে।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর একটি একটি করিয়া সূত্রকার সংক্ষেপতঃ নিম্নে প্রদান করিতেছেন :—

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬০ সূত্র। প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদো নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ ॥

অস্যার্থ :—প্রথমতঃ "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জায়মান ঋণবান্ ইত্যাদি পদ, বিশেষণ পদ, ইহারা বাক্যের প্রধান শব্দ নহে ; অতএব শ্রুতির অর্থ বিচারে ইহা অনুবাদ বলিয়া গণ্য ; বস্তুতঃ

জন্মমাত্রই যে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে অধিকার হয়, তাহা নহে। ঋণ শব্দও এই স্থলে মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই; কোন ব্যক্তি হইতে বাস্তবিক কোন বস্তু পূর্ব্বে গৃহীত হইলে তাহা তাহাকে প্রত্যর্পণযোগ্য হয়, এবং সেই স্থলেই তাহা ঋণশব্দবাচ্য হয়; কিন্তু এই স্থলে ঋণ শব্দ এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে না; অতএব এই সকল শ্রুতিবাক্যকে অপবর্গের বাধক মুখ্য বিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; পক্ষান্তরে অপর শ্রুতি আছে যে, বৈরাগ্যের উদয় হইলেই অপবর্গ লাভের নিমিত্ত প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে এবং গৃহে থাকিলেও নিষ্কামধর্ম্ম অনহঙ্কৃতভাবে করিয়া মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ন করিবে।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬১ সূত্র। সমারোপাদাত্মন্যপ্রতিষেধঃ ॥

অস্যার্থ:—"আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি বাক্যে প্রব্রজ্যাকালে আত্মাতে ব্রাহ্মণের নিত্য সেবনযোগ্য অগ্নিহোত্রাদির সমারোপণের বিধি আছে; অতএব এইরূপ আত্মাতে আরোপহেতু অগ্নিসেবা যে প্রব্রজ্যাবলম্বনে একদা বঞ্চিত হয় না, এইরূপও বলা যায় না। এইরূপ বিধি থাকাতে অপবর্গের নিমিত্ত প্রব্রজ্যা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬২ সূত্র। পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ ॥

অস্যার্থ:—যজমানের মুখাদি অঙ্গে অগ্নিহোত্র পাত্রাদির চিন্তাদ্বারা বিন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম ভিক্ষুকাশ্রমীর কর্ত্তব্য না হওয়ায়, অগ্নিহোত্রাদির যে স্বর্গাদি ফলজনকতা, তাহা ভিক্ষুকের সম্বন্ধে ঘটিতে পারে না। অতএব তাহা তাঁহার অপবর্গের প্রতিবন্ধক হয় না।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৩ সূত্র। সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশাভাবাদপবর্গঃ ॥

অস্যার্থ:—সুষুপ্ত অবস্থায়—স্বপ্ন দর্শনও যখন না হয়, তখন জীবের সম্পূর্ণ দুঃখাভাব দৃষ্ট হয়; অতএব ক্লেশের আত্যন্তিক অনিবার্য্যতা

স্বীকার্য্য নহে ; সুতরাং অপবর্গ সম্ভব ; ঐ সুষুপ্তাবস্থায়ই এক প্রকার অপবর্গ হইয়া থাকে।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৪ সূত্র। ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্য ॥

অস্যার্থ :—রাগাদি ক্লেশহেতু দূর হইলে, কর্ম্ম কৃত হইলেও তাহা অপবর্গের বাধা জন্মাইতে পারে না ; কারণ বাসনাহীন পুরুষের কর্ম্ম কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপাদন করে না ; সুতরাং পুরুষ তদ্দ্বারা বদ্ধ হয় না।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৫ সূত্র। ন ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ ॥

অস্যার্থ :—পরন্তু ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, ক্লেশসন্ততি (ধর্ম্মাধর্ম্ম) সকল স্বভাবতঃ আপনা হইতে জায়মান হয়, স্বাভাবিক বস্তুর অত্যন্ত বিনাশ হয় না। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপাদন কর্ম্ম যখন অনিবার্য্য, তখন অপবর্গ সম্ভব হয় না।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৬ সূত্র। প্রাগুৎপত্তেরভাবানিত্যত্ববৎ স্বাভাবিকেঽপ্যনিত্যত্বং অণুশ্যামতানিত্যত্ববদ্বা ॥

অস্যার্থ :—যেমন প্রাগভাব স্বাভাবিক হইলেও তাহার বিনাশ হইয়া বস্তু উৎপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী পরমাণুর শ্যামবর্ণ স্বাভাবিক হইলেও অগ্নিসংযোগে তাহা বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ কর্ম্মেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপাদকত্বশক্তি জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হয়।

৪র্থ অঃ ১ম আঃ ৬৭ সূত্র। ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাম্ ॥

অস্যার্থ :—রাগাদি যাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক, তাহা সঙ্কল্পপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে, সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ হইলে রাগাদি আর জন্মায় না ; সুতরাং অপবর্গেরও বাধা জন্মাইতে পারে না। চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে এই সূত্র পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়া তাহা সমাপ্ত হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকে, প্রথমে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চবিধ ভোগ্যবিষয় সন্নিকর্ষে রাগ-দ্বেষাদি দোষ উৎপন্ন হয়; বস্তুতঃ ইহারা অনাত্ম; কিন্তু এই সকলের অনাত্মস্বরূপতা জ্ঞাত না থাকাতে, তদ্বিশিষ্ট শরীরে আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে; শরীরে আত্মবুদ্ধি হেতুই উক্ত গুণবিশিষ্ট বাহ্য পদার্থের প্রতি অনুরাগ, বিদ্বেষ, প্রভৃতি দোষ উপজাত হয়; রূপাদি বস্তুতঃ অনাত্ম, এই জ্ঞান জন্মিলে আর দেহে অভিমান থাকে না, তত্ত্বজ্ঞান উপজাত হয় এবং জীব অপবর্গের নিমিত্ত প্রযত্ন করিতে থাকে। অতঃপর শরীরী জীব যে শরীর হইতে পৃথক্, তাহা পুনরায় উল্লেখ করিয়া, জগৎ যে স্বপ্নবৎ মিথ্যা নহে, তাহা জগদস্তিত্বের বাধাসূচক প্রমাণের অভাব প্রদর্শন দ্বারা সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন, এবং বুদ্ধিও যে অলীক পদার্থ নহে, তাহাও স্থাপন করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে উপজাত হয়, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন:—

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৩ সূত্র। সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ॥

অস্যার্থ:—ইহা সমাধি বিশেষ হইতে হয়। যে কোন বস্তুকে ধ্যান করিয়া, তাহাতে চিত্ত স্থির রাখিতে অভ্যাস করিতে করিতে, যখন ধ্যেয়, ধ্যাতা ও ধ্যানবিষয়ক পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত হইয়া চিত্ত কেবল ধ্যেয়-বিষয়াকারে ভাসমান হয়, তখন তদবস্থাকে সমাধি বলে। এই সমাধি আত্মবিষয়ক হইলে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান হয়, অপর বিষয়ক হইলে তদ্বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান উপজাত হয়।

পরন্তু ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ এই উপস্থিত হয় যে, এইরূপ সমাধি জীবের পক্ষে অসম্ভব, কারণ।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৪ সূত্র। নার্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ॥

অস্যার্থ:—স্ত্রী, পুত্রাদি ভোগ্যবস্তু সততই ভোগের নিমিত্ত চিত্তকে

আকর্ষণ করিতেছে; সংসারে ঐ বহির্মুখী শক্তিরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহ সংসারে সর্ব্ববিধ ভোগ্যবস্তু হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করা অসম্ভব; সুতরাং সমাধির সম্ভাবনা কোথায়? এবঞ্চ

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৫ সূত্র। ক্ষুধাদিভিঃ প্রবর্ত্তনাচ্চ ॥

অস্যার্থ:—বিশেষতঃ ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি শারীরিক ক্লেশসকল থাকিতে দীর্ঘকালব্যাপী সমাধির যোগ্যতাই জীবের হইতে পারে না; এই সকল শারীরিক ক্লেশ অনিবার্য্য, ইহারা উপস্থিত হইলেই চিত্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে। অতএব সমাধির সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৬ সূত্র। পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ ॥

অস্যার্থ:—সমাধি অত্যন্ত কঠিন হইলেও সাধন দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয়, বিহিত সাধন সকলের ফল অবশ্যম্ভাবী; অতএব তাহা হইতে সমাধি লাভ করা যায়।

৪র্থ অঃ ২য় আঃ ১০৭ সূত্র। অরণ্যগুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ ॥

অস্যার্থ:—অরণ্য, গুহা, পুলিন প্রভৃতি নিভৃত স্থান অবলম্বন করিয়া যোগসাধন করিতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তথায় চিত্ত বিক্ষেপক পদার্থ অধিক না থাকায় সমাধিসাধনের অভ্যাস একদা অসম্ভব নহে।

এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্ত সমাধিই প্রকৃষ্ট উপায়, এবং সেই সমাধিও মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, ইহা বর্ণনা করিয়া সূত্রকার উপদেশ করিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ অপবর্গ দেহান্তে হইয়া থাকে; সুতরাং দেহ সম্বন্ধজনিত সুখ দুঃখাদি উক্ত প্রকার মুক্ত পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। অপবর্গের নিমিত্ত যম, নিয়ম, অভ্যাস পূর্ব্বক আত্মশুদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা করিবে,

এবং যোগাবলম্বন করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইবে, উপযুক্ত জ্ঞানী পুরুষ হইতে যোগবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করিবে, তাঁহাদের সহিত সংবাদ করিতে তর্কদ্বারা জয়লাভ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহিত গমন করিবে; এবং জ্ঞানী পুরুষের বাক্যে প্রতিবাদ না করিয়া তাহার যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রযত্ন করিবে। তবে জল্প ও বিতণ্ডার যে উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, যেমন কণ্টকশাখার বেষ্টন দ্বারা বীজকে রক্ষা করিলে তাহা নির্ব্বিঘ্নে অঙ্কুরিত হয়, তদ্রূপ আবশ্যক মতন জল্প ও বিতণ্ডাদ্বারাও নিশ্চিত তত্ত্বসকলকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, তাহা অন্তরে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পায়।

চতুর্থাধ্যায় এইস্থানে সমাপন করিয়া পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে সূত্রকার সাধর্ম্ম্যসম প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার "জাতি" (যাহার সংজ্ঞা প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয়াহ্নিকের অষ্টাদশ সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা) ও তাহার উত্তর এবং কথাভাস বর্ণনা করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় আহ্নিকে স্বীয় প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দ্বাবিংশ নিগ্রহস্থান (অর্থাৎ বিচারে পরাজয়) বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। এতৎ সমস্ত এই গ্রন্থে বর্ণনা করা অনাবশ্যক; তবে জাতির স্বরূপ কি প্রকার তাহার আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:—

যথা:—সাধর্ম্ম্যসমজাতি এইরূপ,—কেহ বলিল শব্দ অনিত্য, কারণ ইহা নিত্য আকাশের ন্যায় অকৃত নহে; পরন্তু ঘটাদির ন্যায় কৃত পদার্থ; তদুত্তরে অপরে বলিল—যদি এই প্রকার নিত্যবস্তুর সহিত কোন এক অংশে সাধর্ম্ম্য ও অনিত্যবস্তুর সহিত কোন এক অংশে বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টে শব্দকে অনিত্য বলিতে হয়, তবে নিত্য আকাশের সহিত শব্দের অমূর্ত্তত্ব-বিষয়ে সাধর্ম্ম্যহেতু, এবং ঐ বিষয়ে অনিত্য ঘটাদির সহিত তাহার বৈধর্ম্ম্য-হেতু শব্দকে নিত্যও বলিতে হইবে; এই শেষোক্ত হেতুর সহিত প্রথমোক্ত

হেতুর কোন প্রভেদ নাই, ইহারা উভয়ে একজাতীয়। এইরূপ তর্ককে সাধর্ম্ম্যসম জাতি বলে।

কথাভাসের একটি দৃষ্টান্তও প্রদর্শিত হইতেছে, যথা:—প্রতিবাদী বাদীর সিদ্ধান্তে যে দোষ দিয়াছেন, বাদী ও প্রতিবাদীর সিদ্ধান্তে সেই দোষ বিদ্যমান দেখাইতে পারিলে উভয়ে "সমানদোষ" হইলেন; অতএব প্রতিবাদীর আপত্তি কর্ম্মণ্য নহে, সিদ্ধান্ত হইল। যেমন প্রকৃতি কারণবাদী সাংখ্যগণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর কারণবাদের উপর যদি এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, যে যখন একান্ত অসদ্বস্তুর উদ্ভব নাই, এবং সদ্বস্তুর একান্ত বিনাশ নাই, তখন সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়কালে কার্য্যরূপ অচেতন জগতের উপাদান কারণব্রহ্মে অবস্থিত হেতু, চেতনব্রহ্মেও তৎকালে অচেতনত্ব প্রসঙ্গ হয়; তবে তদুত্তরে বৈদান্তিক ঈশ্বরকারণবাদী বলিতে পারেন যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতিও স্বরূপতঃ রূপ, রসাদি সর্ব্ববিধ বিকার বর্জ্জিত প্রলয়কালে এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে বিকারবিশিষ্ট জগৎ যখন তৎস্বরূপে অবস্থিতি করে, তখন প্রকৃতিরও তদবস্থায় অবিকারিত্ব অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরের অবিকারিত্ব যেমন আস্তিকবাদে স্বীকৃত, মূল প্রকৃতিরও অবিকারিত্ব প্রকৃতিবাদী সাংখ্যের স্বীকৃত; অতএব এই আপত্তি হেতু যদি প্রকৃতিবাদে দোষ না হয়, তবে ইহার দরুণ ঈশ্বরকারণবাদেও দোষ হইতে পারে না। অতএব এতৎ সম্বন্ধে উভয় পক্ষই সমান। এইরূপ তর্কপ্রকার কথাভাস বলিয়া গণ্য।

ওঁ তৎসৎ

ইতি ন্যায়শাস্ত্রবর্ণনং সমাপ্তম্।

ওঁ হরিঃ।

পরিশিষ্ট

গৌতমসূত্র।

প্রমাণপ্রমেয় সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ। ১ ॥ দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ২ ॥ প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি। ৩ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্। ৪ ॥ অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। ৫ ॥ প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্। ৬ ॥ আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। ৭ ॥ স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ। ৮ ॥ আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃ-প্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্। ৯ ॥ ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি। ১০ ॥ চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্। ১১ ॥ ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ। ১২ ॥ পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশমিতি ভূতানি। ১৩ ॥ গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ। ১৪ ॥ বুদ্ধিরুপলব্ধির্জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্। ১৫ ॥ যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্। ১৬ ॥ প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ ইতি। ১৭ ॥ প্রবর্ত্তনা-

লক্ষণা দোষাঃ। ১৮ ॥ পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ। ১৯ ॥ প্রবৃত্তি-দোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্। ২০ ॥ বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি। ২১ ॥ তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ। ২২ ॥ সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্বিপ্রতি-পত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ। ২৩ ॥ যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্। ২৪ ॥ লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ। ২৫ ॥ তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ। ২৬ ॥ সর্ব্বতন্ত্রপ্রতি-তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ। ২৭ ॥ সর্ব্বতন্ত্রা-বিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। ২৮ ॥ সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। ২৯ ॥ যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ। ৩০ ॥ অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষ-পরীক্ষণমভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ। ৩১ ॥ প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়-নিগমনান্যবয়বাঃ। ৩২ ॥ সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা। ৩৩ ॥ উদাহরণ-সাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ। ৩৪ ॥ তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ। ৩৫ ॥ সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবো দৃষ্টান্ত উদাহরণম্। ৩৬ ॥ তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতম্। ৩৭ ॥ উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ। ৩৮ ॥ হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্। ৩৯ ॥ অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিত-স্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ। ৪০ ॥ বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ। ৪১ ॥

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

ওঁ হরিঃ।

প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ। ১॥ যথোক্তোপপন্নশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানসাধনোপালম্ভো জল্পঃ। ২॥ স প্রতিপক্ষস্থাপনাহীনো বিতণ্ডা। ৩॥ সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালা হেত্বাভাসাঃ। ৪॥ অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ। ৫॥ সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ। ৬॥ যস্মাৎপ্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ। ৭॥ সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ। ৮॥ কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ। ৯॥ বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলম্। ১০॥ তৎ ত্রিবিধং বাক্ছলং সামান্যচ্ছলমুপচারচ্ছলঞ্চেতি। ১১॥ অবিশেষাভিহিতেঽর্থে বক্তুরভিপ্রায়াদর্থান্তরকল্পনা বাক্ছলম্। ১২॥ সম্ভবতোঽর্থস্যাতিসামান্যযোগাদসম্ভূতার্থকল্পনা সামান্যচ্ছলম্। ১৩॥ ধর্ম্মবিকল্পনির্দ্দেশেঽর্থসদ্ভাবপ্রতিষেধ উপচারচ্ছলম্। ১৪॥ বাক্ছলমেবোপচারচ্ছলং তদবিশেষাৎ। ১৫॥ ন তদর্থান্তরভাবাৎ। ১৬॥ অবিশেষে বা কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদেকচ্ছলপ্রসঙ্গঃ। ১৭॥ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ। ১৮॥ বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্। ১৯॥ তদ্বিকল্পাজ্জাতিনিগ্রহস্থানবহুত্বম্। ২০॥

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়মাহ্নিকং প্রথমোঽধ্যায়শ্চ।

সমানেকধর্ম্মাধ্যবসায়াদন্যতরধর্ম্মাধ্যবসায়াদ্বা ন সংশয়ঃ। ১ ॥ বিপ্রতিপত্ত্যব্যবস্থাধ্যবসায়াচ্চ। ২ ॥ বিপ্রতিপত্তৌ চ সম্প্রতিপত্তেঃ। ৩ ॥ অব্যবস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চাব্যবস্থায়াঃ। ৪ ॥ তথা-হত্যন্তসংশয়স্তদ্ধর্ম্মসাততোপপত্তেঃ। ৫ ॥ যথোক্তাধ্যবসায়াদেব তদ্বিশেষাপেক্ষাৎ সংশয়েন সংশয়ো নাত্যন্তসংশয়ো বা। ৬ ॥ যত্র সংশয়স্তত্রৈবমুত্তরোত্তরপ্রসঙ্গঃ। ৭ ॥ প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ। ৮ ॥ পূর্ব্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নি-কর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ। ৯ ॥ পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়সিদ্ধিঃ। ১০ ॥ যুগপৎসিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রম-বৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্। ১১ ॥ ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানু-পপত্তিঃ। ১২ ॥ সর্ব্বপ্রমাণপ্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। ১৩ ॥ তৎপ্রামাণ্যে বা ন সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ। ১৪ ॥ ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিবত্তৎসিদ্ধেঃ। ১৫ ॥ প্রমেয়তা চ তুলাপ্রামাণ্যবৎ। ১৬ ॥ প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। ১৭ ॥ তদ্বিনিবৃত্তের্ব্বা প্রমাণান্তরসিদ্ধিবৎ প্রমেয়সিদ্ধিঃ। ১৮ ॥ ন প্রদীপপ্রকাশবৎ তৎসিদ্ধেঃ। ১৯ ॥ প্রত্যক্ষলক্ষণানুপপত্তিরসমগ্রবচনাৎ। ২০ ॥ নাত্মমনসোঃ সন্নিকর্ষাভাবে প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ। ২১ ॥ দিগ্দেশ-কালাকাশেষ্বপ্যেবং প্রসঙ্গঃ। ২২ ॥ জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানব-রোধঃ। ২৩ ॥ তদযৌগপদ্যলিঙ্গত্বাচ্চ ন মনসঃ। ২৪॥ তৈশ্চাপদেশো জ্ঞানবিশেষাণাম্ ২৫॥ ব্যাহতত্বাদহেতুঃ। ২৬॥ নার্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ প্রত্যক্ষমনুমানমেকদেশগ্রহণাদুপলব্ধেঃ। ২৭ ॥ ন প্রত্যক্ষেণ

যাবত্তাবদপ্যুপলম্ভাৎ । ২৯ ॥ ন চৈকদেশোপলব্ধিরবয়বি-সদ্ভাবাৎ। ৩০ ॥ সাধ্যত্বাদবয়বিনি সন্দেহঃ। ৩১ ॥ সর্ব্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ। ৩২ ॥ ধারণাকর্ষণোপপত্তেশ্চ। ৩৩ ॥ সেনাবনবৎ গ্রহণমিতি চেন্নাতীন্দ্রিয়ত্বাদণূনাম্।৩৪॥ রোধোপঘাতসাদৃশ্যেভ্যো ব্যভিচারাদনুমানমপ্রমাণম্। ৩৫ ॥ নৈকদেশত্রাসসাদৃশ্যেভ্যোঽর্থান্তরভাবাৎ। ৩৬ ॥ বর্ত্তমানাভাবঃ পততঃ পতিতপতিতব্য-কালোপপত্তেঃ। ৩৭ ॥ তয়োরপ্যভাবো বর্ত্তমানাভাবে তদপেক্ষত্বাৎ। ৩৮ ॥ নাতীতানাগতয়োরিতরেতরাপেক্ষা-সিদ্ধিঃ। ৩৯ ॥ বর্ত্তমানাভাবে সর্ব্বাগ্রহণম্প্রত্যক্ষানুপপত্তেঃ।৪০ ॥ কৃততাকর্ত্তব্যতোপপত্তেস্তূভয়থা গ্রহণম্। ৪১ ॥ অত্যন্তপ্রায়ৈক-দেশসাধর্ম্ম্যাদুপমানাসিদ্ধিঃ। ৪২ ॥ প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাদুপমান সিদ্ধের্যথোক্তদোষানুপপত্তিঃ।৪৩॥ প্রত্যক্ষেণাপ্রত্যক্ষসিদ্ধেঃ।৪৪ ॥ নাপ্রত্যক্ষে গবয়ে প্রমাণার্থমুপমানস্য পশ্যাম ইতি। ৪৫ ॥ তথেত্যুপসংহারাদুপমানসিদ্ধের্নাবিশেষঃ। ৪৬ ॥ শব্দোঽনুমান-মর্থস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ। ৪৭ ॥ উপলব্ধেরদ্বিপ্রবৃত্তিত্বাৎ। ৪৮ ॥ সম্বন্ধাচ্চ। ৪৯ ॥ আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দার্থসংপ্রত্যয়ঃ। ৫০ ॥ প্রমাণতোঽনুপলব্ধেঃ। ৫১ ॥ পূরণপ্রদাহপাটনানুপলব্ধেশ্চ সম্বন্ধাভাবঃ। ৫২ ॥ শব্দার্থব্যবস্থানাদপ্রতিষেধঃ। ৫৩ ॥ ন সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়স্য। ৫৪ ॥ জাতিবিশেষে চানিয়-মাৎ। ৫৫ ॥ তদপ্রামাণ্যমনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষেভ্যঃ। ৫৬ ॥ ন কর্ম্মকর্ত্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ। ৫৭ ॥ অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ। ৫৮ ॥ অনুবাদোপপত্তেশ্চ। ৫৯ ॥ বাক্যবিভাগস্য

চার্থগ্রহণাৎ। ৬০॥ বিধ্যর্থবাদানুবাদবচনবিনিয়োগাৎ। ৬১॥ বিধির্ব্বিধায়কঃ। ৬২॥ স্তুতির্নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ। ৬৩॥ বিধিবিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ। ৬৪॥ নানুবাদপুনরুক্তয়োর্বিশেষঃ শব্দাভ্যাসোপপত্তেঃ। ৬৫॥ শীঘ্রতরগমনোপদেশবদভ্যাসান্নাবিশেষঃ। ৬৬॥ মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ। ৬৭॥

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্॥

ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ। ১॥ শব্দ ঐতিহ্যানর্থান্তরভাবাদনুমানেঽর্থাপত্তিসম্ভবাভাবানর্থান্তরভাবাচ্চাপ্রতিষেধঃ। ২॥ অর্থাপত্তিরপ্রমাণমনৈকান্তিকত্বাৎ। ৩॥ অনর্থাপত্তাবর্থাপত্ত্যভিমানাৎ। ৪॥ প্রতিষেধাপ্রামাণ্যঞ্চানৈকান্তিকত্বাৎ। ৫॥ তৎপ্রামাণ্যে বা নার্থাপত্ত্যপ্রামাণ্যম্। ৬॥ নাভাবপ্রামাণ্যম্প্রমেয়াসিদ্ধেঃ। ৭॥ লক্ষিতেষ্বলক্ষণলক্ষিতত্বাদলক্ষিতানাং তৎপ্রমেয়সিদ্ধিঃ। ৮॥ অসত্যর্থে নাভাব ইতি চেন্নান্যলক্ষণোপপত্তেঃ। ৯॥ তৎসিদ্ধেরলক্ষিতেষ্বহেতুঃ। ১০॥ ন লক্ষণাবস্থিতাপেক্ষাসিদ্ধেঃ। ১১॥ প্রাগুৎপত্তেরভাবোপপত্তেশ্চ। ১২॥ বিমর্ষহেত্বনুযোগে চ বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। ১৩॥ আদিমত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবদুপচারাচ্চ। ১৪॥ ন ঘটাভাবসামান্যনিত্যত্বাৎ নিত্যেষ্বপ্যনিত্যবদুপচারাচ্চ। ১৫॥ তত্ত্বভাক্তয়োর্নানাত্ববিভাগাদব্যভিচারঃ। ১৬॥ সন্তানানুমান-

বিশেষণাৎ। ১৭॥ কারণদ্রব্যস্য প্রদেশশব্দেনাভিধানান্নিত্যেষ্বপ্যব্যভিচার ইতি। ১৮॥ প্রাগুচ্চারণাদনুপলব্ধেরাবরণাদ্যনুপলব্ধেশ্চ। ১৯॥ তদনুপলব্ধেরনুপলম্ভাদাবরণোপপত্তিঃ। ২০॥ অনুপলম্ভাদপ্যনুপলব্ধিসদ্ভাববন্নাবরণানুপপত্তিরনুপলম্ভাৎ। ২১॥ অনুপলম্ভাত্মকত্বাদনুপলব্ধেরহেতুঃ। ২২॥ অস্পর্শত্বাৎ। ২৩॥ ন কর্ম্মানিত্যত্বাৎ। ২৪॥ নাণুনিত্যত্বাৎ। ২৫॥ সম্প্রদানাৎ। ২৬॥ তদন্তরালানুপলব্ধেরহেতুঃ। ২৭॥ অধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ। ২৮॥ উভয়োঃ পক্ষয়োরন্যতরস্যাধ্যাপনাদপ্রতিষেধঃ। ২৯॥ অভ্যাসাৎ। ৩০॥ নান্যত্বেঽপ্যভ্যাসস্যোপচারাৎ। ৩১॥ অন্যদন্যস্মাদনন্যত্বাদনন্যদিত্যন্যতাঽভাবঃ। ৩২॥ তদভাবে নাস্ত্যনন্যতা তয়োরিতরেতরাপেক্ষসিদ্ধেঃ। ৩৩॥ বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ। ৩৪॥ অশ্রবণকারণানুপলব্ধেঃ সততশ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ৩৫॥ উপলভ্যমানে চানুপলব্ধেরসত্ত্বাদনপদেশঃ। ৩৬॥ পাণিনিমিত্তপ্রশ্লেষাচ্ছব্দাভাবে নানুপলব্ধিঃ। ৩৭॥ বিনাশকারণানুপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ৩৮॥ অস্পর্শত্বাদপ্রতিষেধঃ। ৩৯॥ বিভক্ত্যন্তরোপপত্তেশ্চ সমাসে। ৪০॥ বিকারাদেশোপদেশাৎ সংশয়ঃ। ৪১॥ প্রকৃতিবিবৃদ্ধৌ বিকারবৃদ্ধেঃ। ৪২॥ ন্যূনসমাধিকোপলব্ধের্ব্বিকারাণামহেতুঃ। ৪৩॥ নাতুল্যপ্রকৃতীনাং বিকারবিকল্পাৎ। ৪৪॥ দ্রব্যবিকারে বৈষম্যবদ্বর্ণবিকারবিকল্পঃ। ৪৫॥ ন বিকারধর্ম্মানুপপত্তেঃ। ৪৬॥ বিকারপ্রাপ্তানামপুনরাপত্তেঃ। ৪৭॥ সুবর্ণাদীনাং পুনরাপত্তেরহেতুঃ। ৪৮॥ তদ্বিকারাণাং সুবর্ণভাবাব্যতিরেকাৎ। ৪৯॥ বর্ণত্বাব্যতিরেকাদ্বর্ণবিকারাণামপ্রতি-

ষেধঃ। ৫০॥ সামান্যবতো ধর্ম্মযোগো ন সামান্যস্য। ৫১॥ নিত্যত্বে বিকারাদনিত্যত্বে চানবস্থানাৎ। ৫২॥ নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাত্তদ্ধর্ম্মবিকল্পাচ্চ বর্ণবিকারাণামপ্রতিষেধঃ। ৫৩॥ অনবস্থায়িত্বে চ বর্ণোপলব্ধিবত্তদ্বিকারোপপত্তিঃ। ৫৪॥ বিকারধর্ম্মিত্বে নিত্যত্বাভাবাৎকালান্তরে বিকারোপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ। ৫৫॥ প্রকৃত্যনিয়মাদ্বর্ণবিকারাণাম্। ৫৬॥ অনিয়মে নিয়মান্নানিয়মঃ। ৫৭॥ নিয়মানিয়মবিরোধাদনিয়মে নিয়মাচ্চাপ্রতিষেধঃ। ৫৮॥ গুণান্তরাপত্ত্যুপমর্দ্দহ্রাসবৃদ্ধিলেশশ্লেষেভ্যস্তু বিকারোপপত্তের্ব্বর্ণবিকারাঃ। ৫৯॥ তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদম্। ৬০॥ তদর্থে ব্যক্ত্যাকৃতিজাতিসন্নিধাবুপচারাৎ সংশয়ঃ। ৬১॥ যা শব্দসমূহত্যাগপরিগ্রহসংখ্যাবৃদ্ধ্যুপচয়বর্ণসমাসানুবন্ধানাং ব্যক্তাবুপচারাদ্ব্যক্তিঃ। ৬২॥ ন তদনবস্থানাৎ। ৬৩॥ সহচরণস্থানতাদর্থ্যাবৃত্তমানধারণসামীপ্যযোগসাধনাধিপত্যেভ্যো ব্রাহ্মণমঞ্চকটরাজসক্তুচন্দনগঙ্গাশাটকান্নপুরুষেষ্বতদ্ভাবেঽপি তদুপচারঃ। ৬৪॥ আকৃতিস্তদপেক্ষত্বাৎ সত্ত্বব্যবস্থানসিদ্ধেঃ। ৬৫॥ ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেঽপ্যপ্রসঙ্গাৎ প্রোক্ষণাদীনাং মৃদ্গবকে জাতিঃ। ৬৬॥ নাকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তেঃ। ৬৭॥ ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ। ৬৮॥ ব্যক্তির্গুণবিশেষাশ্রয়ো মূর্ত্তিঃ। ৬৯॥ আকৃতির্জ্জাতিলিঙ্গাখ্যা। ৭০॥ সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ। ৭১॥

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্॥

দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ। ১॥ ন বিষয়ব্যবস্থানাৎ।২॥ তদ্ব্যবস্থানাদেবাত্মসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ। ৩॥ শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ। ৪॥ তদভাবঃ সাত্মকপ্রদাহেঽপি তন্নিত্যত্বাৎ। ৫॥ ন কার্য্যাশ্রয়কর্ত্তৃবধাৎ। ৬॥ সব্যদৃষ্টস্যেতরেণ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ৭॥ নৈকস্মিন্নাসাস্থিব্যবহিতে দ্বিত্বাভিধানাৎ। ৮॥ একবিনাশে দ্বিতীয়াবিনাশান্নৈকত্বম্। ৯॥ অবয়বনাশেঽপ্যবয়ব্যুপলব্ধেরহেতুঃ। ১০॥ দৃষ্টান্তবিরোধাদপ্রতিষেধঃ। ১১॥ ইন্দ্রিয়ান্তরবিকারাৎ। ১২॥ ন স্মৃতেঃ স্মর্ত্তব্যবিষয়ত্বাৎ। ১৩॥ তদাত্মগুণসদ্ভাবাদপ্রতিষেধঃ। ১৪॥ অপরিসংখ্যানাচ্চ স্মৃতিবিষয়স্য। ১৫॥ নাত্মপ্রতিপত্তিহেতূনাং মনসি সম্ভবাৎ। ১৬॥ জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্। ১৭॥ নিয়মশ্চ নিরনুমানঃ। ১৮॥ পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুবন্ধাৎ জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ। ১৯॥ পদ্মাদিষু প্রবোধসংমীলনবিকারবদ্বিকারঃ॥ ২০। নোষ্ণশীতবর্ষাকালনিমিত্তত্বাৎ পঞ্চাত্মকবিকারাণাম্॥ ২১। প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ॥ ২২। অথায়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবত্তদুপসর্পণম্॥ ২৩। নান্যত্র প্রবৃত্ত্যভাবাৎ॥ ২৪। বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ॥ ২৫। সগুণদ্রব্যোৎপত্তিবত্তদুৎপত্তিঃ॥ ২৬। ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাদ্রাগাদীনাম্॥ ২৭। পার্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ॥ ২৮। শ্রুতিপ্রামাণ্যাচ্চ॥ ২৯। কৃষ্ণসারে সত্যুপলম্ভাদ্ব্যতিরিচ্য চোপলম্ভাৎ সংশয়ঃ॥ ৩০। মহদণুগ্রহণাৎ॥ ৩১। রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষবিশেষাৎ তদ্গ্রহণম্॥ ৩২। তদনুপলব্ধেরহেতুঃ॥ ৩৩। নানুমীয়মানস্য প্রত্যক্ষতোঽনুপলব্ধিরভাবহেতুঃ॥ ৩৪। দ্রব্য-

গুণধর্ম্মভেদাচ্চোপলব্ধিনিয়মঃ॥ ৩৫। অনেকদ্রব্যসমবায়াদ্রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ॥ ৩৬। কর্ম্মকারিতশ্চেন্দ্রিয়াণাং ব্যূহঃ পুরুষার্থতন্ত্রঃ॥ ৩৭। অব্যভিচারাচ্চ প্রতিঘাতো ভৌতিকধর্ম্মঃ॥ ৩৮। মধ্যন্দিনোল্কাপ্রকাশানুপলব্ধিবত্তদনুপলব্ধিঃ॥ ৩৯। ন রাত্রাবপ্যনুপলব্ধেঃ॥ ৪০। বাহ্যপ্রকাশানুগ্রহাদ্বিষয়োপলব্ধেরনভিব্যক্তিতোঽনুপলব্ধিঃ॥ ৪১। অভিব্যক্তৌ চাভিভবাৎ॥ ৪২। নক্তঞ্চরনয়নরশ্মিদর্শনাচ্চ॥ ৪৩। অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ॥ ৪৪। ন কুড্যান্তরিতানুপলব্ধেরপ্রতিষেধঃ॥ ৪৫। অপ্রতিঘাতাৎ সন্নিকর্ষোপপত্তিঃ॥ ৪৬। আদিত্যরশ্মেঃ স্ফটিকান্তরিতেঽপি দাহ্যেঽবিঘাতাৎ॥ ৪৭। নেতরেতরধর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ॥ ৪৮। আদর্শোদকয়োঃ প্রসাদস্বাভাব্যাদ্রূপোপলব্ধিবত্তদুপলব্ধিঃ॥ ৪৯। দৃষ্টানুমিতানাং নিয়োগপ্রতিষেধানুপপত্তিঃ॥ ৫০। স্থানান্যত্বে নানাত্বাদবয়বিনানাস্থানত্বাচ্চ সংশয়ঃ॥ ৫১। ত্বগব্যতিরেকাৎ॥ ৫২। নেন্দ্রিয়ান্তরার্থানুপলব্ধেঃ॥ ৫৩। ত্বগবয়ববিশেষেণ ধূমোপলব্ধিবত্তদুপলব্ধিঃ॥ ৫৪। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ॥ ৫৫। ন যুগপদর্থানুপলব্ধেঃ॥ ৫৬। বিপ্রতিষেধাচ্চ ন ত্বগেকা॥ ৫৭। ইন্দ্রিয়ার্থপঞ্চত্বাৎ॥ ৫৮। ন তদর্থবহুত্বাৎ॥ ৫৯। গন্ধত্বাদ্যব্যতিরেকাদ্গন্ধাদীনামপ্রতিষেধঃ॥ ৬০। বিষয়ত্বাব্যতিরেকাদেকত্বম্॥ ৬১। ন বুদ্ধিলক্ষণাধিষ্ঠানগত্যাকৃতিজাতিপঞ্চত্বেভ্যঃ॥ ৬২। ভূতগুণবিশেষোপলব্ধেস্তাদাত্ম্যম্॥ ৬৩। গন্ধরসরূপস্পর্শশব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যা অপ্তেজোবায়ূনাং পূর্ব্বপূর্ব্বমপোহ্যাকাশস্যোত্তরঃ॥ ৬৪। ন সর্ব্ব-

গুণানুপলব্ধেঃ ॥ ৬৫। ঐকৈকশ্যেনোত্তরোত্তরগুণসদ্ভাবাদুত্তরোত্তরাণাং তদনুপলব্ধিঃ ॥ ৬৬। সংসর্গাচ্চানেকগুণগ্রহণম্ ॥ ৬৭। বিষ্টং হ্যপরম্পরেণ ॥ ৬৮। ন পার্থিবাপ্যয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ ॥ ৬৯। পূর্ব্বপূর্ব্বগুণোৎকর্ষাত্তত্তৎপ্রধানম্ ॥ ৭০। তদ্ব্যবস্থানন্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ৭১। সগুণানামিন্দ্রিয়ভাবাৎ ॥ ৭২। তেনৈব তস্যাগ্রহণাচ্চ ॥ ৭৩। ন শব্দগুণোপলব্ধেঃ ॥ ৭৪। তদুপলব্ধিরিতরেতরদ্রব্যগুণবৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ৭৫।

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্ ॥

কর্ম্মাকাশসাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়ঃ। ১ ॥ বিষয়প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ২ ॥ সাধ্যসমত্বাদহেতুঃ। ৩ ॥ ন যুগপদগ্রহণাৎ। ৪ ॥ অপ্রত্যভিজ্ঞানে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। ৫ ॥ ক্রমবৃত্তিত্বাদযুগপদ্গ্রহণম্। ৬ ॥ অপ্রত্যভিজ্ঞানঞ্চ বিষয়ান্তর-ব্যাসঙ্গাৎ। ৭ ॥ ন গত্যভাবাৎ। ৮ ॥ স্ফটিকান্যত্বাভিমানবত্তদন্যত্বাভিমানঃ। ৯ ॥ ন হেত্বভাবাৎ। ১০ ॥ স্ফটিকেঽপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ ক্ষণিকত্বাদ্ব্যক্তীনামহেতুঃ। ১১ ॥ নিয়মহেত্বভাবাদ্ যথাদর্শনমভ্যনুজ্ঞা। ১২ ॥ নোৎপত্তিবিনাশকারণোপলব্ধেঃ। ১৩ ॥ ক্ষীরবিনাশে কারণানুপলব্ধিবদ্দধ্যুৎপত্তিবচ্চ তদুপপত্তিঃ। ১৪ ॥ লিঙ্গতোগ্রহণান্নানুপলব্ধিঃ। ১৫ ॥ ন পয়সঃ পরিণামগুণান্তরপ্রাদুর্ভাবাৎ। ১৬ ॥ ব্যূহান্তরাদ্ দ্রব্যান্তরোৎপত্তিদর্শনং পূর্ব্বদ্রব্যনিবৃত্তেরনুমানম্। ১৭ ॥ কচিদ্বিনাশকারণানুপলব্ধেঃ কচিচ্চোপলব্ধেরনেকান্তঃ। ১৮ ॥ নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেঽপি জ্ঞানাবস্থানাৎ। ১৯ ॥ যুগপজ্জ্ঞেয়ানু-

পলব্ধেশ্চ ন মনসঃ। ২০ ॥ তদাত্মগুণত্বেঽপি তুল্যম্ । ২১ ॥ ইন্দ্রিয়ৈর্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তিঃ। ২২ ॥ নোৎপত্তিকারণানপদেশাৎ । ২৩ ॥ বিনাশকারণানুপলব্ধেশ্চাবস্থানে তন্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ২৪ ॥ অনিত্যত্বগ্রহাদ্‌ বুদ্ধের্বুদ্ধ্যন্তরাদ্বিনাশঃ শব্দবৎ। ২৫ ॥ জ্ঞানসমবেতাত্মপ্রদেশসন্নিকর্ষান্মনসঃ স্মৃত্যুৎপত্তের্ন যুগপদুৎপত্তিঃ। ২৬ ॥ নান্তঃশরীরবৃত্তিত্বান্মনসঃ। ২৭ ॥ সাধ্যত্বাদহেতুঃ। ২৮ ॥ স্মরতঃ শরীরধারণোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ। ২৯ ॥ ন তদাশুগতিত্বান্মনসঃ। ৩০ ॥ ন স্মরণকালানিয়মাৎ। ৩১ ॥ আত্মপ্রেরণযদৃচ্ছাজ্ঞতাভিশ্চ ন সংযোগবিশেষঃ। ৩২ ॥ ব্যাসক্তমনসঃ পাদব্যথনেন সংযোগবিশেষেণ সমানম্। ৩৩ ॥ প্রণিধানলিঙ্গাদিজ্ঞানানামযুগপদ্ভাবাদ্ যুগপদস্মরণম্। ৩৪ ॥ প্রাতিভবত্তু প্রণিধানাদ্যনপেক্ষে স্মার্ত্তে যৌগপদ্যপ্রসঙ্গঃ। ৩৫ ॥ জ্ঞস্যেচ্ছাদ্বেষনিমিত্তত্বাদারম্ভনিবৃত্ত্যোঃ । ৩৬ ॥ তল্লিঙ্গত্বাদিচ্ছাদ্বেষয়োঃ পার্থিবাদ্যেষ্বপ্রতিষেধঃ। ৩৭ ॥ পরশ্বাদিষ্বারম্ভনিবৃত্তিদর্শনাৎ। ৩৮ ॥ কুম্ভাদিষ্বনুপলব্ধেরহেতুঃ ।৩৯॥ নিয়মানিয়মৌ তু তদ্বিশেষকৌ ।৪০॥ যথোক্তহেতুত্বাৎ পারতন্ত্র্যাদকৃতাভ্যাগমাচ্চ ন মনসঃ। ৪১ ॥ পরিশেষাদ্যথোক্তহেতূপপত্তেশ্চ। ৪২ ॥ স্মরণন্ত্বাত্মনো জ্ঞস্বাভাব্যাৎ। ৪৩ ॥ প্রণিধাননিবন্ধাভ্যাসলিঙ্গলক্ষণসাদৃশ্যপরিগ্রহাশ্রয়াশ্রিতসম্বন্ধানন্তর্য্যবিয়োগৈককার্য্যবিরোধাতিশয়প্রাপ্তিব্যবধানসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষভয়ার্থিত্বক্রিয়ারাগধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তেভ্যঃ। ৪৪ ॥ কর্ম্মানবস্থায়িগ্রহণাৎ। ৪৫ ॥ বুদ্ধ্যবস্থানাৎপ্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্যভাবঃ। ৪৬ ॥ অব্যক্তগ্রহণমনবস্থায়িত্বাৎ বিদ্যুৎসম্পাতে রূপাব্যক্ত-

ব্যক্তগ্রহণবৎ। ৪৭ ॥ হেতূপাদানাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাভ্যনুজ্ঞা। ৪৮॥ প্রদীপার্চ্চিঃসন্তত্যভিব্যক্তগ্রহণবত্তদ্‌গ্রহণম্‌। ৪৯॥ দ্রব্যে-স্বগুণপরগুণোপলব্ধেঃ সংশয়ঃ। ৫০ ॥ যাবচ্ছরীরভাবিত্বাদ্রূপাদী-নাম্‌। ৫১ ॥ ন পাকজগুণান্তরোৎপত্তেঃ। ৫২ ॥ প্রতিদ্বন্দ্বিসিদ্ধেঃ পাকজানামপ্রতিষেধঃ। ৫৩॥ শরীরব্যাপিত্বাৎ। ৫৪॥ কেশ-নখাদিষ্বনুপলব্ধেঃ। ৫৫ ॥ ত্বক্‌পর্য্যন্তত্বাচ্ছরীরস্য কেশনখাদিষ্ব প্রসঙ্গঃ। ৫৬॥ শরীরগুণবৈধর্ম্ম্যাৎ। ৫৭ ॥ ন রূপাদীনামিতরে-তরবৈধর্ম্ম্যাৎ। ৫৮॥ ঐন্দ্রিয়কত্বাদ্রূপাদীনামপ্রতিষেধঃ। ৫৯॥ জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ। ৬০॥ ন যুগপদনেকক্রিয়োপ-লব্ধেঃ। ৬১। অলাতচক্রদর্শনবত্তদুপলব্ধিরাশুসঞ্চারাৎ। ৬২॥ যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু। ৬৩॥ পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ। ৬৪॥ ভূতেভ্যো মূর্ত্ত্যুপাদানবৎ তদুপাদানম্‌। ৬৫ ॥ ন সাধ্যসমত্বাৎ।৬৬॥ নোৎপত্তিনিমিত্তত্বান্মাতাপিত্রোঃ। ৬৭॥ তথাহারস্য। ৬৮॥ প্রাপ্তৌ চানিয়মাৎ। ৬৯॥ শরীরোৎপত্তিনিমিত্তবৎ সংযোগোৎ-পত্তিনিমিত্তং কর্ম্ম। ৭০॥ এতেনানিয়মঃ প্রত্যুক্তঃ। ৭১॥ উপপন্নশ্চ তদ্বিয়োগঃ কর্ম্মক্ষয়োপপত্তেঃ। ৭২॥ তদদৃষ্টকারিত-মিতি চেৎ পুনস্তৎপ্রসঙ্গোঽপবর্গে। ৭৩॥ ন কারণাকরণয়ো-রারম্ভদর্শনাৎ। ৭৪॥ মনঃকর্ম্মনিমিত্তত্বাচ্চ সংযোগানুচ্ছেদঃ। ৭৫॥ নিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চ প্রায়েণানুপপত্তেঃ। ৭৬॥ অণুশ্যামতানিত্যত্ববদেতৎ স্যাৎ। ৭৭॥ নাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। ৭৮॥

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

প্রবৃত্তির্যথোক্তা। ১ ॥ তথা দোষাঃ। ২ ॥ তৎত্রৈরাশ্যং রাগদ্বেষমোহার্থান্তরভাবাৎ। ৩ ॥ নৈকপ্রত্যনীকভাবাৎ। ৪ ॥ ব্যভিচারাদহেতুঃ। ৫ ॥ তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ। ৬ ॥ প্রাপ্তস্তর্হি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবাদর্থান্তরভাবো দোষেভ্যঃ। ৭ ॥ ন দোষলক্ষণবিরোধান্মোহস্য। ৮ ॥ নিমিত্তনৈমিত্তিকোপপত্তেশ্চ তুল্যজাতীয়ানামপ্রতিষেধঃ। ৯ ॥ আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ। ১০ ॥ ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ। ১১ ॥ ন ঘটাদ্ ঘটানিষ্পত্তেঃ। ১২ ॥ ব্যক্তাদ্ ঘটনিষ্পত্তেরপ্রতিষেধঃ। ১৩ ॥ অভাবাদ্ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ। ১৪ ॥ ব্যাঘাতাদপ্রয়োগঃ। ১৫ ॥ নাতীতানাগতয়োঃ কারকশব্দপ্রয়োগাৎ। ১৬ ॥ ন বিনষ্টেভ্যোঽনিষ্পত্তেঃ। ১৭ ॥ ক্রমনির্দ্দেশাদপ্রতিষেধঃ। ১৮ ॥ ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ। ১৯ ॥ ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ। ২০ ॥ তৎকারিতত্বাদহেতুঃ। ২১ ॥ অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ। ২২ ॥ অনিমিত্তনিমিত্তত্বান্নানিমিত্ততঃ। ২৩ ॥ নিমিত্তানিমিত্তয়োরর্থান্তরভাবাদপ্রতিষেধঃ। ২৪ ॥ সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ। ২৫ ॥ নানিত্যতানিত্যত্বাৎ। ২৬ ॥ তদনিত্যত্বমগ্নের্দাহ্যং বিনাশ্যানুবিনাশবৎ। ২৭ ॥ নিত্যস্যাপ্রত্যাখ্যানং যথোপলব্ধিব্যবস্থানাৎ। ২৮ ॥ সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ। ২৯ ॥ নোৎপত্তিবিনাশকারণোপলব্ধেঃ। ৩০ ॥ তল্লক্ষণাবরোধাদপ্রতিষেধঃ। ৩১ ॥ নোৎপত্তিতৎকারণোপলব্ধেঃ। ৩২ ॥ ন ব্যবস্থানুপপত্তেঃ। ৩৩ ॥ সর্ব্বং পৃথগ্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ। ৩৪ ॥

নানেকলক্ষণৈরেকভাবনিষ্পত্তেঃ ।৩৫ ॥ লক্ষণব্যবস্থানাদেবা-প্রতিষেধঃ। ৩৬ ॥ সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ।৩৭ ॥ ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাম্ ।৩৮॥ ন স্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ ।৩৯॥ ব্যাহতত্বাদযুক্তম্। ৪০ ॥ সংখ্যৈকান্তা সিদ্ধিঃ কারণানুপপত্তি-ভ্যাম্। ৪১ ॥ ন কারণাবয়বভাবাৎ। ৪২ ॥ নিরবয়বত্বাদ-হেতুঃ। ৪৩ ॥ সদ্যঃ কালান্তরে চ ফলনিষ্পত্তেঃ সংশয়ঃ। ৪৪ ॥ ন সদ্যঃ কালান্তরোপভোগ্যত্বাৎ। ৪৫ ॥ কালান্তরেণানিষ্পত্তি-র্হেতুবিনাশাৎ। ৪৫ ॥ প্রাঙ্ নিষ্পত্তের্বৃক্ষফলবত্তৎ স্যাৎ। ৪৭ ॥ নাসন্নসন্ন সদসৎসদসতোর্বৈধর্ম্ম্যাৎ। ৪৮ ॥ উৎপাদব্যয়দর্শনাৎ ।৪৯॥ বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ। ৫০ ॥ আশ্রয়ব্যতিরেকাদ্ বৃক্ষফলোৎপত্তি-বদিত্যহেতুঃ। ৫১ ॥ প্রীতেরাত্মাশ্রয়ত্বাদপ্রতিষেধঃ। ৫২ ॥ ন পুত্রপশুস্ত্রীপরিচ্ছদহিরণ্যান্নাদিফলানির্দ্দেশাৎ। ৫৩ ॥ তৎসম্বন্ধাৎ ফলনিষ্পত্তেস্তেষ ফলবদুপচারঃ। ৫৪ ॥ বিবিধবাধনাযোগাদ্ দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ। ৫৫ ॥ ন সুখস্যান্তরালনিষ্পত্তেঃ। ৫৬ ॥ বাধনা নিবৃত্তের্ব্বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাদপ্রতিষেধঃ। ৫৭ ॥ দুঃখ-বিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ। ৫৮ ॥ ঋণক্লেশপ্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গা-ভাবঃ। ৫৯ ॥ প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দে নানুবাদো নিন্দা-প্রশংসোপপত্তেঃ। ৬০ ॥ অধিকারাচ্চ বিধানং বিদ্যান্তরবৎ ।৬১॥ সমারোপণাদাত্মন্যপ্রতিষেধঃ। ৬২ ॥ সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশা-ভাবাদপবর্গঃ। ৬৩ ॥ ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসংধানায় হীন-ক্লেশস্য। ৬৪ ॥ ন ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ। ৬৫ ॥ প্রাগুৎপত্তেরভাবানিত্যত্ববৎ স্বাভাবিকেঽপ্যনিত্যত্বম্। ৬৬ ॥

অণুশ্যামতাঽনিত্যত্ববদ্বা। ৬৭ ॥ ন সঙ্কল্পনিমিত্তত্বাচ্চ রাগাদীনাম্। ৬৮ ॥

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্॥

দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তিঃ। ১ ॥ দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ। ২ ॥ তন্নিমিত্তন্ত্ববয়ব্যভিমানঃ। ৩ ॥ বিদ্যাঽবিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। ৪ ॥ তদসংশয়ঃ পূর্ব্বহেতুপ্রসিদ্ধত্বাৎ।৫॥ বৃত্ত্যনুপপত্তেরপি তর্হি ন সংশয়ঃ। ৬ ॥ কৃৎস্নৈকদেশাবৃত্তিত্বাদবয়বানামবয়ব্যভাবঃ। ৭ ॥ তেষু চাবৃত্তেরবয়ব্যভাবঃ। ৮ ॥ পৃথক্ চাবয়বেভ্যোঽবৃত্তেঃ। ৯ ॥ নাচাবয়ব্যবয়বাঃ। ১০ ॥ একস্মিন্ ভেদাভাবাদ্ ভেদশব্দপ্রয়োগানুপপত্তেরপ্রশ্নঃ। ১১ ॥ অবয়বান্তরাভাবেঽপ্যবৃত্তেরহেতুঃ। ১২ ॥ কেশসমূহে তৈমিরিকোপলব্ধিবত্তদুপলব্ধিঃ। ১৩ ॥ স্ববিষয়ানতিক্রমেণেন্দ্রিয়স্য পটুমন্দভাবাদ্বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবো নাবিষয়ে প্রবৃত্তিঃ। ১৪॥ অথাবয়বাবয়বিপ্রসঙ্গশ্চৈবমাপ্রলয়াৎ। ১৫ ॥ ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ। ১৬॥ পরং বা ত্রুটেঃ। ১৭ ॥ আকাশব্যতিভেদাৎ তদনুপপত্তিঃ। ১৮ ॥ আকাশাসর্ব্বগতত্বং বা। ১৯ ॥ অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ। ২০ ॥ সর্ব্বসংযোগশব্দবিভবাচ্চ সর্ব্বগতম্। ২১ ॥ অব্যূহাবিষ্টম্ভবিভুত্বানি চাকাশধর্ম্মা মূর্ত্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাবঃ।২২ ॥ সংযোগোপপত্তেশ্চ। ২৩ ॥ অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চা-

প্রতিষেধঃ। ২৪॥ বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিস্তন্ত্বপকর্ষণে পটসদ্ভাবানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ। ২৫॥ ব্যাহতত্বাদহেতুঃ। ২৬॥ তদাশ্রয়ত্বাদপৃথগ্‌গ্রহণম্। ২৭॥ প্রমাণতশ্চাঽর্থপ্রতিপত্তেঃ। ২৮॥ প্রমাণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাম্। ২৯॥ স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ। ৩০॥ মায়াগন্ধর্ব্বনগরমৃগতৃষ্ণিকাবদ্বা। ৩১॥ হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ। ৩২॥ স্মৃতিসঙ্কল্পবচ্চ স্বপ্নবিষয়াভিমানঃ।৩৩॥ মিথ্যোপলব্ধিবিনাশস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্নবিষয়াভিমানপ্রণাশবৎ প্রতিবোধে। ৩৪॥ বুদ্ধেশ্চৈবং নিমিত্তসদ্ভাবোপলম্ভাৎ। ৩৫॥ তত্ত্বপ্রধানভেদাশ্চ মিথ্যাবুদ্ধের্দ্বৈবিধ্যোপপত্তিঃ। ৩৬॥ সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ। ৩৭॥ নার্থবিশেষপ্রাবল্যাৎ। ৩৮॥ ক্ষুদাদিভিঃ প্রবর্ত্তনাচ্চ। ৩৯॥ পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাৎ তদুৎপত্তিঃ। ৪০॥ অরণ্যগুহাপুলিনাদিষু যোগাভ্যাসোপদেশঃ। ৪১॥ অপবর্গেঽপ্যেবং প্রসঙ্গঃ। ৪২॥ ন নিষ্পন্নাবশ্যম্ভাবিত্বাৎ। ৪৩॥ তদভাবশ্চাপবর্গে। ৪৪॥ তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্মবিধ্যুপায়ৈঃ। ৪৫॥ জ্ঞানগ্রহণাভ্যাসস্তদ্বিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ। ৪৬॥ তং শিষ্যগুরুসব্রহ্মচারিবিশিষ্টশ্রেয়োঽর্থিভিরনসূয়িভিরভ্যুপেয়াৎ।৪৭॥ প্রতিপক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমর্থিত্বে। ৪৮॥ তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ। ৪৯॥

ইতি গোতমসূত্রপাঠে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণহেত্বর্থাপত্ত্যবিশেষোপপ — ত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধিনিত্যানিত্যকার্য্যসমাঃ ।১॥ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যামুপ সংহারে তদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যসমৌ ।২॥ গোত্বাদ্ গোসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধিঃ । ৩ ॥ সাধ্যদৃষ্টান্তয়োর্ধর্ম্মবিকল্পাদুভয়সাধ্যত্বাচ্চোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যাবর্ণ্যবিকল্পসাধ্যসমাঃ ।৪॥ কিঞ্চিৎসাধর্ম্ম্যাদুপসংহারসিদ্ধের্বৈধর্ম্ম্যাদপ্রতিষেধঃ । ৫ ॥ সাধ্যাতিদেশাচ্চ দৃষ্টান্তোপপত্তেঃ । ৬ ॥ প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যা অবশিষ্টত্বাদপ্রাপ্ত্যা অসাধকত্বাচ্চ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিসমৌ ॥ ৭ । ঘটাদিনিষ্পত্তিদর্শনাৎ পীড়নে চাভিচারাদপ্রতিষেধঃ ॥ ৮ । দৃষ্টান্তস্য করণানপদেশাৎ প্রত্যবস্থানাচ্চ প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তসমৌ ॥ ৯ । প্রদীপাদানপ্রসঙ্গনিবৃত্তিবত্তদ্বিনিবৃত্তিঃ ॥ ১০ । প্রতিদৃষ্টান্তহেতুত্বে চ নাহেতুর্দৃষ্টান্তঃ ॥ ১১ । প্রাগুৎপত্তেঃ করণাভাবাদনুৎপত্তিসমঃ ॥ ১২ । তথাভাবাদুৎপন্নস্য কারণোপপত্তের্ন কারণপ্রতিষেধঃ ॥ ১৩ । সামান্যদৃষ্টান্তয়োরৈন্দ্রিয়কত্বেন সমানে নিত্যানিত্যসাধর্ম্ম্যাৎ সংশয়সমঃ ॥ ১৪ । সাধর্ম্ম্যাৎসংশয়ে ন সংশয়ো বৈধর্ম্ম্যাদুভয়থা বা সংশয়োঽত্যন্তসংশয়প্রসঙ্গো নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ সামান্যস্যাপ্রতিষেধঃ ॥ ১৫ । উভয়সাধর্ম্ম্যাৎ প্রক্রিয়াসিদ্ধেঃ প্রকরণসমঃ ॥ ১৬ । প্রতিপক্ষাৎ প্রকরণসিদ্ধেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ ॥ ১৭ । ত্রৈকাল্যাসিদ্ধের্হেতোরহেতুসমঃ ॥ ১৮ । ন হেতুতঃ সাধ্যসিদ্ধেস্ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিঃ ॥ ১৯ । প্রতিষেধানুপপত্তেঃ প্রতিষেধাপ্রতিষেধঃ ॥ ২০ । অনুক্ত-

স্যার্থাপত্তেঃ পক্ষহানেরুপপত্তিরনুক্তত্বাদনৈকান্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ॥ ২১। একধর্ম্মোপপত্তেরবিশেষে সর্ব্ববিশেষপ্রসঙ্গাৎ সদ্ভাবোপপত্তেরবিশেষসমঃ॥ ২২। ক্বচিদ্ধর্ম্মানুপপত্তেঃ ক্বচিচ্চোপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ॥ ২৩। উভয়কারণোপপত্তেরুপপত্তিসমঃ॥ ২৪। উপপত্তিকারণাভ্যনুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ॥ ২৫। নির্দ্দিষ্টকারণাভাবেঽপ্যুপলম্ভাদুপলব্ধিসমঃ॥ ২৬। কারণান্তরাদপি তদ্ধর্ম্মোপপত্তেরপ্রতিষেধঃ॥ ২৭। তদনুপলব্ধেরনুপলম্ভাদভাবসিদ্ধৌ তদ্বিপরীতোপপত্তেরনুপলব্ধিসমঃ॥ ২৮। অনুপলম্ভাত্মকত্বাদনুপলব্ধেরহেতুঃ॥ ২৯। জ্ঞানবিকল্পানাঞ্চ ভাবাভাবসংবেদনাদধ্যাত্মম্॥ ৩০। সাধর্ম্ম্যাত্তুল্যধর্ম্মোপপত্তেঃ সর্ব্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাদনিত্যসমঃ॥ ৩১। সাধর্ম্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ প্রতিষেধ্যসাধর্ম্ম্যাচ্চ॥ ৩২। দৃষ্টান্তে চ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞাতস্য ধর্ম্মস্য হেতুত্বাত্তস্য চোভয়থাভাবান্নাবিশেষঃ॥ ৩৩। নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তের্নিত্যসমঃ॥ ৩৪। প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ॥ ৩৫। প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎকার্য্যসমঃ॥ ৩৬। কার্য্যান্যত্বে প্রযত্নাহেতুত্বমনুপলব্ধিকারণোপপত্তেঃ॥ ৩৭। প্রতিষেধেঽপি সমানো দোষঃ॥ ৩৮। সর্ব্বত্রৈবম্॥ ৩৯। প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দোষঃ॥ ৪০। প্রতিষেধং সদোষমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা॥ ৪১। স্বপক্ষলক্ষণাপেক্ষোপপত্ত্যুপসংহারে হেতুনির্দ্দেশে পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানো দোষঃ॥ ৪২।

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমাহ্নিকম্।

প্রতিজ্ঞাহানিঃ প্রতিজ্ঞান্তরং প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রতিজ্ঞাসংন্যাসো হেত্বন্তরমর্থান্তরং নিরর্থকমবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালং ন্যূনমধিকং পুনরুক্তমননুভাষণমজ্ঞানমপ্রতিভা বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা পর্য্যনুযোজ্যানুযোগোঽপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি ॥ ১। প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ ॥ ২। প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিষেধে ধর্ম্মবিকল্পাত্তদর্থনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্ ॥ ৩। প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্ব্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ॥ ৪। পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসংন্যাসঃ ॥ ৫। অবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষমিচ্ছতো হেত্বন্তরম্ ॥ ৬। প্রকৃতাদর্থাদপ্রতিসম্বন্ধার্থমর্থান্তরম্ ॥ ৭। বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকম্ ॥ ৮। পরিষৎপ্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্যবিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থম্ ॥ ৯। পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাদপ্রতিসম্বন্ধার্থমপার্থকম্ ॥ ১০। অবয়ববিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালম্ ॥ ১১। হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনম্ ॥ ১২। হেতূদাহরণাধিকমধিকম্ ॥ ১৩। শব্দার্থয়োঃ পুনর্ব্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ ॥ ১৪। অনুবাদে ত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপপত্তেঃ ॥ ১৫। অর্থাদাপন্নস্য স্বশব্দেন পুনর্ব্বচনম্ ॥ ১৬। বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিরভিহিতস্যাপ্যনুচ্চারণমননুভাষণম্ ॥ ১৭। অবিজ্ঞাতঞ্চাজ্ঞানম্ ॥ ১৮। উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা ॥ ১৯। কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ কথাবিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ ॥ ২০। স্বপক্ষদোষাভ্যুপগমনাৎ পরপক্ষদোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা ॥ ২১। নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তস্যানিগ্রহঃ পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণম্ ॥ ২২। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগো নিরনুযোজ্যানুযোগঃ ॥ ২৩। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎকথাপ্রসঙ্গোঽপসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৪। হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ ॥ ২৫।

ইতি গৌতমসূত্রপাঠে পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

সমাপ্তঞ্চেদং ন্যায়শাস্ত্রম্।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন।

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-শিষ্য মহামুনি জৈমিনি এই দর্শনের প্রণেতা। ষড়্‌-দর্শনের মধ্যে এই দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অপর পাঁচখানি দর্শনের একত্রীভূত আয়তন অপেক্ষা এই দর্শনের আয়তন বিস্তৃত। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ১০ম এই তিনটি অধ্যায়ের প্রত্যেক টিতে আটটি করিয়া পাদ আছে। অপর প্রত্যেক অধ্যায় চারিটি করিয়া পাদে বিভক্ত। কর্ম্ম-কাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড এই তিন অংশে বেদ বিভক্ত; তন্মধ্যে যে অংশে যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতি কর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপে বিবৃত আছে, তাহাকে কর্ম্ম-কাণ্ড বলে। যাগযজ্ঞাদিপূর্ণ কর্ম্ম-কাণ্ডই পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের বিষয়। ইহার প্রত্যেক অঙ্গকে তন্নতন্নরূপে বিচার করিয়া, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রধান অপ্রধান ভাব নিরূপণ পূর্ব্বক, মহামুনি জৈমিনি বৈদিক ক্রিয়াসকলের অপূর্ব্বোৎপাদকতা অবধারণ করিয়াছেন। এই সকল বৈদিক বিধি-প্রণোদিত কর্ম্মের পুত্রকলত্রাদি ঐহিক সম্পদ্ উৎপাদন করিবার সামর্থ্য ও আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেহান্তে স্বর্গফলপ্রদান করাই ইহাদিগের বিশেষ ক্ষমতা। তন্নিমিত্ত দ্বিজাতি মাত্রেরই সম্বন্ধে বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ যথাকালে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনক্রমে বেদাধ্যয়ন করিবেন। অধ্যয়ন সমাপন হইলে

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দারপরিগ্রহ এবং গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। দারপরিগ্রহ করিয়া বৈদিক বিধি অনুসারে স্থূলজগতে ব্রহ্মের প্রকাশমূর্ত্তি অগ্নিকে স্বগৃহে সংস্থাপন করিবেন; আমরণ এই অগ্নি গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া শৌচ, স্নানাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পরিবারস্থ সকলে পবিত্রমনে প্রীতি পূর্ব্বক গৃহে সংস্থাপিত অগ্নির নিকট উপস্থিত হইবেন, শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে বৈদিক মন্ত্রাদি স্মরণ, উচ্চারণ ও গানপূর্ব্বক নিয়মিত আহুতি সকল অগ্নিতে প্রদান করিবেন। তৎপরে গৃহকর্ম্ম যথানিয়মে সমস্তদিন সম্পাদন করিয়া, পুনরায় সায়ংকালে গৃহে স্থাপিত অগ্নির সমীপে উপস্থিত হইয়া পবিত্রমনে সুললিত বেদধ্বনি করিতে করিতে তাহাতে নিয়মিত আহুতিসকল প্রদান করিবেন। ইহাই দ্বিজাতিদিগের পক্ষে অনাপৎকালে অবশ্যকরণীয় নিত্য অগ্নিহোত্র। অতঃপর পক্ষান্তে প্রত্যেক পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে প্রত্যেক দ্বিজাতীয় গৃহস্থ দর্শপৌর্ণমাস যাগ স্বীয় অবস্থানুসারে সম্পাদন করিবেন। ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষেই এই অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। পক্ষের মধ্যে কৃত পাতক সকল স্মরণ করিয়া তন্নিমিত্ত গৃহস্থ অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। অনাবৃত পদে বনে গমন করিয়া তথা হইতে যজ্ঞের নিমিত্ত বিহিত কাষ্ঠভার স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া গৃহে আনয়ন করিবেন, স্বামী স্ত্রী পবিত্রমনে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া তাহা চূর্ণ করিবেন, এবং যজ্ঞীয় পিষ্টক এবং বেদী যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিধিপূর্ব্বক পুরোহিত এবং বন্ধুবর্গের সহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। তদ্ভিন্ন সময় সময় অপরাপর যজ্ঞেরও ব্যবস্থা ছিল।

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের আচরণীয় এই ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহাতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তন্নিমিত্ত পরম কারুণিক মহামুনি জৈমিনি নানাবিধ বিচার অবলম্বনে বেদবাক্যসকলের প্রকৃত মর্ম্ম বোধগম্য

করিবার উপযোগী নিয়মসকল মীমাংসাদর্শনে ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু কলিশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় জনসমাজ একেবারে বিপ্লবাকীর্ণ হওয়াতে, এক্ষণে আর্য্যসন্তানগণের যজ্ঞনিষ্ঠা প্রায় সর্ব্বত্রই সম্যক্ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এক্ষণে ভারতভূমিতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ এই কলিকালের জীবের পক্ষে বহু আয়াস-সাধ্য দ্রব্যময় অগ্নিষ্টোমোদি যাগ অপেক্ষা নাম যজ্ঞেরই অধিক প্রশস্ততা বিষয়ে সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের সম্যক্ আলোচনা ও ব্যাখ্যা এক্ষণকার কালের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নহে। বিশেষতঃ দর্শনালোচনা এই গ্রন্থে যে উদ্দেশ্যে আরম্ভ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত এই গ্রন্থে অতি বৃহৎ পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের সম্যক্ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনোক্ত বৈদিক শব্দের নিত্যতা বিষয়েই প্রধানতঃ বৈশেষিকাদি কোন কোন দর্শনে বিভিন্নপ্রকার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মহর্ষি জৈমিনি যেরূপ বিচারদ্বারা বৈদিক শব্দের নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ নিম্নে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন।

প্রথম অধ্যায়—প্রথম পাদ।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১ সূত্র। অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ॥

বেদাধ্যয়নান্তে ধর্ম্মস্য স্বরূপজ্ঞানেচ্ছা ভবতি; অতএব জিজ্ঞাসা, কিং স্বরূপো ধর্ম্মঃ কিংবা তস্য প্রমাণমিতি।

গুরুকুলে অবস্থিতি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নান্তে তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ ইচ্ছার উদয় হইলে, শিষ্য গুরুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। (অথ শব্দের অর্থ বেদাধ্যয়নের অনন্তর; অতঃ = অতএব, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন হইলে তদুপদিষ্ট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিশেষ তত্ত্ব জানিতে যে ইচ্ছার উদয় হয়, তন্নিমিত্ত)। এই গ্রন্থের বিষয় যে ধর্ম্মতত্ত্ব-বিচার, তাহা এই সূত্রে স্পষ্টরূপে মহর্ষি জৈমিনি উল্লেখ করিয়াছেন; ধর্ম্মের স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও ফল এই গ্রন্থের ব্যাখ্যার বিষয়। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দে কখন মোক্ষসাধনও বুঝায়; পরন্তু এই গ্রন্থে ধর্ম্ম শব্দ এইরূপ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; সাধারণতঃ দ্বিজাতিগণের আচরণীয় বলিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়। তাহা দ্বিতীয় সূত্রে সূত্রকার স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছেন; যথা—

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২ সূত্র। চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ ॥

চোদনেতি প্রবর্ত্তকশব্দো নাম। চোদনা এব লক্ষণং প্রমাণং যস্য, অর্থশ্চ অভ্যুদয়জনকশ্চ যস্য, স ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ।

(কার্য্যে প্রবর্ত্তনাকে চোদনা বলে)। যে সকল বৈদিক শব্দে কার্য্যে

প্রেরণা বুঝায়, সেই সকল বিধিজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা পরিলক্ষিত যে কর্ম্ম, অথচ যাহা কর্ত্তার অভ্যুদয় ও সুখোৎপত্তি-সাধক এবং অপর মনুষ্যাদির দুঃখোৎপাদক নহে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। (অতএব শ্যেনযাগাদি এবং সাধারণতঃ উচ্চাটন, মারণ প্রভৃতি বিষয়ক কর্ম্ম বেদে উক্ত হইলেও তাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে। কারণ তাহা দুঃখোৎপত্তি না করিয়া সুখোৎপত্তির সাধক হয় না।)

পরলোকে স্বর্গাদি সুখোৎপাদক এবং ইহলোকে পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্যাদি-প্রাপক বেদবিহিত যজ্ঞ, দান ও হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। এবম্বিধ ধর্ম্মই এই গ্রন্থে উপদিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কর্ম্মে নিয়োজক বেদবাক্যই অভ্যুদয়ের হেতুভূত, ইহাই ধর্ম্ম জানিবার একমাত্র উপায়।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৩ সূত্র। তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥

তস্য চোদনাখ্যস্য নিমিত্তস্য পরীষ্টিঃ পরীক্ষণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

অতএব ধর্ম্মের উক্ত প্রমাণবিষয়ে বিশেষ সাবহিতরূপে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৪ সূত্র। সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম, তৎপ্রত্যক্ষমনিমিত্তং, বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ ॥

পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণাং সৎসম্প্রয়োগে (সতি বিদ্যমানে বিষয়ে, সংযোগে সতি) বুদ্ধিজন্ম (বুদ্ধের্জ্ঞানস্য যৎ জন্ম) তৎপ্রত্যক্ষম্। (এবম্ভূতং প্রত্যক্ষং) অনিমিত্তং (ধর্ম্মজ্ঞানোৎপাদনে ন সাধকং ভবতি)। বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ (বিদ্যমানস্যৈব বস্তুনঃ ইন্দ্রিয়ৈরুপলম্ভনত্বাৎ অনুভবাৎ)।

অস্তিত্বশীল বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়সকলের যোগ হেতু যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে; ধর্ম্ম কি তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করিতে এই প্রত্যক্ষ সমর্থ নহে; কারণ বিদ্যমান যে বস্তু তাহারই জ্ঞান ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা হয়, পরন্তু ধর্ম্ম বিদ্যমান বস্তু নহে; তাহা উৎপাদন করিতে হয়।

(ধর্ম্মজ্ঞান-সাধন বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুপযোগিতা প্রদর্শন দ্বারা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানও ধর্ম্মজ্ঞান-সাধন বিষয়ে নিমিত্ত নহে বলিয়া বলা হইল বুঝিতে হইবে)।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৫ সূত্র। **ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং, বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ ॥**

("অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ইত্যাদৌ) শব্দস্য (বৈদিকপদস্য) অর্থেন (সহ) সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিকঃ (স্বভাবজাতঃ নিত্যঃ); তস্য (ধর্ম্মস্য) জ্ঞানং (বোধকম্)। অনুপলব্ধে (প্রত্যক্ষাদেবনুপলব্ধে) অর্থে উপদেশঃ (বৈদিকোপদেশঃ) অব্যতিরেকঃ (অব্যভিচারী); (অত এব) অনপেক্ষত্বাৎ (প্রত্যক্ষাদেরনপেক্ষত্বাৎ) তৎপ্রমাণং (তদেবধর্ম্মনির্ণয়ে প্রমাণং; ন তু প্রত্যক্ষাদয়ঃ)। বাদরায়ণস্য মতম্ এতৎ, ইত্যর্থঃ।

"স্বর্গপ্রাপ্তি নিমিত্ত অগ্নিহোত্রযাগ করিবে" এই বৈদিক বাক্যের পদগুলি তৎপ্রতিপাদক অর্থের সহিত স্বভাবতঃ নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট। এই স্বাভাবিক নিত্যসম্বন্ধই ধর্ম্মজ্ঞানের উদ্বোধক। (অগ্নিহোত্র দ্বারা যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে, অনুমানেরও বিষয়ীভূত নহে); প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে, এবম্ভূত বিষয়েও বৈদিক উপদেশসকলের সত্যতার ব্যভিচার কখন দৃষ্ট হয় না এবং ইহারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষা করে না (অর্থাৎ তদুপরি স্থাপিত নহে); (অতএব ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে ঐ সকল বিধিঘটিত বৈদিক পদই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া) মহর্ষি বাদরায়ণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৬ সূত্র। **কর্ম্মৈকে, তত্র দর্শনাৎ ॥**

একে (বৈশেষিকাদয়ঃ) কর্ম্ম (শব্দঃ, অনিত্যং কর্ম্মজন্যম্ ইতি বদন্তি)

তত্র দর্শনাৎ (শব্দোৎপাদনবিষয়ে প্রযত্নদর্শনাৎ)। (শব্দস্য অনিত্যত্বাৎ তস্য অর্থেন সম্বন্ধোঽপি তথৈব ভবিতুমর্হতি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ)।

কোন কোন পণ্ডিতগণ (বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ) এই সিদ্ধান্তে এইরূপ আপত্তি করেন যে শব্দ জন্যবস্তু, তদ্বিষয়ে প্রযত্ন হইতে তাহার উৎপত্তি দৃষ্ট হয়; উৎপত্তির পূর্ব্বে শব্দের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। অতএব শব্দ নিত্য নহে। শব্দ নিত্য না হওয়ায়, তৎসহ অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাও সুতরাং অনিত্য; অতএব এই সম্বন্ধকে নিত্য কল্পনা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের প্রমাণ বলা যাইতে পারে না।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৭ সূত্র। অস্থানাৎ ॥

অস্থানাৎ অস্থিরত্বাৎ শব্দম্ অনিত্যং বদন্তি বৈশেষিকাঃ।

তাঁহারা আরও বলেন যে, শব্দ ক্ষণমাত্র স্থায়ী, উৎপত্তির পরক্ষণেই তাহার বিনাশ হয়; অতএব তাহার অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য বলা অসম্ভব। (পূর্ব্বপক্ষ)

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৮ সূত্র। করোতি শব্দাৎ ॥

শব্দং করোতীতি লোকপ্রসিদ্ধিবপ্যাপ্তি, তস্মাৎ ন শব্দ নিত্যত্বম্।

"শব্দ করিতেছে" এইরূপ বাক্য সর্ব্বদাই সকলে প্রয়োগ করিতেছে; তদ্দ্বারা ঘটাদি করিতেছে বলিলে যেমন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে বুঝায়, তদ্রূপ শব্দও নূতন করে উৎপন্ন করিতেছে বুঝায়। ইহা সকল লোকের স্বভাবসিদ্ধ ধারণা। অতএব শব্দ অনিত্য (পূর্ব্বপক্ষ)।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৯ সূত্র। সত্ত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ ॥

সত্ত্বান্তরে (ভিন্নদেশস্থে জীবান্তরে) যৌগপদ্যাৎ এককালিকত্বাৎ শব্দো নানা অতো ন তস্য নিত্যত্বম্।

একই কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক একই শব্দ

উচ্চারিত ও শ্রুত হয়, অতএব শব্দ নানা, এক নহে। কিন্তু যাহা নানা, তাহা নিত্য নহে। অতএব শব্দ এক ও নিত্য নহে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১০ সূত্র। প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ ॥

(সন্ধি প্রভৃতি স্থলে) শব্দস্য বিকৃতির্ভবতি ; যথা দধি অত্র ইত্যত্র প্রকৃতিস্থিতস্য ইকারস্য যকাররূপো বিকারো ভবতি। পরন্তু যস্য প্রকৃতের্বিকারো ভবতি সোঽনিত্যঃ ; অতোঽপি শব্দস্য ন নিত্যত্বম্।

শব্দের প্রকৃতিগত রূপের পরিবর্ত্তন হয় ; যেমন, দধি অত্র, স্থলে সন্ধি হইয়া "দধ্যত্র" শব্দ হয়, শব্দের প্রকৃতিগত ই কার স্থানে য হয় ; কিন্তু যাহার বিকৃতি হয়, তাহা নিত্য নহে ; অতএব শব্দ অনিত্য।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১১ সূত্র। বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাঽস্য ॥

অস্য (শব্দস্য) কর্ত্তৃভূম্না (কর্ত্তৃবাহুল্যেন) বৃদ্ধির্দৃশ্যতে ; অতোঽপি অনিত্যঃ।

অনেক লোকে এক যোগে শব্দ করিলে শব্দের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাহা অনিত্য ; অতএব শব্দ অনিত্য।

এক্ষণে সূত্রকার এই সকল পূর্ব্বপক্ষের উত্তর ক্রমশঃ প্রদান করিতেছেন :—

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১২ সূত্র। সমং তু তত্র দর্শনম্ ॥

তু শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ তত্র (নিত্যত্বানিত্যত্বরূপপক্ষদ্বয়ে) দর্শনং সমম্, উচ্চারণাৎ পূর্ব্বং অনুপলব্ধত্বং সমম্ ইত্যর্থঃ ॥

উচ্চারণের পূর্ব্বে যে শব্দের উপলব্ধি হয় না ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু তদ্দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ উচ্চারণরূপ কর্ম্ম অব্যক্তভাবে স্থিত শব্দকেই প্রকাশ করে এইরূপ বলা যাইতে পারে। অতএব কেবল উচ্চারণ রূপ কর্ম্মদ্বারা অনুভব গোচর হওয়া হেতু শব্দের

অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। নিত্য ও অনিত্য উভয় স্থানেই এইরূপ হইতে পারে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৩ সূত্র। সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ॥

সতঃ সদ্বস্তুনোঽপি, পরম্ উত্তরকালে অদর্শনং ভবতি, বিষয়ানাগমাৎ তদ্ব্যঞ্জকবিষয়স্য ইন্দ্রিয়সংযোগস্য অভাবাদিত্যর্থঃ।

বিদ্যমান বস্তুরও তৎপ্রকাশক কারণের অভাবে দর্শনাভাব হয়; সুতরাং উচ্চারণের পরে (এবং পূর্ব্বে) শব্দ অননুভূত হওয়াতে তাহার অনিত্যতা প্রতিপন্ন হয় না।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৪ সূত্র। প্রয়োগস্য পরম্॥

"শব্দং করোতি" ইত্যত্র করোতি ইতি প্রয়োগস্য পরম্ উচ্চারণমাত্রস্য তাৎপর্য্যপ্রকাশকম্।

'শব্দ করিতেছে' এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্টে যে শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ শব্দ প্রকাশক ধ্বনি সম্বন্ধেই 'করা'ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়; শব্দ সম্বন্ধে নহে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৫ সূত্র। আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্॥

একস্যাদিত্যস্য যথা যৌগপদ্যম, তথা শব্দস্যাপি যৌগপদ্যম্।

যেমন আদিত্য এক হইলেও যুগপৎ নানাস্থানে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্দ্বারা তাঁহার একত্বের হানি হয় না; তদ্রূপ শব্দ এক হইলেও নানা স্থানে নানা লোকের কৃত ধ্বনিতে তাহা প্রকাশিত হয় ও নানা লোক কর্ত্তৃক শ্রুত হয়; তদ্দ্বারা শব্দের একত্ব নিরাকৃত হয় না; তদ্ধেতু শব্দের নিত্যত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৬ সূত্র। শব্দান্তরমবিকারঃ॥

ইকার স্থানে যকারঃ শব্দান্তরম্ ভিন্নশব্দঃ, অবিকারঃ, ন তু ইকারস্য বিকারঃ।

ইকারের স্থানে যে যকার হয় বলিয়া ব্যাকরণে উল্লেখ আছে, সেই যকার ইকার হইতে বিভিন্ন শব্দ ; ইহা ইকারের বিকার নহে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৭ সূত্র। নাদবৃদ্ধিপরাঃ ॥

কর্তৃভূম্না নাদস্য যা বৃদ্ধিঃ, সা নাদস্যৈব ন তু শব্দস্য।

একই শব্দের উচ্চারণকারী বহুপুরুষ হইলে তাহাদের মিলিতকার্য্যে ধ্বনিরই (নাদেরই) হ্রাসবৃদ্ধি হয় ; শব্দের নহে ; যতই উচ্চারণকারী লোক হউক, তাহাদের দ্বারা একই শব্দ প্রকাশিত হয় ; শ্রোতাও একই শব্দবোধ করে।

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়া সূত্রকার শব্দের নিত্যত্বের পোষক হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৮ সূত্র। নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ ॥

পরন্তু শব্দো নিত্য এব স্যাৎ ; কথং ? দর্শনস্য তস্য শব্দস্য দর্শনস্য উচ্চারণস্য পরার্থত্বাৎ ; যতো শব্দএব পরস্য শ্রোতুরর্থানুভবং জনয়তি ; ন তু ধ্বনিরিত্যর্থঃ।

পরন্তু শব্দ নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ উচ্চারণ দ্বারা পূর্ব্বাবগত শব্দই পরের বোধ জন্মাইবার নিমিত্ত হয়। শব্দ পূর্ব্ব হইতে আছে, তাহা পরের বুদ্ধিতে আরূঢ় করিবার জন্যই তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি করা হয় ; না থাকিলে ধ্বনি করা নিরর্থক হইত। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট করা হইতেছে—যেমন 'গমন' একটি অর্থপ্রকাশক স্ফোট শব্দ। গ, ম ও ন এই বর্ণাত্মক শব্দত্রয় প্রথমে একটির পর আর একটি বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত হয়। এই সকল বর্ণধ্বনি পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ হওয়ায়, একে অন্যের সহগামী অথবা সহকারী নহে। দ্বিতীয়টির উৎপত্তির পূর্ব্বেই প্রথম বর্ণাত্মক ধ্বনিটির লয় হয় এবং তৃতীয়টির উৎপত্তির পূর্ব্বেই দ্বিতীয়টির লয় হইয়া যায়। পরন্তু এইরূপ হইলে শ্রোতার বোধ

জন্মাইবার নিমিত্ত, গ, ম ও ন এই তিনটি বর্ণই একত্র হইয়া কার্য্য করে; এবং 'গমন' নামক একটি স্ফোট শব্দই অর্থের বোধক হয়। কেবল 'গ' কিম্বা 'ম' কিংবা 'ন' দ্বারা পৃথক্‌রূপে গমন ক্রিয়া বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ বোধ হয় না। পরন্তু 'গ', 'ম' এবং 'ন' এই বর্ণাত্মক শব্দত্রয়ের নাদ একটির পর আর একটি লয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায়, ইহাদের তিনটির একত্র অবস্থিত হইয়া অর্থবোধ জন্মান অসম্ভব। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে 'গমন' নামক একটি শব্দই অর্থবোধ জন্মায়, পরন্তু তাহা 'গ'কার 'ম'কার ও 'ন'কারের একত্র অবস্থিত ধ্বনি নহে। এইরূপ মিশ্রিতধ্বনি উৎপাদন-সামর্থ্য কোন বক্তার নাই। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রোতার বুদ্ধিই এই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণাত্মক ধ্বনিত্রয় সমাহার করিয়া 'গমন' রূপ স্ফোটশব্দটি বোধ করাইয়া দেয়; এই স্ফোটশব্দটি পূর্ব্বোক্ত ধ্বনি নহে, ইহা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধিতে ঐ শব্দ পূর্ব্বাবধি থাকিয়া একটি বিশেষ অর্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথম তাহা দৃষ্ট হইলে, তদ্ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তা কর্ত্তৃক উচ্চারিত হয়; এবং পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি দ্বাবা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই স্ফোটশব্দের জ্ঞান করিয়া তদর্থ বোধ করেন। অতএব স্ফোটশব্দটি ধ্বনি হইতে ব্যতিরিক্ত; ইহা বক্তার উচ্চারণকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন পদার্থ নহে। যেমন আলোক ও চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি-সাহায্যে একটি বস্তু এক্ষণে আমার দর্শন হইল বলিয়া, সেই বস্তুকে তৎকালে আলোকোৎপন্ন বস্তু বলা যায় না, তদ্রূপ শব্দও উচ্চারণ ক্রিয়া সাহায্যে এক্ষণে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইল বলিয়া, শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাইতে পারে না; ইহা ধ্বনি নিরপেক্ষ সদ্বস্তু; অতএব নিত্য।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ১৯ সূত্র। সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বব্যক্তিষু এক এব শব্দ ইত্যাকারঃ প্রত্যয়ো ভবতি; অতঃ শব্দো নিত্যঃ।

এক "গো" শব্দ সর্ব্বত্র যুগপৎ "গো" বোধ জন্মায়; ঐ শব্দব্যঞ্জক ধ্বনি যেরূপই হউক না কেন, তাহা এক গো শব্দেরই ধ্বনি বলিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্ব পুরুষের নিকট পরিচিত হয়; তদ্দ্বারাও শব্দের একত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২০ সূত্র। সংখ্যাভাবাৎ ॥

শতং উচ্চারিতোঽপি শব্দ এক এব, এতস্মাৎ শব্দ এক এব; অতো নিত্যঃ।

১০০ বার গো শব্দ উচ্চারিত হইলেও, এক গো শব্দই শতবার উচ্চারিত হইল বলা যায় ও লোকেও বোধ করে; কিন্তু কেহ এইরূপ বলে না অথবা বোধ করে না যে, শত বিভিন্ন গো শব্দ উচ্চারিত হইল। অতএব সংখ্যাভাব হেতু শব্দ এক ও নিত্য।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২১ সূত্র। অনপেক্ষত্বাৎ ॥

শব্দো ন কিঞ্চিদ্‌বিশেষপদার্থনিষ্ঠঃ; তস্মাৎ সর্ব্বাতীতো নিত্য ইত্যর্থঃ।

শব্দ কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট বস্তুর বা ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না; সূক্ষ্ম বায়ু হইতে স্থূল ক্ষিতি পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ বস্তুর সর্ব্বকালে শব্দ প্রকাশ-সামর্থ্য থাকা দৃষ্ট হয়। এবঞ্চ অন্য বস্তুর ক্রিয়া নিরপেক্ষ "অনাহত শব্দ" ও আছে, তাহা যোগিগণ অবগত আছেন। তদ্দ্বারা জানা যায় যে, শব্দ এতৎ সমস্তকে অতিক্রম করিয়া মহৎ ও নিত্যরূপে বর্ত্তমান আছে। তাহাতেই সকল বস্তুই ইহার সহিত সমভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২২ সূত্র। প্রখ্যাভাবাচ্চ যোগস্য ॥

ধ্বনিমাত্রোঽতোঽনিত্যশ্চেৎ, বাক্যাবয়বীভূতবিভিন্নশব্দানাং যোগাৎ সমাহারাৎ বাক্যার্থবোধশ্চ ন সম্ভবতি অতঃ শব্দো নিত্যঃ।

শব্দ অনিত্যধ্বনিমাত্র হইলে অনেক শব্দ যোগে যে বাক্য রচনা হয়, তাহার অর্থবোধকতা থাকিত না। প্রত্যেক পদ উচ্চারিত অথবা শ্রুত হইবার পরই লয় প্রাপ্ত হয়; অতএব বিভিন্ন পদ সংযোগে বাক্যার্থ বোধ হইবার আর উপায় থাকে না। অতএব শব্দের বাস্তবিক লয় না হওয়া বাক্যার্থবোধের নিমিত্ত স্বীকার করিতে হইবে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৩ সূত্র। **লিঙ্গদর্শনাচ্চ** ॥

শব্দস্য নিত্যত্বে শ্রুতিলিঙ্গমপ্যস্তি, তস্মাৎ শব্দনিত্যত্বং সিদ্ধমেব।

এই সকল যুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব সম্যক্ সিদ্ধ না হইলেও "বাচাবি-রূপনিত্যয়া" ইত্যাদি মন্ত্রে, শ্রুতি স্বয়ং শব্দকে নিত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত যে শব্দ নিত্য।

শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ দ্বারা শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধের নিত্যতা বিষয়ে আপত্তিও খণ্ডিত হইল। এক্ষণে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদবাক্যের প্রামাণিকতা বিষয়ে অপর আপত্তি বর্ণনা করিতে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইতেছেন।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৪ সূত্র। উৎপত্তৌ বা রচনাঃ স্যুরর্থস্যা-তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥

উৎপত্তৌ পদানাং অর্থজ্ঞানোৎপত্তৌ সত্যাং বাক্যবাক্যার্থয়োঃ সম্বন্ধাঃ রচনাঃ কল্পিতাঃ স্যুঃ, অর্থস্য বাক্যার্থস্য অতন্নিমিত্তত্বাৎ, ন পদার্থনিমিত্তত্বাৎ স চ বক্তা পুরুষকল্পিতঃ, অতো ন ধর্ম্মে প্রমাণমিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; তাহা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও, বাক্য ও বাক্যার্থের যে সম্বন্ধ, তাহা অবশ্য পুরুষের কল্পনা রচিত বলিতে হইবে, কারণ পদসকলের অর্থ হইতে বাক্যের অর্থ বিভিন্ন; অতএব বাক্য ও বাক্যার্থের সম্বন্ধ অনিত্য; অতএব বৈদিক বাক্যসকল ধর্ম্মের নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৫ সূত্র। তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ॥

তদ্ভূতানাং বাক্যাঙ্গভূতানাং, অর্থেন সহ নিত্যসম্বন্ধযুক্তানাং পদানাং ক্রিয়ার্থেন ক্রিয়াবাচিনা পদেন সহ সমাম্নায়ঃ পঠনম্, অর্থস্য বাক্যার্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ ক্রিয়ার্থপরত্বাৎ ॥

পদসকলের অর্থ বাক্যার্থ হইতে পৃথক্ হইলেও ক্রিয়াবাচক পদের উপরই বাক্যার্থ নির্ভর করে; তাহার সহিত অন্বিত হইয়া অপর সকল পদ বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ায় মিলিত বাক্যার্থ একই, পদ হইতে পৃথক্ নহে। যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই বৈদিক বাক্যে "জুহুয়াৎ" (হোম করিবে) এইটিই মূল ক্রিয়াপদ, বাক্য ইহার অর্থ প্রকাশ করে; কিরূপ হোম করিবে? তদুত্তরে "অগ্নিহোত্রং" অর্থাৎ অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে; কেমন পুরুষ করিবেন? তদুত্তরে "স্বর্গকামঃ", (স্বর্গাকাঙ্ক্ষী পুরুষ) এই পদ লইয়া বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব "জুহুয়াৎ" ক্রিয়াপদের উপরই সম্যক্ বাক্যের অর্থ মূলতঃ নির্ভর করে। অতএব বাক্য অর্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৬ সূত্র। লোকে সন্নিয়মাৎ প্রয়োগসন্নিকর্ষঃ ॥

যথা লৌকিকবাক্যেষু পদার্থজ্ঞানপূর্ব্বকং প্রয়োগোপপত্তিনিয়মোঽস্তি, তথা বেদেঽপি।

লৌকিক ব্যবহারে যেমন পদসকলের অর্থবোধপূর্ব্বক বাক্য প্রয়োগ হয়, তদ্দ্বারা বাক্যার্থের বোধ জন্মে, তদ্রূপ গুরুপরম্পরাজ্ঞানপূর্ব্বক ব্যবহার হওয়াতে বৈদিক বাক্যসকলেরও অর্থ বোধ হয়। বস্তুতঃ বৈদিক বাক্যসকলেরও তদর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য।

পুনরায় আপত্তি :—

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৭ সূত্র। বেদাংশৈকে সন্নিকর্ষাঃ পুরুষাখ্যাঃ॥

কাঠকাঃ কৌথুমাঃ ইত্যাদয়ঃ পুরুষাখ্যাঃ পুরুষঘটিতাঃ সংজ্ঞাঃ বেদাংশানাং সন্তি; অতঃ সন্নিকর্ষাঃ আধুনিকাঃ ইতি একে পণ্ডিতাঃ বদন্তি।

কাঠক, কৌথুম ইত্যাদি নাম দ্বারা বেদাংশসকল আখ্যাত হইয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ বলেন (অথবা বলিতে পারেন যে) বেদ কঠ, কুথুম প্রভৃতি নামক পুরুষ-প্রণীত, অতএব আধুনিক।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৮ সূত্র। অনিত্যদর্শনাচ্চ॥

অনিত্যপদার্থানাং যথা উৎপত্তিশীলপুরুষাণামুল্লেখো বেদে দৃশ্যতে, তস্মাদনিত্যঃ।

অনিত্য (জন্মবিশিষ্ট) পুরুষের নাম বেদে উল্লেখ আছে; যথা "ববরঃ প্রাবাহনিরকাময়ত", "ঔদ্দালকিরকাময়ত"। ঐ সকল পুরুষের জন্মের পূর্ব্বে তাহাদের নাম থাকিতে পারে না। তদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, বেদ ঐ সকল পুরুষের জন্মের পরে অবশ্য সৃষ্ট হইয়াছে।

উত্তর:—

১ম অঃ, ১ম পাদ, ২৯ সূত্র। উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বম্॥

পরন্তু পূর্ব্বেই শব্দের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। "বাচাহবিরূপনিত্যম্" ইত্যাদি বাক্যে বেদের নিত্যত্ব জানা যায়।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৩০ সূত্র। আখ্যাঃ প্রবচনাৎ॥

প্রবচনাৎ কাঠকম্ ইত্যাদয়ঃ কঠেনাধীতম্ অথবা প্রোক্তম্ ইত্যতঃ কাঠকং, ন তু কঠেন কৃতং কাঠকম্।

কঠপ্রভৃতি পুরুষ তাহা অধ্যয়ন, আচরণ অথবা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া কাঠক প্রভৃতি নাম হইয়াছে। তাঁহারা বেদের প্রণয়ন করেন নাই।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৩১ সূত্র। পরং তু শ্রুতিসামান্যমাত্রম্॥

সামান্যমাত্রম্ সামান্যবাচকম্ প্রবাহণ্যাদিশব্দ ইত্যর্থঃ।

প্রবাহণি প্রভৃতি শব্দ সামান্যবোধক; প্রবাহণ নামক কোন বিশেষ ব্যক্তি শ্রুতি কর্তৃক লক্ষিত হয় নাই। ইহা অপরসাধারণ বোধক।

১ম অঃ, ১ম পাদ, ৩২ সূত্র। কৃতে বা বিনিয়োগঃ স্যাৎ কর্ম্মণঃ সম্বন্ধাৎ॥

"বনস্পতয়ঃ সত্রমাসতে" ইত্যাদৌ কৈমুতিকন্যায়েন কর্ম্মণঃ সম্বন্ধেন অবশ্যকর্ত্তব্যতা উচ্যতে। অতো ন বেদঃ কৃত্রিম ইতি।

বনস্পতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, গোসকল সত্র করিয়াছিল ইত্যাদি অনেক অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কিরূপে বেদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, এই সকল বাক্যে কৈমুতিক ন্যায় (কিম্+উত পুনঃ= কিমুত+ষ্ণিক=কৈমুতিক; যদি বনস্পতিই করিয়াছে, তবে কি পুনরায় বিদ্বান্ মনুষ্য তাহা করিবে না? এইরূপ ন্যায়কে কৈমুতিক ন্যায় বলে) দ্বারা আদিষ্ট কর্ম্মের প্রতি (কৃতে) শ্রুতি বিশেষরূপে কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি প্রেরণ করিয়াছেন মাত্র। অর্থের সম্বন্ধপরম্পরা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব বেদার্থ উপযুক্তরূপে গৃহীত হইলে, ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য বলিয়া বোধ হইবে না।

ইতি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে
প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।
ওঁ তৎ সৎ

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের বিচারপ্রণালী প্রদর্শিত হইল; অতঃপর আর সূত্রব্যাখ্যা করা এই গ্রন্থের পক্ষে অনাবশ্যক। পরন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শব্দের সহিত অর্থের যে নিত্যসম্বন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা বৈদিক সংস্কৃত শব্দের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে এই বিষয় সম্বন্ধে বিচার দ্বারা সূত্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সংস্কৃত শব্দের ব্যতিক্রম উচ্চারণ দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের ফল বিষয়ে দোষোৎপত্তি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। প্রাকৃত এবং অপর প্রকার শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ নাই। (পুরাণাদিতেও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শিত আছে যে, যজ্ঞকালে মন্ত্রোচ্চারণের ব্যতিক্রম হেতু আচরিত যজ্ঞ অভীষ্ট ফল প্রদান না করিয়া তদ্বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল; যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, ত্বষ্টার যজ্ঞে ইন্দ্রহন্তার উৎপত্তি না হইয়া মন্ত্রোচ্চারণের ব্যতিক্রমবশতঃ ইন্দ্রের বধ্য বৃত্রাসুর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন)।

অর্থবাদ বাক্যসকলের সার্থকতা প্রদর্শন করিতে গিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মাঙ্গের প্রশংসা অথবা নিন্দা এবং গুণপ্রকাশক বাক্য, যাহাকে অর্থবাদ বলে, তদ্দ্বারা বিহিত কর্ম্মের প্রতি প্রেরণার পুষ্টিসাধনই করা হইয়াছে, ঐ সকল বাক্য সুতরাং নিরর্থক নহে। বৈদিক বাক্যসকলের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধতা এবং বৈদিক উপদেশসকলের প্রত্যক্ষবিরুদ্ধতা বিষয়ক যত প্রকার আপত্তি হইতে পারে, তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া, সূত্রকার মহর্ষি তাহা খণ্ডন করিয়াছেন এবং বেদবাক্যসকলের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান, তাহা নিরূপণ করিবার প্রণালীসকল নানাবিধ বিষয়ভেদে উপদেশ করিয়াছেন।

বৈদিক বাক্যসকল সম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনির উপদেশ এই যে, বৈদিক বাক্যসকল পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:—(১) বিধিবাক্য, যথা "জ্যোতি-

ষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ"। (২) নিষেধবাক্য, যথা "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" (৩) অর্থবাদবাক্য যথা "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা"। (৪) মন্ত্র, যথা "ইষেত্বা, অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ"। (৫) নামধেয়, যথা জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ ইত্যাদি। এই পঞ্চবিধ বাক্যের মধ্যে বিধিবাক্য সকলই সর্ব্বপ্রধান; কোন বিশেষ যাগাদিকর্ম্মে প্রেরণা করা এই সকল বিধিবাক্যের তাৎপর্য্য। নিষেধ বাক্যসকল বস্তুতঃ বিধিবাক্যেরই প্রকারভেদ মাত্র। ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না, এই নিষেধবাক্যের দ্বারা শ্রুতি এইরূপ বিধি দিয়াছেন বুঝিতে হয় যে, ব্রাহ্মণকে হনন করা বিষয়ে বৃত্তি নিরোধ করিবে। অর্থবাদ বাক্যসকলের স্বতন্ত্ররূপে বেদে সার্থকতা নাই; অর্থবাদ বাক্যসকল যজ্ঞাঙ্গভূত দেবতা প্রভৃতির স্তাবকবাক্য। বিধিবাক্য-প্রণোদিত যাগাদিকর্ম্মের অঙ্গীভূত দেবতাপ্রভৃতির মহিমা বর্ণনা দ্বারা অর্থবাদবাক্যসকল বিধিবাক্যেরই পোষকতা করিয়া স্বয়ং সার্থক হয়। বিধিবাক্যসকলের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তদঙ্গীভূত দেবতাসকলের উপাসনাবোধক বাক্যগুলি সাধারণতঃ মন্ত্র নামে আখ্যাত। অতএব বিধিবাক্যের বিষয়ীভূত অর্থ হইতে পৃথক্ অর্থ স্বতন্ত্ররূপে মন্ত্রবাক্যসকল প্রতিপাদিত করে না। নামধেয় বাক্যসকলেরও এইরূপ বিধিবাক্যের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র অর্থসিদ্ধি নাই। এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বিচার দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে প্রতিপন্ন করিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই বেদের মুখ্য উপদেশ। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, যাহাকে সাধারণতঃ বেদ বলা যায়, তাহাই জৈমিনিসূত্রের ব্যাখ্যার বিষয়। বেদের অন্তভাগ, যাহাকে বেদান্ত অথবা উপনিষদ্ বলে, তাহা ব্যাখ্যা করা এই পূর্ব্বমীমাংসার অভিপ্রেত নহে। বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মানই সূত্রকারের অভিপ্রেত। ইহা স্মরণ রাখিয়া, এই দর্শন পাঠ করিলে, অপর দর্শনের সহিত ইহার কোন বিরোধ থাকা দৃষ্ট হইবে না।

উপসংহার

সুবৃহৎ পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনব্যাখ্যানে আর অগ্রসর না হইয়া, এই স্থলেই তাহার সমাপন করা হইল। বৈদিক মন্ত্র এবং যাগাদি ক্রিয়াসকলের যথোক্তফলোৎপাদনসামর্থ্য থাকা, সকল দর্শনকারদিগের সম্মত; তদ্বিষয়ে কাহার কোন উপদেশদ্বৈধ নাই। পরন্তু বৈদিক যাগাদি কর্ম্মবিধি ব্যাখ্যাই পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের বিশেষ বিষয়; সুতরাং তাহার হেতু নির্ণয় করিতে জৈমিনিসূত্রে প্রথমেই চেষ্টা করা হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে "মহর্ষি জৈমিনির মীমাংসা এই যে, সংস্কৃত শব্দ এবং তাহাদিগের অর্থ, এই উভয়ের মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ স্থাপিত আছে; মন্ত্রসকল উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে, তাহারা নিশ্চিতরূপে তদর্থভূত ফলসকল উৎপাদন করিতে সমর্থ। বৈদিক শব্দসকল অর্থবোধের নিমিত্ত সঙ্কেতস্বরূপ সত্য; কিন্তু সেই সঙ্কেত অনাদিকাল হইতে প্রচলিত এবং স্বাভাবিক, তাহা কাল্পনিক নহে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টির মর্ম্ম আরও কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা যাইতেছে:—কোন কোন মূর্ত্তি এমন ভীষণ ও বিকট যে, তাহা দর্শন করিবামাত্র সকল প্রাণীর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। যাহারা মূক কথা কহিতে পারে না, এবং বিশেষ বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা অঙ্গভঙ্গিদ্বারা মনোগত ভাব প্রকাশ করে, তাহারা যদি "ভীষণ" ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, একটি ভীষণ মূর্ত্তি অপর কাহাকেও প্রদর্শন করে, তবে ইহা সঙ্কেত ব্যবহার করা হইল বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই সঙ্কেতটি স্বয়ং ও নিজশক্তিপ্রভাবে দ্রষ্টার মনে ভয় উদ্রেক করিতে সমর্থ; অতএব সঙ্কেত হইলেও, ইহা স্বাভাবিক সঙ্কেত বলিয়া গণ্য হয়। সংস্কৃত শব্দসকলও এইরূপ; ইহারা যে অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত সঙ্কেত; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহারা পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাভাবিক সঙ্কেত, ইহাদের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ,

তাহা স্বাভাবিক সম্বন্ধ, কাল্পনিক সম্বন্ধ নহে। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসও যোগসূত্রের সমাধিপাদের ২৭ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে ইহাই অবধারণ করিয়াছেন। যোগসূত্র বর্ণনায় পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

পরন্তু সকলপ্রকার শব্দের সহিত অর্থের এইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই; কেবল কাল্পনিক শব্দও অবশ্য আছে, এবং পৃথিবীমণ্ডলে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাতেই এইরূপ কেবল কাল্পনিক সাঙ্কেতিক শব্দের সংখ্যাই অধিক; কিন্তু সকল ভাষাতেই কতকগুলি স্বাভাবিক সঙ্কেতও মিশ্রিত আছে। পরন্তু উচ্চারণের দোষে তাহাও বিকৃত অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দেবভাষা সংস্কৃত এইরূপ নহে, ইহা সিদ্ধ ভাষা; ইহাতে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য; ইহাকে যে এতদ্দেশে দেবভাষা বলে, তাহারও ইহাই কারণ। কিন্তু এই বিষয় সম্যক্ বোধগম্য করা অতিশয় কঠিন। অতএব ইহা নিম্নে আরও কিছু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত বিশেষ বিশেষ রূপের (মূর্ত্তির) যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা এক্ষণকার বিজ্ঞানবলেও প্রমাণিত হইতেছে। বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই স্বীয় অনুরূপ মূর্ত্তি আছে। যাঁহারা আধুনিক শব্দবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, শব্দ বায়ুকে তরঙ্গায়িত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; সেই সকল তরঙ্গের রূপ, শব্দের পরিবর্ত্তন অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়, এই সকল রূপকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় তদনুরূপ শব্দ উৎপাদন করা যায়। রূপ ও শব্দের সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই আধুনিক ফনোগ্রাফ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। শব্দবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা পাশ্চাত্য প্রদেশেও সম্প্রতি ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, সঙ্গীতসকলের নানাবিধ মূর্ত্তিভেদ আছে; ইডোফোন নামক যন্ত্র সাহায্যে মার্গেরেট হিউজেস ইয়োরোপীয় সঙ্গীত স্বরলিপির মূর্ত্তিসকল সম্প্রতি প্রকাশিত

করিয়াছেন। অতএব শব্দ যে রূপবান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

আবার প্রত্যেক রূপই (মূর্ত্তিই) কোন না কোন মানসিক শক্তিব্যঞ্জক। মানসিক প্রত্যেক ভাব, কোন না কোন একটি বিশেষ রূপকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। ক্রোধের সময় মুখশ্রী এক বিশেষ আকার ধারণ করে, শরীরের অপরাপর অবয়বেরও ভঙ্গী এক বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রেমভাবের উদ্রেক হইলে, তৎসমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং অন্য এক বিশেষপ্রকার রূপ ও ভঙ্গী আবির্ভূত হয়। এইরূপ মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনের সহিত বাহ্যমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল ব্যক্তিরই ন্যূনাধিক পরিমাণে জ্ঞানগম্য হয়। বিশেষ বিশেষ রূপ যে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিব্যঞ্জক, তাহা এক্ষণকারকালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মনুষ্যেরও আকৃতিদর্শনে তাহার প্রকৃতি-নিরূপণ-বিষয়ক বিদ্যাও এক্ষণে বহুস্থলে উপদিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোনপ্রকার বিশেষ শিক্ষা-ব্যতীতও স্বভাবতঃই মনুষ্যসকল, পরস্পরের আকৃতির উপর নির্ভর করিয়া, অনেক স্থলে, পরস্পরের প্রকৃতির দোষগুণ বিচার করিয়া থাকে; এবং অনেক স্থলে সেই বিচার সত্য হইতেও দেখা যায়। বাস্তবিক, মনুষ্যের মানসিক ভাবের মধ্যে কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল, আবার কতকগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। স্থায়িভাব, যাহাকে মানসিক শক্তি বলে, এবং যদ্দ্বারা তাহার সাধারণ প্রকৃতি নির্ণীত হয়, তদনুসারেই প্রত্যেক মনুষ্যের মূর্ত্তি গঠিত হয়, এবং ক্ষণস্থায়ী ভাবসকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে. সেই মূর্ত্তির ভঙ্গিসকল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। বয়োবৃদ্ধি ও শিক্ষা এবং সাধনপ্রভাবে মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি যেমন পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তদ্রূপ বাহ্যমূর্ত্তিও অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যের মধ্যে রূপের যে প্রভেদ, তাহা আকস্মিক নহে; জগতে আকস্মিক

কিছুই নাই; আভ্যন্তরিক প্রকৃতির প্রভেদই রূপের প্রভেদের হেতু। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, জীব মাতৃগর্ভস্থ হইয়া, স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মার্জ্জিত প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, আপনা হইতে সেই প্রকৃতির অনুগামী রূপ স্বভাবতঃ গঠন করিয়া থাকে; মাতার ভক্ষিতান্নের অংশ-সকল যে বিশেষ বিশেষ রূপে সংযোজিত হইয়া, সন্তানসকলের নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ আকৃতিযুক্ত দেহ প্রস্তুত করে, তাহা আকস্মিক নহে; গর্ভস্থ সন্তানের আভ্যন্তরিক শক্তিনিচয়ই তাহার নিমিত্তকারণ। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক রূপই কোন বিশেষ মানসিক ভাব ও শক্তিব্যঞ্জক; এক একটি রূপ মানসিক এক একটি শক্তির বাহ্যমূর্ত্তি। বিশেষ বিশেষ রূপ ও বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থা পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত; যেখানে কোন জীবে ইহাদের একটি আছে, সেইখানে অপরটিও অবশ্য থাকিবে।

এবঞ্চ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ রূপ বিশেষ বিশেষ শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। পরন্তু প্রত্যেক রূপ আবার যখন কোন বিশেষ মানসিক শক্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তখন তদনুগামী শব্দেরও প্রোক্ত মানসিক শক্তির সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ শব্দ যে বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক, তদ্বিষয়ে মনুষ্যের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাও যে নাই, তাহা নহে। ক্রোধের সময় কণ্ঠস্বর একপ্রকার হয়, দয়ার সময় কণ্ঠস্বর অন্যপ্রকার হয়; এইরূপ, ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কণ্ঠস্বরও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কোন প্রকার কণ্ঠস্বর দূর হইতে শ্রবণ করিলে তাহা ক্রোধ, অথবা ভয়, অথবা অন্যভাবব্যঞ্জক, তাহা আমরা অনেক সময়েই অনুভব করিতে পারি। এমন কি, পশুপক্ষীর ধ্বনি শুনিয়াও অনেক সময়ে আমরা তাহার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে যে বিভিন্নতা আছে, তাহারও মূল, তাহাদের প্রকৃতিগত

বিভিন্নতা; গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি বীরগম্ভীর প্রকৃতির পরিচায়ক; লঘু কণ্ঠধ্বনি তরল প্রকৃতির পরিচায়ক। স্ত্রীকণ্ঠধ্বনি এবং পুংকণ্ঠধ্বনি একপ্রকার হয় না। বস্তুতঃ ইহ জগতে কোন একটি ঘটনা আকস্মিক নহে; সমস্ত জগৎই কার্য্যকারণসম্বন্ধে সম্বদ্ধ; জ্ঞানের বিকাশ যে পরিমাণে হয়, সেই পরিমাণেই এই সকল সম্বন্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকে। অতএব রূপের সহিত যেমন মানসিক ভাবের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, তদ্রূপ শব্দের সহিতও যে মানসিকভাবের নিয়ত সম্বন্ধ আছে; তদ্বিষয়ক সিদ্ধান্তে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও সম্পূর্ণ অনুকূল।

অতএব মানসিক প্রকৃতিও শক্তিনিচয়ের সহিত শব্দ এবং রূপ নিত্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। প্রত্যেক শব্দের অনুগামী রূপ আছে,এবং তাহা কোন বিশেষ মানসিক প্রকৃতির ব্যঞ্জক। যদি কোন ভাষার শব্দ-সকল এইরূপে গৃহীত হয় যে, তাহার অনুরূপ মূর্ত্তি এবং প্রকৃতিবিশিষ্ট পদার্থই তদ্দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তবে সেই ভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে সিদ্ধ ভাষা হয়; সেই ভাষার সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তাহার শব্দসকল তদীয় অর্থের স্বাভাবিক সঙ্কেত এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধও নিত্য। মহামুনি জৈমিনি বলিতেছেন যে, বৈদিক ভাষা তদ্রূপ ভাষা; সুতরাং ইহা সিদ্ধভাষা।

শব্দসকল স্বীয় অর্থের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে,তাহাদের যোজনা-ক্রমে যে সিদ্ধবাক্যও গঠিত হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, কেবল পৃথক্ পৃথক্ শব্দের নহে, বৈদিকবাক্য-সকলেরও তাহাদের অর্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য; তাঁহার মতে বৈদিক-বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদই প্রধান, অপরাপর পদ ক্রিয়া পদেরই অর্থ বিস্তার করে মাত্র। বাস্তবিক শব্দগুলি সিদ্ধার্থব্যঞ্জক হইলে, বাক্যও সিদ্ধার্থ-ব্যঞ্জক যাহাতে হয়, তদ্রূপে গঠিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কার্য্যতঃ তদ্রূপ হইয়াছে কি না, তাহা ফলের দ্বারা পরিচিত হয়। কিন্তু বৈদিক

কর্ম্মসকল যে বিহিত ফলোৎপাদনে সমর্থ, তাহা সকল দার্শনিকেরই সম্মত। মহর্ষি জৈমিনি বলেন যে, বেদবাক্য সকল সিদ্ধার্থবাক্য হওয়াতে, যে সকল কর্ম্ম অবশ্য করণীয় বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃই অবশ্য-কর্ত্তব্য; নিয়মিত বিধান অনুসারে সেই সকল কর্ম্ম কৃত হইলে, বৈদিক বাক্যের সত্যতা নিবন্ধন, তাহারা অবশ্য উপদিষ্ট ফল উৎপাদন করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইস্থলে আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শব্দের সহিত আকৃতির ও তদুভয়ের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধ আছে। অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের রূপ যদি তাহাব আভ্যন্তরিক প্রকৃতিব্যঞ্জক হয়, তবে সেইরূপ ও প্রকৃতির অনুগামী শব্দটি কি,* তাহা জ্ঞাত হইতে পাবিলে সেই শব্দটি সেই পুরুষের স্বাভাবিক নাম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ এই যে, বেদোক্ত দেবতাদিগেব স্বাভাবিক নাম আছে, তাহা ঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল নামসমন্বিত মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ, রটনা ও স্মরণ, এবং মন্ত্রার্থের ধ্যান-দ্বারা দেবতাসকল আকৃষ্ট হইয়া, সাধকের নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং তাঁহাদের অভীষ্ট পূরণ করেন, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ।

কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে, ইহা অযৌক্তিক বলিয়াও বোধ হয় না। আমি যদি কোন বিশেষ গুণ, (যেমন সাহসিকতা) প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, তাহার বিষয় অহর্নিশ ধ্যান করি, তবে আমাতে সাহসিকতা গুণ অনুপ্রাণিত হয়। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, সাহসিকতার অনুরূপ মূর্ত্তি ও শব্দ আছে; সুতরাং সেই মূর্ত্তির ধ্যান, এবং সেই শব্দের পুনঃ পুনঃ রটন ও স্মরণ করিলে, তাহা সাহসিকতারই ধ্যান হয়; সুতরাং সাহসিকতাই যে দেবতার (উচ্চ জীবের বিশেষ প্রকৃতি, সেই দেবতার মন্ত্র ও রূপ ধ্যান করিতে করিতে, সেই দেবতার

যে প্রকৃতি, তাহা অবশ্য সাধকের আয়ত্তাধীন হইবে। দেবতার তুল্যরূপতা প্রাপ্তি হইলে, সাধকের নিকট সেই দেবতা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়েন, এবং তাহার আনুকূল্য করিয়া থাকেন। ইহাই জগতের নিয়ম। ইহ জগতে সচরাচরই দেখা যায় যে, সমপ্রকৃতির লোক স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, পরস্পরের সহায় হইয়া থাকে। দেবতাদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ। সুতরাং এই কারণেও বৈদিক কর্ম্মের সফলতা অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে তাহাই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

এতৎসম্বন্ধে আর একটি বিষয় বক্তব্য আছে; আমি উপযুক্ত শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যেমন অপরকে বশীভূত করিতে পারি, তদ্রূপ মানসিক শক্তিপ্রয়োগ দ্বারাও তাহাকে বশীভূত করিতে পারি। এতদ্দেশে বশীকরণবিদ্যা পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে উপদিষ্ট হইয়াছিল। মন্ত্রশক্তি, বস্তুশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, এবং ইহাদের বিমিশ্রণ, এই সমস্ত উপায়ই বশীকরণের নিমিত্ত এতদ্দেশে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। ইহা যে অসম্ভব নহে, তাহা এক্ষণে পাশ্চাত্যপ্রদেশে হিপ্‌নটিজম্ (hypnotism) প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এই বিদ্যার গূঢ়তত্ত্ব সম্যক্ অবগত ছিলেন। বিশেষ বিশেষ উপায়ে অগ্নি উৎপাদন ও স্থাপন করিয়া, বিশেষ বিশেষ বস্তু দ্বারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র, এবং বিশেষ বিশেষ মুদ্রার (শারীরিক অঙ্গভঙ্গির) সাহায্যে, বিশেষ বিশেষ সময়ে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ দেবতাকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন; দেবগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আবির্ভূত হইতেন, এবং তাঁহাদের অভীপ্সিত পূরণ করিতেন। পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতিতে ঋষিদিগের এতৎসম্বন্ধীয় অদ্ভুত কীর্ত্তিসকল নানা স্থানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রশক্তি যে অদ্যাপি ভারত-ভূমি হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা নহে। সাধক-

গণ মন্ত্রশক্তির পরিচয় অদ্যাপি প্রাপ্ত হইতেছেন। সামান্য সর্পবৈদ্যগণও অদ্যাপি সময় সময় দ্রব্যশক্তি এবং মন্ত্রশক্তির পরিচয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে এতদ্দেশীয় এই প্রকারের সমস্ত বিষয়ই এক্ষণে প্রতারণা বলিয়া গণ্য হয়; এই প্রণালীতে শিক্ষিত পুরুষগণ প্রায়শঃ ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিতেও এক্ষণে ইচ্ছা করেন না। বাস্তবিক প্রতারণাও অনেক স্থলেই সত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকাতে স্বভাবতঃই ইহাতে সত্য কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে লোকের প্রবৃত্তি হয় না। যাহা হউক মন্ত্রশক্তির যথার্থতা যে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারাও খণ্ডিত হয় না, এইস্থলে সংক্ষেপতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইল।

সর্ব্বসাধারণ পাঠকের বোধোপযোগিরূপে এই সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল। পরন্তু শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি আর্য্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি বেদমন্ত্রের সাহায্যেই এই বিচিত্র সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছিলেন; যথা, শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"নানারূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মিমীতে স ঈশ্বরঃ"। এবঞ্চ "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত" ইত্যাদি বাক্যে এবং "এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজত" ইত্যাদি বাক্যে, কোন্ কোন্ মন্ত্র পূর্ব্বক ভূরাদি লোক এবং দেবতা প্রভৃতি জীব, প্রজাপতিকর্ত্তৃক সৃষ্ট ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি স্বয়ং উপদেশ করিয়াছেন। এক্ষণকার লোকের অল্প জ্ঞানবশতঃ এই সকল বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম পরিগ্রহ হওয়া অতিশয় কঠিন। শব্দময় স্বরলিপির গানদ্বারা যে বৃক্ষ পত্র পুষ্প প্রবাল প্রভৃতির মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহা সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত মার্গেরেট হিউজেস তৎপ্রকাশিত "ইডোফোন ভয়েস্ ফিগার্স" (Eidophone voice figures) নামক পুস্তকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিষয় চিন্তা করিলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ অবশ্য পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে

কথঞ্চিৎ সমর্থ হইবেন। অতএব শব্দময় মন্ত্র যদি দেবতাসৃষ্টির মূল হইল, তবে বিশেষ বিশেষ দেবতার মূর্ত্তির মূলীভূত, সর্ব্বজ্ঞশাস্ত্রোপদিষ্ট মন্ত্র, উপযুক্তরূপে উচ্চারিত হইলে সেই মন্ত্রময় দেবতার আবির্ভাব যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব মন্ত্রশক্তি যথার্থই মহাশক্তি, ইহা কদাচ অবহেলনীয় নহে। উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে, মন্ত্রোচ্চারণে দেবতার আবির্ভাব সাধকের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হয়, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

ভারতীয় সাকার উপাসনার তত্ত্ব সাধারণভাবে মাত্র উপরে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু এতাবন্মাত্রেই সাকার উপাসনা পর্য্যাপ্ত নহে; তদ্ব্যতীত ইহার আরও গভীর রহস্য আছে। ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে, তৎসমস্ত আপনা হইতেই বোধগম্য হইবে। যেমন শালগ্রামে বিষ্ণুশক্তির এবং বাণলিঙ্গে শিবশক্তির বিশেষ অধিষ্ঠান ও প্রকাশ থাকাতে, স্বীয় অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবেই ইঁহারা ভারতবর্ষে পূজ্য হইয়াছেন। যেমন সূর্য্যাদি প্রতীকে ভগবৎ-শক্তি-প্রকাশের প্রাচুর্য্য হেতু তদবলম্বনে ব্রহ্ম উপাসিত হয়েন, শালগ্রামাদিতেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

পরন্তু শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন; বুদ্ধি উত্তমরূপে মার্জ্জিত না হইলে, ইহা ধারণা করা যায় না। বৈশেষিক এবং ন্যায়দর্শন প্রথম অধিকারের দর্শন; অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থিগণ প্রথমে বৈশেষিকদর্শনে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য; তৎপর তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইলে, তাঁহারা ন্যায়দর্শন শিক্ষার অধিকারী হয়েন; ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, জ্ঞান ইত্যাদি স্থূলদেহের ধর্ম্ম নহে, এতৎ-সমস্ত আত্মার ধর্ম্ম বলিয়াই প্রথম দার্শনিকচিন্তায় প্রবেশেচ্ছু বিদ্যার্থি-

গণকে শিক্ষা দেওয়া যায়; তাহাই বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধির ধারণাশক্তি পরিপক্ক হইলে, আত্মা যে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণাতীত বস্তু, তৎসমস্ত যে স্থূলশরীরের অতীত "সূক্ষ্মদেহ" নামক অপর এক শরীরের ধর্ম্ম, তাহা বোধগম্য করিবার যোগ্যতা জন্মে। আত্মা যে স্বরূপতঃ ইচ্ছা প্রভৃতির অতীত, তাহা শ্রুতি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতিবাক্যকে ঈশ্বরবাক্য এবং শ্রুতিবাক্যে অভ্রান্তত্ব স্বীকার করিয়াও যে বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে উক্ত প্রকার শ্রুতিবিরোধী উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তদ্দ্বারাই উক্ত দর্শনসকলের অধিকার নিরূপিত হয়, এবং ঐ সকল দর্শনে যে চরম উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই, তাহা প্রমাণিত হয়। উক্ত দর্শনদ্বয়ব্যাখ্যানে তদ্বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সম্যক্ বেদ অধীত হইলে, এবং ন্যায়দর্শনোক্ত বিচারপ্রণালী সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলে মীমাংসাদর্শন অধ্যয়নের অধিকার জন্মে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত উন্নত অধিকারীকে এই মীমাংসাদর্শন শিক্ষা দিতে হয়। অতএব কেবল উপদেশের প্রভেদ দেখিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বিরোধকল্পনা করা উচিত নহে।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনোক্ত শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ ব্যাখ্যা করা হইল। পরন্তু উক্ত দর্শনে শব্দেরও নিত্যতা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে; তৎসম্বন্ধে আরও কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সাংখ্যদর্শন (যাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে তদ্) অনুসারে যাহা একান্ত অসৎ, তাহার উৎপত্তি বা প্রকাশ অসম্ভব; বস্তুসকল বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেই তাহাদিগের উৎপত্তি হওয়া বলা যায়; সুতরাং এই অর্থে সকল বস্তুকেই নিত্য বলা যাইতে পারে; অতএব শব্দকে নিত্য বলাতে সাংখ্যদর্শনের সহিত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের কোন বিরোধ নাই। পরন্তু সাংখ্যদর্শনকারের মতে আকাশের গুণ শব্দ; সাংখ্যমতে শব্দ আকাশের নিত্য সহচর; প্রকাশিত

জগৎসৃষ্টির আদিতে শব্দ এবং আকাশের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে পরিদৃশ্য-মান পঞ্চভূতাত্মক জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আকাশ উৎপত্তিশীল; সুতরাং শব্দও উৎপত্তিশীল এবং অপর জাগতিক দ্রব্যের ন্যায় অনিত্য। অতএব সাংখ্যকার বলেন যে, এক সময় প্রকাশ হওয়া এবং তৎপর অপ্রকাশ হওয়া অর্থে যখন অপর সকলবস্তুর ন্যায় শব্দও অনিত্য; এবং শব্দকে যে অর্থে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, যখন সেই অর্থে অপর সকল পদার্থই নিত্য, তখন শব্দকে বিশেষ করিয়া নিত্য বলিয়া মতস্থাপন করা নিরর্থক এবং ভ্রমাত্মক। সাংখ্য-কারের এই আপত্তি অসঙ্গত নহে; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাংখ্যদর্শনের অধিকার পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের অধিকার হইতে উচ্চ। যিনি সুখদুঃখস্বর্গনরকসমন্বিত সম্যক্ সংসারগতিকে হেয় বলিয়া বোধ করিয়া-ছেন, তাঁহারই সাংখ্যযোগ অবলম্বনে অধিকার; সুতরাং স্বর্গাদিফল, যাহার জন্য জগতের লোক লালায়িত, তাহাও যে সাংখ্যদর্শন প্রথমেই উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সাংখ্যদর্শনে যে, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনের অপেক্ষা উচ্চ উপদেশ প্রদত্ত হইবে, তাহা কোন প্রকারে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সংসারগতির চরম আদর্শ দেবলোক ও স্বর্গাদি লাভ করিবার জন্য পূর্ব্বমীমাংসক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তন্নিমিত্ত যে সাধন আবশ্যকীয়, তাহাই তাঁহার উপদেশের বিষয়। কিন্তু জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা উৎপাদনের নিমিত্ত স্বর্গাদিকেও সাংখ্যকারের অনিত্য বলিয়া উপদেশ করা প্রয়োজন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, যাহা মীমাংসাদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সেই স্বর্গাদিরই সাধন; সুতরাং তাহার অনিত্যতা প্রদর্শন করা সাংখ্যবক্তার পক্ষে কোন প্রকারেই অনুপযুক্ত নহে; তাঁহার নিকট সুখদুঃখ উভয়ই তুল্য; কারণ উভয়ই অনিত্য ও পরিহার্য্য। সুতরাং অপর বস্তুর ন্যায় শব্দেরও অনিত্যতা যে সাংখ্যকার উপদেশ করিয়াছেন,

তাহা উপযুক্তই হইয়াছে; শব্দ অনিত্য হইলেও যে অপর বস্তুর সহিত তুলনায় তাহার বিশেষত্ব আছে, অপর সকল বস্তু যে শব্দ হইতে উৎপন্ন ও শব্দে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিয়া শব্দের প্রাধান্য প্রদর্শন করা সাংখ্যজ্ঞানবক্তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। পরন্তু শ্রীভগবান্ বেদব্যাস তদপেক্ষাও উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয়পাদে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব উভয়ের যথাযথ সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ পরমাত্মা পরমপুরুষে লীন হইয়া অপ্রকট থাকে; পুনরায় সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে, হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সর্ব্বপ্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়েন; তিনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে ধ্যানযোগে প্রথমে পূর্ব্বসৃষ্টির অনুগামী শব্দসকল স্মরণ করিয়া তৎসাহায্যে পূর্ব্বানুরূপ দেবতাদি সৃষ্টি, প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বেদেন নামরূপে ব্যাকরোৎ।" কি কি প্রকার মন্ত্রাত্মকশব্দ সাহায্যে কোন্ কোন্ প্রকার সৃষ্টি প্রজাপতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন, যথা:—"এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৄংস্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" "স ভূরিতি ব্যাহরন্ভূমিমসৃজত স ভুবইতি ব্যাহরন্নন্তরিক্ষমসৃজত" ইত্যাদি। স্মৃতি বলিয়াছেন:—"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাপ্রবৃত্তয়ঃ।" স্মৃতি পুনরায় বলিয়াছেন:—

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

সৃষ্টির পূর্ব্বানুরূপত্বও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যথা, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" ইত্যাদি। সুতরাং শব্দও অনাদি, এবং এই অর্থে শব্দ নিত্য; পরন্তু মহাপ্রলয়ে ইহারও অপ্রকাশ হয়; অতএব

ইহাকে অনিত্যও বলা যায়। অতএব শব্দ নিত্য ও অনিত্য উভয়রূপে ব্যাখ্যার যোগ্য। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের উপদিষ্ট বিষয়ের প্রয়োজনানুরোধে ইহার নিত্যত্বই গ্রহণ ও ব্যাখ্যান করা হইয়াছে; সাংখ্যদর্শনের উপদিষ্ট বিষয়ের অনুরোধে শব্দের অনিত্যত্বই বিশেষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব নিবিষ্ট হইয়া বিচার করিলে এতৎসম্বন্ধে দার্শনিকদিগের উপদেশের ভিন্নতা দেখিয়া তাঁহাদের মতদ্বৈধ থাকা কল্পনা করা সঙ্গত নহে।

ইতি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনবিচারঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ হরিঃ

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা।

সাংখ্যদর্শন।

সাংখ্যদর্শন-বিষয়ক মূল তিনখানি গ্রন্থ এইক্ষণে প্রচলিত আছে। প্রথমখানি অতি সংক্ষিপ্ত, ইহার নাম "তত্ত্বসমাস"। ইহাতে অতি সংক্ষিপ্ত ২২টি সূত্র আছে। ইহাই মহর্ষি কপিলোক্ত আদি উপদেশ বলিয়া এইক্ষণকার পণ্ডিতসমাজের মধ্যে অনেকের ধারণা। দ্বিতীয় খানির নাম সাংখ্যকারিকা। ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য প্রণীত; ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং বহু প্রাচীন, সাংখ্যদর্শন বলিতে এক্ষণে সচরাচর এই গ্রন্থই বুঝায়। পণ্ডিতবর বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদী নামে ইহার বিখ্যাত টীকা করিয়াছেন, তৎসহিতই এই সাংখ্যকারিকা পঠিত হইয়া থাকে। এই কারিকা গ্রন্থ দ্বিসপ্ততি সূত্রে সম্পূর্ণ; পরন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য স্বপ্রণীত গ্রন্থের শেষ দুই সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাংখ্যদর্শনের উপদেশসকল গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া বিস্তৃত সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাভাগ ও বিরুদ্ধমত সম্বন্ধীয় বিচারাংশ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক তিনি সংক্ষেপে কারিকাকারে সপ্ততিসংখ্যক শ্লোকে তাহা সম্যক্ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই উক্তি দ্বারা ইহা জানা যায় যে, মূল সাংখ্যদর্শন তাঁহার কারিকা নামক গ্রন্থ হইতে বহুল পরিমাণে বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। পূর্ব্বোল্লিখিত "তত্ত্বসমাস" সেই গ্রন্থ হইতে পারে না; কারণ ঐ কারিকা হইতেও ইহা অতি সংক্ষিপ্ত, এবং তাহাতে আখ্যায়িকা অথবা বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ কিংবা বিচার নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামে বিস্তৃত একখানি গ্রন্থ প্রচলিত

আছে। ইহাতে সাংখ্যকারিকার উল্লিখিত সমুদয় তত্ত্ব, এবং পরমত খণ্ডন ও আখ্যায়িকা সংযোজিত আছে। মহর্ষি কপিল-প্রদত্ত মূল উপদেশ-সকল মহর্ষি পঞ্চশিখাচার্য্য প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্য কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাই এই সাংখ্যপ্রবচনসূত্র বলিয়া অনুমিত হয়। পরন্তু এই গ্রন্থ সাংখ্যকারিকাপ্রকাশের পর বিরল হইয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্রণীত ভাষ্যের সহিত ইহা বিশেষরূপে পণ্ডিতসমাজে প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে অনিরুদ্ধভট্টও এই গ্রন্থের পুনরুদ্ধার করিয়া স্বপ্রণীত টীকার সহিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন।* উভয় গ্রন্থে সূত্র সকলের পাঠ প্রায় একই প্রকার। অতি সামান্য তারতম্য কোন কোন সূত্রে দৃষ্ট হয়। সূত্রসংখ্যারও কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ এই গ্রন্থদ্বয়ে আছে; এবং দুই একটি সূত্র এইরূপও আছে, যাহা এক গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল বিরোধ অতি সামান্য, মূলতঃ উভয় গ্রন্থ একই। পরন্তু মূল সূত্র সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থ এক হইলেও, সূত্রের ব্যাখ্যা বিষয়ে অনেক স্থলে উভয় টীকাকারের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা আছে। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এইরূপ বলেন নাই যে, সাংখ্যমার্গীয় গুরুপরম্পরাক্রমে তাঁহারা মূল সূত্রসকলের ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া, তদনুসারে সূত্রসকলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ পাঠে এইরূপই অনুমান হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভূত পাণ্ডিত্য এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া মূল সূত্রসকলের অর্থ অবধারণ করিয়াছেন। সুতরাং নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদের কাহারও ব্যাখ্যা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মূল সূত্রসকলেও অনেক স্থলে দর্শন-শাস্ত্র প্রণয়নের পদ্ধতি-বিরুদ্ধ একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ

---

* অনিরুদ্ধকৃত টীকা ভিক্ষুকৃত ভাষ্য হইতে প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতসমাজে প্রসিদ্ধ আছে; তন্নিমিত্ত এইস্থলে এইরূপ লিখিত হইল।

উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; দর্শন-শাস্ত্রে ইহা দোষ বলিয়া গণ্য; এবং সূত্রসকলের সন্নিবেশও অপরাপর দর্শনের ন্যায়, পর পর বিষয়ভেদে সুশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ হওয়া সকল স্থলে দেখা যায় না। এই সকল ও অপর কারণ বশতঃ পণ্ডিতসমাজে অনেকে এই সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র নামক গ্রন্থকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন। কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, এই গ্রন্থের অনেকাংশ বিজ্ঞানভিক্ষুরই স্বরচিত। কারণ বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীয় ভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে,

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্
কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥"

জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশাস্ত্র কালকবলিতপ্রায়, ইহার আলোচনা এক্ষণে প্রায় লুপ্ত কণামাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি বাক্যামৃত দ্বারা পুনরায় তাহার কলেবর পূর্ণ করিব।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত ভাষ্যই সেই বাক্যামৃত; "বাক্যামৃত দ্বারা পূরণ" বিষয়ক তাঁহার উক্তি, মূল সূত্র সম্বন্ধে তিনি প্রয়োগ করেন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের কোন কোন অংশের অপব্যাখ্যা অবলম্বনে নাস্তিক বৌদ্ধ মত এই দেশকে অধিকার করিয়াছিল; শঙ্করের তর্কবলে পরাস্ত হইয়া তাহা এই দেশ পরিত্যাগ করে; এবং তৎসঙ্গে সাংখ্যমতও অনাদৃত হইয়া পড়ে, এবং তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাও অতি বিরল হইয়া যায়। "কলাবশিষ্টং" পদ দ্বারা বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাই প্রকাশিত করিয়াছেন। আলোচনার অভাবে লুপ্তপ্রায় সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপদেশসকল তিনি স্বীয় ভাষ্যবলে পুনরায় বিস্তৃতভাবে প্রচার করিবেন, ইহাই তাঁহার বাক্যের অর্থ। সূত্রসকল তিনি স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন, এই কথা বলা যদি এই বাক্যের অভিপ্রায় হইত, তবে সূত্রসকল তাঁহার নিজ রচনা

এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া পুনরায় ("কপিলমূর্ত্তির্ভগবানুপদিদেশ") কপিলমূর্ত্তিধারী ভগবান্ এই ষড়ধ্যায় গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি উক্তবাক্যের কয়েকটি শ্লোক পরেই বলিতেন না। তিনি যে ভাষ্যমাত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাও তিনি স্পষ্টরূপেই ভূমিকায় বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ সূত্র বিজ্ঞানভিক্ষু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন, ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে, স্পষ্টরূপে এইকথা সর্ব্বসাধারণকে বলিয়া, পুনরায় ঐ সকল সূত্র কপিলোপদিষ্ট বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে প্রচারিত করিতে চেষ্টা করা বাতুলের কর্ম্ম হইত। অধিকন্তু বিজ্ঞান-ভিক্ষু স্বয়ং সেশ্বরবাদী বৈদান্তিক ছিলেন তাহা তৎকৃত সাংখ্য-প্রবচন ভাষ্যের প্রথমাংশপাঠেই জানা যায়। তিনি বেদান্ত দর্শনেরও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার স্বীয় মত পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। কিন্তু সাংখ্য-প্রবচন সূত্রের ভাষ্যে তিনি কোন কোন সূত্রের নিরীশ্বর-পরতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া সেশ্বরবাদী বেদান্ত ও পাতঞ্জল-দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত বিরোধাভাব প্রদর্শন করিতে বহু প্রয়াস করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না, এবং কোন পণ্ডিত তাহা স্বীকার করেন না। সূত্র-সকল তাঁহার নিজের রচিত হইলে এইরূপ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তৎকৃত সূত্রব্যাখ্যানেও অনেক স্থলে অতি কষ্টকল্পনা দৃষ্ট হয়, এবং তাঁহার ব্যাখ্যা সুব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহা সূত্রব্যাখ্যানে পরে প্রদর্শিত হইবে। সাংখ্যকারিকা যাহা তৎকালেও সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহাতে নিরীশ্বরবাদের কোন প্রসঙ্গ নাই ; প্রকৃতির স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তি থাকা কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা পাতঞ্জল দর্শনেরও স্বীকার্য্য ; পরন্তু তাহা হইলেও পাতঞ্জল দর্শনে সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরাস্তিত্ব

স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং কারিকার অনুরোধেও মূলসূত্রে নিরীশ্বর-বাদ প্রবিষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব সূত্রসকল বিজ্ঞানভিক্ষুর রচিত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অনিরুদ্ধ ভট্ট পূর্ব্বেই স্বকৃত টীকার সহিত সূত্রসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত না হইলেও, মূল গ্রন্থে পূর্ব্বোল্লিখিত ও অপরাপর দোষ থাকাতে, তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে সন্দেহ নাই। পরন্তু কারিকার সহিত মূল সূত্রের প্রায়শঃই সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এবং উভয় গ্রন্থের উপদেশ উপযুক্তরূপে বোধগম্য করিলে, তন্মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকা দেখা যায় না; পরন্তু একতাই দৃষ্ট হয়। অতএব সাংখ্যপ্রবচনসূত্র নামক গ্রন্থে সূত্রসকলের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলরূপে সন্নিবেশ থাকা সত্ত্বেও, ইহাকেই মূল বিস্তৃত সাংখ্যদর্শনরূপে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থোক্ত উপদেশসকলের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, সূত্রসকল প্রথমে মুখে মুখে শিষ্যপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়াছিল, এবং সাংখ্যদর্শনই সর্ব্বপ্রাচীন দর্শন। বহুকাল পরে যখন আচার্য্যানুক্রমে সূত্রসকল পরিবর্দ্ধিত হইয়া গ্রন্থাকারে পরিণত হয়, তখন সূত্রের যথাস্থানে সন্নিবেশ সম্বন্ধে বিপর্য্যয় ও পুনরুক্তি সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। *

ওঁ হরিঃ।

অথ সাংখ্যপ্রবচন সূত্র।

এই গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সমগ্র বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; ইহার সার এই যে, এই জগৎ পঞ্চবিংশতি

* সাংখ্য-প্রবচন সূত্রের নাগেশর ও বেদান্তী মহাদেব-কৃত অপর দুইখানি টীকা আছে বলিয়া জানা যায়; কিন্তু তাহা এযাবৎ দুষ্প্রাপ্য। অতএব সাংখ্য-সূত্র ব্যাখ্যানে তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ করা হইল না।

তত্ত্বাত্মক; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের নানাবিধ বিকার উপজাত হইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; এই গুণত্রয়ই জগতের উপাদান কারণ। অনন্তরূপ জগতের প্রত্যেকাংশে পুরুষ সংযুক্ত আছেন; সুতরাং পুরুষ (জীব) বহু; কিন্তু পুরুষ আপাততঃ গুণসংযুক্ত থাকিলেও তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ চৈতন্যস্বভাব। গুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং আত্মা উভয়ই নিত্য; আত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ (গুণসঙ্গ-বর্জ্জিত) হইলেও প্রকৃতি নিয়ত তৎ "সান্নিধ্যে" থাকাতে, তিনি সগুণরূপে অবভাত হয়েন এবং প্রকৃতিও চৈতন্যযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়েন। শুদ্ধ স্ফটিক যেমন জবাকুসুমের সান্নিধ্যে রঞ্জিত দেখায়; কিন্তু স্বরূপতঃ বিশুদ্ধই থাকে, তদ্রূপ গুণসন্নিধানে পুরুষ সগুণভাব অবলম্বন করেন; কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি নির্গুণই থাকেন। জীব নিয়ত এইরূপ গুণসংযুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থিত অবিবেক বশতঃ গুণেতে আত্মবুদ্ধিযুক্ত হইয়া আবদ্ধ হয়েন; তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিত্যমুক্ত স্বভাব, ইহা সম্যক্ অবগত হইলেই মুক্ত হয়েন। পুরুষের এই অবিবেক-মূলক গুণসঙ্গকে "হেয়" বলে; সম্যক্ বিবেক প্রাপ্ত হইলে, এই গুণসঙ্গ-বর্জ্জিত হয়, ইহাকেই "হান", অথবা মুক্তি বলা যায়; অবিবেককে "হেয় হেতু", এবং বিবেককে "হানোপায়" বলিয়া এই প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে গুণত্রয়ের সূক্ষ্ম পরিণামসকল কিরূপে সংঘটিত হয় তাহা, এবং এই সকল সূক্ষ্ম পরিণামের স্বরূপ কি তাহা, বিচার দ্বারা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ নিরূপণ, এবং পরবৈরাগ্য সাধন, ও বিবেক (যদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হয় তাহা) বিশেষরূপে বর্ণিত ও বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ে নানা দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকা দ্বারা প্রথম তিন অধ্যায়োক্ত উপদেশসকলের দৃঢ়তাসম্পাদন ও সাধনবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। পঞ্চমাধ্যায়ে

যুক্তিমূলে অপরাপর বিরুদ্ধ মতসকলের খণ্ডনের দ্বারা প্রথমাধ্যায়োক্ত উপদেশসকলের পুনরায় সংস্থাপন করা হইয়াছে; এবং সর্ব্বশেষে ষষ্ঠাধ্যায়ে সংক্ষেপতঃ গ্রন্থোল্লিখিত উপদেশসকলের আবৃত্তি করা হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের মর্ম্ম বলা হইল, এইক্ষণে গ্রন্থোক্ত সূত্রসকল বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রন্থানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে। *

ওঁ হরিঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

১ম অঃ ১ম সূত্র। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ ॥

(অথ শব্দ মঙ্গলসূচক ও গ্রন্থের অধিকার অর্থাৎ গ্রন্থে উপদিষ্ট বিষয়ের অবধারক)। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ (পুরুষের প্রয়োজন); এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের স্বরূপ কি, কি প্রকারে তাহা সাধিত হয়, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। প্রকাশিত জগৎ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই তিন ভাগে বিভক্ত। পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি ত্রয়োদশ "করণ"কে † অবলম্বন করিয়া ভোগসাধন করেন। এই সকল করণে অধিষ্ঠান হেতু, তাহাতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি জন্মে। অতএব স্থূলদেহাধিষ্ঠিত পুরুষের এই ত্রয়োদশ করণই (অর্থাৎ মনের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার ও বুদ্ধি) অধ্যাত্ম পদবাচ্য। করণ দ্বারা যে বিষয়সকল ভোগ করা যায় (অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ) তাহা অধিভূত নামে খ্যাত। ইন্দ্রিয়সকলের অনুগ্রাহক (অর্থাৎ বিষয়ের

* সাংখ্যমার্গোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা বিস্তৃতরূপে পাতঞ্জল দর্শনের ভূমিকার পরবর্ত্তী খণ্ডের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হইয়াছে; সুতরাং দ্বিরুক্তি পরিহারার্থ এই স্থলে তাহা এই পর্য্যন্তই বর্ণিত হইল।

† করণসকলের বিষয় মূল সাংখ্য-সূত্রে পরে উক্ত হইবে।

সহিত ইহাদের সংযোগ স্থাপক) রূপে অবস্থিত আদিত্যাদি দেবতাকে আধিদৈব বলা যায়। ইন্দ্রিয়াদি করণসকল পরিমিত শক্তিশালী; সুতরাং তৎসাহায্যে পুরুষের যে ভোগ সম্পাদিত হয়, তাহা পরিমিত ও সীমাবদ্ধ, তদ্ধেতু দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ। ভোগ্য বস্তুসকলও সীমাবদ্ধ, এবং তাহা সকল সময় ভোগার্থ উপস্থিত হয় না; সুতরাং ঐ সকল বিষয়ভোগও সীমাবদ্ধ; তন্নিবন্ধন পুরুষের যে দুঃখ, তাহাকে আধি-ভৌতিক দুঃখ বলে। ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতাও সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক হয়েন না। আদিত্যের তেজ অবলম্বন করিয়াই চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু আদিত্য সর্ব্বদা সমভাবে প্রকাশিত হয়েন না, এবং কথনও অতি প্রখরভাবে প্রকাশিত হয়েন; সুতরাং চক্ষুরিন্দ্রিয় ও দর্শনীয় বস্তু পরস্পর সম্মুখীন হইলেও, আদিত্য দেবতার অনুগ্রহাভাবে সকল সময়ে চক্ষুর দর্শনশক্তির কার্য্য হয় না। এইরূপ অপরাপর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ আদিত্যাদি দেবতার অনুগ্রহেই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত; এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই সিদ্ধান্তেরই সম্পূর্ণ অনুকূল। উক্ত কারণবশতঃ জীবের যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়। জীব যে সমস্ত দুঃখ ভোগ করে, তৎসমুদয়ই উক্ত তিন প্রকার দুঃখের অন্তর্গত। ইন্দ্রিয়াদি ভোগোপায়সকল পরিমিত শক্তিশালী; ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা ভোগ্য বিষয়সকলও পরিমিত এবং আয়ত্তাধীন নহে; যখন ভোগ্য বিষয়সকল ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত হয়, তখনও তাহাদের সংযোগ (যদ্দ্বারা জীবের ভোগ সাধিত হয়, তাহা) তদনুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতাগণের অনুগ্রহ ও পরিমিত সামর্থ্য হেতু ইচ্ছানুরূপে সাধিত হয় না। এই ত্রিবিধ কারণ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, এবং তন্নিমিত্ত দুঃখও অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ বিচারদ্বারা যাঁহার চিত্তে সংসারের

প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি এই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি কিরূপে হয়, তদ্বিষয় জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গুরুর নিকট জিজ্ঞাসু হইলে, করুণাময় গুরু সেই অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুগত শিষ্যকে উপদেশ করেন; এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্য আসুরীকে, দুঃখ হইতে নিঃশেষরূপে মুক্তির উপায়, যাহা মহর্ষি কপিলদেব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়।

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যথা:—"আত্মানং স্বসঙ্ঘাতমধিকৃত্য প্রবৃত্তমিত্যাধ্যাত্মিকম্। শারীরং মানসং চ। তত্র শারীরং ব্যাধ্যাদ্যুত্থম্, মানসং কামাদ্যুত্থম্। তথা ভূতানি প্রাণিনোঽধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মিত্যাধিভৌতিকম্। ব্যাঘ্রচোরাদ্যুত্থম্। দেবানগ্নিবায়্বাদীনধিকৃত্য প্রবৃত্ত-মিত্যাধিদৈবিকম্। দাহশীতাদ্যুত্থমিতি বিভাগঃ।" অর্থাৎ যাহা আত্মা অর্থাৎ স্বীয় দেহসঙ্ঘাতকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহাই আধ্যাত্মিক দুঃখ। তাহা শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে ব্যাধি প্রভৃতি হইতে জাত দুঃখকে শারীরিক দুঃখ বলে; এবং কামাদি হইতে উত্থিত দুঃখকে মানসিক দুঃখ বলে। ভূতসকল অর্থাৎ প্রাণীসকলকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। ব্যাঘ্র ও চোরাদি প্রাণী হইতে এই দুঃখ উপজাত হয়। অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবতা কর্তৃক যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলে; উত্তাপ শীত ইত্যাদি হইতে এই সকল দুঃখ উদ্ভূত হয়। দুঃখের এই ত্রিবিধ বিভাগ। বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদীতেও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের প্রায় এইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না; তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

আধ্যাত্মিকাদি শব্দের অর্থ শাস্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের

একাদশ স্কন্ধের দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ে ঊনত্রিংশ হইতে একত্রিংশ সংখ্যক শ্লোকে আধ্যাত্মিকাদি শব্দ যেরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"মমাঙ্গ মায়া গুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেকথাধিভূতমধিদৈবমন্যৎ॥ ২৯॥
দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাঽখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ॥ ৩০॥
এবং ত্বগাদিশ্রবণাদিচক্ষুর্জিহ্বাদিনাসাদি চ চিত্তযুক্তম্‌" ॥ ৩১॥

অস্যার্থ :—হে অঙ্গ! মদীয়া গুণময়ী মায়ার অনেক প্রকার ভেদ আছে; গুণত্রয়ের বৈষম্য অবলম্বন করিয়া ইহা নানাবিধ রূপ ও ভেদজ্ঞান প্রবর্ত্তিত করে; এই সকল গুণবিকার অসংখ্য হইলেও ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব। ২৯॥ দৃক্‌ অর্থাৎ চক্ষুঃ অধ্যাত্ম; (তাহার বিষয়) রূপ অধিভূত, চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট আদিত্যাংশ অধিদৈব; ইহারা পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আকাশস্থিত আদিত্য যেমন স্বতঃই আকাশে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়েন; তদ্রূপ উক্ত অধ্যাত্মাদির আদি কারণ, কিন্তু তাহাদিগ হইতে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত, আত্মাও উক্ত পরস্পর প্রকাশক বস্তুসকলকে প্রকাশিত করিয়া স্বীয় মহিমাতেই বিরাজিত থাকেন। ৩০॥ চক্ষুর সম্বন্ধে যেমন অধ্যাত্মাদি বর্ণিত হইল তদ্রূপ ত্বগাদি সম্বন্ধেও জানিবে। যথা—ত্বক্‌ অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত, বায়ুদেবতা অধিদৈব; শ্রবণ অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত, দিক্‌দেবতা অধিদৈব; জিহ্বা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত, বরুণ দেবতা অধিদৈব, নাসা অধ্যাত্ম, গন্ধ অধিভূত, অশ্বিনীকুমার অধিদৈব; চিত্তে যুক্ত যে অন্তঃকরণবৃত্তি অর্থাৎ মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদের সম্বন্ধেও অধ্যাত্মাদি ভেদ এইরূপই। অর্থাৎ মনঃ অধ্যাত্ম, মন্তব্য বিষয় অধিভূত,

চন্দ্র অধিদৈব; অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অহংকর্ত্তব্য অধিভূত, রুদ্র অধিদৈব; বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য অধিভূত, ব্রহ্মা অধিদৈব; সমগ্র চিত্ত অধ্যাত্ম, চেতয়িতব্য অধিভূত, বাসুদেব অধিদৈব। ৩১॥ *

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ ও অপরাপর স্থান পাঠ করিলেও উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতোল্লিখিত অর্থে অধ্যাত্মাদি শব্দত্রয়ের প্রয়োগ হওয়া দেখা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অষ্টমাধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে অধ্যাত্মাদি শব্দ আখ্যাত হইয়াছে। অধ্যাত্ম শব্দ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" স্ব-ভাবকেই অধ্যাত্ম বলে। উক্ত শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যের আনন্দগিরিকৃত টীকায় "স্ব-ভাব" শব্দ এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যথা—"স্বকীয়োভাবঃ স্বভাবঃ, শ্রোত্রাদিকরণগ্রামঃ, স চাত্মনি দেহেঽহংপ্রত্যয়বেদ্যে বর্ত্ততে—"। (স্বকীয় যে ভাব তাহাই স্বভাব অর্থাৎ, শ্রোত্রাদি করণ সমূহ; অহং জ্ঞানবেদ্য দেহে এই সকল অবস্থিতি করে।) চতুর্থ শ্লোকে উক্ত আছে "অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্"। "ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরো-বিনাশী-ভাবো যৎকিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্তিত্যর্থঃ।...পুরুষঃ আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণি-করণানামনুগ্রহকারকঃ,সোঽধিদৈবতম্।"ইতি শাঙ্করভাষ্যম্। যাহা ক্ষর, অর্থাৎ যাহা ক্ষরণশীল,(বিনাশী)—অর্থাৎ যাবতীয় জায়মান বস্তু,তাহাকে অধিভূত বলে। আদিত্যান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, যিনি সকল প্রাণীর করণসকলের (ইন্দ্রিয়াদির) অনুগ্রাহক, তিনি অধিদৈব। শ্রীধর স্বামিকৃত টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা আছে, যথা—"ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবঃ দেহাদিপদার্থঃ, ভূতঃ প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে; পুরুষো বৈরাজঃ, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স বৈ শরীরী প্রথমঃ, স বৈ পুরুষ উচ্যতে।" (ক্ষর শব্দে বিনশ্বর ভাব, অর্থাৎ

* শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা অনুসারে এই সকল শ্লোকার্থ অনূদিত হইল।

দেহাদি পদার্থ বুঝায়। ইহা সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণীকে অধিকার করিয়া হয়, অতএব ইহাকে অধিভূত বলে। পুরুষ শব্দে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বৈরাজপুরুষ বুঝায়; তিনি নিজাংশভূত অপর সকল দেবতার অধিপতি, তাঁহাকেই (মূল) অধিদৈব বলে। অধিদৈবত শব্দের অর্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "তিনি প্রথম শরীরী, তাঁহাকেই পুরুষ বলা যায়"। এই শ্রুতি প্রমাণে বৈরাজ পুরুষই এই স্থলে "পুরুষপদ" বাচ্য)।

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ অর্থাৎ শারীরিক ব্যাধি প্রভৃতি এবং মানসিক কাম ক্রোধাদিই আধ্যাত্মিক দুঃখ; ব্যাঘ্র চৌরাদি হইতে যে দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আধি-ভৌতিক দুঃখ; এবং শীতাতপাদিনিমিত্তক যে দুঃখ, তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ। পরন্তু এই ব্যাখ্যাতে বাস্তবিক দুঃখের ত্রিবিধত্ব প্রকাশিত হয় না; ব্যাঘ্র চৌরাদি জনিত দুঃখ (যাহা আধিভৌতিক নামে বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং শীতাতপাদি দুঃখ (যাহা আধিদৈবিক দুঃখ নামে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন) এই উভয় শ্রেণীর দুঃখই শারীরিক অথবা মানসিক দুঃখ, যাহাকে আধ্যাত্মিক নামে প্রথমে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে; সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যাতে আধ্যাত্মিক দুঃখ হইতে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের কোন প্রভেদ থাকিল না। এইরূপ ব্যাখ্যার অনুকূলে পৌরাণিক প্রমাণও পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু সাধারণ লোককে সাধারণভাবে বুঝাইবার উপযোগী মাত্র, ইহা বৈজ্ঞানিক ভাবের ব্যাখ্যা নহে। এবঞ্চ সম্প্রজ্ঞাত ভূমিতে যাঁহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা এবং উচ্চশ্রেণীর দেবতা, যাঁহাদিগের কামনা অব্যাহত তাঁহারা, বিজ্ঞান-ভিক্ষুর বর্ণিত দুঃখসকল হইতে বিমুক্ত; কিন্তু উক্ত কোন দেবতাই মুক্ত বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত নহে; সুতরাং তল্লোকপ্রাপ্তিপূর্ব্বক তদ্রূপতা-লাভ মনুষ্যের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত হইলেও তাহা চরম পুরুষার্থ নহে; কারণ

তাহাতেও সাংখ্য এবং পাতঞ্জলের মতে দুঃখ আছে। এই সকল কারণে বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ব্যাখ্যা এই স্থলে গৃহীত হইল না।

১ম অঃ ২ সূত্র। **ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ ॥**

দৃষ্ট উপায়ে (ঔষধসেবন ইত্যাদি ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদিদ্বারা) সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধিত হয় না; কারণ এই সকল উপায়ে পরিমিত কালের নিমিত্ত দুঃখ দূর হইলেও, পরে দুঃখ পুনরায় উপস্থিত হয়।

১ম অঃ ৩ সূত্র। **প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকার-চেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্ ॥**

যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রতিদিনই চেষ্টা করা যায়, আহার দ্বারা তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত দূরও হয় সত্য, তদ্রূপ বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মের দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টাও মাত্র ক্ষণিক পুরুষার্থসাধক হয়।

১ম অঃ ৪ সূত্র। **সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপি সত্ত্বাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ ॥**

দৃষ্ট উপায়াবলম্বনের (ঔষধ সেবনাদি লৌকিক কর্ম্ম এবং যাগাদি বৈদিক কর্ম্ম) দ্বারা সর্ব্ববিধ দুঃখ দূর হয় না, এবং হইলেও দুঃখের বীজ তদ্দ্বারা একেবারে বিনষ্ট না হওয়াতে, পুনরায় দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে; অতএব প্রমাণজ্ঞ পুরুষদিগের নিকট এই সকল উপায় হেয়।

১ম অঃ ৫ সূত্র। **উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ ॥**

অপর সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ হইতে মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রুতি স্বয়ং প্রমাণিত করিয়াছেন; সুতরাং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নিমিত্ত মোক্ষানুসন্ধানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১ম অঃ ৬ সূত্র। **অবিশেষশ্চোভয়োঃ ॥**

লৌকিক উপায় এবং বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদি সাধন উভয়ই এই সম্বন্ধে তুল্য। ইহাদিগের কোনটির দ্বারাই, চিরকালের নিমিত্ত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না।

১ম অঃ ৭ সূত্র। ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশ-বিধিঃ।

জীব স্বভাবতঃ (স্বরূপতঃ) বদ্ধ হইলে, মোক্ষসাধন বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা; কারণ—

১ম অঃ ৮ সূত্র। স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যম্।

যাহার যাহা স্বভাব (স্বরূপ) তাহা কখনও অপগত হয় না; (তাহা) বিনষ্ট হইলে, সেই বস্তুর একেবারে বিনাশ হয়; (স্বরূপ বিনষ্ট হওয়া, আর বস্তু বিনষ্ট হওয়া, একই কথা); সুতরাং আত্মা স্বরূপতঃ বদ্ধ হইলে, শ্রুতিতে যে মোক্ষ সাধনোপায় উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান নিষ্ফল, এবং শ্রুতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে।

১ম অঃ ৯ সূত্র। নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ।

যাহা অশক্য (যাহা কখনও হইতে পারে না) তৎসম্বন্ধে উপদেশের বিধি থাকিতে পাবে না; তৎসম্বন্ধে উপদেশও অনুপদেশ বলিয়াই গণ্য।

১ম অঃ ১০ সূত্র। শুক্লপটবদ্বীজবচ্চেৎ।

যদি বল যে স্বভাবের পবিবর্ত্তন হয়; যেমন অন্য বর্ণদ্বারা রঞ্জিত হইলেই শুক্লপটের শুক্লত্ব দূব হয়, যেমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে বীজের স্বাভাবিক অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশেষ সাধন যোগে আত্মার স্বাভাবিক বন্ধও বিনষ্ট হইতে পারে। তবে তদুত্তর বলা হইতেছে :—

১ম অঃ ১১ সূত্র। শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ।

স্বভাবগত ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না; পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে স্বভাবের বিনাশ প্রমাণিত হয় না। এই দৃষ্টান্তদ্বয়ে বস্তুর কেবল এক প্রকার শক্তির উদ্ভব ও অপর প্রকার শক্তির অনুদ্ভব, এই মাত্র দেখা যায়। পটের শুক্লত্বধর্ম্ম অপ্রকাশ হইয়া রক্তিমত্ব প্রাদুর্ভূত হয়; পুনরায় ঐ রক্তিমত্বও দূর হইয়া,

রজকের চেষ্টাদ্বারা শুক্লত্ব আবির্ভূত হইতে পারে। এইরূপ বীজেরও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি অপ্রকাশিত হয় মাত্র। যোগিগণ ভর্জ্জিতবীজেরও উৎপাদিকা শক্তি পুনরায় প্রাদুর্ভূত করিতে পারেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু মোক্ষলাভ হইলে পুনরায় বন্ধদশাপ্রাপ্তি কখনই হয় না; ইহা শ্রুতি-প্রমাণে জানা যায়। মোক্ষ অসম্ভব হইলে শ্রুতি কখনও তাহার উপদেশ করিতেন না। অতএব আত্মা স্বভাবতঃ বদ্ধ নহে, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু স্বভাবতঃ বদ্ধ না হইলেও অন্য নিমিত্তযোগে (যেমন দেশ, কাল, নানাবিধ অবস্থা ইত্যাদি যোগে) আত্মার বন্ধন জন্মিতে পারে; এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—

১ম অঃ ১২ সূত্র। **ন কালযোগতো, ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্ব-সম্বন্ধাৎ।**

আত্মা নিত্যবস্তু, সর্ব্বব্যাপী, (ইহা শ্রুতি প্রমাণে অবধারিত আছে); সুতরাং কালযোগে যদি আত্মার বন্ধন সম্ভব হয়, তবে সেই বন্ধন কখনই পরিত্যক্ত হইতে পারে না, (কালের সহিত আত্মার পূর্ব্বোক্ত আপত্তির উল্লিখিতরূপে সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব হইলে, সেই সম্বন্ধ কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না), কারণ আত্মা নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং সর্ব্ব কালের সহিতই তিনি নিত্য এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত থাকা বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা বলিলে আত্মার মোক্ষ যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত তাহার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব কালযোগে আত্মার বন্ধন হইতে পারে বলিয়া যে আপত্তি, তাহা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ কালের সহিত আত্মার সংযোগসম্বন্ধ নাই।

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে এই সূত্রার্থ বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে যথা:—কালসম্বন্ধ নিমিত্ত পুরুষের বন্ধ হয় না, কারণ কাল সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য; সুতরাং, তাহার সহিত সম্বন্ধ হেতু আত্মার বন্ধ সম্ভব হইলে, যখন মুক্ত অমুক্ত সর্ব্বপ্রকার পুরুষের সহিতই কালের সম্বন্ধ আছে, তখন কোন

পুরুষেরই সম্যক্ মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ("নাপি কালসম্বন্ধনিমিত্তিকঃ পুরুষস্য বন্ধঃ। কুতঃ? ব্যাপিনো নিত্যস্য কালস্য সর্ব্বাবচ্ছেদেন সর্ব্বদা মুক্তামুক্তসকলপুরুষসম্বন্ধাৎ। সর্ব্বাবচ্ছেদেন সদা সকলপুরুষাণাং বন্ধাপত্তেরিত্যর্থঃ")। সূত্রের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অর্থ এই স্থলে গ্রহণ না করিবার হেতু এই যে, সাংখ্যমতে কাল অথবা দেশ বলিয়া কোন নিত্য পদার্থ নাই। তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ সূত্রে এইরূপ উক্তি আছে যথা:—"দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ" * দিক্ এবং কাল আকাশাদি হইতে উপজাত হয়; ইহারা পৃথক্ পদার্থ

---

* এই সূত্রের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন যথা:—"নিত্যৌ যৌ দিক্কালৌ তাবাকাশপ্রকৃতিভূতৌ প্রকৃতেগুর্ণবিশেষাবেব।—যৌ তু খণ্ডদিক্কালৌ তৌ তু তত্তদুপাধিসংযোগাদাকাশাদুৎপদ্যেতে ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেনোপাধিগ্রহণাদিতি—।" অস্যার্থ:—"নিত্য যে দিক্ ও কাল, ইহারা আকাশ প্রকৃতিক (আকাশই ইহাদের উপাদান), ইহারা প্রকৃতির গুণবিশেষ (অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুণের এক বিশেষ প্রকার বিকার)। —খণ্ড যে দিক্ ও কাল, ইহারা বিশেষ বিশেষ উপাধিযোগে আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। সূত্রোক্ত "আদি" শব্দে উপাধিসকল পরিলক্ষিত হইয়াছে।"

এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দিক্ ও কালকে নিত্য বলিয়া সূত্রকার বলেন নাই; এবং নিত্য ও খণ্ড দিক্ ও কাল বলিয়া কোন বিভাগের ইঙ্গিতও সূত্রকার করেন নাই, এতৎসমস্ত বিজ্ঞানভিক্ষুর কল্পনামাত্র। এবম্ভ এই কল্পনা অতি অসার। কারণ নিত্য বলিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু যে দিক্ ও কালকে প্রথমে বর্ণনা করিলেন, তাহাকেও সূত্রের অর্থানুসারে তিনি বাধ্য হইয়া, আকাশপ্রকৃতিক, ও বিশেষ গুণবিকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আকাশকে উৎপত্তিশীল পদার্থ এবং অনিত্য বলিয়া সাংখ্যকার স্পষ্টরূপে এই অধ্যায়েই উপদেশ করিয়াছেন; এবং প্রকৃতির এক বিশেষ গুণবিকার বলিয়া স্বীকার করাতেও, ইহাদিগকে অনিত্য পদার্থ মধ্যে অবশ্য গণ্য করিতে হইবে। অতএব দিক্ ও কালকে আকাশপ্রকৃতিক এবং গুণবিকার-বিশেষ বলিয়াও যে বিজ্ঞানভিক্ষু পুনরায় ইহাদিগকে "নিত্য" বলিয়া আখ্যাত করিয়া ইহাদিগের দ্বিবিধ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় অনিরুদ্ধ ভট্ট বলিয়াছেন, "তত্তদুপাধিভেদাদাকাশমেব দিক্কালশব্দবাচ্যং, তস্মাদাকাশেঽন্তর্ভূতৌ।" —। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উপাধিভেদে আকাশই দিক্ ও কাল শব্দবাচ্য; অতএব ইহারা আকাশেরই অন্তর্ভূত।

নহে, তদন্তর্ভূত। অতএব সাংখ্যমতে দিক্‌কালাদি জন্ত-বস্তু। সুতরাং কাল ও দিকের নিত্যত্ব সাংখ্যমতে স্বীকৃত না থাকাতে, ভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এইহেতু তাহা গ্রহণ করা হইল না। এবঞ্চ আকাশাদি গুণপরিণাম হইতে দিক্ ও কাল পৃথক্ বস্তু না হওয়ায়, এবং সাংখ্যব্যাখ্যানানুসারে পুরুষ কেবল নির্গুণস্বভাব এবং গুণসঙ্গবিহীন হওয়ায়, যেমন অপর গুণবিকারের সহিত পুরুষ যোগসম্বন্ধ বর্জ্জিত, তদ্রূপ দিক্ ও কালের সহিতও তিনি যোগসম্বন্ধ বিবর্জ্জিত। দিক্ ও কালের সহিত পুরুষের যোগসম্বন্ধ নাই; সুতরাং কালযোগনিবন্ধন আত্মার বন্ধেরও সম্ভাবনা নাই। ইহাই সূত্রার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

১ম অঃ, ১৩ সূত্র। ন দেশযোগতোঽপ্যস্মাৎ ॥

উক্ত হেতুতেই দেশসংযোগ দ্বারাও আত্মার বন্ধ সম্ভাবিত হয় না। অর্থাৎ আত্মা যেমন কালাতীত, তদ্রূপ দেশাতীতও বটেন।

১ম অঃ, ১৪ সূত্র। নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাত্তস্যাঃ ॥

অবস্থাসংযোগ দ্বারাও আত্মার বন্ধ অনুমান করা যায় না; কারণ অবস্থাসকল দেহের ধর্ম্ম, আত্মার নহে।

পরন্তু দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি যে দেহধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, তৎসম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে? তাহাতে সূত্রকার বলিতেছেন:—

১ম অঃ, ১৫ সূত্র। অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি ॥ (শ্রুতিঃ) *

শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ", পুরুষ সর্ব্বপ্রকার সঙ্গবিবর্জ্জিত, অন্য কিছু তাঁহাতে সংযুক্ত হয় না, তিনি সর্ব্বদা নির্গুণ। অতএব দেশ, কাল ও অবস্থা হইতে আত্মা অতীত।

* শ্রুতি যথা:—"স যদত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতি। অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ।"

১ম অঃ, ১৬ সূত্র। ন কর্ম্মণাঽন্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ ॥

কর্ম্মদ্বারা আত্মার (পুরুষের) বন্ধ হয় না; কারণ কর্ম্ম ও অন্যের (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের) ধর্ম্ম আত্মার নহে; কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাতে অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে; কারণ কর্ম্মের কখনও অবধি নাই, সকল জীবই অহরহ কোন না কোন প্রকার কর্ম্ম অবশ্যই করিয়া থাকে; মৃত্যুর পরও তাহার কর্ম্ম শেষ হয় না বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। অতএব কর্ম্মের শেষ না হওয়ায়, কর্ম্ম পুরুষের হইলে, পুরুষের মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। (অনিরুদ্ধভট্ট সূত্রোক্ত "অতিপ্রসক্তেশ্চ", অংশের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা:—যদি বল অনাত্মধর্ম্ম হইলেও তদ্দ্বারাই আত্মার কর্ম্মবন্ধ হইতে পারে, তবে বন্ধপুরুষের কর্ম্মদ্বারা মুক্ত পুরুষেরও বন্ধ উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা অনুসারে এই সূত্রাংশের অর্থ এই যে প্রলয় দ্বারাও মুক্ত পুরুষের দুঃখভোগ সম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং মুক্তি অসিদ্ধ। এইরূপে এই আপত্তিতে অতিপ্রসক্তি দোষ ঘটে। এই সকল ব্যাখ্যা অতিশয় কষ্টকল্পনামূলক। এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সূত্রের অর্থ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। বিশেষতঃ এই সকল ব্যাখ্যা সদ্ব্যাখ্যা বলিয়া বিচারদ্বারাও সিদ্ধ হয় না)। *

১ম অঃ, ১৭ সূত্র। বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥

আত্মার সম্বন্ধে সুখদুঃখাদি বিচিত্রভোগও নাই; কারণ তৎসমস্ত

---

* মূল সাংখ্যমত সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য না থাকায় এই সকল ব্যাখ্যার প্রকৃততা বিষয়ে বিচার অনাবশ্যক। প্রত্যেক স্থলে এইরূপ সূত্রার্থ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। সুতরাং পাঠক নিজেই এই সকল বিচার করিয়া লইবেন। অনেক সূত্রেই ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যা পরস্পর হইতে বিভিন্ন প্রকার; তাহা প্রত্যেক স্থলে উল্লেখ করাও অনাবশ্যক।

প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যের (প্রকৃতির) ধর্ম্ম। বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা :—দুঃখ চিত্তের ধর্ম্ম, সুতরাং চিত্তদ্রষ্টা পুরুষ দুঃখেরও দ্রষ্টা হওয়াতে "পুরুষের দুঃখসংযোগ বিনাও দুঃখের সাক্ষাৎ-করণ-রূপ-ভোগ তাঁহার থাকা স্বীকার করিলে সর্ব্ববিধ পুরুষের দুঃখই সর্ব্বপ্রকার পুরুষের ভোগ্য হইয়া পড়ে। কারণ কে কোন্ দুঃখের দ্রষ্টা হইবে, তাহার নিয়ামক কিছুই নাই ; অতএব কেহ সুখী কেহ দুঃখী এইরূপ ভোগ-বৈচিত্র্য যাহা সংসারে দৃষ্ট হয়, তাহা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে।" এইরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া সূত্রব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না ; স্বাভাবিক অন্বয়েই ইহার ব্যাখ্যা হয়।

১ম অঃ, ১৮ সূত্র। প্রকৃতিনিবন্ধনাচ্চেন্ন তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্॥

যদি বল গুণাত্মিকা প্রকৃতি সর্ব্বদা পুরুষাশ্রয়ে থাকাতে পুরুষের বন্ধ ঘটিয়া থাকে ; তাহাও হইতে পারে না ; কারণ প্রকৃতির নিজের স্বতন্ত্র-রূপে কার্য্য করিবার কোন শক্তি নাই ; তিনি অচেতন ও পরতন্ত্র ; সুতরাং তিনি নিজে কোন শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা পুরুষকে বন্ধনাবদ্ধ করিতে পারেন না। (প্রকৃতি পুরুষাধীন—সর্ব্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্যরহিত ; সুতরাং সেই পুরুষকে তিনি কিরূপে বন্ধনযুক্ত করিবেন ?)

১ম অঃ, ১৯ সূত্র। ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌-যোগাদৃতে॥

(পরন্তু প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য না থাকুক ; কিন্তু গুণাত্মিকা প্রকৃতি যখন আত্মার সহিত সর্ব্বদাই সান্নিধ্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট আছে, তখন আত্মা এইরূপ গুণসংযুক্ত হওয়ায়, কিরূপে তিনি নিত্য মুক্ত বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন ? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন) আত্মা নিত্যই "শুদ্ধ" (অবিকারী), বুদ্ধ (চেতন স্বভাব), মুক্ত (গুণসঙ্গাতীত, নির্গুণ) স্বভাব ; তাঁহার যে বন্ধ কল্পিত হয়, তাহা প্রকৃতি তদাশ্রয়ে থাকা বশতঃই হইয়া থাকে, নতুবা হইত

না। অর্থাৎ বন্ধ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে; প্রকৃতি নিত্য তৎসহ সান্নিধ্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া থাকায়, ঐ বন্ধ পুরুষের বলিয়া কল্পিত হয়। যেমন জবাকুসুমের ছায়া নির্ম্মল স্ফটিকে পতিত হইলে, ঐ স্ফটিক স্বরূপতঃ স্বচ্ছই থাকে; কিন্তু আরক্তিম ছায়া তদাশ্রয়ে থাকাতে, স্ফটিক স্বচ্ছ হইলেও, ঐ ছায়াসংযোগে, রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; তদ্রূপ আত্মা নির্গুণ হইলেও, প্রকৃতিরূপ ছায়াসংযোগ হেতু সগুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। ছায়া স্ফটিকে থাকিয়াও স্ফটিককে যেমন স্বরূপতঃ কলুষিত করিতে পারে না; গুণাত্মিকা প্রকৃতিও আত্মাতে উক্তপ্রকার সান্নিধ্য-সম্বন্ধে অবস্থিত থাকিয়া, আত্মার স্বরূপতঃ নির্গুণত্বের বাধা জন্মাইতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সাংখ্যপ্রবচন সূত্রে বহুস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, জগৎ একদা মিথ্যা, অবিদ্যা হেতুই তাহা সত্য বলিয়া ভ্রম জন্মে, এবং অবিদ্যাযোগেই আত্মার বন্ধন, ও অবিদ্যাবিনাশেই মুক্তি সংসিদ্ধ হয়। তাঁহাদিগের মত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন :—

১ম অঃ, ২০ সূত্র। নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ॥

অবিদ্যাহেতু আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধ হইতে পারে না; আপত্তিকারিগণ অবিদ্যাকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না; ইহা মিথ্যা, ভ্রমমাত্র, বলেন। সুতরাং যাহা অবস্তু, তাহার সংযোগে আত্মার বন্ধ সম্ভব নহে। এবঞ্চ

১ম অঃ, ২১ সূত্র। বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ॥

যদি অবিদ্যাকে সদ্বস্তু বলিয়া স্বীকার কর, তবে সদ্বস্তুর যখন ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, তখন তাহা আপত্তিকারিগণের মতে আত্মাতে সংযুক্ত থাকায়, আত্মার মুক্তি কখনও সম্ভব হয় না; কিন্তু আত্মার মুক্তি যখন আপত্তিকারিগণের মতেও স্বীকার্য্য এবং শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তখন তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিতে হইবে।

১ম অঃ, ২২ সূত্র। বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ॥

অবিদ্যা আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, বিজাতীয় দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল; তাহা আপাত্ত-কারিগণের মতেই শ্রুতিবিরুদ্ধ এবং সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

১ম অঃ, ২৩ সূত্র। বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ ॥

যদি তর্কানুরোধে বল যে অবিদ্যা সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধ উভয়রূপা; তবে তাহার উত্তরে আমরা বলি :—

১ম অঃ, ২৪ সূত্র। ন, তাদৃক্‌পদার্থাপ্রতীতেঃ ॥

এইরূপ বিরুদ্ধ (সৎ ও অসৎ) দ্বিরূপ বিশিষ্ট পদার্থের প্রতীতি হয় না, এইরূপ বিরুদ্ধ দ্বিরূপ পদার্থ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই; সুতরাং তাহা স্বীকার করা যায় না।

১ম অঃ, ২৫ সূত্র। ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ ॥

আপত্তিকারী তদুত্তরে বলিতে পারেন, আমরা বৈশেষিকাদির ন্যায় ষট্-সংখ্যক নিয়ত পদার্থ স্বীকার করি না; অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকার সদসৎ দ্বিরূপবিশিষ্ট পদার্থ স্বীকার করিলে, তাহাতে আপত্তি কি? উত্তর :—

১ম অঃ, ২৬ সূত্র। অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা বালোন্মত্তাদিসমত্বম্ ॥

যদিও তোমরা নিয়ত ষট্ অথবা অপর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদার্থবাদী নহ সত্য, তথাপি ন্যায় ও যুক্তি দ্বারা অসিদ্ধ পদার্থ স্বীকার করা যায় না। এইরূপ করিলে বালক অথবা উন্মত্তাদির সমান হইতে হয়।

অতএব অবিদ্যাসংযোগে আত্মার বন্ধ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহা-দিগের মত গ্রহণীয় নহে। আত্মা স্বরূপতঃ নিত্যই মুক্ত।

ক্ষণিকত্ববাদিদিগের মত এই যে, নদীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, বাহ্যদৃষ্টিতে এইরূপ বোধ হয় যে, নদী একই আছে; কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে জানা যায় যে, কোন এক স্থানের জল প্রতিনিয়ত এক নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন নূতন জলরাশি সেই স্থান অধিকার করিতেছে, পরক্ষণেই তাহা অপসারিত হইতেছে। প্রদীপ-শিখাও এইরূপ প্রবাহাকারে এক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহার কোন অংশই স্থির নহে, প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তদ্রূপ জাগতিক সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, একক্ষণ মাত্র স্থায়ী, পরক্ষণেই ধ্বংসশীল। আত্মাও বাহ্যবস্তুর ন্যায় ক্ষণিক পদার্থ; ধারাবাহিক আমি, আমি, আমি, ইত্যাকার জ্ঞানপ্রবাহই আত্মা বলিয়া উক্ত হয়। বাহ্য বস্তু যেমন প্রবাহরূপে মাত্র এক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ আমি, আমি ইত্যাকার বিজ্ঞানপ্রবাহ স্থির আত্মারূপে পরিকল্পিত হয়। বাস্তবিক জগতে স্থির-বস্তু বলিয়া কিছুই বিদ্যমান নাই। বাহ্যবস্তুপ্রবাহসকল, আভ্যন্তরিক আমি আমি ইত্যাকার বিজ্ঞান-প্রবাহাত্মক আত্মাকে, স্বীয় ভাবে অনুরঞ্জিত করে; তাহাতেই আত্মার বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান হয়। বহিঃস্থিত পদার্থের সম্বন্ধে ক্ষণিকত্ববাদিদিগের এই মত এইক্ষণে সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন:—

১ম অঃ, ২৭ সূত্র। নানাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য ॥

অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে প্রবর্ত্তিত বাহ্য বিষয়ের উপরাগ দ্বারা আত্মার বন্ধ সংঘটিত হয়, এই মতও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ

১ম অঃ, ২৮ সূত্র। ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরঞ্জ্যোপরঞ্জক-ভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব ॥

(বস্তু সকল আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে বাহ্যদেশে অবস্থিত বলিয়া তোমরা

স্বীকার কর, তোমাদের আপত্তিতেই তাহা স্বীকার্য্য আছে, কিন্তু) এইরূপ বাহ্য ও অভ্যন্তররূপ পৃথক্‌দেশে অবস্থিত বস্তুদ্বয়ের উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জক ভাব কি প্রকারে সম্ভব হয়? দেশ ব্যবধানতা থাকাতে একের উপর অন্য কিরূপে কাহাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবে? যেমন শ্রুঘ্নদেশস্থ বস্তু ও পাটলিপুত্রদেশস্থ বস্তু দেশব্যবধানতা বশতঃ পরস্পর পরস্পরের উপরঞ্জ্য ও উপরঞ্জক হইতে পারে না, তদ্রূপ বহির্দ্দেশস্থ বস্তু অন্তঃস্থ আত্মাকেও উপরঞ্জিত করিতে পারে না।

১ম অঃ, ২৯ সূত্র। দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগান্ন ব্যবস্থা॥

(সূর্য্য যেমন মধ্যদেশস্থিত বায়ুকে অবলম্বন করিয়া রশ্মি প্রেরণদ্বারা দূরস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তদ্রূপ) আত্মা এবং বহিঃস্থিত বস্তু উভয়ে তাঁহাদের মধ্যস্থিত দেশকে উপরঞ্জিত করেন, তদ্দ্বারা পরম্পরা সূত্রে আত্মা এবং বহিঃস্থিত বস্তু পরস্পবের সহিত উপরঞ্জ্য উপরঞ্জক ভাব প্রাপ্ত হয়েন; এইরূপ ব্যবস্থাও করিতে পার না। কারণ উভয়ের মধ্যে সংযোগকারক অপর তৃতীয় কোন বস্তু থাকা তোমাদের মতেও স্বীকার্য্য নহে, এবং তাহা প্রমাণ ও যুক্তিবিরুদ্ধ; অপর কোন সংযোগকারক বস্তু থাকিলে বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ বলিয়া পার্থক্য রহিল না; আত্মাও বহিঃস্থিত বস্তু উভয়ই সেই তৃতীয় বস্তুর অবয়বভুক্ত হইয়া পড়িল। আত্মা সেই তৃতীয় বস্তুর অবয়বী-ভূত না হইলে, তাহাও আত্মার সম্বন্ধে বাহ্যবস্তুই হইল, ইহাদের সংযোজক কিছু থাকিল না; তবে আর তৃতীয় বস্তু কল্পনার সফলতা কি?

১ম অঃ, ৩০ সূত্র। অদৃষ্টবশাচ্চেৎ॥

বাহ্য বস্তু কোন অদৃষ্ট শক্তি প্রভাবে আত্মাকে অনুরঞ্জিত করে। যদি এইরূপ বল, (তবে আমরা বলি তাহাও হইতে পারে না, কারণ)

১ম অঃ, ৩১ সূত্র। ন দ্বয়োরেককালযোগাদুপকার্য্যোপকারক-ভাবঃ॥

উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধ এক কালে স্থিত দুই বস্তুর মধ্যেই সম্ভব, তাহা তোমাদের মতে স্বীকার্য্য না হওয়ায়, বাহ্যবস্তু আত্মার উপর অদৃষ্ট শক্তি দ্বারা কার্য্য করে বলিয়া তোমাদিগের পূর্ব্বোক্ত তর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। (তোমাদের মতে সর্ব্ব বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ; উদয়ক্ষণমাত্র অবস্থান করিয়া পরক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; সুতরাং পরক্ষণে উদিত বিষয়ের সহিত পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত বিষয়ের উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধ (কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অবস্থিতি) সম্ভব হইতে পারে না। বাহ্যবস্তু উদিত হইয়া পরক্ষণেই লয়প্রাপ্ত হয়, উদয় না হইলেও তাহার জ্ঞান হইতে পারে না ; সুতরাং বাহ্য বস্তুব উদয়, ও তৎপবে আত্মাতে তাহার জ্ঞান অসম্ভব)।

১ম অঃ, ৩২ সূত্র। পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ ॥

যদি বল, যেমন পিতার পূর্ব্বকৃত গর্ভাধানাদি ক্রিয়াদ্বারা অদৃষ্ট বশতঃ অজাত পুত্রের উপকার হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বক্ষণস্থিত বিষয়ের দ্বারা অদৃষ্ট বশতঃ আত্মাতে উপরাগরূপ কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে ; তবে তদুত্তরে আমরা বলিব—

১ম অঃ, ৩৩ সূত্র। নাস্তি হি তত্র স্থির এক আত্মা যো গর্ভাধানাদিকর্ম্মণা সংস্ক্রিয়তে ॥

তোমাদের মতে আত্মা নামক স্থির কোন পদার্থ নাই ; সুতরাং গর্ভাধানাদি ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যতে জাত পুত্রের কোন প্রকার সংস্কার (শুদ্ধিকরণ) অসম্ভব। অতএব তোমাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই যখন অসম্ভব হইল, তখন তদ্দ্বারা মূলবিষয়ের বিচারে তোমাদের কিছু সাহায্য হয় না।

১ম অঃ, ৩৪ সূত্র। স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম ॥

তোমাদের মতে যখন কোন কার্য্যেরই স্থিরত্ব স্বীকার্য্য নহে, তখন বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি সকলই ক্ষণিক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই মত কোন প্রকারে আদরণীয় হইতে পারে না ; তাহার কারণ নিম্নে বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে।

১ম অঃ, ৩৫ সূত্র। ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ ॥

যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তাহাই এক্ষণে পুনরায় দেখিতেছি, অথবা স্পর্শ করিতেছি, এই যে প্রত্যভিজ্ঞা নামক আত্মপ্রতীতি সর্ব্বদা সকল জীবে বর্ত্তমান আছে, তাহাদ্বারাই তোমাদের ক্ষণিকত্ববাদ অপ্রমাণিত হয়; কারণ আত্মপ্রতীতি অলঙ্ঘনীয়। বিশেষতঃ

১ম অঃ, ৩৬ সূত্র। শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ ॥

শ্রুতি এবং ন্যায় এই উভয় দ্বারাই তোমাদের এই ক্ষণিকবাদ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। শ্রুতি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে সৎই ছিল)। পুনরায় শ্রুতি বিশেষরূপে বলিতেছেন "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ···কুতস্তু খলু সৌম্যেদমেবং স্যাৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েতে" (কেহ বলেন এই চরাচর জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল, হে সৌম্য! ইহা কিরূপে হইতে পারে? অসৎ হইতে সৎ কিপ্রকারে জাত হইতে পারে?) সুতরাং তোমাদের মত শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, তাহা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। এই মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অগ্রাহ্য।

১ম অঃ, ৩৭ সূত্র। দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ ॥

নদীপ্রবাহ ও দীপশিখার দৃষ্টান্তদ্বারা যে ক্ষণিকত্ব সাধন করিতে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা বৃত্তির সমন্বয় করিতে চেষ্টা কর, সেই দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ প্রদীপের অঙ্গীভূত দ্রব্যের এবং নদীস্থ জলের কোন অংশের বিনাশ নাই; বিনাশ না থাকাতেই পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জলীয় ও দীপশিখাসম্বন্ধীয় অবয়বসকলের সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব হয়; এই সংযোগসম্বন্ধ বশতঃই প্রবাহরূপে অবস্থিত একত্বের জ্ঞান জন্মে; বিশেষতঃ—

১ম অঃ, ৩৮ সূত্র। যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ॥

(তোমাদের মত প্রকৃত হইলে কার্য্য-কারণ-ভাব, যাহা জগতে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না; কারণ, তোমাদের মতে সমস্ত বিষয়ই ক্ষণস্থায়ী; যেক্ষণে যে বস্তুর উদয় হয়, তৎপরক্ষণেই তাহার সম্যক্ বিনাশ হয়। এইক্ষণে স্বীকার করিতে হইবে যে, এইরূপ ক্ষণিক বিভিন্ন বস্তু অথবা ক্রিয়া, হয় একই কালে উদ্ভূত হয়, অথবা পরপর কালে উদ্ভূত হয়)। যাহারা একই কালে উদ্ভূত হয়, তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব থাকিতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে; কারণ একবস্তু অপরের কার্য্য, এইরূপ বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, কারণ বস্তু পূর্ব্বে অবস্থিত হইয়া, পরে কার্য্যবস্তু উৎপাদন করিয়াছে। যাহারা পরপর উদ্ভূত হয় তাহাদের মধ্যেও তোমাদের মতে কার্য্যকারণভাব সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ—

১ম অঃ, ৩৯ সূত্র। পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ॥

তোমাদের মতে অগ্রে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরক্ষণেই তাহার সম্যক্ বিনাশ হয়; সুতরাং সেই বিনষ্ট পদার্থ আর কিরূপে পরে উৎপন্ন পদার্থের সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে?

১ম অঃ, ৪০ সূত্র। তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন॥

যদি পূর্ব্বোদ্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পরে উদ্ভূত বস্তুর বিদ্যমানতা হয়, তবেই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু তোমাদের মতে পরে উদ্ভূত বস্তুব অস্তিত্বক্ষণে পূর্ব্বোদ্ভূত বস্তুর বিদ্যমানতা নাই। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না; অতএব একের সত্তাতে অপরের সত্তা, এবং অসত্তাতে অসত্তা, যাহা না হইলে কার্য্যকারণভাব স্থাপিত হয় না, এই উভয়াভাবে কার্য্যকারণ-ভাব কোন প্রকারেই ব্যবস্থাপিত হয় না।

১ম অঃ, ৪১ সূত্র। পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ॥

কেবল পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকে ধরিয়াই যদি কার্য্যকারণসম্বন্ধ কল্পিত হয় বল, তাহা হইতে পারে না; কারণ একক্ষণে উদ্ভূত বস্তুর উদ্ভবের পূর্ব্বক্ষণে বহুবিধ বস্তু অবস্থিত থাকে; সুতরাং পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত বলিয়াই যদি কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কল্পিত হওয়া বলা যায়, তবে পূর্ব্বক্ষণে অবস্থিত সকল বস্তুকেই কারণ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বক্ষণে স্থিত কোন একটি বিশেষ বস্তুকে কারণরূপে নির্দ্দেশ করিবার নিয়ম আর থাকে না; কিন্তু কার্য্যকারণ বিষয়ে নিয়ম থাকা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। অতএব তোমাদিগের মত সর্ব্বপ্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ।

অপর কোন কোন নাস্তিকগণ বলেন যে, বাহ্য জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তৎসমস্তই বিজ্ঞান মাত্র; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় বন্ধও বিজ্ঞান মাত্র। ইহাদিগের মতও যথার্থ বলিয়া স্বীকার্য্য নহে; কারণ—

১ম অঃ, ৪২ সূত্র। ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ॥

জগৎ বিজ্ঞান মাত্র নহে; যেহেতু বিজ্ঞানের যেরূপ প্রতীতি হয়, সেইরূপ বাহ্য পদার্থেরও প্রতীতি স্বভাবতঃ আছে। পদার্থসকল বাহ্যে অবস্থিত বলিয়াই প্রতীতি হয়, কেবল নিজের বিজ্ঞান বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে প্রতীতি হয় না। বাহ্যবস্তুবিষয়ক এই আত্মপ্রতীতি অলঙ্ঘনীয়, কোন তর্কের দ্বারা তাহা বাধা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং এই বিজ্ঞানবাদ অগ্রাহ্য।

১ম অঃ, ৪৩ সূত্র। তদভাবে তদভাবাচ্ছূন্যং তর্হি॥

প্রতীতির অনুযায়ী বাহ্যবস্তুর যদি পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকে, তবে বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব কিছু থাকে না; তবে সমস্ত জগৎ শূন্যমাত্র হইয়া যায়, এক বিজ্ঞাতামাত্র বর্ত্তমান থাকেন।

১ম অঃ, ৪৪ সূত্র। শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥

(উপরোক্ত আপত্তির উত্তরে শূন্যবাদী নাস্তিকগণ বলেন) শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব; এই জগতে সকলই শূন্যে পরিণত হয়; যাহা কিছু অস্তিত্বশীল বস্তু বলা যায়, সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কারণ বিনাশই (শূন্যই) একমাত্র স্থির বস্তু; তাহা না হইলে সকল বস্তুই বিনাশদশা প্রাপ্ত হইত না। অতএব এই শূন্যই একমাত্র জগত্তত্ত্ব। সূত্রকার এই শূন্যবাদের খণ্ডন করিতেছেন।

১ম অঃ, ৪৫ সূত্র। অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাম্ ॥

এই মতটি মূঢ়বুদ্ধি কুতার্কিকদিগের প্রলাপমাত্র। কোন বস্তুই একদা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সম্যক্ বিনাশের কোন প্রমাণ নাই।

১ম অঃ, ৪৬ সূত্র। উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি ॥

বিজ্ঞানবাদীর মত, এবং শূন্যবাদীর মত, একই প্রকারের মত, একই হেতু মূলে নিরসনীয়, একই যুক্তিতে এই শূন্যবাদ ও নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে। উভয়ই আত্মপ্রতীতির বিরুদ্ধ।

১ম অঃ ৪৭ সূত্র। অপুরুষার্থত্বমুভয়থা ॥

মুক্তি,—যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় বলিয়া তন্নিমিত্ত সকল জীবই লালায়িত, তাহা এই উভয়মতেই অপুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কারণ বিজ্ঞানবাদীর মতে যিনি বিজ্ঞাতা তিনিই একমাত্র আছেন, তিনিই সমস্ত বিজ্ঞানময়, আর কিছুই নাই, সুতরাং কে কাহাকে উপদেশ করিবে? উপদেশই বা কি হইবে? বিজ্ঞানেরও একদা পরিহার অসম্ভব;

কারণ বিজ্ঞান-প্রবাহ অনাদি, অনন্ত ও নিত্য। ইহাদিগের অনেকের মতে বিজ্ঞাতা বলিয়া কোন স্থির পুরুষও নাই। বাহ্যবস্তু যেমন ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র, আত্মাও তদ্রূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বলিয়া যে বোধ তদুভয়ই ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানেরই স্বরূপ; সুতরাং এই মতে মুক্তি প্রভৃতি কিছুরই সম্ভাবনা নাই, সকলই ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র। শূন্যবাদীদিগের মতে শূন্যই একমাত্র বস্তু আর কিছুই নাই; ভোগ বল, মুক্তি বল, যে কোন পুরুষার্থ হউক, সকলই শূন্য, কিছুরই অস্তিত্ব নাই; সুতরাং এই উভয় মতে পুরুষার্থ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই ও হইতে পারে না। অতএব এই সকল মত সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। *

---

* সাংখ্য-সূত্রের অন্যান্য স্থানে নাস্তিক জড়ত্ববাদও খণ্ডিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় সূত্র সকল নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ॥ ৩য় অঃ, ১৭ সূত্র।

জীবের দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চবিধ পদার্থে গঠিত।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ॥ ৩য় অঃ, ২০ সূত্র।

জীবের যে চৈতন্য তাহা উক্ত পঞ্চভূতের বিমিশ্রণে উপজাত নহে; কারণ পৃথক্‌রূপে অবস্থিতিকালীন, উক্ত পঞ্চভূতের মধ্যে কোনটীতে চৈতন্যগুণ থাকা দেখা যায় না।

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ॥ ৩য় অঃ, ২১ সূত্র।

চৈতন্য উক্ত ভূতসকলের ধর্ম্ম হইলে, দেহধারীর মরণ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা (যাহাতে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ অচেতন রূপে প্রকাশ পায়, তাহা) ঘটিত না। (চৈতন্য দেহ-ধর্ম্ম হইলে, তাহা সর্ব্বদাই তাহাতে বর্ত্তমান থাকিত, মরণাদি চৈতন্যাভাব অবস্থা যে দেহের দৃষ্ট হয়, তাহা কখনই দৃষ্ট হইত না।)

মদশক্তিবচ্চেৎ, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ॥ ৩য় অঃ, ২২ সূত্র।

যদি বল যে, যে সকল দ্রব্যমিশ্রণে সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাদিগের

এইরূপে নাস্তিক মতসকল খণ্ডন করিয়া জ্ঞানযোগের অধিকারী শিষ্যের বৈরাগ্য ও আত্মনিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, আত্মার স্বাভাবিক নির্গুণত্ব বিষয়ে অপর যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা সূত্রকার খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

প্রত্যেক মাদকতা শক্তির অভাব থাকিলেও তাহাদের মিশ্রিতাবস্থায় যেমন মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূতসকলের প্রত্যেকে চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাদের মিশ্রিতাবস্থায় চৈতন্য-শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, মদ্যঘটক প্রত্যেক পদার্থে সূক্ষ্মভাবে মাদক শক্তি আছে, বিমিশ্রণ কার্য্যদ্বারা তাহার বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র; যে জাতীয় ধর্ম্মের অত্যন্তাভাব অমিশ্রিত দ্রব্যে থাকে, সেই জাতীয় ধর্ম্ম মিশ্রিতাবস্থায় প্রকাশিত হওয়ার দৃষ্টান্ত কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

পুনরায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে সূত্রকার বলিতেছেন :-

অস্ত্যাত্মা, নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ॥ ৬ অঃ, ১ সূত্র।

আত্মা আছেন। নাই বলিয়া কোন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। (আত্মার অস্তিত্ব শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ, এবং আত্মপ্রতীতি ও অনুমান তাহারই অনুকূল। আত্মা নাই বলিয়া কোন প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। জড়সংযোগে কেহ কখন চৈতন্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ, বৈচিত্র্যাৎ॥ ৬ষ্ঠ অঃ, ২ সূত্র।

এই আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন; কারণ উভয়ের ধর্ম্মের বিচিত্রতা আছে (বিভিন্নতা আছে, দেহ পরিণামী, আত্মা অপরিণামী ইত্যাদি)।

ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি॥ ৬ষ্ঠ অঃ, ৩ সূত্র।

আমার শরীর, আমার মনঃ, আমার বুদ্ধি ইত্যাদি যে আমাদের স্বভাবজাত জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারাই জানা যায় যে, দেহ, মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে আমি পৃথক। নতুবা শরীর প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া 'আমার শরীর' ইত্যাকার ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের ব্যবহার হইত না।

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ॥ ৬ষ্ঠ অঃ, ৪ সূত্র।

১ম অঃ, ৪৮ সূত্র। ন গতিবিশেষাৎ ॥

এই সূত্রের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে এইরূপ করা হইয়াছে, যথা,—"ন গতিবিশেষাৎ পুরুষস্য বন্ধ ইত্যর্থঃ"। শরীর প্রবেশাদি রূপ গতিবিশেষ দ্বারা পুরুষের বন্ধ উপজাত হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে না; * কারণ—

যদি বল শিলাপুত্র (লোড়া) স্থলেও (শিলার পুত্র এই অর্থে শিলাপুত্র) ষষ্ঠী বিভক্তি আছে, কিন্তু শিলা ও শিলার পুত্র এই উভয়ে কোন প্রভেদ নাই, লোড়া শিলা হইতে পৃথক্ নহে; সুতরাং দেহ, মন ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলেও তদ্দ্বারা দেহ, মন ও বুদ্ধি হইতে আমি পৃথক্ থাকা প্রমাণিত হয় না। তদুত্তরে বলিতেছি যে, এই দৃষ্টান্ত খাটে না; কারণ শিলাপুত্রাদি স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মী (শিলা) ও ধর্ম্মের (লোড়ার) ভেদ বিষয়ে প্রতীতি না হইয়া, অভেদ প্রতীতি হয়; কিন্তু আমার বুদ্ধি, আমার দেহ, আমার মন ইত্যাদি স্থলে তদ্রূপ অভেদ প্রত্যক্ষ হয় না। দেহ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়ার এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু আমি যে এক আছি সেই বুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে না।

এই সকল স্পষ্ট মত থাকা সত্ত্বেও, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সাংখ্যদর্শনকে লোকে ও পণ্ডিত সমাজে সাধারণতঃ নাস্তিক দর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।

* আত্মার গতি বিষয়ক শ্রুতি একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। যথা কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়াবল্লীর ২১ সংখ্যক শ্লোক—

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদান্দবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।"

নচিকেতাকে ধর্ম্মরাজ যম বলিতেছেন:—যিনি স্বরূপতঃ অচল (আসীন, একস্থানে অচলরূপে স্থিত) তথাপি দূরদেশে গমন করেন; যিনি স্বরূপতঃ শয়ান (সর্ব্বদা স্বনিষ্ঠ, অপর কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেন না, অতএব সুপ্তবৎ) হইয়াও সর্ব্বত্র গতিশীল, সর্ব্ববিষয়জ্ঞ; যিনি স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ, অথচ ক্লেশযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন; এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব অচিন্তনীয় আত্মাকে আমি (যম) ভিন্ন মর্ত্ত্য কোন্ ব্যক্তি জানিতে সমর্থ হয়? (সগুণ অর্থাৎ গুণপ্রবিষ্ট হইয়াই ব্রহ্ম এই সকল কার্য্য

১ম অঃ, ৪৯ সূত্র। নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ ॥

এই সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ, যথা—"নিষ্ক্রিয়স্য বিভোঃ পুরুষস্য গত্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ।" পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তাঁহার গতি অসম্ভব; অতএব আত্মার পক্ষে দেহ প্রবেশাদিরূপ প্রকৃত গমনকার্য্য থাকা স্বীকার করা যায় না।

১ম অঃ, ৫০ সূত্র। মূর্ত্তত্বাদ্ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ ॥

বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—"যদি চ ঘটাদিবৎ পুমান্ মূর্ত্তঃ পরিচ্ছিন্নঃ স্বীক্রিয়তে। তদা সাবয়বত্ববিনাশিত্বাদিনা ঘটাদিসমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ।" যদি পুরুষকে ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্তিমান্ ও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার কর, তবে সাবয়বত্ব বিনাশিত্ব ইত্যাদি ঘটধর্ম্ম, সমভাবে পুরুষেরও আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; অর্থাৎ পুরুষও ঘটের ন্যায় সাবয়ব ও বিনাশী হইবেন; সুতরাং তাঁহাকে ঘটাদির সমান ধর্ম্মাক্রান্ত বলিতে হইবে। অতএব উক্ত স্বীকারের ফলে, এই অপরিহার্য্য অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কারণ আত্মা অবিনাশী ও বিভু ইহা শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ।

১ম অঃ, ৫১ সূত্র। গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ ॥

বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন, যথা—"যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেনাকাশস্যে-বোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেত্যর্থঃ।" পুরুষের গতি বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহা পুরুষের বিভুত্ববিষয়ক শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তির সহিত যোগ করিয়া,

---

করেন; শ্রুত্যন্তরে উক্ত আছে "তৎ সৃষ্ট্বা তৎ প্রাবিশৎ। সুতরাং ভিক্ষুকৃত সূত্রার্থ সঙ্গত।)

আকাশের উপাধিযোগবৎ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, (অর্থাৎ আকাশ সর্ব্বব্যাপী এবং অমূর্ত্ত হইলেও, ঘট প্রভৃতি উপাধি-যোগে যেমন অবয়ববিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন ও গতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আত্মাও সর্ব্বব্যাপী, ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিযোগে, তিনি যেন তত্তদ্দেহে গতিরূপ ক্রিয়াদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া, পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন।) তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে নিম্নলিখিত প্রমাণ ও পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের পরেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—"তত্র চ প্রমাণম্। ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ।" তৎসম্বন্ধে প্রমাণ:—ঘট এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইলে, তন্মধ্যস্থিত আকাশ যেমন ঘটের সহিত স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক ঘটই স্থানান্তরিত হয়, আকাশ স্থানান্তরিত হয় না; তদ্রূপ জীবও আকাশ-সদৃশ, দেহের গতিতে (কার্য্যেতে) তাঁহারও গতি (কার্য্য) থাকা আপাততঃ বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক তিনি নিষ্ক্রিয়, গতিশূন্য। অনিরুদ্ধ ভট্টকৃত ব্যাখ্যাও এই ব্যাখ্যারই অনুরূপ। সুতরাং এই সূত্র দ্বারা সূত্রকার স্পষ্টই স্বীয়মতে আত্মা যে এক, অদ্বৈত, আকাশবৎ, বিভুস্বভাব ও সর্ব্বব্যাপী, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে কোন প্রকার মতান্তর নাই। এই সূত্র সম্বন্ধে কেহ এইরূপ ইঙ্গিত করিতে পারেন না যে, ইহাতে গ্রন্থকার অন্য কাহারও আপত্তি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহাতে নিজের মত প্রকাশ করেন নাই। পরন্তু ইহাতে যে সূত্রকার নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সূত্রের সহিত একত্রে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৯ সংখ্যক সূত্র পঠিতব্য।

গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ॥

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৯ সূত্র।

আত্মার যে গতিবিষয়ক শ্রুতি আছে, তাহার অর্থ এই মাত্র যে, আত্মা সর্ব্বব্যাপক (বিভু স্বভাব) হইলেও, উপাধিযোগে তাঁহার দেশ কালাদি ভোগ লাভ হয়; কিন্তু তাহা আকাশের ন্যায়। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, এক হইয়াও ঘটাদি উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন ও বহু বলিয়া প্রতীত হয়, আত্মাও তদ্বৎ সর্ব্বব্যাপী, শরীরাদি উপাধিযোগেই তিনি বহু বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন; পরন্তু তদ্দ্বারা স্বরূপতঃ তাঁহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তিনি এক অদ্বৈতরূপেই অবস্থান করেন।

এই সূত্রের পরে ৫২ ও ৫৩ সূত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রথম অধ্যায়ের ষোড়শ সংখ্যক সূত্রের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যথা ;—

১ম অঃ, ৫২ সূত্র। ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ ॥

১ম অঃ, ৫৩ সূত্র। অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে ॥

ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

১ম অঃ, ৫৪ সূত্র। নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি ॥

আত্মার দেহযোগে বন্ধ স্বীকার করিতে হইলে, তাহা আত্মার নির্গুণত্ব-বিষয়ক শ্রুতিসকলের বিরুদ্ধ হয়।

১ম অঃ, ৫৫ সূত্র। তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্ ॥

আমরাও বন্ধ স্বীকার করি, সত্য; কিন্তু তাহা অবিবেকবশতঃই আত্মাতে উপচারিত হয়; ইহাই আমাদের উপদেশ। (পুরুষের যে বন্ধ উক্ত হয়, তাহা প্রকৃতিস্থ অবিবেকহেতু, বন্ধ বাস্তবিক পুরুষের স্বরূপতঃ নাই, প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষেরই বন্ধ কল্পিত হয়; সুতরাং আমাদের মতে বন্ধও প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রকৃতিরই) অতএব আমাদের এই মত ও পূর্ব্বোক্ত মত সমান নহে; কারণ পূর্ব্বোক্তমতে আত্মারই বন্ধ স্বীকার্য্য।

এইরূপে আত্মার স্বাভাবিক বন্ধাভাব সপ্রমাণিত করিয়া, অবিবেক হেতু যে আত্মার বন্ধ থাকা বোধ হয়, সেই অবিবেক কিরূপে দূর হয়, তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন ;—

১ম অঃ ৫৬ সূত্র। নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ ॥

অন্ধকার যেমন নিয়ত কারণ আলোক দ্বারাই তিরোহিত হইতে পারে, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না ; তদ্রূপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণের দ্বারা (অর্থাৎ আত্মা স্বরূপতঃ নিত্য মুক্তস্বভাব, গুণাতীত, তিনি জাগতিক সমুদয় বস্তু ও ব্যাপার হইতে বিভিন্নস্বভাব, এইরূপ স্থিরজ্ঞান দ্বারা) তিরোহিত হয়।

১ম অঃ ৫৭ সূত্র। প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানম্ ॥

জাগতিক অপর সকল পদার্থ প্রধানের (মূল প্রকৃতির) বিকাররূপ কার্য্যভূত ; সুতরাং প্রকৃতিসম্বন্ধীয় অবিবেক হইতেই অপর সকল পদার্থ সম্বন্ধীয় অবিবেক জাত হয় ; অতএব প্রকৃতিসম্বন্ধীয় অবিবেক অপগত হইলেই, অপর সকল পদার্থসম্বন্ধীয় অবিবেক অপগত হয়, (অর্থাৎ জীব প্রকৃতিলীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বন্ধ দূর হয় না ; ইহাও অবিবেকই ; এইমাত্র অবিবেক থাকিলেও অবিবেকের মূল থাকিয়া গেল, পুনরায় অবসর পাইয়া অপরাপর দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অবিবেক উপজাত হয় ; প্রকৃতি হইতেও তিনি ভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃতি গুণাত্মিকা, পুরুষ গুণাতীত—নির্গুণ, এইরূপ দৃঢ় বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইলেই, পুরুষ মুক্ত হইতে পারেন।)

১ম অঃ ৫৮ সূত্র। বাঙ্মাত্রং, ন তু তত্ত্বং, চিত্তস্থিতেঃ ॥

পরন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, পুরুষের যে বন্ধ মোক্ষাদি ইহা কেবল বাক্যে মাত্রই প্রসিদ্ধ আছে, ইহা বাস্তবিক নহে ; ইহা প্রকৃত

প্রস্তাবে চিত্তেরই ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। অর্থাৎ জীবের যাহা মোক্ষাবস্থা বলা যায়, তাহাতে চিত্তের অবিবেক-বর্জ্জিত একপ্রকার বিশেষ অবস্থান্তর হয়। বন্ধকালে ইহার অবিবেক-যুক্তাবস্থা থাকে। আত্মা নিত্যই নির্গুণ, চিত্তধর্ম্মের অতীত *।

(এই স্থলে সাংখ্যদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়োক্ত নিম্নোক্ত একটি সূত্রও দ্রষ্টব্য)।

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥ ৩য় অঃ ৭১ সূত্র।

প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের বন্ধ অথবা মোক্ষ কিছুই নাই; কেবল অবিবেক থাকা বশতঃই (অর্থাৎ যতকাল চিত্তে অবিবেকের অস্তিত্ব থাকে, ততকালই) পুরুষের বন্ধ এবং মোক্ষ কল্পিত হইয়া থাকে।

১ম অঃ ৫৯ সূত্র। যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ॥

বিচার যুক্তিদ্বারা আত্মস্বরূপ অবগত হইলেও, আত্মসাক্ষাৎকার বিনা বন্ধ দূর হয় না; যেমন দিগ্‌ভ্রম সহজে দূর হয় না, তদ্বৎ।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই জগতের স্বরূপ কি? যাহা হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া ধারণা করারূপ বিবেক দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহার স্বরূপ কি? এই বিষয়ে নিতান্তই উপদেশ করা আবশ্যক। কারণ অনাত্মবস্তু কি তাহা না জানিলে, তাহা হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া জানা যায় না; অতএব

* এই সূত্র দ্বারা গ্রন্থকার স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, মোক্ষাবস্থায়ও চিত্তের সম্যক্ বিনাশ নাই, তাহার অবস্থান্তর হয় মাত্র। মুক্তাবস্থায় যেমন পুরুষ স্বরূপতঃ নির্গুণ, বদ্ধাবস্থায়ও তদ্রূপই নির্গুণ, বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা প্রাপ্তিতে চিত্তেরই কেবল অবস্থান্তর ঘটে; সুতরাং মুক্ত হইলেও দেহ জীবিত থাকা, এবং দেহসম্বন্ধীয় কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়ায় কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মুক্তাবস্থায় চিত্তে অবিবেক থাকে না, সুতরাং মুক্তপুরুষগণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও কোন প্রকার কর্ম্ম করেন না বলিয়া মনে করেন।

জগতের স্বরূপ এইক্ষণে সূত্রকার বর্ণনা করিতেছেন। পরন্তু জগতের নানাপ্রকার সূক্ষ্মরূপ আছে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর নহে; তাহা ধারণা করিবার উপায় কি তৎসম্বন্ধে প্রথমে বলিতেছেন :—

১ম অঃ ৬০ সূত্র। অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভি-রিব বহ্নেঃ ॥

প্রত্যক্ষের বহির্ভূত বিষয়ের জ্ঞান অনুমান দ্বারা জন্মে; যেমন পর্ব্বতে ধূম থাকা দৃষ্ট হইলে, তাহাতে অগ্নি থাকা, অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়।

এই চরাচর জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত; পরন্তু (শ্রুতির অনুকূল) অনুমান দ্বারা জানা যায় যে, এই অনন্তরূপ জগৎ পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পদার্থের সংমিলনে গঠিত। যথা ;—

১ম অঃ ৬১ সূত্র। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্, মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, মনশ্চ তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যে সাম্যাবস্থা তাহারই নাম প্রকৃতি; প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহান্ (মহত্তত্ত্ব); মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কার (অহংতত্ত্ব); অহঙ্কার হইতে (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক) পঞ্চ-তন্মাত্র, ও মনঃ এবং (চক্ষুঃ, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ নামক) পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ নামক) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উপজাত হয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম নামক) পঞ্চ মহাভূত সৃষ্ট হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ ও পুরুষ, জগতের এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যক "গণ" অথবা "তত্ত্ব"।

১ম অঃ ৬২ সূত্র। স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য ॥

স্থূল জগতের পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা দৃষ্ট হয় যে, জগৎ পঞ্চভূতাত্মক;

তৎসমস্ত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে গঠিত; সুতরাং ইহার কারণরূপে ইহার সূক্ষ্মাংশ পঞ্চতন্মাত্র থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চমহাভূতের উপাদান কারণ)।

১ম অঃ, ৬৩ সূত্র। বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য ॥

বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র ইহারা সকলই তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহং বুদ্ধির অন্তর্গত; সুতরাং তাহা অহঙ্কাররূপ উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়।

১ম অঃ, ৬৪ সূত্র। তেনান্তঃকরণস্য ॥

অহঙ্কারের স্বরূপ আলোচনা করিয়া তাহা একপ্রকার বুদ্ধিমাত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়; অতএব তাহার উপাদান কারণ অন্তঃকরণ (অর্থাৎ বুদ্ধি, যাহা ব্যাপক বলিয়া মহত্তত্ব নামে আখ্যাত করা হয়, তাহা) থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়।

১ম অঃ, ৬৫ সূত্র। ততঃ প্রকৃতেঃ ॥

বুদ্ধি (মহৎ) নানাপ্রকার হওয়ায় তাহা অপর বস্তুর বিকার মাত্র বলিয়া অনুমিত হয়; সেই বস্তুই প্রকৃতি; অতএব মহত্তত্ব হইতে প্রকৃতির অনুমান হয়।

১ম অঃ, ৬৬ সূত্র। সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥

জাগতিক সমস্ত বস্তুই এইরূপভাবে অবস্থিত আছে যে, তাহা কোন না কোন ব্যক্তির কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ হয়।

পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে এই অধ্যায়ে পরে আরও কয়েকটি সূত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই স্থানেই সন্নিবেশিত করা হইতেছে।

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্॥ ১ম অঃ, ১৩৯ সূত্র।

পুরুষ শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত, তিনি শরীরাদির অতীত।

সংহতপরার্থত্বাৎ॥ ১ম অঃ, ১৪০ সূত্র।

জাগতিক সমস্ত বস্তুই কাহারও ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তদ্দ্বারা ভোক্তা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমান সিদ্ধ হয়।

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ॥ ১ম অঃ, ১৪১ সূত্র।

গুণসকল অচেতনধর্ম্মা, পুরুষ চেতন; এতদ্দ্বারাও পুরুষের পার্থক্য জানা যায়। (অথবা সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণত্রয়ের ধর্ম্ম হইতে তাহার ভোক্তা পুরুষ অবশ্যই পৃথক্ হইবেন; কারণ সুখ স্বয়ং সুখের ভোগ করিতে পারে না)।

অধিষ্ঠানাচ্চেতি॥ ১ম অঃ, ১৪২ সূত্র।

যিনি ভোক্তা, ভোগ্যদেহে তিনি অধিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই অধিষ্ঠানের দ্বারাও তাঁহাকে দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়।

ভোক্তৃভাবাৎ॥ ১ম অঃ, ১৪৩ সূত্র।

শরীরে ভোক্তৃভাবেই পুরুষের অধিষ্ঠান দেখা যায়, তাহাতে তাঁহার পার্থক্য অনুমিত হয়।

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ ১ম অঃ, ১৪৪ সূত্র।

জীবের কৈবল্যার্থ (গুণসঙ্গের অত্যন্ত উচ্ছেদপূর্ব্বক দুঃখের নিবৃত্তির নিমিত্ত) প্রবৃত্তি থাকা দেখা যায়, পুরুষ দেহ হইতে পৃথক্ না হইলে, এই প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব হয় না; সুতরাং দেহাতিরিক্ত পুরুষ আছেন, ইহা অনুমানসিদ্ধ।

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ॥ ১ম অঃ, ১৪৫ সূত্র।

জড় বস্তুর স্বপ্রকাশকত্ব নাই; অতএব তাহার প্রকাশক পুরুষ আছেন।

নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা॥ ১ম অঃ, ১৪৬ সূত্র।

পুরুষ নির্গুণ (বলিয়া শ্রুতি স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন), অতএব তিনি কোন ধর্ম্মযুক্ত নহেন; তিনি সত্বাদি ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত।

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ॥ ১ম অঃ, ১৪৭ সূত্র।

শ্রুতিতে পুরুষের নির্গুণত্ব সিদ্ধ থাকাতে, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না, কারণ শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইতে কখনও দেখা যায় নাই।

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্॥ ১ম অঃ, ১৪৮ সূত্র।

সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা আত্মার স্বরূপে অবস্থিত নহে; আত্মা তাহার সাক্ষী মাত্র। *

১ম অঃ ৬৭ সূত্র। মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।

যাহা সকলের মূল কারণ, তাহার অপর কোন মূল (কারণ) থাকিতে পারে না। (সুতরাং মূল কারণ (প্রকৃতি) উৎপত্তিরহিত অর্থাৎ নিত্য, অপর সকল অনিত্য)।

---

* পুনরায় পঞ্চমাধ্যায়ে বলা হইয়াছে :—

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ॥ ৫ম অঃ ১১৪ সূত্র।

দেহকে সর্ব্বাংশে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ইহা ভোগের যন্ত্র বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তাহাতে ভোক্তা পুরুষের অধিষ্ঠান হেতুই এইরূপ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিত অনুমান হয়। কেননা ভোক্তা না থাকিলে (মৃত হইলে) দেহ পচিয়া যায়।

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ॥ ৫ম অঃ ১১৫ সূত্র।

১ম অঃ, ৬৮ সূত্র। পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞা-মাত্রম্॥

স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, এইরূপ পর পর কারণ অনুসন্ধান করিলে এক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, যেখানে গুণসকল সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে, সেই অব্যক্ত অবস্থারই "প্রকৃতি" সংজ্ঞা; কিন্তু এই সংজ্ঞামাত্রই এই অবস্থার পরিচায়ক; কোন প্রকার বিশেষ লিঙ্গ দ্বারা এই অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না।

পরন্তু দেহ নির্ম্মাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বামী আত্মার কোনরূপ ব্যাপার আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে না; আত্মার যে দেহে অধিষ্ঠান তাহা ভৃত্যদ্বারা (প্রাণরূপ ভৃত্যদ্বারা) অধিষ্ঠান।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা॥ ৫ম অঃ ১১৬ সূত্র

সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থায়, পুরুষ (জীব) ব্রহ্মরূপতা লাভ করে না (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে দেহ সম্বন্ধীয় ব্যাপার দর্শন ও উপভোগ করেন না; সুতরাং প্রায় স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। সমাধিতে দেহজ্ঞান একদা লুপ্ত হয়, এবং মোক্ষাবস্থায় একদা গুণসঙ্গ বর্জ্জিত হয়, তখন ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ॥ ৫ম অঃ ১১৭ সূত্র।

প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় অর্থাৎ (সুষুপ্তি ও সমাধিকালে) গুণসঙ্গ বীজভাবে থাকে; এই সংসার বীজ থাকাতে, পুনরায় সংসারে ব্যুত্থান হয়। মোক্ষাবস্থায় এই বীজেরও বিনাশ হয়। অতএব আর সংসার বন্ধন ঘটে না।

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ॥ ৫ম অঃ, ১১৮ সূত্র।

সুষুপ্তি এবং সমাধির ন্যায় মোক্ষও দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ মুক্ত পুরুষও আছেন জানা যায়,) অতএব কেবল প্রথমোক্ত দুই অবস্থাই যে আছে, তৃতীয়টি নাই, তাহা নহে। (ঐ তৃতীয়াবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ যখন আছেন, তখন প্রকৃতির অতীত পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।)

বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে করিয়াছেন, যথা :—ইহার কারণ অমুক, অমুকের কারণ অমুক, এইরূপ পরম্পরা কারণ অনুসন্ধান করিয়া এক স্থানে সমাপ্তি স্বীকার করিতে হয়, (নতুবা অনবস্থা দোষ ঘটে) ; যেখানে শেষ হইবে তাহাই মূল কারণ, তাহার যে কোন সংজ্ঞা দেওয়া যাউক তাহাতে কোন বিবোধ নাই। এই অর্থও সমীচীন।

১ম অঃ, ৬৯ সূত্র। সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই সমপ্রকৃতিক, উভয়ই অলিঙ্গ, অনাদি ও নিত্য। *

১ম অঃ, ৭০ সূত্র। অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥

অধিকারী উত্তম, মধ্যম, অধম এই ত্রিবিধরূপ হওয়ায়, সকলেই শ্রবণমাত্র উপদেশ ধারণ করিতে পাবে না ; অতএব পুনঃ পুনঃ বিচারের প্রয়োজন। তন্নিমিত্ত তত্ত্বসকলেব আবও বিশেষ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

১ম অঃ, ৭১ সূত্র। মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং, তন্মনঃ ॥

প্রকৃতির যাহা প্রথম কার্য্য (প্রথম পরিণাম) তাহাই মহত্তত্ত্ব বলিয়া আখ্যাত হয়, তাহা মনন বৃত্তিক (অন্তঃকরণ)

১ম অঃ, ৭২ সূত্র। চরমোঽহঙ্কারঃ ॥

তাহা হইতে অভিমান বৃত্তিযুক্ত অহঙ্কার আবির্ভূত হয় ॥

---

* বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জগতের মূল কারণ বিচারে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষই সমান। প্রকৃতির উৎপত্তি পুরুষমূলক বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে ; তন্নিমিত্ত যদি প্রকৃতিকে মূল কারণ বলিতে আপত্তি কর, এবং অবিদ্যাই জগৎ কারণ বলিতে চাহ, তবে অবিদ্যারও উৎপত্তি পুরুষমূলক বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে। অতএব উভয়পক্ষই সমান হইল।

১ম অঃ, ৭৩ সূত্র। তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্॥

অবশিষ্ট তত্ত্বসকল অহংতত্ত্ব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। (অবশিষ্ট সকল তত্ত্বেই অভিমানবৃত্তি নিবিষ্ট আছে ; সুতরাং স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ আহঙ্কারিক (অহঙ্কার-উপাদান বলিয়া কথিত হয় ; এবং অহংতত্ত্ব পর্য্যন্তকেই প্রকৃতির নিজ পরিণাম বলিয়া বলা যায়)।

১ম অঃ, ৭৪ সূত্র। আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ॥

যেমন পরমাণুসকল পরম্পরারূপে জগতের সমুদয় বস্তুর উপাদান কারণ বলিয়া বলা হয়, তদ্রূপ আদ্য হেতুতা হেতু পরম্পরারূপে প্রকৃতিকে জগতের মূল উপাদান কারণ বলা যায়।

১ম অঃ, ৭৫ সূত্র। পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতর-যোগঃ॥

(পরন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই জাগতিক অপর সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত তাহাতে কেবল প্রকৃতিকেই মূল কারণ কেন বলা হইল? তাহাতে সূত্র-কার বলিতেছেন) দুই-ই সর্ব্ব আদিতে অবস্থিত থাকিলেও, একটির (পুরুষের) পরিণাম নাই ; সুতরাং তাহা জগৎ কারণ হইতে পারে না ; অতএব অপরটির অর্থাৎ প্রকৃতিরই পরিণামশীলত্ব হেতু জগতের কারণত্ব ইহাতে সিদ্ধি আছে।

এক্ষণে জগতের উপাদান কারণ যে আর কিছু হইতে পারে না, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছেন :—

১ম অঃ, ৭৬ সূত্র। পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্॥

যাহা পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত), তাহা অনন্ত জগতের উপাদান কারণ

হইতে পারে না। এই স্থলে বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উপাদান কারণ অর্থেই প্রকৃতিকে জগৎ কারণ বলা হইয়াছে। *

১ম অঃ, ৭৭ সূত্র। তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ ॥

পরিচ্ছিন্ন (পরিমাণযুক্ত, সীমাবদ্ধ, অবয়ববিশিষ্ট) সকল বস্তুই উৎপত্তি-শীল বলিয়া শ্রুতি বাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে; অতএব তাহা জগতের মূল কারণ হইতে পারে না।

১ম অঃ, ৭৮ সূত্র। নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ ॥

অবস্তু (অভাবমাত্র) হইতে বস্তুর (ভাব পদার্থের) উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব জগৎকারণ প্রকৃতি সদ্বস্তু।

১ম অঃ, ৭৯ সূত্র। অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্ ॥

(জগৎও অবস্তু (অস্তিত্ববিহীন) হইলে, তাহার কারণ অবস্তু হইতে পারে, কিন্তু) জগৎ অবস্তু নহে; কারণ তাহার অস্তিত্বের কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, তাহার অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ হয় না; এবং ইহা দুষ্ট কারণ জন্যও নহে, (অর্থাৎ যেমন চক্ষুঃ রোগগ্রস্ত হইলে সমস্ত বস্তুই পীতবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, রোগ দূর হইলে আর তদ্রূপ বোধ হয় না, তদ্রূপ এমন কোন দোষযুক্ত কারণ নাই, যাহাতে জগৎজ্ঞান জন্মে, এবং যাহা দূর হইলে জগৎজ্ঞান তিরোহিত হয়। মুক্তপুরুষগণও জাগতিক কার্য্য করেন, জগৎজ্ঞান তাঁহাদেরও আছে)।

১ম অঃ, ৮০ সূত্র। ভাবে তদযোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ ॥

---

* মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নির্ম্মিত হয়, ঘট মৃত্তিকারই রূপান্তর; এই স্থানে মৃত্তিকাকে ঘটের উপাদান কারণ বলা যায়; অতএব উপাদান কারণ শব্দে, যে বস্তু রূপান্তরিত হইলে তদ্দ্বারা অন্য বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহাকে বুঝায়।

কারণ সৎস্বরূপ হইলে, সেই সৎ কারণের যোগে সৎকার্য্য সিদ্ধি ঘটিতে পারে; আর কারণ অভাবরূপ হইলে, কারণের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যের সৎ স্বরূপত্ব সম্ভব হয় না।

১ম অঃ, ৮১ সূত্র। ন কর্ম্মণ উপাদানাত্বাযোগাৎ ॥

কর্ম্ম হইতেও বস্তু সিদ্ধি হয় না; কারণ কর্ম্ম উপাদান কারণ হইতে পারে না। (কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই কর্ম্ম কৃত হয়, বস্তুর অভাবে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করা হইবে?)

এইরূপে অনাত্মবস্তুর সদ্রূপতা বর্ণনা করিয়া, কর্ম্ম, যাহা অনাত্মবস্তুকে অবলম্বন করিয়াই কৃত হয়, তদ্দ্বারা যে মুক্তি সাধিত হয় না, তাহা এক্ষণে সূত্রকার বর্ণনা করিতেছেন:—

১ম অঃ, ৮২ সূত্র। নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তি-যোগাদপুরুষার্থত্বম্ ॥

বেদোক্ত যাগাদি কর্ম্ম দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় না; কারণ কর্ম্ম পরিমিত; সুতরাং তৎসাধ্যফল সকলই অনিত্য, (যাহা কিছু জন্যবস্তু তাহাই অনিত্য, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে ফল জন্মে, সেই ফল চিরস্থায়ী হইতে পারে না। অনিত্য সীমাবিশিষ্ট কর্ম্মশক্তির ফলও সীমাবিশিষ্ট ও অনিত্য ভিন্ন নিত্য ও অনন্ত হইতে পারে না) সুতরাং কর্ম্মজন্য স্বর্গাদি ভোগরূপ ফলও নিত্যকাল স্থায়ী নহে, সেই ফলভোগ হইলে পুনরায় দুঃখময় সংসারে আবৃত্তি হয়); অতএব ইহা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ সাধক নহে।

১ম অঃ, ৮৩ সূত্র। তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ ॥

শ্রুতি যে কোন কোন কর্ম্মের ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি, এবং তাহা হইতে অনাবৃত্তি (স্খলিত হইয়া পুনরায় সংসার প্রাপ্তি না হওয়া) বর্ণনা

করিয়াছেন, তাহা প্রাপ্তবিবেক (যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ) পুরুষদিগের সম্বন্ধে জানিবে।

১ম অঃ, ৮৪ সূত্র। দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ ॥

শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে জলাভিষেক করিলে যেমন তাহার শীত বারণ হয় না, তদ্রূপ দুঃখময় (পশুহিংসা প্রভৃতি দ্বারা দুষ্ট, দুঃখাত্মক) যাগাদি কর্ম্ম দ্বারাও কিঞ্চিৎ দুঃখময় ফল অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কখনই হইতে পারে না, দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যাগাদি কর্ম্মদ্বারা সর্ব্ববিধ দুঃখের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে না।

১ম অঃ, ৮৫ সূত্র। কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ ॥

মোক্ষসাধন সম্বন্ধে কাম্য কর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে তারতম্য নাই; কোনপ্রকার কর্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে মোক্ষসাধন করিতে পারে না (সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিষ্কাম কর্ম্মেরও মোক্ষসাধনত্ব নাই, ইহাই সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে।)

১ম অঃ, ৮৬ সূত্র। নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বম্ ॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সকাম অথবা নিষ্কাম কোন কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি সাধিত হয় না,—কেবল আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারাই মুক্তি সাধিত হয়। কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত হইলেও যখন সাধন দ্বারা উক্ত বিবেক-প্রতিষ্ঠা লব্ধ হয়, এবং এই সাধনও যখন এক-প্রকার কর্ম্ম বলিতে হইবে, তখন উভয় মতই সমান হইয়া পড়িল। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,—অবিবেকই বন্ধাবস্থা, তাহা প্রকৃতিতেই অবস্থিত, তাহারই ধ্বংস বিবেক-জ্ঞানদ্বারা হয় যাহাকে মোক্ষ বলে, ইহাতে আত্মার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না; সুতরাং উভয়মত সমান হইল না। কর্ম্মদ্বারা আত্মার মুক্তি সাধিত হয় না; কারণ আত্মা নিত্যমুক্তস্বরূপ।

এই সকল তত্ত্বের জ্ঞান প্রমাণের দ্বারা লাভ করা যায়; অতএব প্রমাণের লক্ষণ ও প্রকার এইক্ষণে বর্ণিত হইতেছে :—

১ম অঃ, ৮৭ সূত্র। দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা, তৎসাধকতমং যৎ, তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্ ॥

অনবধারিত দুইটি পক্ষের মধ্যে একটির, অথবা একটি পক্ষেরই, যে নিশ্চিততার অবধারণপূর্ব্বক বিজ্ঞান, তাহাকে প্রমা বলে; এই প্রমা-জ্ঞান যাহাদ্বারা সম্যক্ সিদ্ধ হয়, তাহারই নাম প্রমাণ; এই প্রমাণ ত্রিবিধ।*

১ম অঃ, ৮৮ সূত্র। তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ ॥

---

* বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যে সূত্রের প্রথমে যে "দ্বয়োরেকতরস্য" পদ আছে, তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, দুই শব্দে পুরুষ ও বুদ্ধি বোঝায়, এবং এক শব্দে এই উভয়ের মধ্যে এক অর্থাৎ পুরুষ অথবা বুদ্ধি বুঝায়। বিজ্ঞানভিক্ষু অনুমান করেন যে, কোন মতে বুদ্ধি প্রমাজ্ঞানের আশ্রয়, কোন মতে বুদ্ধি ও পুরুষ, এই উভয়ই প্রমা-জ্ঞানের আশ্রয়—প্রমা উভয়েরই ধর্ম্ম; কিন্তু উভয় মতেই "অসন্নিকৃষ্ট" (অর্থাৎ অনধিগত অর্থের (বস্তুর) যে "পরিচ্ছিত্তি" (অবধারণ) তাহাই প্রমা। অনিরুদ্ধ-ভট্ট এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যক্ষস্থলে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এই দুইটি "অর্থ" বর্ত্তমান থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই "দ্বি" শব্দ সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং অনুমান ও শব্দ প্রমাণে একটিমাত্র অনবধারিত অর্থ প্রমাজ্ঞানে সিদ্ধ হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া "একতর" শব্দ সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। পরন্তু সূত্রে স্পষ্টরূপ উল্লিখিত পদগুলির অন্বয়ের দ্বারাই সূত্রের সঙ্গত অর্থ করা যায় দেখিয়া এই সকল ব্যাখ্যায় গ্রহণ করা হইল না। স্বাভাবিক অন্বয় পরিত্যাগ করিয়া অসম্বদ্ধ বিষয় উহ্য থাকা কল্পনা করিয়া, সূত্রার্থ সংগ্রহ করা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞানভিক্ষু যে দুই মতের উল্লেখ করিয়া সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে কোন স্থলে গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় নাই, এবং পরেও তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। এই জন্যই তাঁহার সূত্রার্থের অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না, এই নিমিত্ত তাহা এই স্থলে গ্রহণ করা হয় নাই। যাহা হউক প্রমা-পদার্থের স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে ব্যাখ্যার বিরোধ নাই।

ত্রিবিধ প্রমাণেই সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনের সিদ্ধি হয়; সুতরাং অধিক প্রমাণ কল্পনায় গৌরব হয়। অতএব অধিক প্রকার প্রমাণ অস্বীকার্য্য।

এইক্ষণে ত্রিবিধ প্রমাণ কি কি তাহা বলিতেছেন ;—

১ম অঃ, ৮৯ সূত্র। যৎ সম্বন্ধং সৎ, তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং, তৎ প্রত্যক্ষম্॥

(ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বুদ্ধি ঐ বাহ্যবস্তুর আকার ধারণ করে, এইরূপে) কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া, বুদ্ধি তদাকার ধারণ করিলে, যে বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে।

(প্রত্যক্ষপ্রমাণসম্বন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে সূত্রকার আরও বিশেষ বলিতেছেন)—

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বপ্রাপ্তের্ব্বা॥

৫ম অঃ, ১০৪ সূত্র।

বহির্দ্দেশে বস্তু স্থিত আছে, এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ তাহা প্রকাশ করিতে পারে। তাহা না হইলে, হয় বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হইত না, অথবা সমস্ত বস্তুর জ্ঞানই অবিশেষে আপনা হইতে হইত; কিন্তু ইহার কোন পক্ষই প্রকৃত নহে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে বহিঃস্থিত বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলেই, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে।

ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎ সিদ্ধেঃ॥ ৫ম অঃ, ১০৫ সূত্র।

দর্শনকালে চক্ষুঃ হইতে তেজঃ অপসর্পণ (বহির্গমন) করে দেখিয়া চক্ষুকে তেজঃ পদার্থ মনে করিতে হইবে না; কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি দ্বারাই ঐ তেজের অপসর্পণ সংসাধিত হয়।

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ॥ ৫ম অঃ, ১০৬ সূত্র।

সমীপে উপস্থিত বস্তুকে (দ্রষ্টা পুরুষের নিকট) প্রকাশ করিতে পারে, এই হেতুদ্বারাই জানা যায় যে, সমীপে উপস্থিত বস্তুর প্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি হয়; বৃত্তি না হইলে সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না; এবং সম্বন্ধ না হইলে চক্ষুও প্রকাশ করিতে পারিত না।

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি॥ ৫ম অঃ ১০৭ সূত্র।

এই বৃত্তি (অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়) চক্ষুর অংশ নহে, এবং চক্ষুর গুণও নহে; ইহা এতদুভয় হইতে ভিন্ন। চক্ষুই বহিঃস্থিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধলাভ করিবার জন্য (প্রসারণ ও আকুঞ্চনরূপ) বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ॥ ৫ম অঃ, ১০৮ সূত্র।

ভৌতিক দ্রব্যের সহিত যুক্ত হয় বলিয়া তাহা ভৌতিক দ্রব্য হইবে এইরূপও কোন নিয়ম অবধারিত নাই। *

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ॥ ৫ম অঃ, ১০৯ সূত্র।

(ব্রহ্মলোকাদি) অন্যদেশবাসিগণের ইন্দ্রিয়ও অন্য কোন উপাদানের দ্বারা নির্ম্মিত নহে। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় একই উপকরণ (অহংতত্ত্ব) দ্বারা তাঁহাদিগেরও ইন্দ্রিয়গণ গঠিত। ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নহে, অর্থাৎ স্থূলদেহস্থ চক্ষুরাদি নামধারী পাঞ্চভৌতিক যন্ত্র ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয় তাহা হইতে স্বতন্ত্র; দেহস্থ ভৌতিকযন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া, ইন্দ্রিয়গণ

---

* বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সূত্রার্থ এইরূপ থাকা অনুমান করেন যে "বৃত্তি একটি বিশেষ দ্রব্য হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই; কারণ বৃত্তিশব্দে যোগার্থ বর্ত্তমান আছে; বৃত্তি শব্দের বর্ত্তন জীবন এই যৌগিক অর্থ হয়, জীবন শব্দে "স্ব—স্থিত হেতু ব্যাপার" বুঝায়...যেমন বৈশ্যবৃত্তি শূদ্রবৃত্তি। দ্রব্যাকার ধারণ করাই যে বুদ্ধির এক মাত্র বৃত্তি তাহা নহে, ইচ্ছা প্রভৃতি বৃত্তিও ইহার আছে"। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যানুসারে সূত্রার্থ এই যে, প্রত্যক্ষীভূত দ্রব্যাকার প্রাপ্ত হওয়া রূপ একমাত্র বৃত্তি যে বুদ্ধির আছে, তাহা নহে, অন্যরূপ বৃত্তিও হইয়া থাকে।

স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; ইন্দ্রিয়গণ অহংতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, ইহারা ভৌতিক নহে, দেবতাগণেরও ইন্দ্রিয় ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক।

নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ॥ ৫ম অঃ, ১১০ সূত্র।

পাঞ্চভৌতিক শারীরিক যন্ত্রসকলকে নিমিত্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশিত হয়, এই জন্য ঐ নিমিত্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে ভৌতিক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক নহে, আহঙ্কারিক (অহংতত্ত্বের বিকার)।

এই বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে যে সকল বাহ্য বস্তু বর্ত্তমান আছে, তৎপ্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয় স্থূলচক্ষুর্যন্ত্রাবলম্বনে প্রসারিত হইয়া তৎসমস্ত রূপ গ্রহণ করিলে, বুদ্ধি তৎসহ সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়, এবং তদাকার ধারণ করে; তৎপর বুদ্ধির দ্রষ্টা চৈতন্যময় পুরুষ তাহার উপলব্ধি করেন।

আপত্তি:—কিন্তু এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যোগিগণ অতীত ও অনাগত পদার্থসকল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যক্ষে বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ থাকা দেখা যায় না; অতএব প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতে আপত্তির স্থল দেখা যাইতেছে। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—

১ম অঃ, ৯০ সূত্র। যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ॥

(সাধারণজীবের বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়েই প্রত্যক্ষের এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে) যোগীদিগের প্রত্যক্ষ বাহ্যপ্রত্যক্ষ নহে; অতএব উক্ত সংজ্ঞাতে কোন দোষ হয় না। (সাধারণ জীবের বাহ্যপ্রত্যক্ষে, বাহ্যবস্তুর সন্নিকর্ষ হইলে, তাহা প্রত্যক্ষের নিমিত্ত তৎসহ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন; অতীত ও অনাগত বস্তুর ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না থাকাতে), তাহার প্রত্যক্ষ সাধারণ জীবের হয় না; কিন্তু যোগীসকলের প্রত্যক্ষ এই প্রকারের

প্রত্যক্ষ নহে; সুতরাং যোগীদিগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যদি প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা অপ্রযোজ্য হয়, তাহাতে এই সংজ্ঞার কিছু দোষ হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবিক বিশেষ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যোগীদিগের উক্ত প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও যে এই প্রত্যক্ষলক্ষণ অপ্রযোজ্য, তাহা নহে। কারণ—

১ম অঃ, ৯১ সূত্র। লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাঽদোষঃ॥

(অতীত অনাগত বস্তুসকল সাংখ্যমতে অস্তিত্বশীল, (ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে); এই মতে নূতন কোন বস্তুর সৃষ্টি নাই; বস্তুসকল স্বীয় কারণে লীনাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে; অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই তিনটিই বস্তুর ধর্ম্ম। বস্তু সকল বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, তাহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এবং অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় হয়; কিন্তু) যোগীদিগের চিত্ত অতীত ও অনাগত অবস্থায় স্বকারণে লীনবস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, তাহাতেই তত্তৎ বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হয়, (দূরস্থ বর্ত্তমান বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়া বিষয়ে ত কোন আপত্তিই নাই)। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও খাটে।

আপত্তি:—পরন্তু এইরূপে অতীত ও অনাগত বিষয়ে যোগীদিগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণের অব্যাপ্তি না থাকা স্বীকার করিলেও, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে এই লক্ষণের ব্যাপ্তি কোন প্রকার থাকিতে পারে না; কারণ ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন, সর্ব্বদা নিকটে থাকিলেও তাঁহার সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হয় না, এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায়, বুদ্ধিও তাঁহার আকার ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণের কোন অংশ তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না। পরন্তু তিনি যে যোগি-ভক্তগণের প্রত্যক্ষগোচর হয়েন, তাহাও শাস্ত্র

প্রমাণে জানা যায়। সুতরাং ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষলক্ষণ অবাধিত হইল না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ, ৯২ সূত্র। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥

(ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষত্বে ঈশ্বরস্য অসিদ্ধিঃ প্রমাণাভাবঃ)

এইরূপ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহেন; অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় কখনও হয়েন না; সুতরাং প্রত্যক্ষের সংজ্ঞাতে দোষ সম্ভাবনা নাই।

ঈশ্বর মোটেই নাই, এই অর্থ এই সূত্রের হইতে পারে না; কারণ ৯৬ ও ৯৯ সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকৃত বলিয়া গণ্য, এবং প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই এই স্থলে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ এই যে, "ঈশ্বরে প্রমাণাভাবান্ন দোষঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই; অতএব প্রত্যক্ষলক্ষণে দোষ নাই। যদি ঈশ্বরাস্তিত্ব অপ্রামাণিক বলাই সূত্রের অভিপ্রেত হয়, তবে ৯৬ ও ৯৯ সূত্রে পুনরায় ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। একবার ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ না থাকা বলিয়া, পুনরায় তাহা স্বীকার করিবার কোন হেতু সূত্রকার অবশ্য প্রদর্শন করিতেন। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

১ম অঃ, ৯৩ সূত্র। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥

এই জগতে মুক্ত অথবা বদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অপর কোন প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ নাই; অতএব ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নহে। (পরমপুরুষ ঈশ্বর গুণকার্য্য জগতের অতীত; সুতরাং তিনি কখনও ইন্দ্রিয়গোচর হয়েন না; যে কোন পুরুষ ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন, তাঁহাকে অবশ্য কোন না কোন লিঙ্গ (দেহ) দ্বারা প্রকাশিত হইতে

হইবে। কিন্তু ঈশ্বর জগদতীত; তাঁহার কোন লিঙ্গ নাই। প্রত্যক্ষীভূত বিশেষ লিঙ্গধারী পুরুষমাত্রই, হয় ঐ লিঙ্গে অবিদ্যা হেতু আবদ্ধ; সুতরাং বদ্ধ জীব; অথবা অবিদ্যা-বিরহিত; সুতরাং লিঙ্গে অনাবদ্ধ অর্থাৎ মুক্ত। সুতরাং কেহই সর্ব্বপ্রকার বিশেষ লিঙ্গবিরহিত (ঈশ্বর) নহেন; অতএব ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ে ঈশ্বরের সিদ্ধি নাই।

১ম অঃ, ৯৪ সূত্র। উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্॥

বিশেষ লিঙ্গযুক্ত প্রত্যক্ষীভূত পুরুষমাত্রই যখন মুক্ত অথবা বদ্ধজীব সংজ্ঞাভুক্ত, তখন কাযেই ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ অসিদ্ধ।

আপত্তি:—কিন্তু ঈশ্বর ভক্তগণকে দর্শন দিয়াছেন, এবং তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া ভক্তযোগিসকল তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন; এইরূপ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে বহুস্থলে উল্লেখ আছে, এবং প্রত্যক্ষীভূত ঈশ্বরের ঐ স্তুতিসকলও আদরসহকারে ভক্তগণ উপাসনার নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাও আছে; আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অবতারগণ ঈশ্বর বলিয়াই উপাসিত হয়েন, এবং এইরূপ উপাসনার ব্যবস্থা সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। বিশেষতঃ তাঁহারা যে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। যদি ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ অসিদ্ধই হয়, তবে এই সকল শাস্ত্রীয় উক্তির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন।

১ম অঃ, ৯৫ সূত্র। মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য, বা॥

তদ্বিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক, অথবা অণিমাদিসিদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের উপাসনাপর। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ সর্ব্বপ্রকার অবিবেকজনিত গুণসঙ্গাতীত হইয়া যে পরমাত্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন, সেই পরমাত্মার প্রতি লোকের মানসিক গতি

উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত মুক্ত পুরুষদিগকে ঈশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরও গৌণ ঈশ্বরত্ব আছে, (অর্থাৎ স্থূল প্রকাশমান জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক সংসাধিত হয় এবং তাঁহাদিগের উপাসনাদ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে, তদ্দ্বারা পরম্পরাক্রমে পরব্রহ্ম-স্বরূপও অবগত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহারা ঈশ্বর নহেন।

আপত্তি :—পরন্তু পরমাত্মা ঈশ্বর গুণাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের স্বীকার্য্য। পুরুষাধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়রূপা প্রকৃতি স্বয়ং কোন কার্য্য প্রবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠান জগতে থাকাতে তিনি সর্ব্বথা প্রত্যক্ষীভূত হইবার অযোগ্য বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ৯৬ সূত্র। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং, মণিবৎ ॥

ঈশ্বরাধিষ্ঠানহেতুই প্রকৃতির মহদাদিরূপে পরিণাম হয়, এবং সৃষ্টিকার্য্য সংঘটিত হয়, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু সেই অধিষ্ঠান সান্নিধ্যমাত্রবোধক; যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া লৌহ অয়স্কান্ত মণির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং অপর লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, তদ্বৎ ঈশ্বরের মাত্র সান্নিধ্যরূপ সংযোগ হেতু, প্রকৃতি চেতন-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, মহদাদির সৃষ্টি-সামর্থ্যলাভ করেন। “মণিবৎ” শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ বিজ্ঞান-ভিক্ষু করিয়াছেন যথা :—অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যে যেমন কোনস্থানে বিদ্ধ শৈল্য আপনা হইতে নির্গত হয়, সান্নিধ্যে অবস্থিতি ভিন্ন অয়স্কান্ত মণির অন্য কোন প্রকার চেষ্টা তাহাতে থাকে না, তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি চৈতন্যময় হইয়া সৃষ্টিশক্তিশালিনী হয়েন, এবং মহদাদিরূপে

পরিণতা হয়েন। "মণিবৎ" শব্দের এই উভয়প্রকার ব্যাখ্যারই একই ফল; সুতরাং তাহাতে মূল সম্বন্ধে কোন তারতম্য নাই। কিন্তু এই স্থলে ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সূত্রোল্লিখিত "তৎ" শব্দ ৯২ সূত্রের উল্লিখিত "ঈশ্বর" বোধক, ৯৩ সূত্রোক্ত "তৎসিদ্ধি" পদোক্ত "তৎ" শব্দও পূর্ব্ববর্ত্তী ৯২ সূত্রোক্ত "ঈশ্বর" বোধক। তদ্রূপ এই ৯৬ সূত্রোক্ত "তৎ" শব্দও ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থবোধক হইতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বে উল্লিখিত কোন বিশেষ বিশেষ্যপদেব সহিত অন্বিত হইয়া যখন তৎশব্দের প্রয়োগ না হইয়া কেবল তৎশব্দের প্রয়োগ হয়, তখনও তাহা পরমাত্মাকেই বুঝায়, জীবকে বুঝায় না। অতএব প্রকৃতিস্থ পুরুষ, যাঁহাকে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া পূর্ব্বে গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সূত্রোক্ত "তৎ" পদবাচ্য "ঈশ্বর" তাঁহা হইতে অতীত, নিত্য, নিগুর্ণ পরমাত্মা বলিয়া স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয়। এই পরমাত্মাকেই "নিস্তত্ত্ব" তত্ত্বাতীত "তৎ"পদবাচ্য ষড়্‌বিংশ আত্মা বলিয়া "ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে উদ্ধৃত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বোক্ত বশিষ্ঠজনক সংবাদ ও যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যাস্থলে উক্তি করা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্রের (৯২ সূত্রের) অর্থ কখনই এইরূপ হইতে পারে না যে, ঈশ্বর নাই; ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই মাত্রই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষু যে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া সূত্রার্থ করিয়াছেন, তাহা আদরণীয় নহে। ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই এবং ঈশ্বর নাই, তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি, একই কথা; ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়াও ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করা সূত্রকারের অভিপ্রেত হইলে, যে আপত্তির উত্তরে ৯২ সূত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন ("নমু তথাপীশ্বরপ্রত্যক্ষেঽব্যাপ্তিঃ তস্য নিত্যত্বেন সন্নিকর্ষাজন্যত্বাদিতি, তত্রাহ। ঈশ্বরে প্রমাণাভাবান্ন দোষ

ইত্যনুবর্ত্ততে”) সেই আপত্তির উত্তর সদুত্তর বলিয়া কোন প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে না; এবং এইরূপ অসঙ্গত উত্তর ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ করা কখন সম্ভবপর নহে।

১ম অঃ ৯৭ সূত্র। বিশেষকার্য্যেষ্বপি জীবানাম্ ॥

বিশেষ বিশেষ কার্য্যে জীবেরই (অর্থাৎ প্রাকৃতিক দেহে প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্যেরই) অধিষ্ঠাতৃত্ব; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান নাই।

আপত্তি:—যদি ইহাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ হয়, তবে শ্রুতিতে পরমাত্মা ঈশ্বর সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ ভ্রমোদ্দীপক ভাবে উক্তি কেন করা হইয়াছে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—

১ম অঃ ৯৮ সূত্র। সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ ॥

শ্রুতিবাক্য যাঁহাদিগের বোধের নিমিত্ত প্রকাশিত হয়, তাঁহারা অসাধারণ ধীসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তাঁহারা বাক্যের অর্থ সম্যক্ অবধারণ করিতে সমর্থ ছিলেন; উক্ত প্রকারে বাক্য-রচনাদ্বারা তদর্থই তাঁহাদিগকে শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং উক্ত আপত্তির কোন ফলবত্তা নাই।

আপত্তি:—পরন্তু সান্নিধ্যমাত্রকেই যদি ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বলা যায়, এবং ঈশ্বর যদি নিয়তই প্রকৃতিসঙ্গাতীত নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত থাকেন; তবে গুণাত্মিকা জড়-স্বভাবা প্রকৃতি পুনরায় পুরুষসংযুক্ত হইয়া সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করেন, ইহা কিরূপে বোধগম্য ও সঙ্গত হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন।

১ম অঃ ৯৯ সূত্র। অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্ ॥

লৌহ যেমন অগ্নি-সান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া, অগ্নি-স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অপর বস্তুকে দাহ করিতে পারে, অন্তঃকরণও তদ্রূপ পরমাত্মা ঈশ্বর-

সান্নিধ্যে সচেতন হয়। ইহাই ঈশ্বরাধিষ্ঠান বলিয়া উক্ত হয়। (প্রকৃত প্রস্তাবে অধিষ্ঠান শব্দের মুখ্যার্থ সঙ্কল্পপূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টা বা অবস্থিতি। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব উক্ত মুখ্যার্থে নহে, প্রকৃতিতে যে তাঁহার অধিষ্ঠান, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার গৌণাধিষ্ঠান)।

বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্যেও এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; যথা:—"নমু পুরুষস্য চেৎ সন্নিধিমাত্রেণ গৌণমধিষ্ঠাতৃত্বম্, তর্হি মুখ্যমধিষ্ঠাতৃত্বং কস্যেত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। অন্তঃকরণস্যানুপচরিতমধিষ্ঠাতৃত্বং সঙ্কল্পাদিদ্বারকং প্রত্যেতব্যম্। নম্বধিষ্ঠাতৃত্বং ঘটাদিবদচেতনস্য ন যুক্তং, তত্রাহ। লোহবৎ তদুজ্জ্বলিতত্বাদিতি। অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবচ্চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি।" ইত্যাদি। ইহার অনুবাদ:—যদি পুরুষের অধিষ্ঠান কেবল সন্নিধিমাত্র গৌণাধিষ্ঠান হয়, তবে মুখ্যাধিষ্ঠান (অর্থাৎ সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্য-পরিচালনরূপ অধিষ্ঠান) কাহার হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সঙ্কল্পাদি পূর্ব্বক মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব অন্তঃকরণেরই জানিবে। পরন্তু অন্তঃকরণ ঘটাদির ন্যায় অচেতন বস্তু, তাহার সঙ্কল্প পূর্ব্বক অধিষ্ঠান স্বীকার করা যুক্তিবিরুদ্ধ; এই বিষয়ে সূত্রকার বলিতেছেন যে, পুরুষ-সান্নিধ্যে অন্তঃকরণ চেতনা দ্বারা উজ্জ্বলিত হয়, অর্থাৎ সচেতন হয়; যেমন লৌহের নিজের দাহিকা শক্তি স্বভাবতঃ না থাকিলেও, অগ্নিসংযোগে প্রতপ্ত ও উজ্জ্বলিত হইয়া, ইহা অপর বস্তুকে দাহ করিতে পারে, তদ্রূপ অন্তঃকরণও আত্মার সান্নিধ্যে চেতন-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, সঙ্কল্প পূর্ব্বক অধিষ্ঠান-সামর্থ্য লাভ করে।

সাংখ্যসূত্রের পঞ্চমাধ্যায়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহাও এই স্থলে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

আপত্তি:—জগতের বিচিত্র কার্য্যকৌশল বিচার করিয়া দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপাদন করিবার নিমিত্ত অভিসন্ধি করিয়া যেন কেহ

সৃষ্টিকার্য্য রচনা করিয়াছে। বিচিত্র ভোগসকল উৎপাদন করিবার নিমিত্ত বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করিয়া কোন সচেতন পুরুষ সৃষ্টিকার্য্য রচনা করিয়াছেন, ইহা জাগতিক কার্য্যবিচারে স্পষ্টরূপে অনুমিত হয়। কোন অল্পজ্ঞজীব এইরূপ রচনা করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং বিশেষ বিশেষ ফলোৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরই জগৎ রচনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমানসিদ্ধ হয়; অচেতন প্রকৃতি তাহা সংসাধন করিতে পারেন বলিয়া কখনও অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব জগতে ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক কার্য্য দর্শনদ্বারা ঈশ্বরেরই সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্রষ্টৃত্বরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ৫ম অঃ, ২ সূত্র।

ফলভিসন্ধিপূর্ব্বক রচিত বলিয়া জগতের সমস্ত কার্য্যই দেখা যায় সত্য; পরন্তু কর্ম্মেরই ফলোৎপাদিকা শক্তি আছে, তদ্দ্বারাই ফল সিদ্ধি হয়; কর্ম্মের ফল-নিষ্পত্তির বিধান সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিষ্ঠানদ্বারা ঈশ্বর সম্পাদন করেন না (গুণজগতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গৌণাধিষ্ঠান থাকাতে, সৃষ্টিকর্ম্ম আপনা হইতে সম্পাদিত হইয়া তদনুযায়ী ফলসকল উৎপাদন করে)। *

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ॥ ৫ম অঃ ৩ সূত্র।

কোন কার্য্য কেহ করিতে হইলে, সর্ব্বসাধারণ লোকের দৃষ্টান্তে জানা

---

* বিজ্ঞানভিক্ষু অনুমান করেন যে, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফলদাতৃত্ব ঈশ্বর ভিন্ন সিদ্ধ হয় না, এইরূপ আপত্তি কল্পনা করিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে এই সূত্র রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিচার নিষ্পত্তির শেষ সূত্র "শ্রুতিরপি প্রধান-কার্য্যত্বস্য" দৃষ্টি করিলে, সৃষ্টি কর্ম্ম সম্বন্ধেই বিচার প্রথম হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। নতুবা এই শেষোক্ত সূত্রের অপ্রাসঙ্গিকতার আপত্তি হইতে পারে। যাহা হউক যে অর্থ ই ঠিক হয়, মূল বিষয়ে তন্নিমিত্ত কোন মতপ্রভেদ নাই।

যায় যে, ঐ ব্যক্তির কোন না কোন প্রকার উপকার সাধনেচ্ছাই সেই কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্ণ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, নতুবা তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার নিজের কোন উপকারের নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্ব্বক ফলাভিসন্ধিযুক্ত কার্য্য করা সম্ভব হইতে পারে না।

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা॥ ৫ম অঃ, ৪ সূত্র।

তদ্রূপ সম্ভব হইলে তিনি অপূর্ণকাম লৌকিক ঈশ্বর (অর্থাৎ জীবই, অধিক ক্ষমতাশালী মাত্র) হইলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব রহিল না।

পারিভাষিকো বা॥ ৫ম অঃ ৫ সূত্র।

তাহাতেও যদি এইরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বলিতে চাহ, তবে তিনি কেবল নামে ঈশ্বর, তাঁগাতে ও অপরজীবে বিশেষ প্রভেদ কিছুই রহিল না।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ॥ ৫ম অঃ ৬ সূত্র।

রাগ (অনুরাগ) ব্যতিবেকে কোন সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্যই হইতে পারে না; অতএব ঈশ্বর সঙ্কল্প পূর্ব্বক অধিষ্ঠান কার্য্য করিলে, তাহাতে তাঁহার অনুরাগ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

তদেযাগেহপি ন নিত্যমুক্তঃ॥ ৫ অঃ ৭ সূত্র।

যদি তাঁহাতে এইরূপ অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে, তবে তাঁহাকে নিত্যমুক্ত বলা যাইতে পারে না; তিনি জীবই হইয়া পড়িলেন।

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ॥ ৫ অঃ, ৮ সূত্র।

প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত যুক্ত হওয়াতে তৎশক্তিযোগে তাঁহার অনুরাগ উপজাত হয়, এইরূপ বলিলে তিনি সসঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ইহা "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ; শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, পরমাত্মা পরমপুরুষ ঈশ্বর নিত্যগুণসঙ্গবর্জ্জিত।

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্॥ ৫ম অঃ ৯ সূত্র।

জগতের সৃষ্টিবিষয়ে ঈশ্বর কোন কার্য্য না করিলেও কেবল তিনি আছেন বলিয়া যদি তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলিতে ইচ্ছা কর, তবে এইরূপ জগৎকর্ত্তা সকলকেই বলা যাইতে পারে—জগৎকর্ত্তা শব্দ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে।

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ॥ ৫ম অঃ ১০ সূত্র।

(আর অধিক বিতর্কের প্রয়োজন কি?) ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই; সুতরাং তাহা স্বীকার্য্য নহে। (যে স্থলে শ্রুতিতে তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে গৌণ কর্ত্তৃত্ব ব্যাখ্যা করাই শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বুঝা উচিত)।

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্॥ ৫ম অঃ ১১ সূত্র।

(এবঞ্চ) ঈশ্বর গুণ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, (বলিয়া শ্রুতি প্রমাণে জানা যায়); সুতরাং ফল-নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্য করা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না।

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য॥ ৫ম অঃ ১২ সূত্র।

শ্রুতি জগৎকে প্রধানেরই কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ"। অতএব ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা নহেন।

এই সকল বিচারের ফল এই নহে যে, ঈশ্বর নাই; সূত্রকার এই মাত্রই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নিয়ত নির্গুণস্বভাব; সুতরাং তিনি অকর্ত্তা। কিন্তু চুম্বকপ্রস্তরকে মাত্র সান্নিধ্যে লাভ করিয়া, লৌহ যেমন চুম্বকধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়, লৌহ যেমন অগ্নি-সান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া, দাহিকাশক্তি লাভ করে, তদ্রূপ গুণাত্মিকা প্রকৃতিও "ঈশ্বরের সহিত নিয়ত-সান্নিধ্য-সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়াতে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্য বিনাও, প্রকৃতি চৈতন্য-বিশিষ্ট হয়েন। এইরূপে সচেতন হওয়াতে প্রকৃতি জগদ্রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহা সচেতন প্রকৃতিরই কার্য্য; ঈশ্বরের

নহে। প্রকৃতিস্থ যে চৈতন্যাংশ তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে "পঞ্চবিংশতত্ত্ব পুরুষ" বলিয়া পূর্ব্বে উপদেশ করা হইয়াছে। এই "পুরুষই" জীব নামে আখ্যাত। দর্পণস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন দর্পণ নহে, তাহা দর্পণ হইতে বিভিন্ন, সূর্য্যেরই স্বরূপ; তদ্রূপ প্রকৃতিস্থ পুরুষ ও ঈশ্বর প্রতিবিম্বস্বরূপ; সুতরাং তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াও গুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, এবং ঈশ্বরস্বরূপ। এবঞ্চ প্রকৃতির অসংখ্য ভেদ আছে; পরন্তু ঐ প্রত্যেক বিভিন্নাংশেই "পুরুষ" অনুপ্রবিষ্ট আছেন; কারণ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী; অতএব ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির প্রত্যেক অংশেরই সান্নিধ্যসম্বন্ধ আছে; সুতরাং প্রকৃতির ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক অংশই সচেতন। অতএব এই পুরুষও বহু। গুণাত্মিকা প্রকৃতিতে "পুরুষতত্ত্ব" রূপে যে "ঈশ্বরের" এবম্প্রকার অনুপ্রবেশ, ইহাই সাংখ্যমতে "গতি" শ্রুতির অভিপ্রায়। ইহাই সাংখ্যকার এই প্রথমাধ্যায়ের ৫১ সংখ্যক সূত্রে পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যাখ্যা করিয়া এইক্ষণে অনুমান প্রমাণ কি, তাহা সূত্রকার বলিতেছেন :—

১ম অঃ ১০০ সূত্র। প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্॥

(প্রতিবন্ধ = ব্যাপ্তি; প্রতিবন্ধদৃশঃ = ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে; প্রতিবদ্ধ-জ্ঞানম্ = ব্যাপকজ্ঞানম্)। ব্যাপ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে যে ব্যাপক বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমান প্রমাণ বলে। যেমন বহ্নি ব্যাপক বস্তু, ধূম ব্যাপ্য বস্তু; যেখানে ধূম আছে, সেইখানেই বহ্নি আছে, বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না; কিন্তু বহ্নি ধূমছাড়াও থাকিতে পারে, বহ্নি থাকিলেই যে ধূম থাকে, তাহা নহে; সুতরাং বহ্নি ব্যাপক পদার্থ, ধূম তাহার ব্যাপ্য; এই ব্যাপ্য-ব্যাপকের সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে; এই ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে স্বভাবতঃ অনুমানের উদয় হয়; অতএব কোন স্থানে (যেমন দূরস্থ

পর্ব্বতে) ধূম দৃষ্ট হইলে, ঐ পর্ব্বতে অগ্নি অবশ্য আছে বলিয়াই নিশ্চিত অনুমান হয়। ব্যাপ্য বস্তু দৃষ্ট হইলে, ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা ব্যাপক বস্তুর জ্ঞানকেই অনুমান প্রমাণ বলে। অনুমান ত্রিবিধ,—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। ইহা ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যানে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে পুনরায় তাহা বর্ণিত হইল না। *

---

* পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

ন সকৃদ্‌গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ॥ ৫ম অঃ ২৮ সূত্র।

একবার মাত্র দর্শন দ্বারাই বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ (অবিনাভাব, ব্যাপ্তি) জ্ঞান হয় না ইহা পুনঃ পুনঃ দর্শনের অপেক্ষা করে।

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ॥ ৫ম অঃ ২৯ সূত্র।

একের সহিত অপরের, অথবা উভয়ের সহিত উভয়ের যে নিয়ত ধর্ম্মসাহিত্য (সহাবস্থান) বা একত্রাবস্থিতি, সেই ধর্ম্মসাহিত্যের নাম ব্যাপ্তি।

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ॥ ৫ম অঃ ৩০ সূত্র।

ব্যাপ্তি তত্ত্বান্তর নহে, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন (হেতু) এই দুইয়ের অতিরিক্ত পৃথক্ রূপে অস্তিত্বশীল অন্য কোন তত্ত্ব (বস্তু), ব্যাপ্তি নহে; তদ্রূপ বলিলে পৃথক্ একটি বস্তুর কল্পনা করিতে হয়, পরন্তু এইরূপ কল্পনার কোন হেতু নাই।

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ॥ ৫ম অঃ ৩১ সূত্র।

আচার্য্যগণ বলেন যে, যে বস্তুটি সাধ্য ও যে বস্তুটি তাহার সাধন (যেমন বহ্নি ও ধূম) তাহাদের মধ্যে নিজ (অর্থাৎ একটি অপরটির) বলিয়া এক প্রকার শক্তির উদ্ভব হয়; বস্তুদ্বয় পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া স্থিত হইলে, ঐ শক্তি উদ্ভূত হয়; তাহাই ব্যাপ্তি।

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ॥ ৫ম অঃ ৩২ সূত্র।

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন যে, বস্তুদ্বয় যখন পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হয় যে তন্নিমিত্ত একটি অপরটির আধেয়, ইত্যাকার একপ্রকার শক্তি তাহাদিগের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয় (যোগ হয়); তখন তাহাকেই ব্যাপ্তি বলে।

ন স্বরূপশক্তিনিয়মঃ, পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ॥ ৫ম অঃ ৩৩ সূত্র।

এই আধেয় ভাব বস্তুর নিত্য স্বরূপগত শক্তি বলিয়া বলা যায় না; কারণ তাহাতে পুনরুক্তি দোষ ঘটে; (যদি স্বরূপগতই হয়, তবে অপরের সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হউক

সূত্রকার দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমানের সংজ্ঞা করিয়া, এইক্ষণে তৃতীয় শব্দ-প্রমাণ বর্ণনা করিতেছেন :—

১ম অঃ ১০১ সূত্র। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥

ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষশূন্য ব্যক্তি কর্তৃক অবগত বিষয়ের উপদেশকে শব্দ-প্রমাণ বলে।

অথবা না হউক, তাহা সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইবে, তবে সম্বন্ধ পাত করিয়া প্রকাশিত হয় এই কথা নিরর্থক পুনরুক্তি মাত্রে পরিণত হয়। যদি আধেয়ভাব বস্তুর স্বরূপগতই হয়, তবে এক ধূম মাত্রের দর্শনেই অগ্নিজ্ঞান হওয়া উচিত; তবে অনুমানের নিমিত্ত মহানস প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বে ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের কোন প্রয়োজন থাকে না, এবং প্রত্যক্ষও অনুমানে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না; এবং প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানকেও একটি প্রমাণ বলা পুনরুক্তি মাত্রে পরিণত হয়)।

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥ ৫ম অঃ ৩৪ সূত্র।

এবং তাহা হইলে বস্তুর ব্যাপ্য ব্যাপক বিশেষণেরও কোন সার্থকতা থাকে না। (কোন বিশেষণ যোগ করিলেই বুঝিতে হয়, যে যাহার বিশেষণ, তাহার স্বরূপগত ঐ বিশেষণটি নহে; স্বরূপগত হইলে বিশেষণ যোগ নিরর্থক)।

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ॥ ৫ম অঃ ৩৫ সূত্র।

স্বরূপ-শক্তি বাদীর মতের সত্যতা পল্লবাদিতে উপপন্ন হয় না; কারণ তন্মতে পল্লবে বৃক্ষাধেয়ত্ব স্বরূপগত শক্তিরূপে বর্তমান আছে; সুতরাং ছিন্ন পল্লবে তাহার বিনাশ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু ছিন্ন পল্লবে কোন বিশেষ বৃক্ষের সহিত আধেয়ভাব থাকা দৃষ্ট হয় না।

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ, নিজশক্তিযোগঃ, সমানন্যায়াৎ ॥ ৫ম অঃ ৩৬ সূত্র।

আধেয়-শক্তির উদয় হইলেই, একই প্রকার হেতুতে একটি অপরটির নিজ, ইত্যাকার শক্তির উদ্ভব হয়। ইহাই অপর আচার্য্যগণও বলিয়াছেন)।

অনিত্যত্বেঽপি, স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥ ৫ম অঃ ৯১ সূত্র।

বস্তুসকলের বিশেষ বিশেষ গুণ অনিত্য হইলেও, তাহাদের সামান্যের স্থিরত্ব থাকে; তাহাতেই প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুই এই ইত্যাকার জ্ঞান) হয়।

ন তদপলাপস্তস্মাৎ॥ ৫ম অঃ ৯২ সূত্র।

অতএব এই প্রত্যভিজ্ঞার সিদ্ধি হেতু, উক্ত সামান্যের অপলাপ করা যায় না। (চার্ব্বাকেরা যে বলেন, যে সামান্য বলিয়া কিছু নাই, এবং অদ্ধেতু তাঁহারা যে অনুমান প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না, তাহা সঙ্গত নহে)।

এই শব্দ-প্রমাণ সম্বন্ধে আরও বিশেষ উপদেশ পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বাচ্য-বাচক-ভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥ ৫ম অঃ ৩৭ সূত্র।

শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ আছে। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য।

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥ ৫ম অঃ ৩৮ সূত্র।

এই সম্বন্ধ তিনপ্রকারে জ্ঞানগম্য হয়। যথা—১। "আপ্তোপদেশ", যেমন অভ্রান্ত পুরুষ বলিলেন, এই বস্তুর নাম "ঘট", তাহাতেই ঘটশব্দের বাচ্য ঐ বস্তু বলিয়া জ্ঞান জন্মিল। ২। "বৃদ্ধব্যবহার", যেমন এক ব্যক্তি দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে বলিল, "ঘট আনয়ন কর", তাহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি বস্তু আনিল; ঐ আনীত বস্তু দেখিয়া তৃতীয় ব্যক্তির এইরূপ

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥ ৫ম অঃ ৯৩ সূত্র।

"তাহাই এই" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা অন্য পদার্থের নিবৃত্তিরূপ (অভাবরূপ) জ্ঞান নহে; ভাব-বস্তু-রূপে ইহার প্রতীতি জন্মে।

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং, প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥ ৫ম অঃ ৯৪ সূত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যে সাদৃশ্য (অথবা সামান্য) তাহাও তত্ত্বান্তর নহে; কারণ সেই সকল বস্তুর অবয়বাদিসামান্যরূপেই ইহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহা পৃথক্ বস্তুরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয় না।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ৫ম অঃ ৯৫ সূত্র।

বস্তুর পূর্ব্বোক্ত "নিজ" ইত্যাকার শক্তির অভিব্যক্তিই সামান্য অথবা জাতি, একটির নিজ বলিয়া অপরটির অভিব্যক্তি হইলেই, ইহার উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ ব্যাপক ও ব্যাপ্য বস্তুর মধ্যে একটি আর একটির 'নিজ' ইত্যাকার সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইলেই উভয়ের সম্বন্ধে "জাতি" জ্ঞান হইয়া থাকে,—সম্বন্ধ হইলে জাতি নামক বিশেষ শক্তির অভ্যুদয় জ্ঞান জন্মে, ইহা কোন এক বস্তুর স্বরূপগত নহে।

ন সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সম্বন্ধোঽপি ॥ ৫ম অঃ ৯৬ সূত্র।

কেবল নাম (সংজ্ঞা) ও নামীর সম্বন্ধই যে ব্যাপ্তি (সামান্য), তাহা নহে।

জ্ঞান জন্মে যে, ঐ আনীত বস্তুটিই "ঘট" শব্দের বাচ্য। পূর্ব্বাপর ব্যবহার দ্বারা এইরূপে বাচ্যবাচকের জ্ঞান জন্মে। ৩। "প্রসিদ্ধ-পদ-সামানাধিকরণ্য"; যেমন এক ব্যক্তি বলিল, "বালক আম্র খাইতেছে", শ্রোতা, "বালক" ও "খাইতেছে" পদের অর্থ জানে; অতএব ঐ বাক্যের সমন্বয় করিয়া সে বুঝিল যে, বালকের মুখে যে ফল আছে, তাহারই নাম আম্র; অথবা একবাক্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন পদ,—যাহার অর্থ পরিগ্রহ আছে, তৎসমস্ত একত্র করিয়া সম্যক্‌বাক্যের যে অর্থবোধ, তাহাই তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান। এই তিন প্রকারে শ্রুতির অর্থ বোধগম্য হয়।

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ॥ ৫ম অঃ ৩৯ সূত্র।

বৈদিকবাক্য কেবল কর্ম্মে নিয়োগের নিমিত্ত নহে, কেবল কার্য্য-

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ॥ ৫ম অঃ ৯৭ সূত্র।

শব্দ ও অর্থ উভয়ই অনিত্য; সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধও অনিত্য।

নাতঃ সম্বন্ধো ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ॥ ৫ অঃ ৯৮ সূত্র।

অতএব একটি অপরের ধর্ম্মিরূপে নিত্য অবস্থিত হওয়ার ও জ্ঞানের সম্ভাবনা না হওয়াতে তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য হইতে পারে না।

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ॥ ৫ম অঃ ৯৯ সূত্র।

ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য সমবায় নামক কোন পৃথক্ বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না, কারণ সমবায়ের বস্তুরূপে অস্তিত্ব নাই, তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ কপালাদির সহিত ঘটাদির দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্মের, এবং জাতির সহিত ইহাদের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে।

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা। ৫ম অঃ ১০০ সূত্র।

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এতদুভয়ই সমবায় কল্পনা না করিয়া বস্তুর নিজশক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়; অতএব প্রত্যক্ষ এবং অনুমান কোনটির দ্বারা সমবায় সিদ্ধ হয় না।

পদার্থেরই বোধক নহে; ক্রিয়াপদই সকলস্থলে বাক্যের মুখ্যপদ হয় না; কারণ কার্য্য এবং সিদ্ধপদার্থ উভয়স্থলেই বাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—"গামানয়" ইত্যাদিস্থলে "আনয়" এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় করিয়াই "গাং" পদের শক্তি বোধ হয় সত্য; কিন্তু "এবমেব পুত্রস্তে জাতঃ!!" (তোমার এইরূপ পুত্র জাত হইয়াছে!!) ইত্যাদিস্থলে কেবল স্বাত্মজত্ব সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া অর্থগ্রহ হইয়া পুলকাদি হয়; সুতরাং "জাত" হওয়ারূপ ক্রিয়ার সহিত অন্বিত করিগা পুত্র শব্দের ও বাক্যের অর্থপরিগ্রহ হয় না। অতএব ক্রিয়ার প্রধানরূপেই বাক্যার্থের প্রতীতি হয় বলিয়া যে মত আছে, তাহা সঙ্গত নহে।

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ॥ ৫ম অঃ ৪০ সূত্র।

লৌকিক ব্যবহারানুসারে শব্দের শক্তিবিষয়ে ব্যুৎপন্ন পুরুষের তদনুসারেই বেদার্থেরও প্রতীতি জন্মে।

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ॥ ৫ম অঃ ৪১ সূত্র।

এইস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধপদের সামানাধিকরণ্য এই যে, ত্রিবিধ উপায়ে লৌকিক শব্দের অর্থ পরিগ্রহ হয়; তাহা বেদসম্বন্ধে খাটে না; কারণ বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া উক্ত হয় এবং তদুপদিষ্ট দেবতা স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সমস্তই অতীন্দ্রিয়। অতএব লৌকিক ব্যবহার দ্বারা বেদার্থজ্ঞান হয় না। উত্তর:—

ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মত্বং, বৈশিষ্ট্যাৎ॥ ৫ম অঃ ৪২ সূত্র।

বেদোক্ত যজ্ঞদানাদি স্বরূপতঃ ধর্ম্ম নহে (অতীন্দ্রিয় নহে); কেননা যজ্ঞাদিতে বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুসহকারে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার) বিধানদৃষ্ট হয়, বৈদিক ক্রিয়াতে নানাবিধ দৃষ্টবস্তু সংযোগে ক্রিয়ার উপদেশ আছে, তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই বোধগম্য হয়।

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে॥ ৫ম অঃ ৪৩ সূত্র।

বেদবাক্য অপৌরুষেয় হইলেও তাহাতে স্বতঃসিদ্ধা শক্তি আছে, তাহা উপদেশপরম্পরায় ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বরূপার্থ প্রকাশ করে, এবং অপর অর্থের ব্যবচ্ছেদ (নিরাশ) করে।

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ॥ ৫ম অঃ ৪৪ সূত্র।

প্রত্যক্ষের যোগ্য ও অযোগ্য উভয়বিধ পদার্থেরই জ্ঞান বাক্যদ্বারা সিদ্ধ হয়। যেমন মনুষ্য শব্দ প্রয়োগ করিলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় প্রকার মনুষ্য নামক জীবই বুঝায়; সুতরাং বেদোক্ত দেবতাদিও সাধারণ ধর্ম্মদ্বারা অনুমান জ্ঞানগম্য হইতে পারেন। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞাপক বলিয়া যে বেদ অর্থশূন্য তাহা নহে।

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ॥ ৫ম অঃ ৪৫ সূত্র।

বেদ নিত্য অর্থাৎ অনুৎপন্ন নহে; কারণ তাহার কার্য্যত্ব অর্থাৎ উৎপন্নত্ব শ্রুতিতেই প্রকাশিত আছে। শ্রুতি যথা—'স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত" ইতি।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ॥ ৫ম অঃ ৪৬ সূত্র।

কিন্তু বেদ নিত্য না হইলেও ইহা কোন পুরুষের দ্বারা কৃত নহে; কারণ তাহার কর্ত্তা কোন পুরুষ নাই ও হইতে পারে না।

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ॥ ৫ম অঃ ৪৭ সূত্র।

মুক্ত অথবা অমুক্ত কোন পুরুষই বেদের কর্ত্তা হইতে পারেন না; কারণ যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও বেদোক্ত উপদেশানুসরণ করিয়াই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মুক্তি যে সম্ভব তাহা এবং তাহার প্রণালী বেদ-বাক্যেই উক্ত হইয়াছে; তাহারই অনুসরণ করিয়া মুক্ত পুরুষগণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং মুক্ত পুরুষগণকে বেদের কর্ত্তা বলা যাইতে

পারে না। আর অমুক্ত অজ্ঞানী পুরুষের পক্ষে ত সর্ব্বজ্ঞ বেদের কর্তৃত্ব সম্ভবই নহে।

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ॥ ৫ম অঃ ৪৮ সূত্র।

অপৌরুষেয় হইলেই যে নিত্য হইবে এমন নহে। যেমন অঙ্কুরাদির অপৌরুষেয়ত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ; কিন্তু তাহা নিত্য নহে।

তেষামপি তদ্‌যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ। ৫ম অঃ ৪৯ সূত্র।

যদি বল, অঙ্কুরাদির পৌরুষেয়ত্ব অনুমানের বাধা কি? তদুত্তরে বলিতেছি যে, অঙ্কুরাদিকে পুরুষকৃত বলিলে তাহা প্রত্যক্ষের বিপরীত। প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর স্বভাবতঃই হইতেছে, তাহা কোন পুরুষ করে না।

যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ম্॥ ৫ম অঃ ৫০ সূত্র।

কর্ত্তা প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও যদি কেহ করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান উপজাত হয়, তবে সেই স্থলেই "পৌরুষেয়" শব্দ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু অঙ্কুর সম্বন্ধে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত বলিয়া মনে ধারণা হয় না; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্॥ ৫ম অঃ ৫১ সূত্র।

নিত্য না হইলেও বেদ নিজের শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারাই স্বতঃ প্রমাণ হয়, অর্থাৎ বেদোক্ত মন্ত্রসকলের অর্থ গ্রহণ করা হউক, অথবা নাই হউক, তদ্দ্বারা ক্রিয়াসকল নিষ্পন্ন হয়। ঔষধ যেমন নিজ শক্তি দ্বারাই রোগ আরোগ্য করে, কিরূপে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে, প্রয়োগকর্ত্তা বৈদ্য তাহা অবগত থাকুন অথবা নাই থাকুন, ঔষধ যেমন স্বশক্তিদ্বারা রোগাপনোদন করে, তদ্রূপ বেদোক্ত মন্ত্রসকলও যথাবিধি উচ্চারিত হইয়া, উচ্চারণকর্ত্তার জ্ঞাননির্ব্বিশেষে, ফলসকল উৎপাদন করে।

মন্ত্রদ্বারা দেবতাসকল প্রত্যক্ষীভূত হয়েন; মারণ, মোহন, বশীকরণ, স্তম্ভন ইত্যাদি কর্ম্ম সংসাধিত হয়। মন্ত্রের এই সকল শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে তদ্দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য স্থাপিত হয়।

শব্দের অনিত্যতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সূত্র পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত আছে, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ॥ ৫ম অঃ ৫৭ সূত্র।

(কেহ কেহ বলেন, কোন পদের বর্ণসকল হইতে পদাত্মক স্ফোটশব্দ পৃথক্, যেমন ক, ল, স, এই তিন বর্ণের প্রত্যেকের অর্থোৎপাদিকা শক্তি নাই; ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে উচ্চারিত হওয়ায় ইহাদের মিলনও অসম্ভব; সুতরাং অর্থবোধ জন্মায় এইরূপ (স্ফোট) "কলস" শব্দ ঐ বর্ণসকল হইতে পৃথক্ রূপে অস্তিত্বশালী; এই মত সঙ্গত নহে); স্ফোটাত্মক পৃথক্ শব্দ নাই; কারণ প্রত্যেক বর্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল স্ফোটশব্দের প্রতীতি হয় না এবং ক, ল ও স, এই বর্ণত্রয় অর্থব্যঞ্জক স্ফোট "কলস" শব্দের অঙ্গীভূতরূপে থাকার প্রতীতি হয়। (বর্ণসকল এবং স্ফোট শব্দের সম্বন্ধ পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদের ১৭ সূত্রের ভাষ্যে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এই স্থলে ঐ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ॥ ৫ম অঃ ৫৮ সূত্র।

শব্দ নিত্য নহে; কারণ তাহা উৎপত্তিশীল বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়।

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দ্দীপেনেব ঘটস্য॥ ৫ম অঃ ৫৯ সূত্র।

এই সূত্রে প্রতিপক্ষের আপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন অন্ধকারাবৃত স্থানে ঘট রাখিলে দীপের দ্বারা তাহা প্রকাশ পায় মাত্র, দীপ ঘটের উৎপাদক নহে, তদ্রূপ পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ নিত্য শব্দ ধ্বনি প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র, ধ্বনি সেই শব্দের উৎপাদক নহে। সূত্রকার এই আপত্তির উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে বর্ণনা করিতেছেন। যথা—

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্॥ ৫ম অঃ ৬০ সূত্র।

যদি কার্য্য বস্তু মাত্রই পূর্ব্বে সৎ ছিল, কেবল বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সেই সদ্বস্তুই প্রকাশিত হয় এইরূপ বল, তবে এই মত সাংখ্য শাস্ত্রের সম্মত; কিন্তু এই কথা সর্ব্ববিধ কার্য্য-বস্তু সম্বন্ধেই খাটে, সর্ব্ববিধ কার্য্য-বস্তুই এইরূপ নিত্য; সুতরাং কেবল শব্দ সম্বন্ধে পৃথক্‌রূপে নিত্যতা প্রতিপাদনে সিদ্ধ সাধন দোষ হয়। (সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্য-বস্তু মাত্রই সৎ, অসতের উৎপাদন অসম্ভব; কার্য্য স্বীয় কারণে লীনাবস্থায় অবস্থিত থাকে, সেই সৎ বস্তু বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়) ইহাকেই বস্তুর উৎপত্তি বলা যায়; সেই বস্তুর কারণে লীনাবস্থা প্রাপ্তিকেই নাশ বলে। এই মতকেই সৎকার্য্যবাদ, অথবা সৎকার্য্য সিদ্ধান্ত বলা যায়। এই মতে শব্দ যেমন নিত্য, সকল বস্তুই তদ্রূপ নিত্য; সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব প্রতি-পাদন করাতে কিছু বিশেষ নাই। যাহা উভয় পক্ষের স্বীকার্য্য, তাহা সাধন করা নিষ্ফল।

..

এইরূপে প্রমাণ বিষয়ে বিচার শেষ করিয়া সূত্রকার মূল গ্রন্থের উপদিষ্ট বিষয় পুনরায় বর্ণনা করিতেছেন।

১ম অঃ ১০২ সূত্র। উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাৎ তদুপদেশঃ॥

প্রমাণ দ্বারা প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সিদ্ধি হয়, এই নিমিত্ত প্রমাণের উপদেশ করা হইল।

১ম অঃ ১০৩ সূত্র। সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ।

সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমানদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সিদ্ধি হয়। (তাহা ক্রমশঃ পরবর্ত্তী সূত্র সকলে প্রদর্শিত হইতেছে।)

১ম অঃ ১০৪ সূত্র। চিদবসানো ভোগঃ ॥

চিৎ (চৈতন্য) স্বরূপ বলিয়া আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে, ভোগ শেষ হয় ; ভোগ আত্মাতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়।

১ম অঃ ১০৫ সূত্র। অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ ॥

যেমন পাচক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, স্বামী তাহার ফলভোগী হয়েন, তদ্রূপ পুরুষ নিজে অকর্ত্তা হইলেও তিনি বুদ্ধিকৃত কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিয়া থাকেন।

১ম অঃ ১০৬ সূত্র। অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ ॥

অথবা অবিবেক বশতঃই পুরুষের ফল ভোগ হয় এইরূপ বলা যায়, এই অবিবেক বশতঃ পুরুষকেই কর্ত্তাও বলা যাইতে পারে ; অতএব স্বয়ং কর্ত্তারই ফল ভোগ হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে।

১ম অঃ ১০৭ সূত্র। নোভয়ং চ তত্ত্বাখ্যানে ॥

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে (প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য তত্ত্ববিচার দ্বারা সাক্ষাৎকার হইলে) উক্ত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব পুরুষের সম্বন্ধে কিছুই থাকে না।

১ম অঃ ১০৮ সূত্র। বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদের্হানোপাদানাভ্যামিন্দ্রিয়স্য।

(চার্ব্বাকেরা যেমন ঘটাদি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় না হইলেই, সেই স্থলে ঘটাদির অভাব কল্পনা করেন, সেইরূপ প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি-যোগ্য না হওয়াতে, তাঁহার অভাব কল্পনা হইতে পারে। অতএব এই আপত্তি সম্বন্ধে সূত্রকার উত্তর করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়ের অনুপলব্ধি-দ্বারা বস্তুর অস্তিত্বাভাব প্রমাণ হয় না ; কারণ) অতি দূরস্থিত থাকা ইত্যাদি কারণে বস্তুসকলের কখনও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ সংঘটিত হয়,

কখনও হয় না। যখন সম্বন্ধ হয়, তখনই তাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়; যখন সম্বন্ধ হয় না, তখন তাহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবিষয় হয়। "ইন্দ্রিয়স্য উপাদানাৎ সম্বন্ধাৎ বিষয়ঃ; ইন্দ্রিয়স্য হানাৎ সম্বন্ধাভাবাৎ অবিষয়ঃ" ইতি অনিরুদ্ধভট্টঃ।

১ম অঃ ১০৯ সূত্র। সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ ॥

অতিসূক্ষ্মতাই প্রকৃতির উপলব্ধি বিষয়ে প্রতিবন্ধক; প্রকৃতি অতিসূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়াই ইন্দ্রিয়গণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

১ম অঃ ১১০ সূত্র। কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥

দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই প্রকৃতির কার্য্য; এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধদ্বারাই কারণরূপা প্রকৃতির অনুমান সিদ্ধ হয়।

১ম অঃ ১১১ সূত্র। বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ ॥

যদি বল বাদিগণ কার্য্যকারণ সম্বন্ধই স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে কিছুরই সত্তা নাই, অতএব পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা অসিদ্ধ।

১ম অঃ ১১২ সূত্র। তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥

যদিও কার্য্যমাত্র সৎ বলিয়া স্বীকার না কর, তথাপি বাদিগণের মতেও একটি (কার্য্যস্থলীয় বস্তু) দৃষ্টে অপরটির (কারণস্থলীয় বস্তুর) সিদ্ধি আছে। অতএব প্রকৃতিসিদ্ধির অপলাপ হইতে পারে না।

১ম অঃ ১১৩ সূত্র। ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ ॥

সর্ব্ববাদিসম্মত কার্য্যের ত্রিবিধত্ব অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান ভাব আপত্তিকারীদিগের মতে উপপন্ন হইতে পারে না। (বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন); কিন্তু সূত্রের এইরূপও অর্থ করা

যাইতে পারে যে, আপত্তিকারীদিগের মতে নিম্নোক্ত ত্রিবিধ দোষ দৃষ্ট হয়। (১১৪ সংখ্যক সূত্রে ১ম দোষ, তৎপরবর্ত্তী তিনটি সূত্রে দ্বিতীয় দোষ এবং ১১৮ সংখ্যক সূত্রে তৃতীয় দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে)।

১ম অঃ ১১৪ সূত্র। নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ ॥

অসৎ বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না; যেমন নৃশৃঙ্গ, খপুষ্প ইত্যাদির উৎপত্তি কখনও নাই; কিন্তু বস্তুসকল উৎপত্তিশীল বলিয়া সকলের জ্ঞানেই প্রতীত হয়; অতএব ইহারা অসৎ নহে।

১ম অঃ ১১৫ সূত্র। উপাদাননিয়মাৎ ॥

কার্য্যের উৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণের নিয়ম আছে, অর্থাৎ কোন্ বস্তু হইতে কোন্ বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহার নিয়ম থাকা দেখা যায় এবং

১ম অঃ ১১৬ সূত্র। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ ॥

এইরূপ নিয়ম না থাকিলে, সকল স্থানে সর্ব্বদা সকল বস্তুরই উৎপত্তি সম্ভব হইত; কিন্তু তদ্রূপ দেখা যায় না।

১ম অঃ ১১৭ সূত্র। শক্তস্য শক্যকরণাৎ ॥

যে বস্তুতে যেরূপ শক্তি আছে, সেই বস্তু তাহার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন হেতু হইতেই উৎপন্ন হয়।

১ম অঃ ১১৮ সূত্র। কারণভাবাচ্চ ॥

উপজাত বস্তুমাত্রেই তৎকারণ রূপ বস্তুর ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে দেখা যায়; সুতরাং কারণ বস্তুতে শক্তিরূপে কার্য্যবস্তু বর্ত্তমান থাকে।

১ম অঃ ১১৯ সূত্র। ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ ॥

যদি বল যে, কারণে কার্য্যবস্তুর সত্তা থাকিলে পুনরায় তাহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। (তদুত্তর বলিতেছি)।

১ম অঃ ১২০ সূত্র। নাভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ ॥

পদার্থসকলের অভিব্যক্তি অর্থাৎ অব্যক্তাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্তিকেই ব্যবহারতঃ উৎপত্তি বলা যায়, এবং অনভিব্যক্তিকেই অনুৎপত্তি বলা যায়।

১ম অঃ ১২১ সূত্র। নাশঃ কারণলয়ঃ ॥

এবং পদার্থসকলের কারণে লয় হওয়াকেই নাশ বলে।

১ম অঃ ১২২ সূত্র। পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ ॥

অভিব্যক্তির ক্রমপরম্পরা বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে অন্বেষণ করিতে হয়। অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, ফল হইতে পুনরায় বীজ ; এইরূপ সৃষ্টি হইতে পরম্পরা কারণে লয়, পুনরায় তাহা হইতে সৃষ্টি চলিতেছে। ইহাতে অনবস্থা দোষ নাই।

১ম অঃ ১২৩ সূত্র। উৎপত্তিবদ্বাঽদোষঃ ॥

যেমন অসদুৎপত্তিবাদীরা, ঘটোৎপত্তির উৎপত্তিকে সেই উৎপত্তির স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে,—উৎপত্তি যেমন• ঐমতে পৃথক্ বস্তু নহে, আমরাও সেইরূপ ঘটাদির অভিব্যক্তির অভিব্যক্তকে অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করি। অতএব অনবস্থা দোষ নাই।

১ম অঃ ১২৪ সূত্র। হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ ॥

লিঙ্গ (পরিচ্ছিন্নবস্তু) মাত্রই সহেতুক, অনিত্য, অব্যাপী, নিয়ত সক্রিয়, বহু এবং স্বকারণে আশ্রিত।

১ম অঃ ১২৫ সূত্র। আঞ্জস্যাদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎ-সিদ্ধিঃ প্রধানব্যপদেশাদ্বা ॥

লিঙ্গ বস্তু (কার্য্য) যে স্বকারণ হইতে পৃথক্ নহে, তাহা (আঞ্জস্যাৎ

=প্রত্যক্ষতঃ) প্রত্যক্ষগোচরও হয়; কার্য্য ও কারণের মধ্যে গুণের অভেদ দর্শনেও একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়; এবং প্রধানের জগৎকারণত্ব বিষয়ক শ্রুতি দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয়।

১ম অঃ, ১২৬ সূত্র। ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ॥

ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম কার্য্য ও কারণ উভয়েরই আছে, তদ্দ্বারা কার্য্যকে কারণেরই অনুরূপ পদার্থ বলিয়া জানা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। এইক্ষণে গুণসকলের ধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে।

১ম অঃ ১২৭ সূত্র। প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্॥

প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদ (সুখ, দুঃখ ও মোহ) ইত্যাদি গুণসকলের ধর্ম্ম; যে গুণের যেটি ধর্ম্ম, তাহা অপরের বিধর্ম্ম, যথা—সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রীতি, তাহা অপরের বিধর্ম্ম; রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রীতি, তাহা অপরের বিধর্ম্ম; ইত্যাদি।

১ম অঃ ১২৮ সূত্র। লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যং চ গুণানাম্॥

লঘুত্ব, প্রকাশকত্ব, সুখকরত্ব প্রভৃতি সত্ত্বের ধর্ম্ম, তাহা অপর গুণসকলে নাই; এইরূপ চলনশীলতা, বাসনা, উদ্যম ইত্যাদি রজোগুণের নিজধর্ম্ম—তাহা অপরের নাই। গুরুত্ব, আবরকত্ব, আলস্য, মোহ প্রভৃতি তমোগুণের ধর্ম্ম—অপরের তাহা বিধর্ম্ম।

১ম অঃ ১২৯ সূত্র। উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ॥

যেমন সাধারণ মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির পার্থক্য দৃষ্টে ঘটাদিকে কার্য্যবস্তু

বলিয়া জানা যায়, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পার্থক্য দৃষ্টে মহদাদিকে কার্য্যবস্তু বলিয়া জানা যায়।

১ম অঃ ১৩০ সূত্র। পরিমাণাৎ ॥

মহদাদি পরিমাণ-বিশিষ্ট; কিন্তু পরিমাণ-বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তু মাত্রই কার্য্যবস্তু; অতএব মহদাদিও কার্য্যবস্তু।

১ম অঃ ১৩১ সূত্র। সমন্বয়াৎ ॥

প্রধানের গুণসকল মহদাদি সর্ব্বপদার্থে সমন্বিত থাকা দৃষ্ট হয়; তাহাতেও মহদাদি কার্য্যবস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ১৩২ সূত্র। শক্তিতশ্চেতি ॥

পরিমিত বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বস্তুমাত্রই অপর শক্তির ঘাত প্রতিঘাত ও মিলন হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়; মহদাদি ও পরিমিত শক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, তাহাও অপর শক্তির কার্য্য বলিয়া অবধারিত হয়।

১ম অঃ ১৩৩ সূত্র। তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা ॥

বিশেষ শক্তিমত্তার অভাব হইলেই, প্রকৃতি অথবা পুরুষতা প্রাপ্তি হয়, মহদাদি রূপে প্রকাশ আর থাকে না।

১ম অঃ ১৩৪ সূত্র। তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন অপর যাহা কিছু, তাহাই অন্য; সুতরাং তুচ্ছ, তাহা জগৎ কারণ হইতে পারে না।

১ম অঃ ১৩৫ সূত্র। কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ ॥

কার্য্যবস্তু কারণ বস্তুর শক্তিরূপে তৎসহ এক হইয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে অবস্থান করে এবং কার্য্যবস্তুতে কারণবস্তু বর্ত্তমান থাকে। অতএব

মহদাদি কার্য্য দৃষ্টে তাহার কারণ তদনুরূপ শক্তিসম্পন্ন প্রকৃতি থাকার সিদ্ধান্ত হয়।

১ম অঃ ১৩৬ সূত্র। অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ ॥

যে কোন বস্তুই হউক, তাহা গুণত্রয়ের মধ্যে কোন না কোনটির প্রকাশ মাত্র, এবং বিশেষ লিঙ্গ (চিহ্ন) বিশিষ্ট। এতৎ দ্বারা জানা যায় যে, জগৎ কারণ মূলবস্তু গুণত্রয়েরই অব্যক্তাবস্থা।

১ম অঃ ১৩৭ সূত্র। তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ ॥

কারণ বস্তু কার্য্যদ্বারাই (ব্যাপার দ্বারাই) যখন কার্য্য বস্তু উৎপন্ন হইতে সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, তখন কারণরূপা গুণাত্মিকা প্রকৃতির অস্তিত্বের অপলাপ হইতে পারে না, ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

১ম অঃ ১৩৮ সূত্র। সামান্যেন বিবাদাভাবাদ্ধর্ম্মবন্ন সাধনম্ ॥

(জগৎ যে গুণময় ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সুতরাং) গুণ সামান্যরূপ বস্তু যে আছে, তৎসম্বন্ধে কোন বিবাদ হইতে পারে না ; সেই গুণ-সামান্যরূপ বস্তুই প্রকৃতি, এবং তাহাই জগৎকারণ বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বস্তুসকলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের অস্তিত্ব যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহার সাধনের আশঙ্কা নাই ; তদ্রূপ গুণসামান্যরূপ প্রকৃতির অস্তিত্বের ও অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই।

১ম অঃ ১৩৯ সূত্র। শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্ ॥

১ম অঃ ১৪০ সূত্র। সংহতপরার্থত্বাৎ ॥

১ম অঃ ১৪১ সূত্র। ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ ॥

১ম অঃ ১৪২ সূত্র। অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥

১ম অঃ ১৪৩ সূত্র। ভোক্তৃভাবাৎ ॥

১ম অঃ, ১৪৪ সূত্র। কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

১ম অঃ, ১৪৫ সূত্র। জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ ॥

১ম অঃ, ১৪৬ সূত্র। নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা ॥

১ম অঃ, ১৪৭ সূত্র। শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ ॥

১ম অঃ, ১৪৮ সূত্র। সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্ ॥

উপরোক্ত ১৩৯ হইতে ১৪৮ পর্য্যন্ত সূত্র পূর্ব্বে ৬৬ সংখ্যক সূত্রের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তাহা পুনরায় ব্যাখ্যাত হইল না।

১ম অঃ, ১৪৯ সূত্র। জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্ ॥

জন্ম, মরণাদি অবস্থার ভেদ দৃষ্টে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধান্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠান হেতু পুরুষ বহুসংখ্যক হয়েন। সুতরাং প্রকৃতিস্থ পুরুষ (জীব) অসংখ্য।

১ম অঃ, ১৫০ সূত্র। উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ ॥

একেরও বিবিধ উপাধি সংযোগে নানাত্ব ঘটিয়া থাকে। যেমন ঘটাদিযোগে আকাশের নানাত্ব ঘটে; অর্থাৎ পরম আত্মা স্বরূপতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করাতে বিভিন্ন হয়েন, এবং বিভিন্নরূপ কার্য্য সম্পাদন করেন।

বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এই সূত্র গ্রন্থকারের নিজমত-জ্ঞাপক নহে। এই সূত্রে প্রতিপক্ষের আপত্তিমাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না। এই সূত্রের

তাৎপর্য্যার্থ অবিকল প্রথম অধ্যায়ের ৫১ সূত্রে গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ" ॥

এই ৫১ সূত্রে যে গ্রন্থকার নিজের মত জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং ঐ সূত্র গ্রন্থকারের নিজমত-জ্ঞাপক বলিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষুও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ৪৮ হইতে ঐ ৫১ সূত্র একত্র পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকারের মতে আত্মা এক, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেহে প্রবেশ করিয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েন; যেমন আকাশ ঘটাদি উপাধিতে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বৎ। পরন্তু আকাশ যেমন স্বরূপতঃ এক ও সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে আকাশের ঘটাদিতে প্রবেশরূপ গতি নাই; তদ্রূপ আত্মাও স্বরূপতঃ এক ও সর্ব্বব্যাপী, শরীরাদি হইতে ব্যতিরিক্ত; কিন্তু তথাপি তিনি ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট, সুতরাং বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, তাঁহার গতি ঔপচারিক মাত্র। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৯ সংখ্যক সূত্রে ইহা আরও স্পষ্টরূপে গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ ॥"

এইরূপ গ্রন্থকার নিজে আত্মার বহুত্ব কিরূপে হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া, পুনরায় একই অধ্যায়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত ১৪৯ সূত্রে যে প্রতিবাদীর শিরে ঐ মত ক্ষেপণ করিবেন, ইহা কিরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ এই পর্য্যন্ত সূত্রকার যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষ (জীব) স্বরূপতঃ পরমাত্মস্বরূপ নির্গুণ, সদা মুক্তস্বভাব; এমন কি মুক্তি বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহাও ঔপচারিক মাত্র; (৫৮ ও ৮৬ সূত্র এবং অপরাপর সূত্র দ্রষ্টব্য); সুতরাং জন্ম, জরা,

মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থাভেদ স্বরূপতঃ পুরুষের কিছুই নাই। যদি এই সকল অবস্থা পুরুষের স্বরূপান্তর্গত না হইল, তবে এই সকল অবস্থা দ্বারা পুরুষের স্বরূপতঃ ভেদ অর্থাৎ বহুত্ব কিরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে? পুরুষের স্বরূপতঃ বহুত্ব প্রমাণ করা এই সূত্রের অভিপ্রেত হইলে, যে যুক্তি দ্বারা (অর্থাৎ জন্মাদি ব্যবস্থাভেদ হেতু) এই বহুত্ব প্রমাণ করিতে সূত্রকার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উপদিষ্ট অপর সমস্ত উপদেশের বিরুদ্ধ হয়। পুরুষের কোন ধর্ম্ম নাই; কারণ তিনি নির্গুণ, এই কথাই স্পষ্টরূপে তিনি তিনটি মাত্র সূত্রপূর্ব্বে, (১৪৬ সংখ্যক সূত্রে) বলিয়াছেন, এবং ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪৮ সংখ্যক সূত্রেও এইরূপেই মত প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং জন্মাদি অবস্থাভেদ সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপগত নহে, অতএব এই অবস্থাভেদ দ্বারা পুরুষের স্বরূপ-গত বহুত্ব প্রমাণ করা সূত্রকারের অভিপ্রায় বলিয়া কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সাংখ্যমতে জীব অসংখ্য, অথচ প্রত্যেকে বিভুস্বভাব; এবং ইহাই সাংখ্যচার্য্যগণের উপদেশ। কিন্তু এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সাংখ্যশাস্ত্রে যখন পুরুষকে নিত্য, নির্গুণ এবং বিভুস্বভাব বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তখন এই নির্গুণ বিভুস্বভাব পুরুষ অসংখ্য হইলে তাহাদের ভেদক কি, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে অবশ্য উপদিষ্ট হইত। জন্মাদিব্যবস্থা ঐ সকল পুরুষের স্বরূপগত নহে ও হইতে পারে না। কারণ যিনি বিভু—সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার পক্ষে স্বরূপতঃ কোন দেহে আবদ্ধতা অসম্ভব। এবং যখন সূত্রকার এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগেই তাহা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তখন এই জন্মাদি ব্যবস্থা দ্বারা সর্ব্বব্যাপী বিভুস্বভাব পুরুষের বহুত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রত্যেক পুরুষই যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক দেহের এবং প্রত্যেক দেহনিষ্ঠ কার্য্যের

ও অন্তঃকরণের সহিত প্রত্যেক পুরুষের সমসম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হইবে; তাহা হইলে এক পুরুষের এক বিশেষ-দেহসম্বন্ধ-প্রাপ্তি এবং অপর পুরুষের অপরবিধ বিশেষ দেহসম্বন্ধ-প্রাপ্তি (যাহা দ্বারা বিশেষ বিশেষ পুরুষের সম্বন্ধে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি প্রাপ্তি নির্ব্বাচিত হয়, তাহা) কখনই হইতে পারে না। অতএব তদ্দ্বারা এই সকল বিভু পুরুষের ভেদ নির্দ্দেশিত হয় না। এবং অপর কোন প্রকার ভেদেরও কল্পনা সূত্রকার কোন স্থলে করেন নাই। সুতরাং গতিশ্রুতি-বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্র-সকলের ভাবার্থ অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

অতএব সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

১ম অঃ, ১৫১ সূত্র। উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্॥

পরন্তু (যেমন ঘটাকাশ ইত্যাদি স্থলে উপাধিরই ভেদ হয়; ঘটরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আকাশ তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ হয় না, তদ্রূপ) ভিন্ন ভিন্ন দেহরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপতঃ ভেদ হয় না। দেহরূপ উপাধি সংযোগে আত্মা নানারূপে প্রতিভাত হয়েন মাত্র।

১ম অঃ, ১৫২ সূত্র। এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাধ্যাসঃ॥

(আত্মা যদি এক অদ্বৈত স্বনিষ্ঠরূপেই নিত্য বর্ত্তমান আছেন, তবে প্রকৃতিতে তাঁহার অধ্যাস (অধিষ্ঠান), যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা আত্মারই অদ্বৈতত্বের বিরোধী বলিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে) আত্মা, এক অদ্বৈতরূপেই বর্ত্তমান আছেন, অধ্যাসরূপ বিরুদ্ধ দ্বৈতধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নাই। (সূত্রকার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে অধিষ্ঠান মণিবৎ সান্নিধ্যমাত্রবোধক (১ম অঃ, ৯৬ সূত্র দ্রষ্টব্য); এবং আরও বলিয়াছেন, লৌহ যেমন অগ্নিসান্নিধ্যে অগ্নির দাহিকাশক্তি

প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও আত্মার সন্নিধানে থাকিয়া আত্মার চৈতন্যগুণ প্রাপ্ত হয়েন। (১ম অঃ, ৯৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অতএব প্রকৃতিতে আত্মার অধ্যাস স্বীকার করাতে আত্মার অদ্বৈতত্বের কোন বাধা হয় না; ইহাই যে সাংখ্য সূত্রের উপদেশ, তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম সূত্রে এবং অন্যান্য স্থলেও অতি স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে।)

১ম অঃ, ১৫৩ সূত্র। অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ॥

অধ্যাস অন্যের, অর্থাৎ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মাতে তাহার আরোপ মাত্র হয়; কিন্তু এই আরোপের দ্বারা অধ্যাস আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হয় না; কারণ আত্মা সদাই এক শুদ্ধ স্ফটিকবৎ থাকেন (স্ফটিক জবাকুসুমের দ্বারা রঞ্জিত হওয়া দৃষ্ট হয় সত্য, পরন্তু তদ্দ্বারা স্বরূপতঃ তাহার নির্ম্মলত্বের কোন প্রকার অপলাপ হয় না। তদ্বৎ আত্মারও নির্গুণত্বের হানি হয় না। অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, আত্মা নিত্য নির্গুণস্বভাব, তিনি নিত্য গুণসঙ্গবর্জ্জিত; গুণাত্মিকা প্রকৃতিও নিত্যা; তিনি পুরুষ-সন্নিধানে অবস্থিত হওয়াতে আত্মার চৈতন্যশক্তি তাঁহাতে আপনা হইতে প্রবিষ্ট হয়; চুম্বক যেমন লৌহসন্নিধানে থাকাতে লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, অগ্নির সন্নিধানে থাকিয়া লৌহ যেমন উত্তপ্ত হইয়া দাহিকা শক্তি লাভ করে, আত্মার সন্নিধানে প্রকৃতি তদ্রূপ চেতনা প্রাপ্ত হয়েন; গুণাত্মিকা প্রকৃতি বহুরূপা হওয়াতে প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্যও বহুপুরুষরূপে প্রতিভাত হয়েন; অতএব প্রকৃতিস্থ পুরুষ বহু; এবং প্রকৃতির নিত্যত্ব হেতু পুরুষবহুত্বও নিত্য।

১ম অঃ, ১৫৪ সূত্র। নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ॥

পরন্তু পরমাত্মা এক গুণাতীত হইলেও, প্রকৃতিতে যে চৈতন্য-

প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাও নিত্য হওয়াতে, পুরুষের বহুত্বও নিত্যই হইয়া পড়িল ; ইহা অদ্বৈত শ্রুতির বিরুদ্ধ ; এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, অদ্বৈতশ্রুতির জাতিপরত্বহেতু তাহার সহিত এই সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই, (জীবের নিত্যত্বও শ্রুতি স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন)। *

১ম অঃ, ১৫৫ সূত্র। বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যা তদ্রূপম্ ॥

(লৌহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, লৌহস্থ অগ্নি ও অপর অগ্নিতে যেমন কোন ভেদ থাকে না, তদ্রূপ) যাঁহারা বন্ধের কারণ অবগত হইয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি দ্বারা গুণাত্মক দেহে আত্মবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে) তাঁহাদের আত্মার স্বরূপজ্ঞান উদয় হওয়াতে, তাঁহারা নির্গুণ আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েন ; সুতরাং লৌহস্থানীয় গুণাত্মক-দেহসংযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের দেহ হইতে আত্মার ভিন্নত্ব দর্শন হওয়াতে, তাঁহারা সকল জীবকেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপ দর্শন করেন, ইহাই শ্রুতিতে অদ্বৈত মুক্তাবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; সুতরাং তদ্বিষয়ক শ্রুতিসকলও এই সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। †

১ম অঃ, ১৫৬ সূত্র। নান্ধাদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ ॥

অন্ধ দেখিতে পায় না, তজ্জন্য চক্ষুষ্মান্‌ও দেখিতে পাইবে না, ইহা কখনও সঙ্গত নহে।

---

* ঈশ্বর ও জীব ভেদেও ব্রহ্মের একত্ব সিদ্ধি যেরূপ হয়, তাহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদের শেষভাগে উপসংহার নামক প্রকরণে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

† অপরাপর অনেক সূত্রের ন্যায় এই সূত্রের ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানভিক্ষু এবং অনিরুদ্ধ ভট্ট পরস্পর বিরুদ্ধরূপে করিয়াছেন। গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কায় এই সকল ব্যাখ্যা এবং তৎসম্বন্ধে বিচার পরিহার করা হইল ; পরন্তু অনিরুদ্ধ ভট্টকৃত ব্যাখ্যাই এই স্থলে অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

এই সূত্রটির সহিত তৎপূর্ব্বস্থিত ১৫৫ সূত্র একত্র পাঠ করিলে ঐ ১৫৫ সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

১ম অঃ, ১৫৭ সূত্র। বামদেবাদির্ম্মুক্তো নাদ্বৈতম্॥

(যাঁহারা একান্তাদ্বৈতবাদী তাঁহারা বলেন যে, অদ্বৈত শ্রুতি জাতিপর নহে; ব্রহ্ম স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় উভয়প্রকার ভেদশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত; তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, এই ভ্রম দূর হয়, এবং ইহাকেই মুক্তি বলে; মুক্ত হইলে আর কোন প্রকার কার্য্য, কোন প্রকার দেহসংযোগে অবস্থিতি সম্ভব হয় না; মুক্ত পুরুষ পূর্ণব্রহ্মরূপ হয়েন, তিনি আর কোন-প্রকার দেহধারিরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইতে অথবা কোনপ্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন না। এই মত এইক্ষণে সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন)। বামদেবাদি জীবিতপুরুষ মুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং শ্রুতিই উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং একান্তাদ্বৈত-মত অগ্রাহ্য।

১ম অঃ, ১৫৮ সূত্র। অনাদাবদ্য যাবদভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্॥

(যদি বল বামদেবাদি কোন জীবিত পুরুষ মুক্ত হয়েন নাই, তবে আমরা বলি যে) যদি অনাদিকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কেহই মুক্তিলাভ করিয়া না থাকেন, তবে ভবিষ্যতেও কেহ করিবেন না। (মুক্তি সম্বন্ধে তবে কোন প্রমাণই থাকে না। কেই বা তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে? যাঁহারা মুক্ত হয়েন নাই, মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তি প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না, তাঁহারা মুক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সম্পূর্ণ অযোগ্য)।

১ম অঃ, ১৫৯ সূত্র। ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ॥

বর্ত্তমানে যদি কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ না হয়, তবে কোন কালে বা কোন স্থানে যে কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে তাহারও প্রমাণাভাব।

জীবনমুক্তি সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে আরও কয়েকটি সূত্র আছে, তাহা এই স্থলেই উদ্ধৃত হইতেছে।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ॥ ৩য় অঃ, ৭৫ সূত্র।

আত্মা দেহ নয়, মনঃ নয়, এইরূপ "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্ব হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া ভাবনারূপ যে অভ্যাস, তদ্দ্বারাই বিবেকসিদ্ধি হয়।

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ॥ ৩য় অঃ, ৭৬ সূত্র।

অধিকারী নানাবিধ হওয়াতে সকলেরই সম্যক্ বিবেকসিদ্ধি হয় না।

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ॥ ৩য় অঃ, ৭৭ সূত্র।

সমাধি সাধনের দ্বারা পশ্চাদ্দিকের গতি (বিষয়োন্মুখতা) বাধিত হইলেও, বিবেকের তীব্রতা হ্রাস হইয়া পুরুষ মধ্য (মৃদু) বিবেকী হইলে, পুনরায় বিষয় সকল অনুবৃত্ত হইয়া তাঁহার ভোগ সাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহার পতন হয়।

জীবন্মুক্তশ্চ॥ ৩য় অঃ, ৭৮ সূত্র।

কিন্তু যাঁহার বিবেক তীব্র, তিনি জীবিত থাকিয়াই মুক্ত হয়েন।

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ॥ ৩য় অঃ, ৭৯ সূত্র।

শাস্ত্রে দেখা যায় যে, মুক্তি বিষয়ে উপদেশ কাহাকেও দেওয়া হইয়াছে, এবং কেহ মুক্তির উপদেষ্টা রূপেও উক্ত হইয়াছেন; তদ্দ্বারাই জীবিত কালেই মুক্তির সম্ভাবনা সিদ্ধ হয়।

শ্রুতিশ্চ॥ ৩য় অঃ, ৮০ সূত্র।

জীবিত কালেই কেহ কেহ মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহা শ্রুতিপ্রমাণদ্বারাও সিদ্ধ হয়।

ইতরথান্ধপরম্পরা॥ ৩য় অঃ, ৮১ সূত্র।

যদি কেহ মুক্ত না হইয়া থাকেন, তবে গুরু যেমন মুক্তি বিষয়ে অন্ধ,

শিষ্যগণও পরম্পরা তদ্রূপ অন্ধই থাকিবেন। কারণ গুরুর অনায়ত্ত বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অভ্রান্ত হইতে পারে না, এবং ভ্রান্তোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যও সিদ্ধমনোরথ ও অভ্রান্ত হইতে পারেন না।

চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ॥ ৩য় অঃ, ৮২ সূত্র।

তবে বলিতে পার যে, মুক্ত হইলে শরীর ধারণ কিরূপে হইবে? শরীরের ক্রিয়া কিরূপে সম্পাদন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছি যে, কুম্ভকার দণ্ডসংযোগে চক্রকে ভ্রমণ করায়, কিন্তু চক্র হইতে দণ্ডকে উঠাইয়া লইলেও, পূর্ব্বের গতিপ্রভাবে চক্র আপনা হইতেই ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, কুম্ভকারের কোন কার্য্য বিনাও ঐরূপ ভ্রমিত হয়; তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের দেহকার্য্যও প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হইতেই হইতে থাকে।

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ॥ ৩য় অঃ, ৮৩ সূত্র।

কুম্ভকারের চক্র যেমন চলন-সংস্কারদ্বারা আপনা হইতেই ভ্রমিত হয়, তদ্রূপ জীবন্মুক্ত পুরুষেরও দেহাদিতে সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে, সেই সংস্কার-শক্তি-মূলেই তাঁহাদের দেহসম্বন্ধীয় কার্য্যসকল সংসাধিত হয়। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মে তাঁহারা লিপ্ত হয়েন না।

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ॥ ৩য় অঃ, ৮৪ সূত্র।

অতএব ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, বিবেকদ্বারা নিঃশেষরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই, আর কোন কর্ম্ম অবশিষ্ট থাকে না, পুরুষ কৃতকৃত্য হয়েন; আর কিছু দ্বারা কৃতকৃত্যতা লাভ করা যায় না।

১ম অঃ, ১৬০ সূত্র। ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ॥

পরন্তু পুরুষ সদাই স্বরূপতঃ মুক্তস্বভাব; মুক্তত্ব ও বদ্ধত্ব ঔপচারিক মাত্র, তাহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১ম অঃ, ১৬১ সূত্র। সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্‌ ॥

পুরুষের যে সাক্ষিত্ব উক্ত আছে, তাহা তাঁহার সহিত প্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধহেতু, এই সাক্ষিত্বদ্বারা তাঁহার পরিণামযোগ্যতা বুঝায় না।

১ম অঃ, ১৬২ সূত্র। নিত্যমুক্তত্বম্‌ ॥

স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্য মুক্তত্বই আছে।

১ম অঃ, ১৬৩ সূত্র। ঔদাসীন্যং চেতি ॥

গুণকার্য্যে তাঁহার স্বরূপতঃ নিত্য ঔদাসীন্যও সিদ্ধ আছে।

১ম অঃ, ১৬৪ সূত্র। উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎ-সান্নিধ্যাৎ ॥

এই সূত্রের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন যথা :—"পুরুষস্য যৎ কর্ত্তৃত্বং তদ্‌ বুদ্ধ্যুপরাগাৎ। বুদ্ধেশ্চ যা চিত্তা সা পুরুষসান্নিধ্যাৎ"। (পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব তাহার কারণ এই যে, তিনি বুদ্ধির উপরাগে উপরঞ্জিত হয়েন, এবং বুদ্ধির যে চেতনত্ব তাহা পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ)। এই ব্যাখ্যাতে সাংখ্যসূত্রে উপদিষ্ট মতের কোন বিরোধ নাই। পরন্তু সূত্রের পদগুলি সমন্বয় করিলে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব বিষয়েই সূত্রকার এই স্থলে স্বীয় মত জ্ঞাপন করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়। সূত্রের প্রথমাংশে পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়াংশে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা সূত্রপাঠে বোধ হয় না। "চিৎসান্নিধ্যাৎ" অংশে যে প্রকৃতিসম্বন্ধে উক্তি করা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; চৈতন্যময় আত্মার সান্নিধ্য-হেতু প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বশক্তি উপজাত হয়; কিরূপে হয় তৎসম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন :—"উপরাগাৎ" অর্থাৎ আত্মার সহিত নিয়ত সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতিও চৈতন্যস্বভাব প্রাপ্ত হয়েন, তিনি পুরুষভাবে উপরঞ্জিতা হয়েন, তাহাতেই সৃষ্টিরচনা করিতে পারেন। তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব

নাই। সূত্রকার এইমত স্পষ্টরূপে ১ম অধ্যায়ের ৯৯ সংখ্যক সূত্রেও প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের কোন ব্যাখ্যাবিরোধ নাই; ঐ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব সূত্রার্থ এই যে, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সান্নিধ্যহেতু গুণাত্মিকা প্রকৃতি চেতনভাবে অনুরঞ্জিতা হইয়া (সচেতন হইয়া) কর্ত্তৃত্বশক্তি সম্পন্না হয়েন। এই যে প্রকৃতিস্থ পরমাত্মপ্রতিবিম্ব তাহাই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পুরুষ; তাহাই বহু; ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ। এই পুরুষ বস্তুতঃ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন, এবং পরমাত্মস্বরূপ। প্রতিবিম্বরূপে এই পুরুষ পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু বহু হইলেও, তিনি যে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব, তৎস্বরূপে এই পুরুষও বিভুস্বভাব। ইহাই সাংখ্যসিদ্ধান্ত।

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরন্তু পুরুষ-ভাবাপন্ন সচেতন প্রকৃতিই কি নিমিত্ত জগৎ-রচনারূপ কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিয়া থাকেন, তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন:—

২য় অঃ, ১ সূত্র। বিমুক্তমোক্ষার্থং, স্বার্থং বা, প্রধানস্য॥

(এই সূত্রে পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষসূত্রোল্লিখিত "কর্ত্তৃত্বং" পদ উহ্য আছে)। প্রধানের যে জগৎ-কর্ত্তৃত্ব তাহা স্বভাবতঃ বিমুক্ত (কিন্তু প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে অবিদ্যাহেতু বদ্ধ বলিয়া পরিগণিত) পুরুষের দুঃখের নিবৃত্তির নিমিত্ত হইয়া থাকে; অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেক এবং অবিবেক উভয়ই প্রকৃতির অঙ্গীভূত হওয়ায়, সেই অবিবেকের সম্যক্

পরিহাররূপ নিজমুক্তির নিমিত্তই প্রকৃতির জগৎ-রচনারূপ চেষ্টা হয়। অর্থাৎ পুরুষ নিত্যই মুক্তস্বভাব; কিন্তু তথাপি অবিদ্যাবশতঃ প্রকৃতি তাঁহাকে বদ্ধ মনে করিয়া, তাঁহার কল্পিতদর্শনেচ্ছার তৃপ্তিসাধনের দ্বারা তাঁহার মোক্ষসাধনাভিপ্রায়ে জগৎ-রচনা করিয়া থাকেন। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি নিজের অঙ্গীভূত অবিবেককে পরিহার করিবার নিমিত্তই জগৎ-রচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন; দুঃখভোগদ্বারা তৎপ্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত তিনি এইরূপ করিয়া থাকেন।

২য় অঃ, ২ সূত্র। বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ॥

যাহার বিষয়বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই মুক্তি লাভ হয়, অপরের নহে।

২য় অঃ, ৩ সূত্র। ন শ্রবণমাত্রাৎ তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ॥

উপদেশ-শ্রবণমাত্রই মোক্ষসিদ্ধি হয় না, কারণ অনাদিকালের ভোগ-বাসনা সকলের বল অতি অধিক, তাহা সহজে দূর হয় না।

২য় অঃ, ৪ সূত্র। বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্॥

উৎপথগামী বহুভৃত্য যে পুরুষের আছে, সে যেমন একটিকে দমন করিলেই কৃতকৃত্য হয় না; তদ্রূপ বাসনা অনন্তরূপা, একটী একটী করিয়া প্রত্যেককে দমন করিতে করিতে বহুকালে কৃতকৃত্যতা লাভ হয়।

২য় অঃ, ৫ সূত্র। প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ॥

প্রকৃতি সদ্বস্তু হওয়াতে, পুরুষের তাহাতে অধ্যাসসিদ্ধি আছে; (প্রকৃতি অসদ্বস্তু (মিথ্যা) হইলে, অধ্যাসও অসম্ভব হইত)।

২য় অঃ, ৬ সূত্র। কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ॥

কার্য্যদৃষ্টেই প্রকৃতি সদ্বস্তু বলিয়া জানা যায়।

২য় অঃ, ৭ সূত্র। চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ, কণ্টকমোক্ষবৎ ॥

কণ্টকের দ্বারা বিদ্ধ পুরুষকে কষ্ট হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্তই যেমন কণ্টকোদ্ধারের চেষ্টা হয়, তদ্রূপ পুরুষকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই প্রকৃতির নিয়ত কার্য্যচেষ্টা হইয়া থাকে।

২য় অঃ, ৮ সূত্র। অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ ॥

প্রকৃতি অচেতনস্বভাবা, সুতরাং পুরুষসংযোগে ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া এইরূপ উদ্দেশ্যপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বের সিদ্ধি না থাকিলেও, অগ্নিসংযোগে লোহ যেমন দাহিকা-শক্তি লাভ করে, প্রকৃতিও পুরুষসংযোগে তদ্রূপ উদ্দেশ্যপূর্ব্বক কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করেন।

২য় অঃ, ৯ সূত্র। রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ ॥

রাগ (অনুরাগ) হইতে সৃষ্টি, এবং বিরাগ হইতে যোগ সাধিত হয়।

২য় অঃ, ১০ সূত্র। মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্ ॥

মহদাদিক্রমে পঞ্চ মহাভূত পর্য্যন্তের সৃষ্টি হয়।

২য় অঃ, ১১ সূত্র। আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টের্নৈষামাত্মার্থ আরম্ভঃ ॥

আত্মার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত এই সৃষ্টি, মহদাদির নিজের কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত নহে।

২য় অঃ, ১২ সূত্র। দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ ॥

দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতেই পরিজ্ঞাত হয়। দিক্ ও কাল আকাশাদিরই অন্তর্ভুক্ত। আদি শব্দের সূর্য্যাদি দিগাশ্রিত বস্তু, এবং ক্রিয়াদি কালাশ্রয় পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধকৃত ব্যাখ্যা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

এইক্ষণে মহদাদি সৃষ্টি যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহা সূত্রকার পুনরায় আলোচনা করিতেছেন।

২য় অঃ, ১৩ সূত্র। অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ ॥

বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞান-স্বরূপা। মহত্তত্ত্বের নামান্তরই বুদ্ধি, অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব।

২য় অঃ, ১৪ সূত্র। তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদি ॥

ধর্ম্মাদি (অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য) নির্ম্মলবুদ্ধির কার্য্য।

২য় অঃ, ১৫ সূত্র। মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্ ॥

মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব যখন রজঃ এবং তমোগুণদ্বারা উপরঞ্জিত (কলুষিত) হয়, তখন বিপরীত কার্য্য (অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য) উৎপাদন করে।

২য় অঃ, ১৬ সূত্র। অভিমানোঽহঙ্কারঃ ॥

মহত্তত্ত্ব অভিমানযুক্ত হইলে (আমি ইত্যাকার জ্ঞানযুক্ত হইলে) তাহাকে অহঙ্কার বলে।

২য় অঃ, ১৭ সূত্র। একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং যৎকার্য্যম্ ॥

একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র সেই অহঙ্কার (অহংতত্ত্ব) হইতে সৃষ্ট হয়, ইহারা অহংতত্ত্বেরই পরিণাম।

২য় অঃ, ১৮ সূত্র। সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ ॥

অহঙ্কার বিকারপ্রাপ্ত হইলে সত্ত্বাংশে মনোনামক একাদশতম ইন্দ্রিয় প্রাদুর্ভূত হয়।

২য় অঃ, ১৯ সূত্র। কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ) এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, নাসিকা) এই দশটির সহিত তুলনায়

একাদশতম সংখ্যক ইন্দ্রিয় মনঃ একটি পৃথক্ ইন্দ্রিয়; এই সর্ব্বশুদ্ধ একাদশ ইন্দ্রিয়।

২য় অঃ, ২০ সূত্র। আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি॥

এই সকল ইন্দ্রিয় অহঙ্কার হইতে জাত, ইহা শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায়; সুতরাং ইহারা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পদার্থ নহে।

২য় অঃ, ২১ সূত্র। দেবতালয়শ্রুতির্নারম্ভকস্য॥

ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাতে লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া যে শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এইরূপ নহে যে ইন্দ্রিয়গণ তত্তৎ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা হইতে উদ্ভূত।

২য় অঃ, ২২ সূত্র। তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ॥

শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির উল্লেখ আছে, এবং তাহাদের বিনাশও দৃষ্ট হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ নিত্য নহে।

২য় অঃ, ২৩ সূত্র। অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে॥

শরীরস্থ চক্ষুরাদি যন্ত্রসকলকে ইন্দ্রিয় বলিয়া ভ্রান্তলোকেই বলে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় সকল অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি শারীরিক যন্ত্র হইতে অতিরিক্ত।

২য় অঃ, ২৪ সূত্র। শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্॥

অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য স্বীকারের প্রয়োজন কি? অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করিলেই হয়? এইরূপ আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব স্বীকার করিলেই আর একত্ব রহিল না, বিভিন্ন শক্তি স্বীকারে তত্তচ্ছক্তি যুক্ত হইয়া অহঙ্কারও বিভিন্ন-রূপেই প্রকাশিত হইলেন।

২য় অঃ, ২৫ সূত্র। ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য॥

প্রমাণদ্বারা (শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা) যাহা সিদ্ধ হয়, তৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ-

কল্পনা, লঘু হইলেও গ্রাহ্য নহে, (যে স্থলে লঘু কল্পনায় ফল সিদ্ধ হয়, সেই স্থলে গুরু-কল্পনা দোষাবহ বলিয়া গণ্য হয়; এক অহঙ্কারের নানা-বিধ শক্তি কল্পনা না করিয়া, বহুবিধ ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব অনুমান করিলে, তাহা গুরু কল্পনা হয়, অতএব তাহা সঙ্গত নহে। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, যে ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব ও পৃথক্ত্ব যখন শ্রুতি-প্রমাণ-সিদ্ধ, তখন এই অনুমানে গুরু কল্পনাদোষ ঘটে না)।

২য় অঃ, ২৬ সূত্র। উভয়াত্মকং মনঃ॥

মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়রূপী।

২য় অঃ, ২৭ সূত্র। গুণপরিণামভেদান্নানাত্মমবস্থাবৎ॥

তবে যে ইহাদিগকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ইহারা গুণসকলের বিভিন্ন প্রকার পরিণাম; সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ অবস্থাভেদ আছে; মনঃ তত্তদবস্থাযুক্ত হয়।

২য় অঃ, ২৮ সূত্র। রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ॥

রূপ গ্রহণ হইতে মল-নিঃসারণ পর্য্যন্ত সমুদয় শারীরিক ব্যাপার এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য।

২য় অঃ, ২৯ সূত্র। দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণত্বমিন্দ্রিয়াণাম্॥

জীবাত্মারই (প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষেরই) দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য; ইন্দ্রিয় সকল সেই সেই কার্য্যের করণ (অর্থাৎ সাধনোপায়) মাত্র।

২য় অঃ, ৩০ সূত্র। ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্॥

প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত প্রথম তিন তত্ত্বের, অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও মনের স্বীয় স্বীয় লক্ষণ উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইল, (অর্থাৎ বুদ্ধির অধ্য-বসায়, অহঙ্কারের অভিমান, এবং মনের ইন্দ্রিয়প্রণালীগত বিষয়াঙ্গীকার, এই পরস্পরের পৃথক্ কার্য্য)।

২য় অঃ, ৩১ সূত্র। সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥

প্রাণাদি যে পঞ্চ "বায়ু" প্রসিদ্ধ আছে, তাহারা সমস্ত করণের (ইন্দ্রিয়ের) সাধারণ অর্থাৎ মিলিত বৃত্তি। (বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যামতে ইহারা মহৎ অহং ও মনস্তত্ত্বের সাধারণ বৃত্তি ; কিন্তু যোগসূত্রের তৃতীয় পাদের ৩৯ সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যানে তিনিও ইন্দ্রিয়েরই বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। করণ শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায় তাহা ১৯ সূত্রে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে)।

২য় অঃ, ৩২ সূত্র। ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ ॥

ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি (কার্য্য) ক্রমশঃ (অর্থাৎ একটীর পর আর একটী এইরূপে)ও হয়, এবং একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও হয়।

২য় অঃ, ৩৩ সূত্র। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥

অন্তঃকরণের পঞ্চবিধ বৃত্তি আছে, যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি * এই সকল বৃত্তি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ক্লিষ্টা (ক্লেশদায়িকা) ও অক্লিষ্টা (ক্লেশক্ষীণকরা)।

২য় অঃ, ৩৪ সূত্র। তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ ॥

এই সকল বৃত্তি নিবৃত্ত হইলে, পুরুষের গুণোপরাগ উপশান্ত হয়, এবং তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন।

---

* প্রমাণ কাহাকে বলে তাহা প্রথমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। ভ্রমজ্ঞানকে (যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদিকে) বিপর্য্যয় বলে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তি তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে, চিত্ত যে অবস্থা অবলম্বন করে, তাহাকে নিদ্রা বলে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের পুনঃ প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহার জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও কেবল শব্দদ্বারা (যেমন আকাশকুসুম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা মাত্র) যে এক প্রকার জ্ঞান জন্মে, তাহাকে বিকল্প বলে।

২য় অঃ, ৩৫ সূত্র। কুসুমবচ্চ মণিঃ ॥

যেমন নিকটস্থ জবাকুসুমের রাগে রঞ্জিত স্ফটিক হইতে কুসুমকে অন্তরিত করিলে, স্ফটিক স্বীয় স্বচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ পুরুষও বৃত্তিনিরোধে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয়েন।

২য় অঃ, ৩৬ সূত্র। পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ॥

পুরুষের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই করণরূপ ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব হয়, তাহা অদৃষ্ট বশতঃ হইয়া থাকে।

২য় অঃ, ৩৭ সূত্র। ধেনুবদ্ বৎসায় ॥

যেমন বৎসের আগমনে গাভীর দুগ্ধ আপনা হইতেই স্রাবিত হয়, তদ্রূপ।

২য় অঃ, ৩৮ সূত্র। করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি, এই ত্রয়োদশটিকেই পুরুষের "করণ" বলা যাইতে পারে; কারণ প্রত্যেকটিতেই বুদ্ধির কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেকটীই বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধক।

২য় অঃ, ৩৯ সূত্র। ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ ॥

কিন্তু যেমন বৃক্ষছেদন ক্রিয়া কুঠারদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া তাহাকেই বিশেষরূপে "করণ" বলা যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পুরুষের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে সাধিত হয় বলিয়াই সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় সকলকেই বিশেষরূপে "করণ" বলা যায়।

২য় অঃ, ৪০ সূত্র। দ্বয়োঃ প্রধানং মনো লোকবদ্ ভৃত্যবর্গেষু ॥

পরন্তু অন্তরেন্দ্রিয় মনঃ; এবং দশ বহিরিন্দ্রিয়, এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনঃই প্রধান; ভৃত্যবর্গের মধ্যে যেমন তাহাদের পরিচালক একজন

শ্রেষ্ঠ ভৃত্য থাকে, তদ্রূপ স্বয়ং করণ হইলেও মনঃ অপর ইন্দ্রিয়গণ হইতে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মনের সহিত যুক্ত না হইয়া কোন ইন্দ্রিয়ই পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে না।

২য় অঃ, ৪১ সূত্র। অব্যভিচারাৎ॥

মনকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়সকল পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে এরূপস্থল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

২য় অঃ, ৪২ সূত্র। তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ॥

অসংখ্য যে সংস্কার আছে, যন্নিবন্ধন ইন্দ্রিয়-সাহায্যে পুরুষ সাধারণতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, মনই তৎসমস্তের আধার, তদ্ধেতুও মনের শ্রেষ্ঠত্ব আছে।

২য় অঃ, ৪৩ সূত্র। স্মৃত্যানুমানাচ্চ॥

মন ব্যতিরেকে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ও অনুমান হয় না, এবং তদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষও হইতে পারে না; অতএব তদ্দ্বারাও মনের প্রাধান্য সিদ্ধ হয়।

২য় অঃ, ৪৪ সূত্র। সম্ভবেন্ন স্বতঃ॥

মনের সাহায্য ব্যতীত পুরুষের স্বতঃ এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ তিনি স্বরূপতঃ অকর্ত্তা; অতএব মনরূপ করণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

২য় অঃ, ৪৫ সূত্র। আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ॥

এইরূপে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের দ্বারা মনের আপেক্ষিক গুণাধিক্যভাব (প্রাধান্য) অবধারিত হয়।

২য় অঃ, ৪৬ সূত্র। তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাত্তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ ॥

পুরুষের কর্ম্ম চেষ্টা হইতে অর্জ্জিত (উপজাত) বলিয়াই, ইন্দ্রিয় সকলের পুরুষার্থ সাধনে বৃত্তি হয়, লৌকিক ব্যবহারের দৃষ্টান্তেও এইরূপই দেখা যায়।

২য় অঃ, ৪৭ সূত্র। সমানকর্ম্মযোগে, বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোক-বল্লোকবৎ ॥

যদিও সর্ব্ববিধকরণই পুরুষার্থসাধক, তথাপি তন্মধ্যে বুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান। কারণ বুদ্ধির ন্যায় অপর কোন করণই পুরুষার্থসাধন করিতে পারে না। যেমন রাজার বহুবিধ ভৃত্য থাকিলেও বুদ্ধিদাতা মন্ত্রীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অপর সকল তাহার অধীন, তদ্রূপ বুদ্ধিই ত্রয়োদশ করণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব তাহারই নাম মহৎ।

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশ করণ ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমে স্থূলশরীর পর্য্যন্ত সৃষ্টি ক্রিয়া বিবৃত হইতেছে।

৩য় অঃ, ১ সূত্র। অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥

অবিশেষ হইতে বিশেষের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যকে "বিশেষ" বলা যায়, এবং কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণকে

"অবিশেষ" বলা যায়। অতএব পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উপজাত হওয়াতে, তন্মাত্রসকল "অবিশেষ", এবং পঞ্চ মহাভূত "বিশেষ" শব্দবাচ্য। ইন্দ্রিয়সকল হইতে আর কিছু সৃষ্ট হয় না, সুতরাং অহংতত্ত্বের তুলনায় একাদশ ইন্দ্রিয় "বিশেষ", এবং অহংতত্ত্ব "অবিশেষ" বলিয়া আখ্যাত হয়। অতএব সৃষ্টিবিষয়ক তত্ত্ববিচারে পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোলটিকে "বিশেষ" নামে আখ্যাত করা হয়। পঞ্চ তন্মাত্র ও অহংকার এই ছয়টি "অবিশেষ" পদবাচ্য। সৃষ্টির আদি কার্য্য মহত্তত্ত্ব এই "বিশেষ" ও "অবিশেষ" উভয়বিধ তত্ত্বের মূল ; ইহাকে "লিঙ্গমাত্র" বলা যায়, অর্থাৎ ইহাই জগতের প্রথম প্রকাশিত রূপ ; মহতের অপেক্ষায় প্রকৃতিকে "অলিঙ্গ" বলা যায় ; কারণ প্রকৃত্যবস্থায় কোন গুণেরই স্ফুরণ হয় না, সুতরাং তাহা অব্যক্ত, কোন চিহ্ন (লিঙ্গ) দ্বারা তাহার প্রকাশ নাই।*

৩য় অঃ, ২ সূত্র। তস্মাচ্ছরীরস্য ॥

পঞ্চ মহাভূত হইতে স্থূল শরীর গঠিত হয়।

৩য় অঃ, ৩ সূত্র। তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ ॥

এই শরীরই (শরীর সম্বন্ধ, দেহাত্মবুদ্ধি) জীবের সংসৃতির (পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর) হেতু।

৩য় অঃ, ৪ সূত্র। আবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ ॥

যে পর্য্যন্ত সম্যক্ বিবেকপ্রতিষ্ঠালাভ না হইয়াছে, সেই পর্য্যন্তই "অবিশেষ" সকল জীবের সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ অহংবুদ্ধিযুক্ত হইয়া জীব ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধ থাকে।

---

* এই সকল শব্দের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার নিমিত্ত পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদের ঊনবিংশতি সংখ্যক সূত্র ও তাহার ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩য় অঃ, ৫ সূত্র। উপভোগাদিতরস্য ॥

ভোগেচ্ছা হইতে জীবের স্থূল পঞ্চমহাভূতাত্মক দেহ প্রবর্ত্তিত হয়। সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা ভোগ সাধন হয় না; অতএব ভোগার্থে স্থূলদেহাবলম্বন ঘটিয়া থাকে।

৩য় অঃ, ৬ সূত্র। সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্ ॥

কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম কোন দেহসংযোগই আত্মার নাই, কারণ আত্মা স্বরূপতঃ নিঃসঙ্গ; বিবেকের উদয় হইলে আত্মা যেরূপ দেহসঙ্গ রহিত, অবিবেক কালেও আত্মা স্বরূপতঃ তদ্রূপই দেহাতীত। বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রস্থ "দ্বাভ্যাং" শব্দের "শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব" অর্থ করিয়াছেন; ইহা সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয় না। এই সূত্রের অন্যরূপ পাঠ অনিরুদ্ধকৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যথা—

সম্প্রতি পরিষ্বক্তো দ্বাভ্যাম্।

সম্প্রতি অর্থাৎ সংসার কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ শরীরযুক্ত হইয়া জীব অবস্থান করেন। এই পাঠও সমীচীন বোধ হয়।

৩য় অঃ, ৭ সূত্র। মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ, ইতরন্ন তথা ॥

স্থূলশরীর প্রায়শঃ মাতা পিতা হইতে জাত হয়; কিন্তু সূক্ষ্মশরীর তদ্রূপ নহে। ("প্রায়শঃ" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন কোন স্থলে অন্য প্রকারেও স্থূলশরীরের উৎপত্তি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা— দ্রৌপদী, সীতা প্রভৃতি অযোনিসম্ভূতা ছিলেন)।

৩য় অঃ, ৮ সূত্র। পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য ॥

সৃষ্টির আদিতে সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়; এই নিমিত্ত সূক্ষ্মশরীরও কার্য্য বস্তু সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা দ্বারা ভোগ সাধিত হয় না; অতএব

নানাবিধ ভোগের নিমিত্ত স্থূল শরীরেরই উৎপত্তি হয়, সূক্ষ্ম শরীরের নহে।

৩য় অঃ, ৯ সূত্র। সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্॥

লিঙ্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ তত্ত্বের সম্মিলনে গঠিত। অর্থাৎ অহংতত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তদশতত্ত্ব দ্বারা লিঙ্গ-শরীর গঠিত হয়। পরন্তু এইস্থলে অহঙ্কারতত্ত্বে বুদ্ধিতত্ত্বও সন্নিবিষ্ট আছে বুঝিতে হইবে। ফলতঃ মহৎ, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ১৮টি তত্ত্বের সংমিলনে লিঙ্গ শরীর গঠিত। বিজ্ঞানভিক্ষুও সূত্রের ইহাই ফলিতার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনিরুদ্ধ ভট্ট "সপ্তদশঃ একঞ্চ" এইরূপ সমাস করিয়া ১৮টি তত্ত্ব সম্মিলনে লিঙ্গশরীর গঠিত, এইরূপ সূত্রার্থ করিয়াছেন। উভয় ব্যাখ্যার ফল একই।

৩য় অঃ, ১০ সূত্র। ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ॥

কর্ম্মের প্রভেদ দ্বারা লিঙ্গশরীর বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

৩য় অঃ, ১১ সূত্র। তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ॥

লিঙ্গশরীর অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম; কিন্তু লিঙ্গশরীর স্থূলদেহে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়। আশ্রয়ীভূত স্থূলশরীরের দেহসংজ্ঞা থাকাতে, অদৃশ্য লিঙ্গদেহকেও জীবদেহ বলিয়া বলা যায়।

৩য় অঃ, ১২ সূত্র। ন স্বাতন্ত্র্যাৎ, তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ॥

স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গদেহ স্বতন্ত্র, (ইহা সত্য); কিন্তু তন্নিমিত্ত ইহার দেহ সংজ্ঞা হয় নাই; কারণ স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধহীন হইলে লিঙ্গদেহ ছায়া অথবা চিত্রের ন্যায় পরিণত হয়। অর্থাৎ ছায়া ও চিত্র ইহাদের আশ্রয় শূন্য হইলে (ছায়া অথবা চিত্র যে পটাদিতে থাকিয়া প্রকাশ পায়, তাহা

বিনষ্ট হইলে) যেমন অপ্রকাশ হয়, স্থূলদেহসঙ্গবর্জ্জিত হইলে লিঙ্গদেহও তদ্রূপ অপ্রকাশ হয়।

৩য় অঃ, ১৩ সূত্র। মূর্ত্তত্বেঽপি ন, সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ॥

পরন্তু লিঙ্গদেহ যখন দ্রব্য বিশেষ, তখন তাহার বিশেষ রূপও আছে; সুতরাং তাহা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইতে পারিবে না কেন? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, যদিও লিঙ্গদেহ মূর্ত্তিযুক্ত, তথাপি তাহা কোন প্রকার স্থূলদেহসংযোগ বিনা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয় না; যেমন সূর্য্য-কিরণও অমূর্ত্ত নহে; কিন্তু তাহা চক্ষুর্গোলক, দর্পণ প্রভৃতি অধিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়াই সূর্য্যের অবয়ব প্রকাশ করিতে পারে, তদ্রূপ লিঙ্গদেহও কোন স্থূলদেহকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না।

৩য় অঃ, ১৪ সূত্র। অণুপরিমাণং, তৎকৃতিশ্রুতেঃ॥

লিঙ্গশরীর অদৃশ্য হইলেও তাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পরিমাণ আছে, কিন্তু সেই পরিমাণ অণুর ন্যায় ক্ষুদ্র। লিঙ্গদেহের কার্য্য আছে বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা একদা অপরিচ্ছিন্ন নহে।

৩য় অঃ, ১৫ সূত্র। তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ॥

শ্রুতিতে লিঙ্গদেহের অন্নময়ত্ব উল্লেখ আছে, তাহাতেও লিঙ্গদেহের পরিচ্ছিন্নতা প্রমাণিত এবং বিভুত্ব অপ্রমাণিত হয়।

৩য় অঃ, ১৬ সূত্র। পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ॥

যেমন রাজার পাচকগণ রাজার ভোগার্থে আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পাকশালায় গমন করে, তদ্রূপ লিঙ্গদেহও পুরুষের ভোগের নিমিত্ত স্থূলদেহে সঞ্চরণ করে।

৩য় অঃ, ১৭ সূত্র। পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ ॥

স্থূলদেহ পঞ্চমহাভূতসংযোগে উৎপন্ন।

৩য় অঃ, ১৮ সূত্র। চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে ॥

কেহ কেহ বলেন যে স্থূলদেহ আকাশবর্জ্জিত অপর চারিভূতসংযোগে উৎপন্ন।

৩য় অঃ, ১৯ সূত্র। ঐকভৌতিকমিত্যপরে ॥

কেহ বলেন যে স্থূলদেহ এক (পৃথিবী মাত্র) ভূত হইতে উৎপন্ন।

৩য় অঃ, ২০ সূত্র। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ ॥

জীবের চৈতন্য পঞ্চভূতের বিমিশ্রণে উৎপন্ন নহে ; কারণ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় কোন ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না।

৩য় অঃ, ২১ সূত্র। প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ ॥

চৈতন্য ভূতধর্ম্ম হইলে, জীবের দেহবিশিষ্টাবস্থা ও মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থা-ভেদ দৃষ্ট হইত না।

৩য় অঃ, ২২ সূত্র। মদশক্তিবচ্চেৎ, প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ ॥

যদি বল যে সুরা প্রভৃতির মাদকতার ন্যায় ভূতসকলের মিশ্রিত অবস্থায়ই চৈতন্যরূপ ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তবে তদুত্তর এই যে, মাদকতা-শক্তি কেবল বিমিশ্রিত মদ্যাবস্থায় উপজাত হয় না ; মদ্যঘটক পদার্থে অবি-মিশ্রিতাবস্থায়ও অল্পপরিমাণে মাদকতা আছে, বিমিশ্রিত অবস্থায় তাহারই বিশেষ বিকাশ হয় মাত্র।

৩য় অঃ, ২৩ সূত্র। জ্ঞানান্মুক্তিঃ ॥

তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি সাধিত হয়।

৩য় অঃ, ২৪ সূত্র। বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ॥

তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইতে বন্ধ উপজাত হয়।

৩য় অঃ, ২৫ সূত্র। নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ॥

জ্ঞানই মুক্তির নিয়ত কারণ; জ্ঞানের সহিত একত্রিত অথবা পৃথক্ ভাবে, (কোন ভাবেই) কর্ম্মের মুক্তিজনকত্ব নাই।

৩য় অঃ, ২৬ সূত্র। স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্ম্মুক্তিঃ পুরুষস্য॥

যেমন স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় পদার্থ একত্র হইয়া কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়িক কর্ম্ম ও অমায়িক জ্ঞান এই উভয়যোগে পুরুষের মুক্তি সাধিত হওয়া অসম্ভব।

৩য় অঃ, ২৭ সূত্র। ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্॥

সংকল্পবিহীন (নিষ্কাম) কর্ম্মও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ নহে।

৩য় অঃ, ২৮ সূত্র। সঙ্কল্পিতেঽপ্যেবম্॥

সঙ্কল্পযুক্ত (সকাম) কর্ম্মের ও মোক্ষজনকত্ব নাই, (ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত); অতএব কোন প্রকার কর্ম্মেরই মোক্ষজনকত্ব নাই।

৩য় অঃ, ২৯ সূত্র। ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ॥

গুণাতীত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ ভাবনার অভ্যাস দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সমস্তজগৎ গুণাত্মিকা প্রকৃতির বিকার, অতএব অনাত্মা, বলিয়া জ্ঞান জন্মে। ইহাই মুক্তিসাধনের নিয়ত উপায়।

৩য় অঃ, ৩০ সূত্র। রাগোপহতির্ধ্যানম্॥

বিষয়ানুরাগ, যন্নিবন্ধন পুরুষের সংসারবন্ধ হয়, তাহা বিনষ্ট হইলে,

পরমাত্মধ্যান অবাধে প্রবর্ত্তিত হয়। (বিষয়ানুরাগই ধ্যানের বিঘ্ন উৎপাদন করে; অতএব ধ্যানের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাহা বিনষ্ট হওয়া প্রয়োজন।)

৩য় অঃ, ৩১ সূত্র। বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥

করণসকলের বিষয়াভিমুখি-বৃত্তির নিরোধের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধ হয়।

৩য় অঃ, ৩২ সূত্র। ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ ॥

ধারণা, আসন ও "স্বকর্ম্ম" (স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্ম) দ্বারা বৃত্তিনিরোধ সাধিত হয়।

৩য় অঃ, ৩৩ সূত্র। নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্ ॥

প্রাণের ছর্দ্দি (রেচন) ও বিধারণের (স্তম্ভনের) অভ্যাস দ্বারা ধারণা সিদ্ধ হয়।

৩য় অঃ, ৩৪ সূত্র। স্থিরসুখমাসনম্ ॥

যাহাতে শরীর স্থিরভাবে সুখে অবস্থান করে তাহাকে আসন বলে।

৩য় অঃ, ৩৫ সূত্র। স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্ ॥

নিজের আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই "স্বকর্ম্ম" শব্দের বাচ্য।

৩য় অঃ, ৩৬ সূত্র। বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥

বৈরাগ্য ও উক্ত অভ্যাস সকল দ্বারা বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধ হয়।

৩য় অঃ, ৩৭ সূত্র। বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ ॥

বিপর্য্যয় (অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, যদ্দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয়, অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম জন্মে, তাহা) পঞ্চ প্রকার। যথা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এই সকলের বিশেষ বিবরণের নিমিত্ত পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদ দ্রষ্টব্য; সাধারণতঃ এই স্থলে

এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অবিদ্যা শব্দে মিথ্যা (বিপর্য্যয়) জ্ঞান বুঝায়; অস্মিতাশব্দে দেহাত্মবুদ্ধি বুঝায়; রাগ শব্দে অনুরাগ (বাসনা), দ্বেষ শব্দে ক্রোধ হিংসা ইত্যাদি, অভিনিবেশ শব্দে মৃত্যুভয়, এবং সাধারণতঃ ভয়, বুঝায়। অবিদ্যাদি পঞ্চ বিপর্য্যয়ের ক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চবিধ সংজ্ঞা হয়।

৩য় অঃ, ৩৮ সূত্র। অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু॥

(ইন্দ্রিয়াদি করণসকলের) অশক্তি অষ্টাবিংশতি প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার। যথা—বাধির্য্য, কুষ্ঠিতা, অন্ধত্ব, জড়তা, আজিঘ্রতা, মূকতা, কৌণ্য, পঙ্গুতা, ক্লৈব্য, উদাবর্ত্ত, ও মুগ্ধতা। বুদ্ধির সপ্তদশ প্রকার অশক্তি আছে; তন্মধ্যে পরে উল্লিখিত তুষ্টিরূপ অশক্তি নয় প্রকার, এবং সিদ্ধিরূপ অশক্তি অষ্ট প্রকার। এই সর্ব্বশুদ্ধ ২৮ প্রকার অশক্তি।

৩য় অঃ, ৩৯ সূত্র। তুষ্টির্নবধা॥

তুষ্টি নয় প্রকার। (পরে উক্ত হইতেছে)।

৩য় অঃ, ৪০ সূত্র। সিদ্ধিরষ্টধা॥

সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। (পরে উক্ত হইবে)।

৩য় অঃ, ৪১ সূত্র। অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ॥

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ বিপর্য্যয়ের পূর্ব্ববৎ অনেক অবান্তর ভেদ আছে। অর্থাৎ যেমন অবলম্বনভেদে অশক্তির নানাপ্রকার ভেদ হয়, তদ্রূপ পঞ্চবিপর্য্যয়ের ও অবলম্বনভেদে নানা প্রকার ভেদ হয়; সাংখ্যাচার্য্যগণ তাহা ৬২ প্রকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—সাংখ্য-কারিকা ৪৮ শ্লোক।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥

তমঃ (অবিদ্যা) আট প্রকার; মোহ (অস্মিতা) ও আট প্রকার; মহামোহ (রাগ) দশ প্রকার; তামিস্র (দ্বেষ) অষ্টাদশ প্রকার; অন্ধ-তামিস্র (অভিনিবেশ) ও অষ্টাদশ প্রকার। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই অষ্টবিধ অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিহেতু অবিদ্যা ৮ প্রকার; অষ্টবিধ (অণিমাদি) ঐশ্বর্য্যাভিমান হেতু অস্মিতা ৮ প্রকার। শব্দাদি পঞ্চ দিব্যাদিব্যভেদে দশ প্রকার; এই সকলের প্রতি অশক্তিরূপ মহামোহ দশ প্রকার। উক্ত শব্দাদি দশ ও ঐ অণিমাদি অষ্ট এই ১৮টির প্রতি দ্বেষকে অষ্টাদশ প্রকার তামিস্র বলে। এই অষ্টাদশ বিষয় ক্ষয় হইবে বলিয়া যে ভয়, তাহা অষ্টাদশ প্রকার, তাহাই ১৮ অন্ধতামিস্র। বাচস্পতি মিশ্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৩য় অঃ, ৪২ সূত্র। এবমিতরস্যাঃ॥

অশক্তিরও সুতরাং এই ৬২ প্রকার অবান্তর ভেদ আছে।

৩য় অঃ, ৪৩ সূত্র। আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ॥

আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তুষ্টি নয় প্রকার। এতৎ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকার ৫০ সংখ্যক শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥

আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার যথা—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য। বাহ্যতুষ্টি পঞ্চবিধ, ইহা বিষয়বৈরাগ্য হইতে হয়। তুষ্টি এই নয় প্রকার। প্রকৃতি নামক তুষ্টির অপর নাম অম্ভঃ, তাহা এইরূপ বিচার হইতে উদ্ভূত হয়। যথা:—আত্মানাত্মবিবেক প্রকৃতিরই কার্য্য

প্রকৃতিই আপনা হইতে তাহা কালক্রমে উৎপাদন করিবেন; এইরূপ বিচার করিয়া যাহারা আত্মতত্ত্বলাভবিষয়ে চেষ্টা বিরহিত হয়, তাহাদের উক্ত ধারণা হইতে যে নিশ্চেষ্টভাবরূপ তুষ্টি হয়, তাহাকে "প্রকৃতি" নামক তুষ্টি বলে। বিবেকখ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য হইলেও, কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ জীবের সম্বন্ধে, প্রকৃতি ঐ বিবেক উৎপাদন করে না; অতএব সর্ব্বপ্রকার সাধনাদি কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতিরূপ তুষ্টি, তাহাকে "উপাদান" নামক তুষ্টি বলে। ইহার অপর নাম "সলিল"। কেবল সন্ন্যাস কার্য্য দ্বারাও যখন মুক্তি হইল না, তখন কালক্রমে সন্ন্যাস হইতেই মুক্তি হইবে, এইরূপ ধারণায় যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতিরূপ তুষ্টি, তাহাকে "কাল" নামক তুষ্টি বলে। ইহার অপর নাম "মেঘ"। ভাগ্যের উদয় হইলেই মুক্তি ঘটিবে, এই ধারণা হেতু যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি তাহাকে "ভাগ্য" অথবা "বৃষ্টি" নামক তুষ্টি বলে। ফলকথা এই যে, এই সমস্ত তুষ্টিই মুক্তির প্রতিবন্ধক, অবিদ্যার অঙ্গীভূত। নিশ্চেষ্ট হইলে মুক্তি সাধিত হইবে না; তাহা বহু-প্রয়াসসাধ্য।

বাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য হইতে পঞ্চ প্রকার তুষ্টি উপস্থিত হয়; তাহা নিম্নে উক্ত হইতেছে। ১। উপার্জ্জন বিষয়ে উপরতি; বিষয় উপার্জ্জনে বহুকষ্ট বিবেচনায় তদ্বিষয়ে বৈরাগ্যজন্য তুষ্টি। এই তুষ্টির নাম "পার"। ২। বিষয় রক্ষণে বহুবিধ কষ্ট বিবেচনায় তদ্বিষয়ে বৈরাগ্যজন্য তুষ্টি; এই তুষ্টির নাম "সুপার"। ৩। উপার্জ্জিত ধনের ভোগ প্রভৃতি কারণে ক্ষয়শীলতা দর্শনে তৎপ্রতি বৈরাগ্যজন্য যে তুষ্টি; ইহাকে "পারাপার" বলে। ৪। ভোগ করিতে করিতে ভোগতৃষ্ণা বৃদ্ধিই পায় দেখিয়া, অথবা ভোগ্যবস্তু সর্ব্বদা পাওয়া যায় না দেখিয়া, তৎসম্বন্ধে বৈরাগ্যজন্য তুষ্টি; ইহার নাম "অনুত্তমাম্ভঃ"। ৫। বিষয়োপভোগে অপরপ্রাণীর হিংসা অলঙ্ঘনীয় দেখিয়া তৎপ্রতি বৈরাগ্যনিমিত্ত তুষ্টি; ইহার নাম

"উত্তমাম্ভঃ"। এই পঞ্চবিধ বাহ্যতুষ্টি বিষয়লাভবিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

৩য় অঃ, ৪৪ সূত্র। উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ ॥

উহ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। সাংখ্য কারিকাতে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। যথা—

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ ॥ ৫১ কারিকা।

দুঃখ বিঘাতক তিন প্রকার সিদ্ধি (যথা প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান), এবং অধ্যয়ন (বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে উপনিষৎ প্রভৃতির কেবল পাঠ-গ্রহণকে অধ্যয়ন বলে, ইহার সিদ্ধির নাম "তার"), শব্দ (অর্থবোধ পূর্ব্বক বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ইহার সিদ্ধির নাম "সুতার"), উহ (শ্রুতির অবিরোধী তর্ক বিচার দ্বারা শ্রুত্যর্থের মনন, ইহার সিদ্ধির নাম "তারতার"), সুহৃৎপ্রাপ্তি (গুরু শিষ্য ও সতীর্থ মধ্যে বেদান্তার্থের আলোচনা পূর্ব্বক অবধারণ, ইহার সিদ্ধিকে "রম্যক" বলে), এবং দান (দৈপশোধনে, বুদ্ধি হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে ধারণারূপ নির্ম্মল বিবেক-ধারায় অবস্থিতি ; ইহার সিদ্ধিকে "সদামুদিত" বলে), এই অষ্ট প্রকার সিদ্ধি। পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয় অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটি এই সকল সিদ্ধির অঙ্কুশ স্বরূপ (অবরোধক, বাধক)। কিন্তু এই সকল সিদ্ধিও অন্তিমে মোক্ষের বিঘ্নদায়ক হয়। অতএব তাহাও অবশেষে পরিত্যক্ত হইলে সম্যক্ বৃত্তিনিরোধ ঘটে। বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী নামক সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যানুসারে এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা করা হইল।

৩য় অঃ, ৪৫ সূত্র। নেতরাদিতরহানেন বিনা ॥

পূর্ব্বোক্ত অঙ্কুশ (অর্থাৎ বিপর্য্যয় অশক্তি ও তুষ্টি) ধ্বংসপ্রাপ্ত না

হইলে, উক্ত সিদ্ধিসকলও সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয় না, এবং পরমাত্মধ্যানও সম্যক্ স্থিতিলাভ করে না।

মোক্ষসাধনপ্রণালী এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া, এইক্ষণে সূত্রকার আরও বিস্তৃতরূপে সৃষ্টিবর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

৩য় অঃ, ৪৬ সূত্র। দৈবাদিপ্রভেদা॥

দৈবাদিভেদে সৃষ্টি বহুবিধ। যথা দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, নর, তির্য্যক্ ও স্থাবর ইত্যাদি।

৩য় অঃ, ৪৭ সূত্র। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরা-বিবেকাৎ॥

যে পর্য্যন্ত বিবেকজ্ঞান না হয়, সেই পর্য্যন্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় সৃষ্টিই পুরুষের উপভোগের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়।

৩য় অঃ, ৪৮ সূত্র। ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা॥

ভূর্লোকের উপরিস্থ সমুদয় লোক সত্ত্বপ্রধান।

৩য় অঃ, ৪৯ সূত্র। তমোবিশালা মূলতঃ॥

ভূর্লোকের অধস্তন লোকসকল তমঃপ্রধান।

৩য় অঃ, ৫০ সূত্র। মধ্যে রজোবিশালা॥

মধ্যস্থিত ভূর্লোক রজঃ প্রধান।

৩য় অঃ, ৫১ সূত্র। কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ॥

যেমন যে ব্যক্তি গর্ভদাস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাসরূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং আপনাকে স্বভাবতঃ দাস বলিয়াই যে ব্যক্তির জন্মাবধি সংস্কার জন্মিয়াছে), সেই ব্যক্তি যেমন স্বভাবতঃ আপনা হইতেই প্রভুর

সন্তোষের নিমিত্ত নানাবিধ বিচিত্র বস্তু রচনা করিয়া তাহার কর্ম্মকৌশল প্রদর্শন করে, তদ্রূপ প্রধানও স্বভাবতঃ বিচিত্র কর্ম্মচেষ্টা দ্বারা প্রভু পুরুষের সন্তোষ উৎপাদনের নিমিত্ত লোকসকল রচনা করেন।

৩য় অঃ, ৫২ সূত্র। আবৃত্তিস্তত্রাপ্যুত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ ॥

উত্তম কর্ম্ম বলে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠলোক সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু কর্ম্মফল ভোগ হইয়া গেলে, তথা হইতে পুনরায় অধস্তন লোকে আবৃত্তি এবং নানাবিধ দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব উর্দ্ধলোক প্রাপ্তিও হেয়, অর্থাৎ উত্তম পুরুষার্থ নহে।

৩য় অঃ, ৫৩ সূত্র। সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্ ॥

জরা মরণাদি দুঃখসকল সমস্ত লোকেই আছে, (অতএব ধীমান্ ব্যক্তি উর্দ্ধলোক প্রাপক কর্ম্ম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন না)।

৩য় অঃ, ৫৪ সূত্র। ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ।

কারণরূপা প্রকৃতিতে লয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলেও কৃতকৃত্য হওয়া যায় না; কারণ যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি পুনরায় আপনা হইতে উত্থিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ (সমাধিযোগেও প্রাকৃতিক প্রলয়াদিদ্বারা প্রকৃতিলীনাবস্থাপ্রাপ্ত হইলেও) তাহা হইতে পুনরায় কালক্রমে সংসারে আবৃত্তি হয়।

৩য় অঃ, ৫৫ সূত্র। অকার্য্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ ॥

(কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃতিই যখন জগৎ কারণ বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, প্রকৃতি যখন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কারণের বিকারভূত কার্য্য নহে, তখন প্রকৃতিলীন ব্যক্তির (অর্থাৎ প্রকৃতি—অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির) পক্ষে পুনরায় সংসারাভিমুখী হইয়া অভ্যুত্থিত হওয়া অসঙ্গত; কারণ প্রকৃতি জন্যবস্তু না হওয়াতে, প্রকৃতিকে পরিণামপ্রাপ্ত

করাইতে পারে, এমন অপর কোন কারণবস্তু বর্ত্তমান নাই; সুতরাং প্রকৃতিলীন ব্যক্তির পুনরভ্যুত্থান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন,) প্রকৃতি অপর কোন শ্রেষ্ঠ কারণের কার্য্য না হইলেও, তাঁহার সংসারাভিমুখী উত্থানযোগ ঘটে; তাহার কারণ এই যে, তিনি পরবশ অর্থাৎ স্বতন্ত্রা নহেন, অপরের অধীন। বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতরূপে করিয়াছেন, যথা:— প্রকৃতেরকার্য্যত্বেঽপি—অপ্রের্য্যত্বেঽপি—অন্যেচ্ছানধীনত্বেঽপি, তদ্যোগঃ পুনরুত্থানৌচিত্যং তল্লীনস্য কুতঃ? পারবশ্যাৎ, পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ। (প্রকৃতি "অকার্য্য" হইলেও,—প্রকৃতির প্রেরক অপর কেহ না থাকিলেও—প্রকৃতি অপরের ইচ্ছার অধীন না হইলেও, তদ্যোগঃ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোল্লিখিত উত্থানকার্য্য প্রকৃতিলীনব্যক্তির পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়? (উত্তর) পরবশতা হেতু, প্রকৃতিব পুরুষার্থ সাধন করারূপ ধর্ম্ম আছে বলিয়া)। এই ব্যাখ্যার "ফল" একরূপই; পরন্তু কার্য্য শব্দের অর্থ জন্যবস্তুই বুঝায়, এবং "পারবশ্য" শব্দে পরের অধীনতা বুঝায়। এই নিমিত্ত ঠিক বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যানুরূপ ব্যাখ্যা করা হইল না। অনিরুদ্ধভট্ট এই সূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যথা:—"অকার্য্যত্বমপ্রয়োজকত্বম্, কিন্তু পরতন্ত্রত্বম্, তচ্চ প্রকৃতাবস্তীতি তদ্যোগাচ্চ বন্ধনযোগঃ। **পর আত্মা কিংরূপ ইত্যত্র আহ।**" (অকার্য্যত্ব অর্থাৎ অপ্রয়োজকত্ব, ইহা প্রকৃতির আছে, কিন্তু পরতন্ত্রত্বও প্রকৃতিতে আছে, তাহাতেই বন্ধযোগ হয়; **"পর"** অর্থাৎ **"আত্মা।"** কিরূপ তাহা সূত্রকার নিম্নসূত্রে বলিতেছেন)।

৩য় অঃ, ৫৬ সূত্র। **স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা॥**

প্রকৃতির "পারবশ্য" (পরের অধীনত্ব) থাকা ৫৫ সংখ্যক সূত্রে বলা হইয়াছে; সেই 'পর' কে, যাঁহার বশে প্রকৃতি আছেন? এই জিজ্ঞাসার

উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—সেই "পর", প্রকৃতি যাঁহার বশতাপন্ন, (তিনি বাস্তবিক পক্ষে স্বয়ং কোন কার্য্যের কর্ত্তা না হইলেও, প্রকৃতি তাঁহার অধীন হওয়াতে, প্রকৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া) তাঁহাকেই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা বলা উচিত। অর্থাৎ প্রকৃতি যদি অপরের বশীভূতই হইলেন, তাঁহার স্বাতন্ত্র্য যদি কিছু না থাকিল, তবে তিনি স্রষ্টা বস্তু না হইলেও, তাঁহার যাবতীয় কর্ত্তৃত্বাদি সেই "পর" আত্মারই (যাঁহার বশীভূত তিনি তাঁহারই) বলা উচিত; তিনি স্বয়ং কর্ত্তা না হইলেও, প্রকৃতি যখন তাঁহার ভৃত্য স্বরূপেই কার্য্য করেন, তখন (যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সৈনিকগণ সংগ্রাম করিলেও, রাজাকেই সংগ্রামকর্ত্তা বলা যায়, তদ্রূপ) কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই সেই "পরে"রই বলা উচিত। এইরূপ জিজ্ঞাসায় সূত্রকার বলিতেছেন যে, প্রকৃতি সেই পরের বশ, কেবল এই অর্থে, সেই পরকেই "সর্ব্ববিৎ" ও "সর্ব্বকর্ত্তা" বলা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং

৩য় অঃ, ৫৭ সূত্র। ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা॥

এই অর্থে সেই "পরের" ঈশ্বরত্ব-সিদ্ধি আমাদের স্বীকার্য্য। অর্থাৎ পরমাত্মা পরমপুরুষ নিত্য নির্গুণ, তিনি স্বয়ং অকর্ত্তা, জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব যাহা জীবে দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপতঃ তাঁহার নাই; কিন্তু তিনি আছেন বলিয়া, গুণাত্মিকা প্রকৃতি তৎসান্নিধ্যে নিয়ত অবস্থিত হইয়া, স্বভাবতঃ তদধীনভাবে বর্ত্তমান আছেন; প্রকৃতির এই অধীনতাহেতু সেই আত্মাকেই গৌণার্থে সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ববেত্তা বলা যাইতে পারে। এই অর্থে তিনি ঈশ্বর, এবং এই ঈশ্বরত্ব সাংখ্যশাস্ত্রেরও স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত ৫৬ সংখ্যক "স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" সূত্রের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান-ভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন, যথা :—"স হি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি, প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদ-প্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ" (যিনি পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কারণে লীন ছিলেন, তিনি সর্গান্তরে

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর আদি পুরুষ হয়েন, প্রকৃতিলীন হইলে তাঁহারই প্রকৃতিপদ-প্রাপ্তি (প্রকৃতিত্ব প্রাপ্তি) হয় বলা উচিত)। "ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা" এই ৫৭ সংখ্যক সূত্রের অর্থ বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ করিয়াছেন, যথা :—"সান্নিধ্যমাত্রেশ্বরস্য সিদ্ধিস্তু শ্রুতিস্মৃতিষু সর্ব্বসম্মতেত্যর্থঃ" অর্থাৎ সান্নিধ্যমাত্রই যাঁহার ঈশ্বরত্ব, এইরূপ ঈশ্বর শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। পরন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ৫৬ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ৫৬ সংখ্যক সূত্রোক্ত "স"শব্দের অর্থ "পূর্ব্বসর্গে কারণলীন পুরুষ" ইহা বিজ্ঞানভিক্ষু কোথা হইতে পাইলেন, তাহা বুঝা যায় না ; মূলগ্রন্থে কোন স্থানে এইরূপ ভাব প্রকাশিত হয় নাই। এই "স" শব্দ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রোক্ত "পর" (পরমাত্মা) বাচক, ইহাই সূত্রের স্বাভাবিক অন্বয়। অনিরুদ্ধ ভট্টও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী সূত্রে যে "ঈদৃশ" পদ আছে, তাহাও পূর্ব্বসূত্রে "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" বলিয়া যাঁহাকে সূত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। কিন্তু শেষোক্ত সূত্রে পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীয় ভাষ্যে স্বীকার করিলেন ; তবে পূর্ব্বসূত্রে সেই পরমাত্মা উক্ত হয়েন নাই এবং প্রকৃতিলীনপুরুষ উক্ত হইয়াছেন বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে ? বিশেষতঃ প্রাকৃতিক প্রলয়ে মুক্তপুরুষ ব্যতীত অপর সর্ব্ববিধ পুরুষেরই প্রকৃতিতে লীনতা প্রাপ্তি হয়, সকলেই প্রকৃতি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তদ্ধেতু সাংখ্যমতে (এবং অপর সকল শাস্ত্র-কারদিগের মতে) তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে মুক্তি হয় না ; এক কল্পকাল এই প্রকৃতিলীনাবস্থায় থাকিয়া সর্গান্তরে পুনরায় তাঁহাদিগের লিঙ্গশরীর প্রকটিত হয়, এবং পুনরায় স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সংসারী হয়েন, এবং পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ পুনরায় কর্ম্ম করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত সৃষ্টিকে অনাদি বলে। সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি, অনাদিকাল

হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সাংখ্যসূত্রে এই মত নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে, এই গ্রন্থের সর্ব্বশেষে এই মতই প্রকাশ করিয়া গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায় সমাপন করা হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বয়ং সাংখ্যসূত্র ব্যাখ্যানে নানা স্থানে এই মতই সাংখ্যদর্শনোক্ত মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু পূর্ব্বসর্গে প্রকৃতিলীন পুরুষ পরসর্গে "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" ঈশ্বর হয়েন, ইহাই এই ৫৬ সংখ্যক সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হইলে, প্রাকৃতিক প্রলয়ে যখন সর্ব্ববিধ পুরুষই প্রকৃতিলীন হয়েন, এবং সকল পুরুষই যখন পরবর্ত্তী স্বর্গে স্বীয় পূর্ব্বসংস্কারানুগামী লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কোন্ পুনরুত্থিত পুরুষকে "সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" ঈশ্বর বলা যাইবে? পরন্তু কোন প্রকারে এই আপত্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারা গেলেও, "সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা" শব্দের বাচ্য প্রকৃতিলীনাবস্থা হইতে পুনরুত্থিত কোন পুরুষ হইতে পারেন না। কারণ এইরূপ কোন পুরুষকে "সর্ব্বকর্ত্তা" অথবা সর্ব্ববিৎ বলিলে, "সর্ব্ব" শব্দের ব্যাপক অর্থের খর্ব্বতা করিতে হয়; এবং এইরূপ কোন পুরুষ (অমুক্তজীব) প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না; কারণ তিনি প্রাকৃতিক গুণগ্রামের বশীভূত হইয়াই প্রকৃতিলীনাবস্থা হইতে পুনরুত্থিত হয়েন; যে প্রাকৃতিক বিকারের দ্বারা মহদাদি সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়, এবং তিনি নিজেও সর্গান্তরে পুনরায় উদ্বুদ্ধ হয়েন, তাহার কর্ত্তা তিনি কি প্রকারে হইতে পারেন? ইহা অসম্ভব ও সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ বিরুদ্ধ, এবং সেই পুনরুত্থিত পুরুষের যখন আত্মস্বরূপেরই জ্ঞান হয় নাই (সুতরাং মুক্ত হয়েন নাই), তখন তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলাও বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব প্রকৃতিলীনাবস্থা হইতে সর্গান্তরে পুনরুদ্বুদ্ধ কোন পুরুষ সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা বলিয়া কোন প্রকারে গণ্য হইতে পারে না। পরন্তু সূত্রোক্ত সর্ব্ব শব্দের ব্যাপ্তির লাঘব করিতে হইলে, কি পরিমাণে লাঘব করিতে হইবে তাহারও কোন নিদর্শন

নাই। ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা আদরণীয় নহে। এইরূপ কল্পিত অমূলক ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের মতভেদ উপস্থিত করাও সঙ্গত নহে। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তা হইলেও তিনি স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিত্য মুক্তস্বভাব, ইহা বেদান্তদর্শনের সম্মত। ভগবান্ কপিলদেব সৃষ্টজগতে বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যের অধিকারানুরোধে জগতে অনাত্মবোধ জন্মাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র; যথা—জীব স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, পরমাত্মা গুণগ্রামে মাত্র সান্নিধ্যরূপ অধিষ্ঠানদ্বারা জগৎ রচনা করেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, অতএব তাঁহার স্বরূপতঃ নিত্য গুণসঙ্গ হইতে মুক্তস্বভাবের বাধা হয় না। গুণাত্মিকা প্রকৃতি পরমাত্মার নিত্য সান্নিধ্যরূপ সঙ্গলাভ করিয়া নিয়ত তাঁহার প্রীত্যর্থ নানা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, এবং পরমাত্মার প্রতিবিম্বরূপ "পুরুষকে" (জীবকে) আত্মস্থ করিয়া প্রকৃতিও সচেতনত্ব লাভ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের সহিত এইরূপ জগত্তত্ত্ব ব্যাখ্যার এই মাত্র তারতম্য যে, মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে পরমাত্মার অঙ্গীভূত শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা না করিয়া, তাঁহার অধীনভাবে নিত্য সান্নিধ্যেস্থিত ও পৃথক্ অস্তিত্বশীল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; বেদব্যাস প্রকৃতিকে পরমাত্মারই শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া পরমাত্মার দ্বিরূপত্ব (নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব) স্থাপন করিয়াছেন।

বেদান্ত দর্শনের উপদেশপ্রণালীর ফল জগতের ব্রহ্মাত্মকতা স্থাপন এবং সর্ব্বত্র ভক্তি ও প্রেম সঞ্চার করা, সাংখ্যদর্শনোক্ত উপদেশের ফল জগতের প্রতি অনাত্ম বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎপ্রতি বৈরাগ্যের উদয় করা। উভয়ের ফল একই পরব্রহ্ম প্রাপ্তি; কেবল সাধন প্রণালীরই ভেদ।

এইক্ষণে আর কয়েকটি সূত্রে প্রকৃতির ঈশ্বরাধীনতা কিরূপ তাহা সূত্রকার আরও কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে বলিতেছেন :—

৩য় অঃ, ৫৮ সূত্র। প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র-কুঙ্কুমবহনবৎ ॥

প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য পরার্থ (আত্মার নিমিত্ত), ইহা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলেও, ঐ কর্ম্মের ভোক্তা প্রকৃতি নহেন। উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুম স্বয়ং ভোগ করে না, তথাপি প্রভুর নিমিত্ত বহন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষের ভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি রচনা করেন।

৩য় অঃ, ৫৯ সূত্র। অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥

প্রকৃতি অচেতন হইলেও, গাভীর দুগ্ধ যেমন বৎসসান্নিধ্যে স্বতঃই স্রাবিত হয়, তদ্রূপ আত্মার সন্নিধানে নিয়ত অবস্থিতি হেতু স্বভাবতঃ প্রকৃতির কর্ম্মচেষ্টা ঘটিয়া থাকে।

৩য় অঃ, ৬০ সূত্র। কর্ম্মবদ্ দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ ॥

কালক্রমে যেমন আপনা হইতে ঋতু সকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাগতিক কর্ম্ম প্রকাশিত হওয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও বিভিন্ন কর্ম্মচেষ্টা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ("কালাদেঃ কর্ম্মবদ্বা স্বতঃ প্রধানস্য চেষ্টিতং সিধ্যতি দৃষ্টত্বাৎ" ইতি বিজ্ঞানভিক্ষু)।

৩য় অঃ, ৬১ সূত্র। স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ ভৃত্যবৎ ॥

ভৃত্য যেমন স্বতঃই প্রভুর তুষ্টির নিমিত্ত কর্ম্মকৌশল প্রদর্শন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিরও স্বভাবতঃই কর্ম্ম চেষ্টা হয়, তাহা কোন অভিসন্ধান করিয়া নহে।

৩য় অঃ, ৬২ সূত্র। কর্ম্মাকৃষ্টের্ব্বানাদিতঃ ॥

অথবা (জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ) কর্ম্ম অনাদি; সুতরাং অনাদিকাল হইতে সেই কর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন।

৩য় অঃ, ৬৩ সূত্র। বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য, সূদবৎ পাকে ॥

পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টি (সংসার) নিবৃত্তি হয়। যেমন প্রভুর ভোজন শেষ হইলে পাচকের পাক কার্য্যের আর প্রয়োজন থাকে না, তদ্বৎ।

৩য় অঃ, ৬৪ সূত্র। ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ ॥

তদিতর পুরুষ (অর্থাৎ যাঁহার প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌রূপে আত্মসাক্ষাৎকার হয় নাই, তিনি) প্রকৃতিসঙ্গ-দোষে প্রাকৃত, অর্থাৎ গুণাত্মবুদ্ধিযুক্ত বদ্ধজীবরূপে অবস্থান করেন।

৩য় অঃ, ৬৫ সূত্র। দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ ॥

উভয়ের (প্রকৃতি ও পুরুষের) অথবা একের ঔদাসীন্য (অর্থাৎ সঙ্গ পরিত্যাগ) হইলেই মুক্তি হয়।

৩য় অঃ, ৬৬ সূত্র। অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধ-রজ্জুতত্ত্বস্যেবোরগঃ ॥

মুক্ত পুরুষের প্রতি সৃষ্টি কার্য্য দেখাইতে প্রকৃতি প্রবৃত্তিবিহীন হইলেও, অন্য পুরুষের নিমিত্ত সৃষ্টি রচনা করিতে প্রকৃতি নিবৃত্তা হয়েন না। সর্পভ্রম দূর হইয়া যাহার রজ্জুজ্ঞান হইয়াছে, তাহাকে যেমন আর রজ্জুরূপী সর্প ভয় প্রদর্শন করিতে পারে না, অপরকে দেখায়, তদ্বৎ।

৩য় অঃ, ৬৭ সূত্র। কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ ॥

সৃষ্টির নিমিত্ত যে কর্ম্ম, তাহা বদ্ধপুরুষের সম্বন্ধে লুপ্ত না হওয়ায়, সেই পুরুষের সম্বন্ধে সংসারকার্য্যের বিরাম হয় না।

৩য় অঃ, ৬৮ সূত্র। নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্ ॥

পুরুষ স্বভাবতঃ নিরপেক্ষ হইলেও (প্রকৃতির কার্য্যের প্রতি স্বরূপতঃ

নিত্য উদাসীন হইলেও) প্রকৃতির যে তাঁহার উপকার চেষ্টা, তাহার কারণ অবিবেক।

৩য় অঃ, ৬৯ সূত্র। **নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ ॥**

নর্ত্তকীর যেমন নৃত্য প্রদর্শন শেষ হইলে (অর্থাৎ যে যে নৃত্য নর্ত্তকী জানে তৎসমস্ত প্রদর্শন করা শেষ হইলে) তাহার নৃত্যের নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিরও পুরুষকে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন শেষ হইলে, ইহার কার্য্যের নিবৃত্তি হয়।

৩য় অঃ, ৭০ সূত্র। দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ ॥

কুলবধূ যেমন অপর পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইলে, তৎক্ষণাৎ দোষবোধে আত্মগোপন করেন, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ কর্ত্তৃক সম্যক্ পরিদৃষ্টা হইলে, যেন দোষবোধে সেই পুরুষের সম্বন্ধে আত্মগোপন করেন।

৩য় অঃ, ৭১ সূত্র। নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে ॥

পুরুষের বন্ধ অথবা মোক্ষ কোনটিই ঐকান্তিক নহে (কারণ পুরুষ নিত্য নির্গুণস্বভাব), অবিবেক বশতঃই পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ বোধ হইয়া থাকে।

৩য় অঃ, ৭২ সূত্র। প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ ॥

পশুকে যেমন রজ্জুসংযোগে বদ্ধ বলা যায়, রজ্জুসঙ্গ দূর হইলে, মুক্ত বলা যায়, কিন্তু উভয় অবস্থায়ই যে পশু সেই পশুই থাকে; তদ্রূপ প্রকৃতিতে যত কাল অবিবেক থাকে, তত কালই পুরুষকে বদ্ধ, এবং অবিবেক দূর হইলে, পুরুষকে মুক্ত বলা যায়; কিন্তু পুরুষ সর্ব্বদা একরূপেই বর্ত্তমান থাকেন।

৩য় অঃ, ৭৩ সূত্র। রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবদ্বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥

কোশকার (গুটীপোকা) যেমন স্বীয় আবাসরূপকোশ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বয়ংই আবদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রধানও ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সপ্তবিধরূপ সৃষ্টি করিয়া আত্মাকে আবদ্ধ করেন, পুনরায় একরূপ অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা আপনাকে মোচন করেন।

৩য় অঃ, ৭৪ সূত্র। নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥

অবিবেকেরই বন্ধের নিমিত্তত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা দৃষ্টিবিরুদ্ধও নহে, অর্থাৎ দৃষ্টতঃও এইরূপই জানা যায়।

৩য় অঃ, ৭৫ সূত্র। তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥

৩য় অঃ, ৭৬ সূত্র। অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ ॥

৩য় অঃ, ৭৭ সূত্র। বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ ॥

৩য় অঃ, ৭৮ সূত্র। জীবন্মুক্তশ্চ ॥

৩য় অঃ, ৭৯ সূত্র। উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥

৩য় অঃ, ৮০ সূত্র। শ্রুতিশ্চ ॥

৩য় অঃ, ৮১ সূত্র। ইতরথান্ধপরম্পরা ॥

৩য় অঃ, ৮২ সূত্র। চক্রভ্রমণবদ্ধৃতশরীরঃ ॥

৩য় অঃ, ৮৩ সূত্র। সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ ॥

৩য় অঃ, ৮৪ সূত্র। বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরান্নেতরাৎ ॥

৭৫ হইতে ৮৪ সূত্র পর্য্যন্ত ১ম অধ্যায়ের ১৫৯ সংখ্যক সূত্রের সহিত

একত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সুতরাং এইস্থলে আর এই সকল সূত্রের পুনরায় ব্যাখ্যা করা হইল না।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

ওঁ তৎসৎ

ওঁহরিঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

৪র্থ অঃ, ১ সূত্র। রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ॥

পূর্ব্বপাদের শেষ সূত্রে যে বিবেকের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহা তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে উপজাত হইতে পারে; রাজপুত্রের আখ্যায়িকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কোন রাজপুত্র অতি শৈশবকালে পিতৃগৃহ হইতে নিঃসারিত হইয়া বনে নিঃক্ষিপ্ত হয়েন, এবং এক ব্যাধ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া প্রতি-পালিত হয়েন; সুতরাং তিনি আপনাকে ব্যাধপুত্র বলিয়াই জানিতেন। পরে রাজমন্ত্রী তাঁহার সংবাদ অবগত হয়েন, এবং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন যে, তিনি ব্যাধজাতীয় ব্যাধপুত্র নহেন, রাজকুমার। এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার ব্যাধাভিমান দূর হয়, এবং তিনি আপনাকে রাজপুত্র জ্ঞান করিয়া শৌর্য্য অবলম্বন করেন। তদ্রূপ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে জীবের শরীরী বলিয়া অভিমান দূর, এবং আপনার মুক্তস্বভাবের প্রতীতি হইতে পারে। অতএব তত্ত্বোপদেশ-লাভার্থ সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইবে।

৪র্থ অঃ, ২ সূত্র। পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি॥

কোন জ্ঞানী গুরু কোন শিষ্যকে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্রে পাঠ করিয়া, অথবা জ্ঞানী পুরুষদিগের মধ্যে তত্ত্ববিচার শ্রবণ

করিয়াও, অপরের বিবেকজ্ঞানের উদয় হইতে পারে; যেমন অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত উপদেশ এক পিশাচ শ্রবণ করিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহার জ্ঞানোদয় হয়। অতএব শাস্ত্র পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

৪র্থ অঃ, ৩ সূত্র। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ॥

শ্রুতিতে প্রকাশিত আছে যে, শ্বেতকেতু প্রভৃতি বারংবার উপদেশ লাভ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিবে। "আত্মা বাবে শ্রোতব্যো মন্তব্য" ইত্যাদি শ্রুতিও এই উপদেশ দিয়াছেন।

৪র্থ অঃ, ৪ সূত্র। পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ॥

জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, ইহা প্রত্যেক পিতাপুত্রের দৃষ্টান্তে অবগত হইয়া, দেহজাত ভোগের প্রতি বৈরাগ্যযুক্ত হইবে। পুত্র পিতা হইতে যেমন উৎপন্ন হইয়াছেন, তদ্রূপ পিতাও তাঁহার পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব পুত্রের স্মরণ রাখা উচিত যে, পিতার যেমন মৃত্যু হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে অনুরাগযুক্ত হওয়া উচিত নহে।

৪র্থ অঃ, ৫ সূত্র। শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্॥

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছাই যে দুঃখের, এবং তাহা পরিত্যাগই যে সুখের হেতু, তাহা শ্যেনপক্ষীর দৃষ্টান্তে অবগত হইবে। শ্যেনপক্ষী মাংসলোভে বলপূর্ব্বক মাংসখণ্ড অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, তন্নিমিত্ত তাহার বধসাধনের অভিপ্রায়ে ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ সহকারে তাহাকে আক্রমণ করিলে, সে মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া উদ্বেগ-রহিত এবং সুখী হইয়াছিল। অতএব পরিত্যাগেই সুখ, অর্জ্জন ও রক্ষণ চেষ্টাতেই দুঃখ উপজাত হয়।

৪র্থ অঃ, ৬ সূত্র। অহিনির্ব্বয়িনীবৎ ॥

সর্প যেমন স্বীয় গাত্রস্থ জীর্ণ চর্ম্ম পরিহার করিয়া তেজস্বিতা লাভ করে, মুমুক্ষুব্যক্তিও ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েন।

৪র্থ অঃ, ৭ সূত্র। ছিন্নহস্তবদ্বা ॥

যেমন হস্ত ছিন্ন হইলে তাহা পুনরায় গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ একবার ভোগসকল অসার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিলে, তদ্দ্বারা ঐহিক অথবা পারত্রিক কোন প্রকার কার্য্যসিদ্ধি হয় না; অতএব কদাপি তাহা করিবে না।

৪র্থ অঃ, ৮ সূত্র। অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায়, ভরতবৎ ॥

যাহা বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিতে অযোগ্য, তাহা আপাততঃ ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও, মুমুক্ষুপুরুষ তাহা কখন অবলম্বন করিবেন না; করিলে ইহা তাঁহার বন্ধেরই নিমিত্ত হয়। রাজর্ষি ভরতের দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ। তিনি অনাথ হরিণ শাবককে ধর্ম্মবোধে রক্ষা ও প্রতিপালন করিতে গিয়া, ইহার মোহে পতিত হয়েন, এবং বিবেকজ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া হরিণ-জন্ম লাভ করিয়াছিলেন।

৪র্থ অঃ, ৯ সূত্র। বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ, কুমারী-শঙ্খবৎ।

একাকী নির্জ্জনে বাস করিবে, বহুজনসংসর্গে বাস করিবে না। কারণ তাহাতে রাগাদির উৎপত্তি হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। যেমন একগাছি মাত্র শাঁখা বালিকার হাতে থাকিলে তাহা সহজে ভাঙ্গে না। কিন্তু একাধিক থাকিলে পরস্পরের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়; তদ্রূপ বহুলোক একত্র থাকিলে কলহ উপস্থিত হইয়া সকলই সাধনভ্রষ্ট হয়।

৪র্থ অঃ, ১০ সূত্র। দ্বাভ্যামপি তথৈব ॥

দুই জনের একত্র অবস্থিতিও তদ্রূপই সাধনবিঘ্নকর; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে তাহা পরিত্যাজ্য।

৪র্থ অঃ, ১১ সূত্র। নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥

পিঙ্গলার দৃষ্টান্তে জানিবে যে, আশাপরিত্যাগী ব্যক্তিই যথার্থ সুখলাভ করে। পিঙ্গলা প্রিয়জন সমাগম প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে অতিকষ্টে নিশিযাপন করিয়া, অবশেষে সেই আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে পরম শান্তি লাভ করিয়াছিল। অতএব আশাই দুঃখের হেতু, তাহা পরিত্যাগই শান্তির উপায়।

৪র্থ অঃ, ১২ সূত্র। অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী, সর্পবৎ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তির গৃহাদিনির্ম্মাণ বিষয়ে প্রযত্নেরও প্রয়োজন নাই। সর্পের দৃষ্টান্তে ইহা তিনি বুঝিয়া লইবেন। সর্প নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করে না, আবশ্যক মতন উপস্থিত যে কোন গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে রক্ষা করে, সর্পের কখন গর্ত্তাভাব হয় না; তদ্রূপ মুমুক্ষু পুরুষও আবশ্যক মতন যে কোন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আশ্রয়স্থানের অভাব তাঁহার হয় না, তাঁহার পক্ষে তদ্বিষয়ে প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন।

৪র্থ অঃ, ১৩ সূত্র। বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ ॥

ভ্রমর যেমন বহু পুষ্পে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় অভীপ্সিত (সার) মধু আহরণ করে, তদ্রূপ বহুশাস্ত্র ও গুরু উপাসনা দ্বারা জ্ঞান আহরণ করিবে। ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্বপ্রকার জীব হইতেই নীতি শিক্ষা করিবে, কাহাকেও উপেক্ষা করিবে না, সকলেরই গুণ গ্রহণ করিবে; কিন্তু কাহার দোষভাগ গ্রহণ করিবে না।

৪র্থ অঃ, ১৪ সূত্র। ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥

শরনির্ম্মাতার ন্যায় একাগ্রচিত্ত থাকিতে অভ্যাস করিবে, তাহাতে সমাধির হানি হইবে না। শরনির্ম্মাতা যেমন নানাবিধ বাদ্য নৃত্য গীত সম্মুখে উপস্থিত হইলেও স্বীয় শরনির্ম্মাণ কার্য্যে একাগ্রচিত্ত ছিল, তদ্রূপ মুমুক্ষুপুরুষ স্বীয় অভীষ্টসাধন বিষয়ে সর্ব্বদা একাগ্রচিত্ত থাকিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার সমাধি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

৪র্থ অঃ, ১৫ সূত্র। কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥

যাহার পক্ষে যেরূপ নিয়ম শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কখনই লঙ্ঘন করিবে না, করিলে অবশ্য অনর্থ ঘটিবে, এবং অভীষ্ট ফললাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য না করিলে যেমন লৌকিক ঔষধসকল ফলপ্রদান করে না, ইহাও তদ্রূপ জানিবে।

৪র্থ অঃ, ১৬ সূত্র। তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ ॥

বিস্মৃতি হেতুও বিধিবদ্ধ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পূর্ব্ববৎ অনর্থ সংঘটিত হয়, রাজা ও ভেকীর দৃষ্টান্তে সর্ব্বদা অন্তরে তাহার ধারণা রাখিবে। রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া অরণ্যে এক কামরূপা সুন্দরী রমণী দর্শন করিয়া তাহাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলে, যে পর্য্যন্ত রাজা তাহাকে জল প্রদর্শন না করাইবেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার ভার্য্যারূপে অবস্থিতি করিতে সেই রমণী অঙ্গীকার করে; এবং জল দেখাইবামাত্র সে প্রস্থান করিবে এইরূপ রাজাকে নিয়মাবদ্ধ করাইয়া, ঐ রমণী তাঁহার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করে। কিয়ৎকাল পরে সেই রমণী রাজার সহিত ক্রীড়ায় পরিশ্রান্তা হইয়া জল প্রার্থনা করিলে, রাজা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া তাহাকে জলপূর্ণ স্ফাটিক জলাধার প্রদর্শন করান। কামরূপা সেই রমণী তৎক্ষণাৎ ভেকী-রূপ ধারণ করিয়া জলে প্রবেশ পূর্ব্বক অদৃশ্যা হয়, এবং রাজা তন্নিমিত্ত

অতিশয় কষ্টে নিপতিত হয়েন। এই আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা আপন আশ্রমবিহিত নিয়মপালনে যত্নশীল থাকিবে, তাহা কখন বিস্মৃত হইবে না। বিস্মৃতি প্রযুক্তও বিহিত নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না।

৪র্থ অঃ, ১৭ সূত্র। নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শা-দৃতে বিরোচনবৎ ॥

গুরু এবং শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। বহু চিন্তা ও বিচার ভিন্ন, উপদেশের যথার্থ মর্ম্ম প্রস্ফুটিত হয় না; তাহা বিরোচন এবং ইন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিরোচন ও ইন্দ্র উভয়ে একই গুরুর নিকট একই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু বিরোচনের বিচারশক্তিহীনতা হেতু সেই উপদেশ উপযুক্ত ফল প্রদান করে না। কিন্তু ইন্দ্র গুরুবাক্যার্থ সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করিয়া গুরুর নিকট পুনঃ পুনঃ আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসাক্রমে তাহা যথার্থরূপে অবগত হইয়া সম্যক্ ফলভাগী হইয়াছিলেন। অতএব পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দ্বারা গুরুবাক্যার্থ অবধারণ করিবে।

৪র্থ অঃ, ১৮ সূত্র। দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য ॥

বিরোচন ও ইন্দ্র এই উভয়ের মধ্যে ইন্দ্রই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; কারণ তিনিই গুরুবাক্যের মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ করিয়াছিলেন।

৪র্থ অঃ, ১৯ সূত্র। প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্ব্বহু-কালাৎ, তদ্বৎ ॥

গুরুপ্রণাম (অর্থাৎ গুরুতে আত্মসমর্পণ), ব্রহ্মচর্য্য, গুরু সাক্ষাতে

দৈন্যাবলম্বন দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধি হয়। ইন্দ্র বহুকাল এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছিল।

৪র্থ অঃ, ২০ সূত্র। ন কালনিয়মো বামদেববৎ ॥

কতদিন এইরূপ সাধন অবলম্বন করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, ইহার কোন অবধারিত নিয়ম নাই। কাহার অতি অল্পকালেই হয়, কাহার ইহ জন্মেই হয় না। বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই গুরূপদেশ শ্রবণ করিয়া তত্ত্বদর্শী হইয়াছিলেন, ইহা শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

৪র্থ অঃ, ২১ সূত্র। অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ॥

যেমন যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞকর্ম্মের দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষলাভ করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহাদের যজ্ঞকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পরম্পরা সূত্রে মাত্র তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনের হেতু হয়, তদ্রূপ যাঁহারা কোন সীমাবদ্ধ পদার্থে অথবা মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত বলিয়া সেই পদার্থ অথবা মূর্ত্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদের সেই উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমতত্ত্বজ্ঞানরূপ মোক্ষ লাভ হয় না, পরন্তু তাহা পরম্পরা সম্বন্ধেই মোক্ষোৎপাদনের হেতু হয়। এবম্বিধ উপাসনার বলে উপাস্যলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে মাত্র।

৪র্থ অঃ, ২২ সূত্র। ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ ॥

অর্চ্চিরাদিমার্গ-প্রাপ্তি হইলেই যে মোক্ষলাভ হয় তাহা নহে, কারণ তথা হইতেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হয়; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে দিব, পর্জ্জন্য, ধরা, নর ও যোষিৎ এই পঞ্চাগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ দ্বারা সংসারে পুনর্জ্জন্মই লাভ হয় (পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে

বর্ণিত হইয়াছে, ইহার বিশেষ বর্ণনা বেদান্তদর্শনব্যাখ্যানে পরে বিবৃত হইবে)।

৪র্থ অঃ, ২৩ সূত্র। বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ॥

হংস যেমন ক্ষীরমিশ্রিত জল হইতে ক্ষীরাংশই গ্রহণ করে, জলকে গ্রহণ করে না, তদ্রূপ বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ষুপুরুষ সংসার আশ্রমে অবস্থিতি করিলেও, ইহার অসার ভাগ পরিহার করিয়া, তিনি অন্তঃসাররূপী পরমাত্মাকেই সর্ব্বত্র দর্শন ও গ্রহণ করেন। সুতরাং আশ্রম নিয়মানুসারে যাগাদি কর্ম্ম করিলেও মুমুক্ষুপুরুষ কর্ম্মফলের অভিলাষ করেন না, এবং তাহাতে লিপ্ত হয়েন না।

৪র্থ অঃ, ২৪ সূত্র। লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ॥

তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণের সঙ্গলাভ হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। অতএব তত্ত্বদর্শী পুরুষদিগের সঙ্গলাভ করিয়া সতত হংসবৎ হইতে যত্নশীল হইবে।

৪র্থ অঃ, ২৫ সূত্র। ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ॥

ভাবিবন্ধন আশঙ্কায় শুকপক্ষী যেমন সর্ব্বদা সাবহিত থাকে, তদ্রূপ বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলেও কামচারী হইবে না (শাস্ত্রোক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হইবে না।) সর্ব্বদা আপনার পতনের আশঙ্কা আছে জানিয়া নিয়মসেবী হইবে।

৪র্থ অঃ, ২৬ সূত্র। গুণযোগাদ্বদ্ধঃ শুকবৎ॥

শুকপক্ষীর গুণ (সুন্দর কণ্ঠধ্বনি) থাকা প্রকাশিত হওয়াতে, লোকে তাহাকে আবদ্ধ করে; তদ্রূপ সাধকের অলৌকিক গুণ থাকা প্রকাশিত হইলে, তিনি ক্রমশঃ পুনরায় সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন; অতএব কখন

অনিমাদি সিদ্ধি কামনা করিবে না, এবং তাহা লাভ করিলেও গোপন করিবে, কখন প্রকাশ করিবে না; করিলে পুনরায় সংসার-বন্ধনে পতিত হইতে হইবে।

৪র্থ অঃ, ২৭ সূত্র। ন ভোগাদ্রাগশান্তির্ম্মুনিবৎ ॥

ভোগের দ্বারা বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। সৌভরি ঋষির দৃষ্টান্তে তাহা অবগত হইবে। সৌভরি ঋষি জলমধ্যে থাকিয়া তপস্যায় মনঃসমাধান করিয়াছিলেন; মৈথুনাসক্ত মৎস্যসকল তাঁহার গাত্রোপরি বাসস্থান করিয়াছিল; তাহাদিগের স্পর্শে তাঁহার যোষিৎসঙ্গে অভিরুচি জন্মে। তিনি সেই তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্ত জল হইতে উত্থিত হইয়া, পঞ্চাশৎ রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন; কিন্তু তাহাদের সহিত বহুকাল বিহার করিয়াও তাঁহার ভোগতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া, তিনি পরে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ভোগ হইতে বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না।

৪র্থ অঃ, ২৮ সূত্র। দোষদর্শনাদুভয়োঃ ॥

এইরূপে গুণবত্ত্বা ও ভোগ এতদুভয়ের দোষদর্শন দ্বারা শান্তি লাভ হয়। (বিজ্ঞানভিক্ষু কর্তৃক সূত্রার্থের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও তৎকার্য্য এই উভয়ের দোষদর্শন হইলে রাগের শান্তি হয়। পরন্তু "প্রকৃতি" অথবা "তৎকার্য্য" ইহাদের উল্লেখ এই সূত্রের পূর্ব্বে কোন সূত্রে না থাকাতে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইল না, এই সূত্রোক্ত উভয় শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী সূত্রোক্ত গুণ ও ভোগ এতদুভয় বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়)।

৪র্থ অঃ, ২৯ সূত্র। ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥

মলিনচিত্তে মোক্ষোপদেশ অঙ্কুরিত হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত অজরাজা।

সেই সম্রাট্ প্রিয়পত্নী ইন্দুমতীর বিরহে অতিশয় মলিনচিত্ত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের প্রদত্ত জ্ঞানোপদেশও তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

৪র্থ অঃ, ৩০ সূত্র। নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ॥

মলিনদর্পণে যেমন কোন প্রকার প্রতিবিম্বই দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ মলিনচিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের আভাসেরও স্ফুরণ হয় না। অতএব চিত্তের রজঃ এবং তমোরূপ মলাকে সর্ব্বদা অপসারণ করিতে প্রযত্ন করিবে।

৪র্থ অঃ, ৩১ সূত্র। ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ॥

যে বস্তু হইতে যাহা উৎপত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা যে তৎপ্রকৃতিকই হইবে, এইরূপ কোন অবধারিত নিয়ম নাই; তাহা পঙ্ক ও পদ্মের দৃষ্টান্তে জানা যায়; পঙ্ক হইতে পদ্মের উৎপত্তি হইলেও পঙ্ক ও পদ্ম এক প্রকৃতিক নহে। অতএব মলিনতার আকররূপ সংসারেই সকল জীবের উৎপত্তি হইলেও সকলই যে মলিনচিত্ত হইবে, মোক্ষধর্ম্মের অধিকারী যে কেহ হইবে না, তাহা সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। এই মলিনতাময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও বহু পুরুষ মুক্তি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক নহে; এবং তাহা লাভ করিয়া সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইবে।

৪র্থ অঃ, ৩২ সূত্র। ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতোপাস্যসিদ্ধি-বদুপাস্যসিদ্ধিবৎ॥

দেবোপাসনাবলে যে সমস্ত বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) লাভ হয়, তদ্দ্বারাও জীব কৃতকৃত্য হয় না; কারণ ঐ উপাস্য দেবতাদিগের অণিমাদি সিদ্ধি থাকা সত্বেও তাঁহারা যখন পূর্ণমনোরথ হয়েন নাই, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্মাদি-দেবেরও যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়া, শাস্ত্র প্রমাণিত করিয়াছেন, তখন

ঐ দেবোপাসনাজনিত বিভূতি লাভও যে জীবকে কৃতার্থ করিতে পারে না, তাহা সহজেই সিদ্ধ হয়।

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁ হরিঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

এই অধ্যায়কে তর্কপাদ বলে; ইহাতে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন-বিষয়ক বহুবিধ প্রতিকূল তর্ক কল্পনা করিয়া সূত্রকার তাহা খণ্ডন করিয়াছেন; সুতরাং অপরাপর অধ্যায়ের ন্যায় এই অধ্যায়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই বিষয়ের ক্রমশঃ প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। বিষয়ের পরিচ্ছেদ সকল, অধ্যায় পাঠ করিতে করিতে, পাঠকের বোধগম্য হইবে। সূত্রের উপরিভাগে (১) (২) ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা বিভিন্নবিষয়ের অবতারণা প্রদর্শন করা হইল।

(১)

১ম অঃ, ১ সূত্র। মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি॥

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে "অথ" শব্দের উচ্চারণ দ্বারা যে মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, তাহা শিষ্টাচার সম্মত, অভীষ্ট ফলপ্রদ, এবং শ্রুত্যনুমোদিত; অতএব ইহাতে কোন দোষের আশঙ্কা নাই।

(২)

৫ম অঃ, ২ সূত্র। নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ ॥

৫ম অঃ, ৩ সূত্র। স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ ॥

৫ম অঃ, ৪ সূত্র। লৌকিকেশ্বরবদিতরথা ॥

৫ম অঃ, ৫ সূত্র। পারিভাষিকো বা ॥

৫ম অঃ, ৬ সূত্র। ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ ॥

৫ম অঃ, ৭ সূত্র। তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ ॥

৫ম অঃ, ৮ সূত্র। প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥

৫ম অঃ, ৯ সূত্র। সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্ ॥

৫ম অঃ, ১০ সূত্র। প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥

৫ম অঃ, ১১ সূত্র। সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥

৫ম অঃ, ১২ সূত্র। শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য ॥

দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশসংখ্যক সূত্রপর্য্যন্ত সূত্রসকল প্রথম অধ্যায়ের ৯৯ সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা পুনরায় এইস্থলে করা হইল না। ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধে জগৎকর্তৃত্ব না থাকা এই সকল সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

---

(৩)

৫ম অঃ, ১৩ সূত্র। নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য।

আত্মা নিঃসঙ্গ, সুতরাং তাঁহার অবিদ্যাশক্তিসংযোগ সম্ভবপর নহে। অতএব অবিদ্যাসংযোগে আত্মার বন্ধ সংঘটিত হয়, ইহা বলা যাইতে পারে না।

৫ম অঃ, ১৪ সূত্র। তদ্‌যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোঽন্যাশ্রয়ত্বম্‌॥

যদি ইহার উত্তরে বল যে, আত্মা নিঃসঙ্গ, ইহা সত্য; কিন্তু অবিদ্যাবশতঃই তাঁহার এই অবিদ্যাযোগ অর্থাৎ বন্ধ কল্পিত হয়। তবে তদুত্তরে আমরা বলি যে, আত্মার সহিত অবিদ্যার যোগসম্বন্ধ হইতে পারিলেই এইরূপ অবিদ্যার সম্ভব হয়, নতুবা নহে। আত্মার অবিদ্যাসংযোগ (বন্ধ) কিসে কল্পিত হয়? ইহার উত্তরে বলিব যে অবিদ্যা দ্বারাই; আবার এই অবিদ্যা কিরূপে হয়, তদুত্তরে বলিতে হইবে, আত্মার অবিদ্যাসংযোগরূপ বন্ধাবস্থা হেতু এই অবিদ্যা বর্ত্তমান হয়, মুক্তাবস্থায় থাকে না। অতএব ইহাতে অন্যোঽন্যাশ্রয় ও অনবস্থা দোষ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ শ্রুতি যখন আত্মাকে নিঃসঙ্গস্বভাব বলিয়াছেন, তখন আত্মার অবিদ্যাসংযোগদ্বারা বন্ধের সম্ভাবনা নাই।

৫ম অঃ, ১৫ সূত্র। ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ॥

যদি বীজাঙ্কুরাদির ন্যায় অনবস্থাদোষ হয় না বলা যায়; তবে তদুত্তরে বলিতেছি যে, বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্ত এইস্থলে খাটে না; কারণ অনাদিপ্রবাহ স্থলে ঐ দৃষ্টান্ত খাটিয়া থাকে; কিন্তু (তোমাদের মতেই) শ্রুতি সংসারের উৎপত্তি প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং জীবের সংসারসম্বন্ধ অনাদি হইতে পারে না।

৫ম অঃ, ১৬ সূত্র। বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ॥

যদি অবিদ্যাকে বিদ্যা হইতে ভিন্ন বস্তু (বিদ্যা নয়) এই মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা কর, তবে আত্মাও অবিদ্যাপদবাচ্য হয়েন; সুতরাং অবিদ্যার ন্যায় আত্মাও বিদ্যানাশ্য হইয়া পড়েন।

৫ম অঃ, ১৭ সূত্র। অবাধে নৈষ্ফল্যম্‌॥

যদি বল যে অবিদ্যা বিদ্যানাশ্য নহে, তবে মোক্ষবিষয়ে বিদ্যার নিষ্ফলতা স্বীকার করিতে হয়।

৫ম অঃ, ১৮ সূত্র। বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্॥

যদি অবিদ্যাকে বিদ্যানাশ্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে জগৎ হইতে পৃথক্‌রূপে অস্তিত্বশীল অবিদ্যানামক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। কারণ তোমাদের মতে জগৎও বিদ্যানাশ্য।

৫ম অঃ, ১৯ সূত্র। তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্॥

যদি বিদ্যানাশ্য জগতের ন্যায় অবিদ্যাও আর একটি বিদ্যানাশ্য বস্তু হয়, তবে তাহাও সাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু, এবং জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ভিন্ন যে অন্য কোন বস্তু থাকে না, তাহা তোমাদের স্বীকার্য্য। পরন্তু জীব অনাদি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং অবিদ্যা জীবের স্বরূপগত নহে, কাজেই জীবের অবিদ্যাযোগের সম্ভাবনা নাই।

---

(৪)

৫ম অঃ, ২০ সূত্র। ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ॥

ধর্ম্ম নাই, কারণ ধর্ম্মনামক অস্তিত্বশীল কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে; কারণ প্রকৃতির কার্য্য বিচিত্র, অপ্রত্যক্ষীভূত বস্তুও আছে বলিয়া জানা যায়।

৫ম অঃ, ২১ সূত্র। শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ॥

শ্রুতিপ্রমাণ এবং লিঙ্গ (অর্থাৎ হেতু দর্শনে অনুমান) ইত্যাদি (যেমন যোগজজ্ঞান) দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

৫ম অঃ, ২২ সূত্র। ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ॥

প্রত্যক্ষ ভিন্ন যখন প্রমাণান্তর আছে, যদ্দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, তখন প্রত্যক্ষযোগ্য নহে বলিয়া অস্তিত্বশীল নহে, এইরূপ বলা যাইতে পারে না।

৫ম অঃ, ২৩ সূত্র। উভয়ত্রাপ্যেবম্॥

ধর্ম্মবৎ অধর্ম্মও অস্তিত্বশীল বলিয়া এইরূপে সিদ্ধ হয়।

৫ম অঃ, ২৪ সূত্র। অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ॥

যদি এইরূপ আপত্তি কর যে, বিধিবাক্য সকলের ফলোৎপাদনশক্তির দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, অভাববস্তু অধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না; তবে তদুত্তরে বলিতেছি যে, ধর্ম্মব্যঞ্জক বাক্যসকলের ন্যায় অধর্ম্মপ্রকাশক বাক্যসকল শ্রুতিতে আছে, এবং অনুমানও ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মেরও অস্তিত্বের অনুকূল; সুতরাং অধর্ম্ম অভাববস্তু নহে। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই অস্তিত্বশীল।

৫ম অঃ, ২৫ সূত্র। অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্॥

পরন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে।

৫ম অঃ, ২৬ সূত্র। গুণাদীণাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ॥

মোক্ষকালেও গুণপ্রভৃতির অত্যন্ত বাধ হয় না, পুরুষ গুণাদিতে লিপ্ত নহেন, এইমাত্র প্রতিপাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

৫ম অঃ, ২৭ সূত্র। পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ॥

ন্যায়ের যে পঞ্চাবয়ব আছে (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন) তদ্দ্বারা সুখাদি পদার্থেরও অস্তিত্ব সাধিত হয়।

---

(৫)

৫ম অঃ, ২৮ সূত্র। ন সকৃদ্গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ॥

৫ম অঃ, ২৯ সূত্র। নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ॥

৫ম অঃ, ৩০ সূত্র। ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ॥

৫ম অঃ, ৩১ সূত্র। নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ ॥

৫ম অঃ, ৩২ সূত্র। আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥

৫ম অঃ, ৩৩ সূত্র। ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্ব্বাদপ্রসক্তেঃ ॥

৫ম অঃ, ৩৪ সূত্র। বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ ॥

৫ম অঃ, ৩৫ সূত্র। পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ॥

৫ম অঃ, ৩৬ সূত্র। আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ ॥

আটাইশ হইতে ছয়ত্রিশ সূত্র পর্য্যন্ত, ব্যাপ্তি জ্ঞানের (যাহা হইতে অনুমান সিদ্ধ হয় তাহার) স্বরূপ বিচার করা হইয়াছে। এই সকল সূত্র প্রথম অধ্যায়ের একশত সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব এইস্থলে পুনরায় ব্যাখ্যাত হইল না।

---

(৬)

৫ম অঃ, ৩৭ সূত্র। বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ ॥

৫ম অঃ, ৩৮ সূত্র। ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ ॥

৫ম অঃ, ৩৯ সূত্র। ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ ॥

৫ম অঃ, ৪০ সূত্র। লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ ॥

৫ম অঃ, ৪১ সূত্র। ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাপ্যতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ॥

৫ম অঃ, ৪২ সূত্র। ন যজ্ঞাদেঃ স্বরূপতো ধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ ॥

৫ম অঃ, ৪৩ সূত্র। নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥

৫ম অঃ, ৪৪ সূত্র। যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ

৫ম অঃ, ৪৫ সূত্র। ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ॥

৫ম অঃ, ৪৬ সূত্র। ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ॥

৫ম অঃ, ৪৭ সূত্র। মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ॥

৫ম অঃ, ৪৮ সূত্র। নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ॥

৫ম অঃ, ৪৯ সূত্র। তেষামপি তদ্‌যোগে দৃষ্টবাধাদিপ্রসক্তিঃ॥

৫ম অঃ, ৫০ সূত্র। যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ম্‌॥

৫ম অঃ, ৫১ সূত্র। নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্‌॥

সাঁয়ত্রিশ হইতে একান্নসূত্রে শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ থাকা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান কিরূপে জন্মে তাহা বিবৃত হইয়াছে, কেবল কর্ম্মে নিয়োগই যে বেদের অভিপ্রেত নহে, তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং অবশেষে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের একশত এক সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যার সহিত একত্রে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

---

(৭)

৫ম অঃ, ৫২ সূত্র। নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ॥

যাহা অসৎ (যাহার অস্তিত্ব নাই) তাহার জ্ঞান হয় না। যেমন নরশৃঙ্গ অসদ্‌বস্তু, সুতরাং তাহার জ্ঞান হয় না। পরন্তু যখন আমাদের জগতের সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেছে, তখন তাহা অসৎ হইতে পারে না।

৫ম অঃ, ৫৩ সূত্র। ন সতো বাধদর্শনাৎ॥

সদ্বস্তুরও জ্ঞান না হইতে পারে সত্য; কারণ অস্তিত্বশীল বস্তুর

জ্ঞানের বাধা হইতেও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের প্রতিবন্ধক দূর হইলেই সদ্বস্তুর জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

৫ম অঃ, ৫৪ সূত্র। নানির্ব্বচনীয়স্য, তদভাবাৎ ॥

পরন্তু জগৎ না সৎ, না অসৎ, এইরূপ অনির্ব্বচনীয়বস্তু হইতে পারে না; এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব; কারণ এইরূপ বস্তু কিছু নাই। (অথবা ইহা অভাববস্তু, এবং অভাববস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব জগতের জ্ঞান যখন হইতেছে, তখন ইহা এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তু হইতে পারে না)।

৫ম অঃ, ৫৫ সূত্র। নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচো ব্যাঘাতাৎ ॥

অসৎ হইয়াও সদ্রূপে প্রতিভাসিত হয়, এইমতের আশ্রয় গ্রহণ করাও বাদীর পক্ষে অসম্ভব; কারণ তাহাতে তাঁহার জগতের অনির্ব্বচনীয়ত্ব-বিষয়ক বাক্যের ব্যাঘাত জন্মে। জগৎ স্বরূপতঃ অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ইহার অনির্ব্বচনীয়তা আর রহিল না (অধিকন্তু জগৎ জ্ঞানগম্য হওয়াতে, ইহা যে অসৎ হইতে পারে না, তাহা প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে।)

৫ম অঃ, ৫৬ সূত্র। ন সদসৎখ্যাতির্বাধাবাধাৎ ॥ (বাধ+অবাধ+আৎ)

মুক্তিকালে জগতের বাধ, বদ্ধাবস্থায় অবাধ, শ্রুতিবর্ণনা করাতেও জগৎকে সদসৎ বলা যায় না। জগৎ অস্তিত্বশীল, এই নিমিত্ত ইহাকে শ্রুতিতে সৎ বলা হইয়াছে, জগতের এই সত্ত্বা অবাধিত। আবার আত্মার সম্বন্ধে ইহার বাধ নিত্যই প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং ইহাকে অসৎও বলা হইয়াছে। অতএব আমাদের মতে স্বরূপতঃ ইহার অবাধ (বাধ রহিতত্ব) হেতু ইহা সৎ এবং আত্মার সংসারবন্ধন সর্ব্বদাই অলীক, এই অর্থে জগৎ অসৎ, ইহাই প্রমাণিত হয়।

(৮)

৫ম অঃ, ৫৭ সূত্র। প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ ॥

৫ম অঃ, ৫৮ সূত্র। ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ ॥

৫ম অঃ, ৫৯ সূত্র। পূর্ব্বসিদ্ধসত্বস্যাভিব্যক্তির্দ্দীপেনেব ঘটস্য ॥

৫ম অঃ, ৬০ সূত্র। সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্ ॥

এই কয়টী সূত্রে শব্দের নিত্যতাবাদ যে অর্থে সিদ্ধ নহে, এবং যে অর্থে সিদ্ধ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল সূত্র প্রথম অধ্যায়ের ১০১ সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যা এইস্থলে দ্রষ্টব্য।

---

(৯)

৫ম অঃ, ৬১ সূত্র। নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ ॥

আত্মার নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতত্ববিষয়ক মত সঙ্গত নহে; কারণ জন্মমৃত্যু, এবং মুক্তবদ্ধাদি লিঙ্গ দ্বারা জীবাত্মার ভেদ অনুমিত হয়।

৫ম অঃ, ৬২ সূত্র। নানাত্মনাপি, প্রত্যক্ষবাধাৎ ॥

অনাত্মবস্তুর (ঘট পটাদির) অস্তিত্বদ্বারাও নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ অপ্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষপ্রমাণ আত্মা হইতে ঘটাদির ভেদজ্ঞাপক।

৫ম অঃ, ৬৩ সূত্র। নোভাভ্যাং, তেনৈব ॥

আত্মা এবং অনাত্মা এই উভয়ই আত্মা, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একাত্মা-দ্বৈতমত স্থাপন করিতে পারিবে না; কারণ ইহাদের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

৫ম অঃ, ৬৪ সূত্র। অন্যপরত্বমবিবেকানাং তত্র ॥

অনাত্ম জগৎকেও কোন কোন শ্রুতিতে আত্মস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা

(১১)

৫ম অঃ, ৭২ সূত্র । প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন অপর সমস্তই অনিত্য ।

৫ম অঃ, ৭৩ সূত্র । ন ভাগলাভো ভোগিনো, নির্ভাগত্বশ্রুতেঃ ॥

ভোক্তা পুরুষ নিরবয়ব বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন ; অতএব তিনি অখণ্ড, ভাগরহিত ।

---

(১২)

৫ম অঃ, ৭৪ সূত্র । নানন্দাভিব্যক্তির্ম্মুক্তির্নির্ধর্ম্মত্বাৎ ॥

আত্মাতে আনন্দের অভিব্যক্তিই মুক্তি, এইমত প্রকৃত নহে ; কারণ আত্মা সর্ব্ববিধ ধর্ম্মরহিত ।

৫ম অঃ, ৭৫ সূত্র । ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ ॥

বিশেষ অর্থাৎ অসাধারণ গুণের উচ্ছেদই মুক্তি, এইমতও প্রকৃত নহে ; কারণ আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই ।

৫ম অঃ, ৭৬ সূত্র । ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য ॥

ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিও নিষ্ক্রিয় আত্মার মুক্তি নহে, বিশেষ লোক প্রাপ্তিতে নিষ্ক্রিয় আত্মার কি বিশেষ হইবে ; আত্মা সর্ব্বত্রই নিষ্ক্রিয় ।

৫ম অঃ, ৭৭ সূত্র । নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ, ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ ॥

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিদিগের মতে অহং অহং ইত্যাকার আভ্যন্তরিক বিজ্ঞান যখন বাহ্যাকার বিজ্ঞানের দ্বারা উপরঞ্জিত না হয়, তখন সেই উপরাগের বিনাশকেই মুক্তি বলে । এই মতও অযৌক্তিক ; কারণ ক্ষণিকত্ব প্রভৃতি দোষ তাঁহাদের সেই মুক্তিতে বর্ত্তায় ।

৫ম অঃ, ৭৮ সূত্র। ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ ॥

সম্যক্ বিনাশও মুক্তি পদবাচ্য হইতে পারে না ; কারণ বিনাশ পুরুষার্থ হইতে পারে না ; অতএব অপুরুষার্থত্বদোষ হেতু এই মতও অগ্রাহ্য।

৫ম অঃ, ৭৯ সূত্র। এবং শূন্যমপি ॥

পূর্ব্বোক্ত হেতুতে শূন্যত্ব প্রাপ্তিও মুক্তি হইতে পারে না। সর্ব্বশূন্য-বাদে পুরুষার্থত্ব কিছুরই হইতে পারে না।

৫ম অঃ, ৮০ সূত্র। সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদি-লাভোঽপি ॥

দেশাদি লাভও (স্বর্গাদি লাভও) মোক্ষ নহে ; কারণ এই লাভ নিত্য নহে, কিছুরই সহিত চিরদিনের নিমিত্ত সংযোগ হয় না, সংযোগ হইলেই বিয়োগ আছে।

৫ম অঃ, ৮১ সূত্র। ন ভাগিযোগো ভাগস্য ॥

ভাগ (অংশ) রূপ জীবের ভাগী (অংশী) ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হওয়াও মুক্তি নহে ; কারণ জীব ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে একত্ব হয় না, জীব অনাদি ও অনন্ত।

৫ম অঃ, ৮২ সূত্র। নাণিমাদিযোগোঽপ্যবশ্যম্ভাবিত্বাত্তদুচ্ছিত্তে-রিতরযোগবৎ ॥

ইতর ঐশ্বর্য্যের ন্যায় (ধন জন যৌবন ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যের ন্যায়) অণিমাদি-যোগজ ঐশ্বর্য্যও অচিরস্থায়ী ; ইহাদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভও মুক্তি নহে।

৫ম অঃ, ৮৩ সূত্র। নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ ॥

ইন্দ্রত্বাদিপদপ্রাপ্তিও মোক্ষ নহে ; কারণ তাহাও নশ্বর।

(১৩)

৫ম অঃ, ৮৪ সূত্র। ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ ॥

ইন্দ্রিয় সকল পৃথিব্যাদি ভূতের বিকারজাত নহে; কারণ শ্রুতিতে ইহাদিগের অহংতত্ত্ব হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে।

---

(১৪)

৫ম অঃ, ৮৫ সূত্র। ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিঃ ॥

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থমাত্র জগৎতত্ত্ব এবং ইহাদিগের জ্ঞানে মুক্তি হয়; এইমতও অপ্রামাণিক।

৫ম অঃ, ৮৬ সূত্র। ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্ ॥

ষোড়শপদার্থবাদী প্রভৃতির মতও অপ্রামাণিক।

৫ম অঃ ৮৭ সূত্র। নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ ॥

পরমাণু নিত্য নহে; কারণ ইহার উৎপত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

৫ম অঃ, ৮৮ সূত্র। ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥

পরমাণুর ভাগ নাই, ইহা অখণ্ডনীয় অর্থাৎ নিরবয়ব, এইমতও অযৌক্তিক; কারণ পরমাণু সৃষ্ট পদার্থ।

৫ম অঃ ৮৯ সূত্র। ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ ॥

রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা হেতুও প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, সকল জীবের চক্ষুরিন্দ্রিয় সমান শক্তিসম্পন্ন নহে।

৫ম অঃ, ৯০ সূত্র। ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ ॥

অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ যাঁহারা স্বীকার করেন,

তাঁহাদিগের এইমতও অযৌক্তিক; অণু ও মহৎ ঐ দ্বিবিধ পরিমাণ স্বীকারই যথেষ্ট; কারণ হ্রস্ব দীর্ঘ পরিমাণ ইহাদেরই অন্তর্গত।

---

(১৫)

৫ম অঃ, ৯১ সূত্র। অনিত্যত্বেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য ॥

৫ম অঃ, ৯২ সূত্র। ন তদপলাপস্তস্মাৎ ॥

৫ম অঃ, ৯৩ সূত্র। নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ ॥

৫ম অঃ, ৯৪ সূত্র। ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ ॥

৫ম অঃ, ৯৫ সূত্র। নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্ব্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥

৫ম অঃ, ৯৬ সূত্র। ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি ॥

৫ম অঃ, ৯৭ সূত্র। ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥

৫ম অঃ, ৯৮ সূত্র। নাতঃ সম্বন্ধো ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥

৫ম অঃ, ৯৯ সূত্র। ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ ॥

৫ম অঃ, ১০০ সূত্র। উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥

এই ৯১ হইতে ১০০ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের ১০০ সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্রে করা হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না।

---

(১৬)

৫ম অঃ, ১০১ সূত্র। নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া, নেদিষ্ঠস্য তত্ত-দ্বতোরেবাঽপরোক্ষপ্রতীতেঃ ॥

ক্রিয়া কেবল অনুমানগম্য নহে, যাঁহারা বলেন যে ক্রিয়াবান্ বস্তুর দেশান্তর প্রাপ্তি দর্শনে মাত্র তাহাদের ক্রিয়া অনুমিত হয়, তাঁহাদের মত অযৌক্তিক। কারণ নিকটস্থিত ক্রিয়াবান্ বস্তুর ক্রিয়া প্রত্যক্ষজ্ঞানগম্য।

---

(১৭)

৫ম অঃ, ১০২ সূত্র। ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং, বহূনামুপাদানা-যোগাৎ ॥

(সর্ব্ববিধ) শরীর যে পাঞ্চভৌতিক হইবে এমন কোন নিয়ম নাই; কারণ অনেক দেহ আছে, যাহার উপাদান পঞ্চবিধভূত নহে।

৫ম অঃ, ১০৩ সূত্র। ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ ॥

দেহ হইলেই যে স্থূল হইবে এমন নিয়মও নাই; কারণ মরণান্তে আতি-বাহিক সূক্ষ্মদেহ বিদ্যমান হয়।

---

(১৮)

৫ম অঃ, ১০৪ সূত্র। নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্ব-প্রাপ্তের্ব্বা ॥

৫ম অঃ, ১০৫ সূত্র। ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্ব্বৃত্তিত-স্তৎসিদ্ধেঃ ॥

৫ম অঃ, ১০৬ সূত্র। প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্ বৃত্তিসিদ্ধিঃ॥

৫ম অঃ, ১০৭ সূত্র। ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি॥

৫ম অঃ, ১০৮ সূত্র। ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ॥

৫ম অঃ, ১০৯ সূত্র। ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ॥

৫ম অঃ, ১১০ সূত্র। নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ॥

এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের ৮৯ সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

---

(১৯)

৫ম অঃ, ১১১ সূত্র। উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকং চেতি নিয়মঃ॥

পার্থিব স্থূলশরীর ছয় প্রকার:—উষ্মজ (স্বেদজ), অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। (সঙ্কল্পজ যথা,—সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্র সঙ্কল্পজ; সাংসিদ্ধিকশব্দের অর্থ মন্ত্র, তপঃ অথবা ঔষধাদিজাত)।

৫ম অঃ, ১১২ সূত্র। সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ॥

এই ষড়্বিধ স্থূলদেহেরই অসাধারণ উপাদান পৃথিবী, অর্থাৎ এই সকল দেহে পৃথিবীর অংশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে সাধারণতঃ পার্থিব দেহ বলে।

---

(২০)

৫ম অঃ, ১১৩ সূত্র। ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎ-সিদ্ধেঃ ॥

প্রাণ দেহারম্ভক (দেহের উৎপাদক) নহে; ইন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা দেহোৎপত্তি হয়।

৫ম অঃ, ১১৪ সূত্র। ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥

৫ম অঃ, ১১৫ সূত্র। ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ ॥

৫ম অঃ, ১১৬ সূত্র। সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥

৫ম অঃ, ১১৭ সূত্র। দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ ॥

৫ম অঃ, ১১৮ সূত্র। দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ ॥

১১৫ হইতে ১১৮ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রথম অধ্যায়ের ৬৬ সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

৫ম অঃ, ১১৯ সূত্র। বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি, ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বম্ ॥

সমাধি ও সুষুপ্তি এই উভয়স্থলে দোষ অর্থাৎ গুণসঙ্গ আত্মার থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও তদবস্থায় কোন প্রকার বাসনার উদ্রেক হইয়া কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না। উক্ত উভয় অবস্থাকে এই নিমিত্ত দোষযুক্ত অবস্থা বলা হইল যে, সুষুপ্তি ও সমাধি এই দুইটি নিমিত্তের মধ্যে একটিও প্রধানের বাধ জন্মাইতে পারে না, ইহারা প্রধানেরই অন্তর্গত। অতএব এই উভয় অবস্থায় আত্মার গুণসঙ্গ থাকে। অতএব ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে গুণসঙ্গবর্জ্জিত মোক্ষ নহে।

(২১)

৫ম অঃ, ১২০ সূত্র। একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকো, ন তু প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ॥

পূর্ব্বজন্মকর্ম্মার্জ্জিত যে সংস্কার তদ্দ্বারাই শরীর, আয়ুঃ ও ভোগ সাধিত হয়; প্রতিক্রিয়াস্থলে এক একটি পৃথক্ সংস্কার থাকা কল্পনা করা অযৌক্তিক; কারণ তাহাতে বহুকল্পনা-প্রসক্তি হয়, অর্থাৎ অনন্ত সংস্কার স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ কল্পনাতে গৌরব হয় মাত্র।

---

(২২)

৫ম অঃ, ১২১ সূত্র। ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ॥

বাহ্যজ্ঞান যেখানে আছে, তাহাই জীবশরীর, এইরূপ নিয়ম নাই। বাহ্যজ্ঞানশূন্যদেহও জীবদেহ হইতে পারে, যথা :—বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, তৃণ, বীরুধ প্রভৃতির দেহও জীবদেহ; ইহাদিগের দেহও ভোক্তাজীবের ভোগায়তন; জীবের অধিষ্ঠান না থাকিলে ইহারা মনুষ্যাদির দেহের ন্যায় শুষ্ক হইয়া অথবা পচিয়া যায়।

৫ম অঃ, ১২২ সূত্র। স্মৃতেশ্চ॥

স্মৃতিতেও এই সকলকে জীব বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

৫ম অঃ, ১২৩ সূত্র। ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ॥

দেহধারী হইলেই যে জীব কর্ম্মাধিকারী হইবে তাহা নহে; কারণ কোন কোন বিশেষ দেহেই কর্ম্মাধিকার হয় বলিয়া শ্রুতিই বর্ণনা করিয়াছেন।

৫ম অঃ, ১২৪ সূত্র। ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহো ভয়দেহাঃ॥

দেহ ত্রিবিধ; কারণ কর্ম্মদেহ (যেমন ভোগ্যবিষয়ে বিরক্ত সাধকদিগের), উপভোগদেহ (যেমন মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকাদিতে গত পুণ্যাত্মাদিগের ভোগদেহ) এবং উভয়দেহ (যথা মনুষ্যাদির) এই ত্রিবিধ দেহেরই ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

৫ম অঃ, ১২৫ সূত্র। ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ॥

গুণসঙ্গত্যাগী মুক্তপুরুষদিগের দেহ এই ত্রিবিধদেহের মধ্যে কোন দেহই নহে।

---

(২৩)

৫ম অঃ, ১২৬ সূত্র। ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ॥

কোন বিশেষ পুরুষেরই বুদ্ধি মনঃ প্রভৃতি নিত্য নহে, যে কোন বস্তু অবলম্বনেই বহ্নি প্রজ্বলিত করা হয় না কেন, তাহা যেমন চিরস্থায়ী হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধি প্রভৃতিও মুক্তপুরুষ অথবা অবতারাদিকে আশ্রয় করিয়াও অনিত্যই থাকে।

৫ম অঃ, ১২৭ সূত্র। আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ॥

বস্তুতঃ বুদ্ধি প্রভৃতি গুণবিকার, ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠ, ইহাদের কোন আশ্রয়ও সিদ্ধ নহে। অর্থাৎ ইহাদিগকে যে কেহ ধারণ করিয়া থাকে, তাহা স্বীকার্য্য নহে; কারণ আত্মা নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয়।

---

(২৪)

৫ম অঃ, ১২৮ সূত্র। যোগসিদ্ধয়োঽপ্যোষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ॥

যোগ হইতে যে অণিমাদিসিদ্ধি লাভ হয়, ইহা মিথ্যা নহে; ঔষধাদি ব্যবহারে যে নানাবিধ শারীরিক সিদ্ধি লাভ হয়, তদ্দৃষ্টে যোগজসিদ্ধিও প্রমাণিত হয়।

---

(২৫)

৫ম অঃ, ১২৯ সূত্র। ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপি চ॥

চৈতন্য ভূতগ্রামের গুণ নহে, সংহত হইয়া ভূত সকলের চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয় না; কারণ ইহাদিগের কোনটিতে পৃথক্‌রূপে চৈতন্যগুণ দৃষ্ট হয় না।

ইতি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ হরিঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে পূর্ব্বাধ্যায় সকলে উপদিষ্ট বিষয়ের সার সঙ্কলিত হইয়াছে।

(১)

৬ষ্ঠ অঃ, ১ সূত্র। অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ॥

৬ষ্ঠ অঃ, ২ সূত্র। দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ॥

৬ষ্ঠ অঃ, ৩ সূত্র। ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি॥

৬ষ্ঠ অঃ, ৪ সূত্র। ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ॥

এই চারিটি সূত্রে দেহ হইতে আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই সকল সূত্র প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক সূত্রের সহিত একত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

---

(২)

৬ষ্ঠ অঃ, ৫ সূত্র। অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥

দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলেই পুরুষ কৃতকৃত্যতা লাভ করেন।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬ সূত্র। যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য, ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥

দুঃখজনকবিষয়যোগে পুরুষের ক্লেশ যদ্রূপ তীব্র হয়, সুখজনকবস্তুযোগে তৃপ্তি তদ্রূপ গাঢ় হয় না। দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা যদ্রূপ গাঢ়, সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা তদ্রূপ গাঢ় নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৭ সূত্র। কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি ॥

কোন স্থানে কদাচিৎ কেহ সুখী দেখা যায়, অধিকাংশ জীবই অসুখী।

৬ষ্ঠ অঃ, ৮ সূত্র। তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥

যে স্থলে সুখ আছে, সে স্থলেও তাহা দুঃখমিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; অতএব এই সুখকেও বিবেচক পুরুষগণ দুঃখমধ্যেই গণ্য করেন।

৬ষ্ঠ অঃ, ৯ সূত্র। সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ।

কিন্তু যদি মোক্ষসম্বন্ধে এইরূপ আপত্তি কর, যে তাহারও পুরুষার্থত্ব

নাই; কারণ তদ্দ্বারা সুখলাভ হয় না, তবে এই আপত্তি অযৌক্তিক। কারণ পুরুষার্থ দুই প্রকার, সুখলাভ যেমন এক প্রকার পুরুষার্থ, দুঃখনিবৃত্তিও তদ্রূপ অন্য প্রকার পুরুষার্থ।

৬ষ্ঠ অঃ, ১০ সূত্র। নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ॥

শ্রুতি আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব আত্মা নির্গুণ। সুতরাং সুখ দুঃখাদি যে আত্মার ধর্ম্ম নহে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৬ষ্ঠ অঃ, ১১ সূত্র। পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ॥

কিন্তু সুখ এবং দুঃখ আত্মধর্ম্ম না হইয়া গুণধর্ম্ম হইলেও অবিবেক বশতঃ আত্মধর্ম্মরূপে লক্ষিত হয়।

৬ষ্ঠ অঃ, ১২ সূত্র। অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ॥

অবিবেক অনাদি বলিয়া স্বীকার্য্য, ইহাকে উৎপত্তিশীল বলিলে দ্বিবিধ দোষের প্রসক্তি হয়; উৎপত্তিশীল হইলে, হয় ইহা আপনা হইতে উৎপন্ন হয়, অথবা কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে; অকারণে আপনা হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে মুক্তপুরুষের পক্ষেও তাহা সম্ভব হয়, এবং কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, ইহা অসম্ভব; এই এক দোষ। কর্ম্মজন্য বলিলে সেই কর্ম্মের প্রতিও অবিবেকান্তরকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এইরূপে অনবস্থাদোষ ঘটে।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৩ সূত্র। ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তিঃ॥

অবিবেককে আত্মার ন্যায় নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যদি নিত্য বল, তবে তাহার উচ্ছেদ ও মোক্ষলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; অবিদ্যাকে প্রবাহরূপে অনাদি বলিয়াই স্বীকার করা যায়, ইহা আত্মার ন্যায় নিত্য অখণ্ড—অনাদি নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৪ সূত্র। প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ ॥

অন্ধকার যেমন কেবল এক নির্দ্দিষ্ট কারণ আলোক হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিবেকও বিবেকরূপ নিয়ত কারণ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অপর কোন বস্তু ইহার নাশক নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৫ সূত্র। অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা বিবেকোৎপত্তির পক্ষেও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই ত্রিবিধ নিয়ত কারণ থাকা জানা যায়।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৬ সূত্র। প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ ॥

অবিবেকই বন্ধ, কারণ তাহা অন্য কিছু হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৭ সূত্র। ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥

মুক্তপুরুষের পুনরায় বন্ধ ঘটে না; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন মুক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তি নাই।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৮ সূত্র। অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥

যদি মুক্ত হইলেও সংসারে পুনরাবৃত্তি হইত, তবে মুক্তির আর পুরুষার্থতা থাকিত না।

৬ষ্ঠ অঃ, ১৯ সূত্র। অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥

যদি মুক্তির পরও পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়, তবে বন্ধ ও মোক্ষের মধ্যে প্রভেদ কিছু থাকে না।

৬ষ্ঠ অঃ, ২০ সূত্র। মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥

মুক্তি আত্মার স্বরূপ হইতে ভিন্নবস্তু নহে, স্বরূপবোধের অন্তরায়-বিনাশ মাত্রকেই মুক্তি বলে।

৬ষ্ঠ অঃ, ২১ সূত্র। তত্রাপ্যবিরোধঃ॥

অন্তরায়ধ্বংসমাত্রেরই মোক্ষত্বসিদ্ধি হইলেও মোক্ষের পুরুষার্থত্বের বাধা হয় না। সেই অন্তরায় ধ্বংসই পুরুষার্থ।

৬ষ্ঠ অঃ, ২২ সূত্র। অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ॥

শ্রবণমাত্রেই মোক্ষসাধিত হয় না, কারণ উত্তমাদিভেদে অধিকারী ত্রিবিধ।

৬ষ্ঠ অঃ ২৩ সূত্র। দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্॥

উত্তম অধিকারীর একবার শ্রবণমাত্রই বিবেকোদয় হইতে পারে; কিন্তু মধ্যম ও অধম অধিকারীর পক্ষে পুনঃ পুনঃ মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন আছে।

---

(৩)

৬ষ্ঠ অঃ, ২৪ সূত্র। স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ॥

স্থির হইয়া যে আসনে অনেকক্ষণ সুখে অবস্থিতি হয়, তদ্রূপ আসনই করিবে, কোন বিশেষ আসন করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই।

৬ষ্ঠ অঃ, ২৫ সূত্র। ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ॥

মনের বিষয়শূন্যভাবে অবস্থিতি হইলেই তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান।

৬ষ্ঠ অঃ, ২৬ সূত্র। উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেন্নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ॥

যদি বল মনঃ বিষয়ের প্রতি উপরাগযুক্ত হওয়া, এবং বিষয় হইতে

উপরত হওয়া, এই উভয় অবস্থাই আত্মার পক্ষে সমান, কারণ আত্মা নিঃসঙ্গ, অতএব ধ্যানের কোন প্রয়োজন নাই; তবে এই আপত্তি সঙ্গত নহে। বিষয়োপরাগের নিবৃত্তি অবিবেক বিনাশ করে; অতএব তাহা মোক্ষের অনুকূল। সুতরাং ইহাকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

৬ষ্ঠ অঃ, ২৭ সূত্র। নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ ॥

পুরুষ নিঃসঙ্গ হইলেও অবিবেকবশতঃ তাহার উপরাগ হইতে পারে। যেমন জবাকুসুম-সান্নিধ্যে স্বচ্ছ স্ফটিকের উপরাগ দৃষ্ট হয়, তদ্বৎ।

৬ষ্ঠ অঃ, ২৮ সূত্র। জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তভিমানঃ ॥

কিন্তু বাস্তবিক যে জবাকুসুমসান্নিধ্যে স্ফটিক উপরঞ্জিত হয়, তাহা নহে। দৃষ্টতঃই স্ফটিকের উপরাগ বোধ হয়, স্ফটিক তৎকালে স্বরূপতঃ স্বচ্ছই থাকে। তদ্রূপ আত্মাও বস্তুতঃ অবিবেকযুক্ত হয়েন না।

৬ষ্ঠ অঃ, ২৯ সূত্র। ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ ॥

ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের উপরাগের নিরোধ হয়।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩০ সূত্র। লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্তিরিত্যাচার্য্যাঃ ॥

আচার্য্যগণ উপদেশ করিয়াছেন যে, ধ্যানাদি দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ ও লয় (অপটুতা, আলস্য, নিদ্রা) নিবারিত হয়।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩১ সূত্র। ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ ॥

যে স্থানে চিত্ত উদ্বেগরহিত হইয়া প্রসন্নভাবে অবস্থিত হয়, সেই স্থানেই যোগাভ্যাস করিবে, যোগাভ্যাসের নিমিত্ত কোন স্থানবিশেষ অবলম্বন করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম নাই।

---

(৪)

৬ষ্ঠ অঃ, ৩২ সূত্র। প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্ব-শ্রুতেঃ ॥

প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান, মহদাদিক্ষিত্যন্ত তত্ত্বসকল সৃষ্টবস্তু বলিয়া শ্রুতি প্রমাণিত করিয়াছেন ; অতএব ইহারা জগতের মূল উপাদান কারণ নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৩ সূত্র। নিত্যত্বেঽপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ ॥

আত্মা নিত্য হইলেও তিনি জগতের উপাদানকারণ নহেন ; কারণ তিনি নির্গুণ হওয়াতে গুণাত্মক জগতের উপাদান হইবার অযোগ্য।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৪ সূত্র। শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ ॥

আত্মার জগদুপাদানত্ব শ্রুতিবিরুদ্ধ, অতএব কেবল তুচ্ছ কুতর্কদ্বারা আত্মার জগৎকারণত্ব অনুমান করা নিষ্ফল।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৫ সূত্র। পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ ॥

পরমাণুসকল পরম্পরাসূত্রে অনুবৃত্ত হইয়া যেমন স্থূলবস্তু সকল নির্ম্মিত হওয়া দেখা যায়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পরম্পরাসূত্রে সমস্ত জগতের উপাদান বলিয়া জানিবে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৬ সূত্র। সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্ ॥

সর্ব্বত্র যাহা কিছু দেখ, তাহাই প্রকৃতির পরিণাম, অতএব প্রকৃতি বিভুরূপা।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৭ সূত্র। গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ ॥

প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপী বস্তু, সুতরাং গতিশীল নহেন ; গতিশীল হইলেই

তাহা পরমাণুবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইবে; অতএব তাহা এই অনন্ত জগতের আদি কারণ হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৮ সূত্র। প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ॥

বৈশেষিকাদিদর্শনপ্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি হইতে প্রকৃতি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে; কারণ দ্রব্যাদি যে সপ্ত, নব অথবা ষোড়শ সংখ্যকই হইবে, এমন নিয়মের প্রমাণ নাই।

৬ষ্ঠ অঃ, ৩৯ সূত্র। সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ॥

সত্ত্বাদিগুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে, ইহারা প্রকৃতির স্বরূপ।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪০ সূত্র। অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্র-কুঙ্কুমবহনবৎ॥

উষ্ট্র যেমন কেবল পরের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত কুঙ্কুম বহন করে, তাহার নিজের তদ্দ্বারা কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ সৃষ্টিকার্য্য দ্বারা প্রকৃতির কোনপ্রকার ভোগ সাধিত না হইলেও পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি স্বভাবতঃ দাসের ন্যায় সৃষ্টি রচনা করেন।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪১ সূত্র। কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্॥

কর্ম্ম অশেষবিধ, সুতরাং তৎফলরূপ সৃষ্টিও অশেষবিধ।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪২ সূত্র। সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্॥

প্রলয় ও সৃষ্টি এই দুইটি সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য হইতে হয়, সাম্য হইতে প্রলয়, বৈষম্য হইতে সৃষ্টি।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৩ সূত্র। বিমুক্তবোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ॥

পুরুষ যখন আপনাকে বিমুক্ত বোধ করেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। লোকতঃ দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির

দর্শনকৌতূহল পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় কেহ তাহার দৃষ্টবস্তু দেখায় না; ইহাও তদ্রূপ।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৪ সূত্র। নান্যোপসর্পণেঽপি মুক্তোপভোগো নিমিত্তাভাবাৎ॥

অন্য অর্থাৎ অমুক্তপুরুষের নিমিত্ত প্রকৃতি ভোগরচনা করে বলিয়া সৃষ্টিকার্য্যে বিরত হয় না সত্য, কিন্তু তাহা মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে কোন ভোগের হেতু হয় না; কারণ ভোগের হেতু যে অবিদ্যা তাহা মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে বিনষ্ট হইয়া যায়।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৫ সূত্র। পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ॥

কেহ জাত হইয়াছে, কেহ জীবিত আছে, কেহ মৃত হইতেছে ইত্যাদি অবস্থাভেদ দৃষ্টে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধান্ত হয়; সুতরাং একজন মুক্ত হইলে অপর সকলের মুক্তি সংঘটিত হয় না।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৬ সূত্র। উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুনর্দ্বৈতম্॥

যদি আত্মা এক, পরন্তু উপাধি বিভিন্ন, এই বলিয়া আত্মার একত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলেও আত্মাভিন্ন বস্তুর (উপাধির) অস্তিত্ব স্বীকার করাতে দ্বৈতত্বই স্থাপিত হইল।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৭ সূত্র। দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ॥

আত্মা হইতে দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করিলেই তোমাদের একাত্মাদ্বৈতমত প্রমাণবিরুদ্ধ হইল।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৮ সূত্র। দ্বাভ্যামপ্যবিরোধান্ন পূর্ব্বমুত্তরং চ সাধকাভাবাৎ॥

আত্মা ও উপাধিস্বীকারে প্রকৃতিপুরুষবাদী সাংখ্যের সহিত বিরোধ

হয় না সত্য, কিন্তু একদিকে বাদিগণের কথিত একান্তাদ্বৈতবাদ সাধন করিবার হেতুর অভাব হয়, অপরদিকে উপাধি স্বীকার করিয়া তাহার মিথ্যাত্ব অথবা অনির্ব্বচনীয়ত্ব স্থাপন করিতে যে বাদিগণ চেষ্টা করেন, তাহা সাধন করিবারও হেতু কিছু থাকে না।

৬ষ্ঠ অঃ, ৪৯ সূত্র। প্রকাশতস্তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ॥

যদি বল আত্মাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়েন মাত্র; সুতরাং অদ্বৈতত্ব-সাধক হেতুর অভাব হয় না, আত্মার স্বপ্রকাশকত্বশক্তিস্বীকারেই সর্ব্ববিষয় মীমাংসিত হয়; তবে আমরা বলি যে এই উক্তিতে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ দৃষ্ট হয়, যে কর্ত্তা সেই কর্ম্ম, ইহা কিরূপে অনুমানসঙ্গত হইতে পারে?

৬ষ্ঠ অঃ, ৫০ সূত্র। জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ॥

আত্মা শুদ্ধ চিদ্রূপ, স্বয়ং জড়ত্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া, জড়রূপ জগৎকে প্রকাশিত করেন, ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫১ সূত্র। ন শ্রুতিবিরোধো রাগিণাং বৈরাগ্যায় তৎসিদ্ধেঃ॥

শ্রুতিতে যে জগতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকাশিত আছে, তাহার সহিত আমাদের এই সিদ্ধান্তের প্রকৃতপ্রস্তাবে বিরোধ নাই; আত্মাভিন্ন বস্তু সমস্তই মিথ্যা বলিবার অভিপ্রায়, সংসারের মিথ্যাত্বজ্ঞাপনে তৎপ্রতি অনুরাগবিশিষ্টপুরুষের বৈরাগ্য উৎপাদন করা মাত্র।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫২ সূত্র। জগৎসত্যত্বমদুষ্টকারণজন্যত্বাদ্বাধকাভাবাৎ॥

জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে; কারণ ইহা অদুষ্টকারণজন্য, এবং ইহার সত্যত্বের বাধক প্রমাণ কিছু নাই।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৩ সূত্র। প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদুৎপত্তিঃ ॥

অসতের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া সতেরই উৎপত্তিস্বীকার করিতে হয়, অতএব সাংখ্যানুমোদিতজগৎকারণ প্রকৃতি অসদ্বস্তু নহে, ইহার সত্তার প্রতি দোষারোপ হইতে পারে না।

---

(৫)

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৪ সূত্র। অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ ॥

আত্মা কর্ত্তা নহেন, জীবের যে কিছু কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা অহঙ্কারনিষ্ঠ।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৫ সূত্র। চিদবসানা ভুক্তিস্তৎকর্ম্মার্জ্জিতত্বাৎ ॥

ভোগ আত্মাতে পর্য্যবসিত হয়, আত্মজ্ঞান হইলে ভোগ থাকে না; কারণ অহঙ্কারকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ হইয়া থাকে, পুরুষের আত্ম-জ্ঞানোৎপত্তি হইলে অহঙ্কার থাকে না, সুতরাং ভোগও লুপ্ত হয়।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৬ সূত্র। চন্দ্রাদিলোকেঽপ্যাবৃত্তির্নিমিত্তসদ্ভাবাৎ ॥

মরণান্তে চন্দ্রাদিলোক-প্রাপ্তি হইলেও তাহা হইতে ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম লাভ হয়; কারণ জন্মের হেতুভূত কর্ম্ম চন্দ্রলোকাদিপ্রাপ্তিদ্বারা বিনষ্ট হয় না।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৭ সূত্র। লোকস্য নোপদেশাৎ সিদ্ধিঃ পূর্ব্ববৎ ॥

ব্রহ্মলোকাদি-প্রাপ্তিদ্বারা শাস্ত্রে মোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশ আছে সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা যথার্থপক্ষে মোক্ষসিদ্ধি হয় না; তাহা পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৮ সূত্র। পারম্পর্য্যেণ তৎসিদ্ধৌ বিমুক্তিশ্রুতিঃ ॥

পরম্পরাসূত্রেই কর্ম্মার্জ্জিত ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি মুক্তির হেতুভূত হয়;

কেবল এই নিমিত্ত তত্তল্লোকপ্রাপ্তিকেই শ্রুতি কোন কোন স্থলে মুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আত্মা কোন বিশেষ লোকনিষ্ঠ নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৫৯ সূত্র। গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগ-দেশকাললাভো ব্যোমবৎ ॥

আত্মা বিভুস্বভাব হইলেও তাঁহার গতি থাকা বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহার কিরূপ সঙ্গতি হয়? এইরূপ আপাত্ত হইলে আমরা বলি যে, আত্মা বিভু হইলেও উপাধিযোগে তাঁহার দেশকালাদি ভোগ লাভ হইয়া পরিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হওয়া অসঙ্গত নহে। আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলেও উপাধিযোগে ইহার পরিচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়; আত্মার সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

---

(৬)

৬ষ্ঠ অঃ, ৬০ সূত্র। অনধিষ্ঠিতস্য পূতিভাবপ্রসঙ্গাচ্চ তৎসিদ্ধিঃ ॥

জীবদেহে চেতনের অধিষ্ঠান না থাকিলে তাহা পচিয়া যায়; অতএব জীবদেহে জীবিতাবস্থায় চেতন আত্মার অধিষ্ঠান অবশ্য স্বীকার্য্য।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬১ সূত্র। অদৃষ্টদ্বারা চেদসম্বদ্ধস্য তদসম্ভবাজ্জলাদি-বদঙ্কুরে ॥

যেমন জীবিত বীজই জলসিঞ্চনে অঙ্কুরিত হয়, অন্য বীজ হয় না; তদ্রূপ আত্মাধিষ্ঠিত দেহই অদৃষ্টবশতঃ জন্মগ্রহণ করে; আত্মার অধিষ্ঠানসম্বন্ধ না থাকিলে কেবল অদৃষ্টদ্বারা দেহের জন্ম ও বৃদ্ধি হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬২ সূত্র। নির্গুণত্বাৎ তদসম্ভবাদহঙ্কারধর্ম্মা হ্যেতে ॥

কিন্তু আত্মার অধিষ্ঠান জীবদেহে থাকিলেও, আত্মা নির্গুণস্বভাব হওয়ায়, দেহসকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হয়, আত্মা হইতে নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৩ সূত্র। বিশিষ্টস্য জীবত্বমন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥

পরন্তু বিশেষদেহনিষ্ঠ আত্মারই জীবসংজ্ঞা; ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তিত হয়। (অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট চৈতন্য থাকিলেই জীবত্ব হয়, না থাকিলে হয় না, এই যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তিত হয়)।

---

(৭)

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৪ সূত্র। অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্য্যসিদ্ধির্নেশ্বরাধীনা, প্রমাণাভাবাৎ ॥

প্রকাশিত জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি কার্য্য অহঙ্কাররূপ কর্ত্তার অধীন, তাহা ঈশ্বরাধীন নহে, কারণ তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৫ সূত্র। অদৃষ্টোদ্ভূতিবৎ সমানত্বম্ ॥

অহঙ্কারের সৃষ্টি অদৃষ্ট বশতঃই উদ্ভূত হয়; এই বিষয়ে আমাদের মত অপর বাদিগণের মতের সহিত সমান; সুতরাং কেহ তন্নিমিত্ত দোষারোপ করিতে পারেন না।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৬ সূত্র। মহতোঽন্যৎ ॥

মহৎ হইতে অহঙ্কারের সৃষ্টি; দৃশ্য জগৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৭ সূত্র। কর্ম্মনিমিত্তঃ প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপ্যনাদি-র্ব্বীজাঙ্কুরবৎ ॥

পুরুষের প্রতি প্রকৃতির যে প্রভুভাবে কার্য্যপ্রবৃত্তি ইহা কর্ম্মনিমিত্তক এবং বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৮ সূত্র। অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ ॥

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন যে, পুরুষের প্রতি প্রকৃতির এই প্রভুভাব অবিবেকমূলক।

৬ষ্ঠ অঃ, ৬৯ সূত্র। লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ ॥

সনন্দনাচার্য্য বলেন যে, পুরুষের প্রতি প্রকৃতির প্রভুভাবে লিঙ্গ-শরীরই নিমিত্ত।

৬ষ্ঠ অঃ, ৭০ সূত্র। যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ ॥

যেরূপেই এই ভাবের ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, ফলকথা এই যে, ইহার উচ্ছেদসাধনই পরমপুরুষার্থ।

ইতি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ইতি সাংখ্যপ্রবচনসূত্রং সমাপ্তম্।

ওঁ তৎসৎ।

সাংখ্য-দর্শনের শিক্ষা।

১। প্রমাণ ত্রিবিধ :—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতি। শ্রুতি স্বতঃসিদ্ধ নিশ্চিত প্রমাণ, তদ্বিরোধী অপর কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে। (১ম অঃ, ১৪৭ সূত্র ও ৮৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

২। পরমাত্মা পরমপুরুষ ব্রহ্ম নিত্য গুণাতীত, মুক্তস্বভাব; এবং তিনি বিভু, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর নামে আখ্যাত। (তৃতীয় অধ্যায় ৫৭ সূত্র; ১ম অধ্যায়ের ৯৬, ৯৯ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)।

৩। চরাচর জগৎ গুণাত্মক; গুণ সকল ত্রিবিধ :—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; এই ত্রিবিধগুণই জগতের উপাদান কারণ; গুণ সকল নিত্য একত্র যুক্ত ভাবে থাকে। কখনও একটি অপর দুইটিকে ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকে না, সুতরাং প্রত্যেক জাগতিক বস্তুতে ত্রিবিধ গুণই সমন্বিত আছে। বিশেষ বিশেষ গুণাংশের তারতম্য হেতু জগৎ বিচিত্র হইয়াছে। গুণ-সকলের নিষ্ক্রিয় সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। গুণাত্মিকা প্রকৃতিও নিত্যা, এবং ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু, ও সর্ব্বব্যাপী পদার্থ।

৪। শুদ্ধ স্ফটিককে প্রকৃতপ্রস্তাবে রঞ্জিত না করিয়া যেমন তাহাতে জবাকুসুমের ছায়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ গুণরূপা প্রকৃতি পরমাত্মা পরম পুরুষের সহিত নিত্য একত্র অবস্থিতি করে; কিন্তু এইরূপে অবস্থিতি করিয়াও তাঁহাকে কলুষিত করিতে পারে না, তিনি নির্ম্মল গুণাতীত রূপেই নিত্য অবস্থান করেন। অতএব গুণ ও আত্মার সম্বন্ধকে সান্নিধ্যসম্বন্ধমাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়; (১ম অঃ ৯৬ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতি এবং আত্মা এই উভয়েরই বিভুত্ব (সর্ব্বব্যাপিত্ব) সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত; সুতরাং গুণের সহিত যে আত্মার সান্নিধ্যসম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহা

নহে যে, গুণ ও আত্মার মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যবধান আছে, আত্মা যে গুণসঙ্গে কলুষিত হয়েন না—নিজের স্বরূপগত নির্গুণত্ব পরিত্যাগ করেন না, ইহাই মাত্র ঐ সান্নিধ্য শব্দের দ্বারা সূত্রকার জ্ঞাপন করিয়াছেন।

৫। পুনরপি গুণাত্মিকা প্রকৃতি লৌহবৎ এবং আত্মা অগ্নিবৎ। (১ম অঃ, ৯৯ সূত্র দ্রষ্টব্য) লৌহসান্নিধ্যে অগ্নি লৌহধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মাও গুণসান্নিধ্যে গুণধর্ম্ম (বিকারিত্ব) প্রাপ্ত হয়েন না; কিন্তু অগ্নিসান্নিধ্যে লৌহ যেমন অগ্নিধর্ম্ম (উত্তাপ) লাভ করিয়া অপর বস্তুকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আত্মার সান্নিধ্যে থাকিয়া গুণাত্মিকা প্রকৃতিও চেতনাযুক্ত হয়েন; কিন্তু অগ্নি যেমন লৌহস্থ হইয়াও স্বরূপতঃ লৌহ হইতে পৃথক্ই থাকেন, অগ্নি লৌহকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে লৌহের যেমন দাহিকা-শক্তি কিছুই থাকে না, তাহা অগ্নিরই থাকে, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা গুণগত হইয়াও বস্তুতঃ স্বরূপতঃ গুণ হইতে পৃথক্ই থাকেন। উত্তপ্ত লৌহখণ্ড অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন লৌহগত অগ্নি ও অপর অগ্নির মধ্যে ভেদ থাকে না, উভয় অগ্নি এক হইয়া যায়, তদ্রূপ চিত্তে স্থায়িরূপে বিবেকের উদয় হইয়া অবিবেক বিনষ্ট হইলে জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত ভেদভাব বিলুপ্ত হয়, তিনি গুণী বলিয়া যে অবিবেক তাহা আর তাঁহাতে উদয় হয় না; ইহাকেই আত্মার গুণসঙ্গরহিত মুক্তাবস্থা বলে। অগ্নি যখন লৌহগত হইয়া থাকে, তখন যেমন তাহা লৌহের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাকে লৌহ হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, আত্মাও গুণসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ গুণী বলিয়া অবভাত হয়েন। পরন্তু গুণের নানাবিধ বিকারহেতু সৃষ্টি নানাবিধ হওয়াতে, এবং আত্মাও উক্ত প্রকারে প্রত্যেক গুণবিকারে অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে, পুরুষের বহুত্ব স্থাপিত হয়। আত্মা যেমন নিত্য, গুণাত্মিকা প্রকৃতিও নিত্যা, এবং উভয়ের সান্নিধ্যসম্বন্ধও নিত্য, সুতরাং পুরুষবহুত্বও নিত্য। অতএব পুরুষবহুত্ব সাংখ্য শাস্ত্রের স্বীকার্য্য। পরন্তু আকাশ

যেমন ঘট-কপালাদি যোগে নানা রূপ প্রাপ্ত হইলেও স্বরূপতঃ একই থাকে, তদ্রূপ বিভুস্বভাব সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা প্রত্যেক গুণবিকারে উক্ত প্রকার অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুরূপ প্রাপ্ত হইলেও, স্বরূপতঃ তাঁহার একত্বের বিঘ্ন ঘটে না (১ম অঃ, ৫১ সূত্র ও ৬ষ্ঠ অঃ, ৫৯ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অতএব পরমাত্মা ঈশ্বর, নিত্য গুণাতীত ও বিভু, তাহার প্রতিবিম্ব স্থানীয় প্রকৃতিগত পুরুষ বহু; বন্ধ ও মোক্ষ তাঁহাদেরই সম্বন্ধে উক্ত হয়।

৬। পুরুষ উক্ত প্রকারে গুণপ্রবিষ্ট হওয়াতে সমস্ত জগৎই সচেতন, গুণ ও চেতনা সর্ব্বত্রই অবস্থিত আছে। গুণসকল এইরূপ আত্মাভাস-চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতঃ নানারূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষের ভোগসাধন করা গুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তন্নিমিত্তই এই বিচিত্র জগৎরূপে প্রকৃতির পরিণাম ঘটে। গুণাত্মিকা প্রকৃতির এই সকল পরিণাম ত্রয়োবিংশতি প্রকার, যথা:—মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত; প্রকৃতির সহিত গণনায় তত্ত্বসকল চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক; ইহাদের প্রত্যেকে যে আত্মাভাস-চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট আছে, তাহাকে পুরুষ বলে। এই প্রকৃতিস্থ পুরুষের সহিত সম্যক্ জগৎতত্ত্ব পঞ্চবিংশতি সংখ্যক। পরমাত্মা পরমপুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাতীত। প্রকৃতিস্থ যে পুরুষ, তিনি আপাততঃ সগুণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন; যেমন জলস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব সূর্য্যেরই স্বরূপ, জলের স্বরূপ নহে।

৭। প্রকৃতিনিষ্ঠ পুরুষ (জীব) যখন আপনাকে গুণাতীত পরমাত্মা পরমপুরুষ বলিয়া সম্যক্ অবগত হয়েন, তখনই তিনি মুক্ত হয়েন বলিয়া বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সদাই মুক্ত। অগ্নি যেমন লৌহস্থ হইয়াও স্বীয় অগ্নিত্ব বর্জ্জন করে না, তদ্রূপ আত্মাও প্রকৃতিগত হইয়া স্বীয় নির্গুণত্ব পরিত্যাগ করেন না। বদ্ধত্ব ও মুক্তত্ব প্রকৃতপ্রস্তাবে

প্রকৃতিরই। অগ্নিসংযোগে লৌহের যে অবস্থা হয়, অগ্নিসঙ্গ বিহীন হইলে তাহারই রূপান্তর ঘটে, অগ্নির কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। যৎকাল পর্য্যন্ত দেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে পুরুষের একাত্মতারূপ সংস্কার থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত পুরুষকে বদ্ধ বলা যায়। যখন বুদ্ধিনিষ্ঠ ঐ একাত্মতার বিনাশকার্য্য, বুদ্ধিনিষ্ঠ বিবেক নামক অপর ভাবদ্বারা সাধিত হয়, তখনই পুরুষকে মুক্ত বলা যায়। বস্তুতঃ এই বদ্ধ ও মুক্তভাব বুদ্ধিরই অন্তর্গত। প্রকৃতিতত্ত্বে বুদ্ধিও সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং পুরুষ তখন মুক্তবৎ হইয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "মুক্ত" বলিয়া তখনও তাঁহাকে বলা যায় না; কারণ বুদ্ধিও তখন লীন হওয়াতে, বুদ্ধিনিষ্ঠ বিবেক অবিবেক প্রভৃতি কোন ভাবই তখন প্রকাশিত থাকে না। কিন্তু এইটি সাময়িক নিবৃত্তি মাত্র। নিদ্রাকালে যেমন মানসিক বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হয় মাত্র, পুনরায় জাগরণে পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হয়; বুদ্ধিও তদ্রূপ প্রকৃতিতে শয়নমাত্র করিয়া নির্ব্বৃত্তিকা হয়েন। কালক্রমে উদ্বুদ্ধ হইয়া পুরুষের সহিত একাত্মভাব পুনরায় ধারণ করেন। যে অবস্থায় বুদ্ধির আর এইরূপ ভান হয় না, তাহারই নাম মুক্তি। সুতরাং বুদ্ধিনিষ্ঠ এই যে অবস্থাদ্বয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া পুরুষকে বদ্ধ অথবা মুক্ত বলা যায়। বাস্তবিক পুরুষ নিত্যই নিগুর্ণ, তাঁহার বন্ধ ও মুক্তি গুণাত্মক উপাধিযোগেই কল্পিত হয়। (৩য় অঃ, ৬৫। ৭১।৭২।৮২।৮৪ সূত্র ও ৫ম অঃ ২৬ সূত্র, এবং ৬২ সংখ্যক কারিকা দ্রষ্টব্য)।

ওঁ হরিঃ।

সাংখ্যকারিকা *।

১। দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখে সর্ব্ববিধ জীব জর্জ্জরিত ; অতএব এই সকল দুঃখ বিনাশের উপায়-বিষয়ে জিজ্ঞাসা। দুঃখনিবারণের নিমিত্ত ঔষধাদি লৌকিক উপায় থাকা-সত্ত্বে এই জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, এই কথা বলা যায় না ; কারণ দৃষ্ট লৌকিক-উপায়সকল দ্বারা দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না।

২। দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ॥

ব্যাখ্যা :—দৃষ্ট লৌকিক উপায় সকলের ন্যায় যাগাদি বৈদিককর্ম্মও দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশসাধনে অসমর্থ ; কারণ যাগাদিকর্ম্মে পশুবধাদি হিংসাকার্য্য মিশ্রিত থাকায় যাগাদির ফলের সহিত দুঃখও অবশ্য মিশ্রিত থাকে, এবং যাগাদি নিমিত্তক যে স্বর্গাদি ফল হয়, তাহা ধ্বংস ও ন্যূনাতি-রেকভাবযুক্ত ; অতএব মহদাদি ব্যক্তজগৎ, ইহাদিগের কারণরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি, এবং জ্ঞাতা পুরুষের বিজ্ঞান যাহা পূর্ব্বোক্ত লৌকিক ও বৈদিক উপায় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহাই দুঃখের নিশ্চিতনিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

---

* এই গ্রন্থের প্রধানতঃ দুইটি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে ; একটি শঙ্করগুরু গৌড়-পাদকৃত, অপরটি বাচস্পতি মিশ্রকৃত। ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে অনেক স্থলে বিরোধ আছে। অধিকাংশ স্থলে এই গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্রকৃত ব্যাখ্যারই অনুসরণ করা হইয়াছে।

৩। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

ব্যাখ্যা:—জগতের মূল উপাদানকারণ প্রকৃতি অপর কাহারও বিকার নহে; মহদাদি সপ্তবিধ বিকার প্রকৃতির আছে, (যাহা সৃষ্টজগতের উপাদান; যথা—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র)। ইহাদিগের বিকার ষোড়শবিধ, যথা—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত, (ইহাদিগকে কেবল বিকার বলা যায়; কারণ ইহাদিগের হইতে অপর কোন বিকার উৎপন্ন হয় না)। পুরুষ, প্রকৃতিও নহে, প্রকৃতির বিকারও নহে, উভয় হইতে ভিন্ন।

৪। দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি॥

ব্যাখ্যা:—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন এই ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত অপর সর্ব্ববিধ প্রমাণ হওয়াতে প্রমাণের ত্রিবিধত্বই সুসিদ্ধান্ত। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বস্তুর জ্ঞান হয়, অতএব প্রমাণের নিরূপণ প্রয়োজনীয়।

৫। প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং, ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু॥

ব্যাখ্যা:—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগ হইলে যে নিশ্চয়জ্ঞান (অধ্যবসায়) হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে; অনুমান ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত হয়, তাহা লিঙ্গ ও লিঙ্গিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হয়; (পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অনুমান); শ্রুতি এবং ভ্রমপ্রমাদশূন্য পুরুষের সত্যবাক্য আপ্তবচন বলিয়া পরিচিত।

৬। সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥

ব্যাখ্যা :—সামান্যতোদৃষ্টনামক অনুমান হইতে (এবং ভাবতঃ শেষবৎ অনুমান হইতেও) অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হয় ; যাহা তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় না, এমন অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান কেবল উক্তপ্রকার আপ্তবচন হইতে হয়।

৭। অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥

ব্যাখ্যা :—অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বিনাশ, মনের চাঞ্চল্যহেতু অনবধানতা, বস্তুর সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধানত্ব, অপরের শক্তিতে অভিভব (যেমন সূর্য্যের তেজে দিবসে নক্ষত্রের তেজের হানি), এবং তুল্যরূপ বস্তুর সহিত সম্মিশ্রণ (যেমন ধান্যের সহিত ধান্যের, জলের সহিত জলের), এইসকল হেতুতে অস্তিত্বশীল বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না ; অতএব প্রত্যক্ষ না হওয়া, বস্তু না থাকার প্রমাণ নহে।

৮। সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যং প্রকৃতিসরূপং বিরূপঞ্চ॥

ব্যাখ্যা :—সূক্ষ্মত্ববশতঃ মূল প্রকৃতির জ্ঞান হয় না, অভাববশতঃ নহে ; কিন্তু কার্য্যদ্বারা ইহার অনুমান হইয়া থাকে। মহদাদি প্রকৃতির কার্য্য, যাহা হইতে প্রকৃতির অনুমান হয়। এই সকল মহদাদি কার্য্য মূল প্রকৃতির কোন অংশে সদৃশ, কোন অংশে অসদৃশ।

৯। অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥

ব্যাখ্যা :—কার্য্যবস্তু সৎ, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও অসৎ নহে ; কারণ,

(১) যাহা একান্ত অসৎ, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। (২) পূর্ব্বে অবস্থিত কোন সদুপাদান গ্রহণ ভিন্ন কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। (৩) সকল বস্তুতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হয় না, বিশেষ বিশেষ বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ বস্তুর সহিত উৎপত্তিসম্বন্ধ অবধারিত আছে; উৎপত্তিশীল বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে একান্ত অসৎ হইলে, এই সম্বন্ধ অসম্ভব হইত, সকল বস্তুতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইত। (৪) শক্ত কারণ হইতেই শক্যকার্য্য উৎপন্ন হয়; বিশেষ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন বস্তুই তদনুরূপ কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। (৫) কার্য্যবস্তুর সত্তা কারণ হইতে অভিন্ন, কার্য্যটি কারণেরই পরিণাম।

১০। হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতমব্যক্তম্॥

ব্যাখ্যা:—ব্যক্ত অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহারা হেতুমৎ (অর্থাৎ অন্য উপাদানে নির্ম্মিত), অনিত্য (পরিবর্ত্তনশীল), অব্যাপক (পরিচ্ছিন্ন), সক্রিয়, অনেক (প্রত্যেকে বহুসংখ্যক), আশ্রিত (অর্থাৎ স্বকারণাবলম্বনে অবস্থিত), লিঙ্গ (অর্থাৎ অপরের যথা নিজ কারণের জ্ঞাপক), সাবয়ব (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট), এবং পরাধীন। অব্যক্তা মূলপ্রকৃতি কিন্তু তদ্বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্টা।

১১। ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্॥

ব্যাখ্যা:—ব্যক্তা প্রকৃতি, এবং অব্যক্ত প্রধান, এই উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা (১) ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক; (২) অবিবেকী, অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে না, সর্ব্বদা মিলিত অবস্থায় থাকিয়া কার্য্য করে; (বিবেকঃ=ভেদঃ); (৩) ইহারা সর্ব্বদাই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ দৃশ্যস্থলীয়, ভোগ্য; (৪) সামান্য, সর্ব্বপুরুষের

পক্ষে সাধারণ ; (৫) অচেতন, এবং (৬) প্রসবধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ পরিণামী। পরন্তু পুরুষ তদ্বিপরীত হইয়াও তত্তৎধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া প্রকাশিত হয়েন ; (অথবা পুরুষ তদ্বিপরীত, কারণ তিনি গুণাতীত, কিন্তু অহেতুমত্তাদি প্রধানধর্ম্ম, এবং অনেকত্বাদি ব্যক্তধর্ম্মও তাঁহার আছে ; ইহাই বাচস্পতি-মিশ্রের ব্যাখ্যা।)

১২। প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥

ব্যাখ্যা :—গুণসকলের মধ্যে সত্ত্ব সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক, তমঃ মোহাত্মক ; সত্ত্ব প্রকাশস্বরূপ, রজঃ প্রবৃত্তিস্বরূপ এবং তমঃ এতদুভয়ের আবরণস্বরূপ। গুণসকলের বৃত্তি এই যে, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিয়া প্রকাশিত হয়, পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় অর্থাৎ সহায়-কারী হইয়া অবস্থিতি করে, পরস্পর পরস্পরের জনক অর্থাৎ পরিণাম-কারী, (একের অভিভবে অপরের প্রকাশ হয়), এবং পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচর।

১৩। সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥

ব্যাখ্যা :—সত্ত্বগুণ লঘুস্বভাব, প্রকাশক, এবং ইষ্টকর (মোক্ষসাধনে পূর্ণ সহায়কারী) ; রজোগুণ উপষ্টম্ভক অর্থাৎ অপরের প্রবর্ত্তক (বাহক), এবং নিজেও চলনস্বভাব ; তমোগুণ গুরুস্বভাব এবং অপরের আবরক, কিন্তু তথাপি পুরুষার্থ উৎপাদনক্ষম। প্রদীপের বর্ত্তি নিজে অপ্রকাশ-ধর্ম্মা হইয়াও যেমন তৈল ও অগ্নিসংযোগে গৃহপ্রকাশের হেতু হয় ; তদ্রূপ তমোগুণ নিজে আবরণধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও রজঃ ও সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হইয়া পুরুষার্থ সাধন করে। (অথবা বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে

"প্রদীবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ" পদটি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে; এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও যেমন অনলবিরোধি-বর্ত্তি এবং তৈল অনলসংযোগে গৃহ প্রকাশ করে, তদ্রূপ গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও ইহারা মিলিতভাবে পুরুষার্থ সাধন করে)।

১৪। অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাৎ তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥

ব্যাখ্যা:—একাদশ সূত্রে যে অবিবেকিত্বাদিধর্ম্ম ব্যক্তাব্যক্ত উভয় প্রকার প্রকৃতির থাকা উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির ত্রিগুণময়ত্ব হইতেই সিদ্ধি হয়; যেখানে গুণত্রয়ের অভাব, সেইখানেই অবিবেকিত্বাদি ধর্ম্মেরও অভাব, (যেমন পুরুষে); কার্য্যবস্তুমাত্রই কারণগুণাত্মক, অতএব মূলকারণ অব্যক্তা প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া সিদ্ধ হইবে।

১৫। ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্য-বিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য॥

১৬। কারণমস্ত্যব্যক্তং, প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ॥

ব্যাখ্যা:—অনন্তভেদযুক্ত মহদাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত জগতের মূলকারণ-রূপা অব্যক্তা প্রকৃতি যে আছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, (১) ক্ষিত্যা-দ্যাত্মক বিভিন্ন পদার্থ সকল পরিমাণযুক্ত; যেমন পরিমিত মৃন্ময় ঘটাদি পদার্থ সকলেরই কারণরূপে তত্তৎ পরিমিতাবয়ববিহীন মৃত্তিকা আছে, তদ্রূপ সমস্ত পরিমিত পদার্থের উপাদান কারণস্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিও আছেন, ইহা অনুমান দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ জাগতিক সমস্ত পদার্থেই সুখ,—দুঃখ,—মোহাত্মকত্ব সমন্বিত থাকা দৃষ্ট হয়; অতএব

সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক কোন বস্তু, এতৎসমস্তের উপাদান হইয়া বর্ত্তমান আছে, ইহা অনুমিত হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি। (৩) কার্য্যবস্তুর অনুরূপ শক্তি কারণবস্তুতে না থাকিলে, কার্য্যবস্তু তাহা হইতে প্রবর্ত্তিত হয় না; যে কোন বস্তু হইতে, অপর যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, যে বস্তু জগৎকারণ, তাহা তদনুরূপ গুণসম্পন্ন; সুতরাং জগৎ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায়, তাহার কারণরূপে অব্যক্ত ত্রিগুণাত্মক বস্তু আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। (৪) ইহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় যে, কার্য্যবস্তু কারণ হইতে বিভক্ত হইয়া পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হয়; আবার কারণবস্তুর সহিত অবিভক্তভাবে মিলিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সমগ্র বিশ্বেরও এইরূপ অব্যক্ত কারণ আছে,—যাহা হইতে বিভক্ত হইয়া জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং যাহাতে লীন হইয়া অবিভক্তভাবে অবস্থিতি করে। ১৫ ॥

অতএব মূল কারণরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি আছেন; তিনি ত্রিগুণাত্মিকা; গুণত্রয়ের পরিণামস্বভাব, এবং পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে থাকিয়া মিলিতভাবে কার্য্যকারিত্বহেতু, ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলনে ভিন্ন ভিন্ন গুণের আধিক্য (আশ্রয়ত্ব) বশতঃ অনন্ত বিচিত্ররূপে জগৎ প্রকাশিত হয়। মেঘনিঃসৃত জল যেমন বিভিন্ন প্রকার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গোদক নারিকেলোদক ইত্যাদি বিভিন্নরূপে পরিণত হয়; গুণসকলের বিচিত্র পরিণামও তদ্রূপ। গুণত্রয়ের কোন সম্মিলনে যে গুণটির আধিক্য থাকে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া অপর দুইটি অল্প মাত্রায় থাকিয়া তাহার গুণরূপে প্রকাশিত হয়। এইরূপ গুণত্রয়ের পরিমাণভেদে তাহাদের বিমিশ্রণ অনন্তরূপ হইয়া, জগৎ অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬ ॥

১৭। সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

ব্যাখ্যা ঃ—মহদাদিতত্ত্ব হইতে এবং তৎকারণরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে পুরুষ যে পৃথকরূপে বর্ত্তমান আছেন, তাহা এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, (১) গুণত্রয়ের সংঘাতে অর্থাৎ মিলনে উৎপন্ন বস্তু সমস্তই অপরের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত গঠিত হওয়া দৃষ্ট হয়; বস্তুসকল পরস্পর এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া গঠিত যে, তাহা অপরের ভোগের নিমিত্ত বর্ত্তমান হইয়াছে বলিয়া স্বভাবতঃ অনুমান হয়; সুতরাং তৎসমস্তের অতীত ইহাদিগের ভোগকর্ত্তা কেহ আছেন, ইহা সহজ অনুমানসিদ্ধ। (২) যাঁহার প্রয়োজন সাধননিমিত্ত গুণত্রয়ের নানাবিধ বিচিত্র সম্মিলন দৃষ্ট হয়, তিনি তাহা অনুভব করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; গুণ সকল সুখ, দুঃখ, মোহাত্মক, চৈতন্যধর্ম্মবিহীন, সুতরাং ভোগ করিতে অসমর্থ। অতএব গুণাত্মক ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ হইতে পৃথকরূপে অস্তিত্বশীল, গুণাতীত ভোগসামর্থ্য-বিশিষ্ট চৈতন্যময় পুরুষ আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। (৩) গুণময়দেহে পুরুষের জীবিতকালে অধিষ্ঠান, মৃত্যুকালে প্রয়াণ দৃষ্ট হয়; সুতরাং দেহ হইতে পুরুষ অতিরিক্ত, ইহা স্বীকার্য্য। (৪) (একদিকে বস্তু সমস্ত যেমন পরের প্রয়োজনসাধননিমিত্ত গঠিত হওয়া দৃষ্ট হয়, অপরদিকে তদ্রূপ) পুরুষে জাগতিক বস্তুর ভোক্তৃস্বভাব থাকা দৃষ্ট হয়, এই ভোক্তৃস্বভাব থাকা দৃষ্টেও পুরুষকে ভোগ্যগুণাতীত বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। (৫) অবশেষে গুণসঙ্গবিবর্জ্জিত কৈবল্যের নিমিত্ত প্রবৃত্তি, যাহা জীবের আছে, তদ্দৃষ্টে ইহা নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হয়, যে পুরুষ গুণাতীত। গুণাতীত না হইলে এইরূপ প্রবৃত্তি হইত না।

১৮। জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥

ব্যাখ্যা ঃ—ভিন্ন ভিন্ন জীবে জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়সকলের পৃথকবিধত্ব

থাকা দৃষ্ট হয়; এবং কর্ম্মে প্রবৃত্তিও সকলের একসময়ে একপ্রকার না থাকা দৃষ্ট হয়; গুণসকলও বিপর্য্যয়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জীবে আশ্রয় করা দেখা যায়; কেহ সত্ত্বপ্রধান, কেহ বা রজঃপ্রধান, কেহ বা তমঃপ্রধান। এই সকল কারণে পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

১৯। তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ॥

ব্যাখ্যা:—পুরুষের ত্রিগুণাদি হইতে বৈপরীত্য হেতু তাঁহাকে সাক্ষি-স্বরূপ অর্থাৎ দর্শিত বিষয়, কেবলস্বভাব অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, মধ্যস্থ অর্থাৎ স্বভাবতঃ গুণকার্য্যে উদাসীন, দ্রষ্টামাত্র ও অকর্ত্তা বলিয়া জানা যায়।

২০। তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণ-কর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥

ব্যাখ্যা:—পুরুষ স্বভাবতঃ নির্গুণ ও অকর্ত্তা হওয়াতে (এবং প্রকৃতি স্বভাবতঃ জড়রূপা হওয়াতে) ইহা সিদ্ধান্ত হয়, যে পুরুষের সহিত সংযোগ হেতুই অচেতন মহদাদি বস্তু চেতনাবিশিষ্টের ন্যায় প্রকাশিত হয়, এবং পুরুষ নিঃসঙ্গ নির্ব্বিকার হইলেও গুণের কর্ত্তৃত্বে স্বয়ং কর্ত্তার ন্যায় প্রকাশিত হয়েন।

২১। পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥

ব্যাখ্যা:—পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিবার (ভোগ করিবার) নিমিত্ত, এবং প্রকৃতি পুরুষের কৈবল্যসাধনের নিমিত্ত (প্রকৃতির স্বরূপে পুরুষের প্রকৃত অর্থসাধক যে কিছু নাই, তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপাদনের নিমিত্ত) পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়েন। (৫৭ সংখ্যক কারিকা ও যোগসূত্রের সাধনপাদের ২৩

সংখ্যক সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যেমন অন্ধ দেখিতে ও পঙ্গু চলিতে পারে না; সুতরাং পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পথপ্রদর্শন করে, তাহার প্রেরণায় অন্ধ পথ চলে, এইরূপে উভয়ের অভীষ্টসিদ্ধ হয়, প্রকৃতিপুরুষ সংযোগও তদ্রূপ। এই সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়। (বাচস্পতিমিশ্র শ্লোকের প্রথমাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার নিমিত্ত প্রধান, এবং কৈবল্যলাভ করিবার নিমিত্ত পুরুষ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়েন। এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে)।

২২। প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥

ব্যাখ্যা:—অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোড়শ পদার্থ, এবং এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়।

২৩। অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তম্ ॥

ব্যাখ্যা:—অধ্যবসায়াত্মক অর্থাৎ নিশ্চয়বৃত্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণকে বুদ্ধি (অথবা মহৎ) বলে। ইহা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যময়; পরন্তু নির্ম্মল সাত্ত্বিকবুদ্ধিরই এই সকল গুণ, তমঃপ্রধান হইলে বুদ্ধি তদ্বিপরীত গুণময় হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি তখন অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যময় হয়।

২৪। অভিমানোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণস্তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব ॥

ব্যাখ্যা:—আমি, আমার ইত্যাকার অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিকে

অহঙ্কার বলে ; তাহা হইতে দ্বিবিধ সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়, একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়, অপরদিকে পঞ্চ তন্মাত্র।

২৫। সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসস্তৈজসাদুভয়ম্॥

ব্যাখ্যা :—অহঙ্কারের সত্ত্বাংশ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া সত্ত্বপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় ; তামস অহঙ্কার, যাহা ভূতসকলের মূল, তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্র উপজাত হয়। কিন্তু এই সাত্ত্বিক অহঙ্কারোৎপন্ন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তামসিক অহঙ্কারোৎপন্ন পঞ্চ তন্মাত্র এতদুভয়ই রাজসিক অহঙ্কারের প্রেরণায় উদ্ভূত। পরিচালনধর্ম্ম রজোগুণেরই ; অতএব অহং-তত্ত্বের রাজসাংশ সত্ত্বাংশকে পরিচালিত করিলে, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হয় ; এবং তামসাংশকে পরিচালিত করিলে, তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়।

২৬। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ॥

ব্যাখ্যা :—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটিকে বুদ্ধীন্দ্রিয় অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে ; এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা যায়।

২৭। উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।
গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ॥

ব্যাখ্যা :—মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ; ইহা সঙ্কল্পক অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ সম্যক্ অবধারণকারী ; কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় অহঙ্কারের সত্ত্বাংশ হইতে উদ্ভব হওয়ায়, ইহাও ইন্দ্রিয়মধ্যে গণ্য।

ইন্দ্রিয়ের যে নানাত্ব, এবং বাহ্য ক্রিয়াভেদ, তাহা গুণপরিণামের বিভিন্নতা হেতু।

২৮। শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্॥

ব্যাখ্যা:—শব্দাদি পঞ্চকে (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে) যথাক্রমে আলোচনা করা (অর্থাৎ গ্রহণ করা) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম। শব্দোচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ এবং আনন্দ যথাক্রমে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য।

২৯। স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ॥

ব্যাখ্যা:—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটির আপন আপন স্বরূপগত বৃত্তি আছে, যথা বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান, এবং মনের সঙ্কল্প; এই সকল বৃত্তি ইহাদিগের অসাধারণ অর্থাৎ নিজস্ববৃত্তি। সমস্ত করণসকলের সাধারণ অর্থাৎ মিলিতবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু উৎপাদন করা।

৩০। যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ, ক্রমশশ্চ, তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে, তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ॥

ব্যাখ্যা:—বাহ্যদৃষ্টবিষয়ে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনঃ ও ইন্দ্রিয় এই চারি করণের বৃত্তি সমকালেও হইয়া থাকে, ক্রমশঃও হইয়া থাকে; তদ্রূপ পরোক্ষবিষয়ে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটি করণের বৃত্তি কখন সমকালে, কখন বা ক্রমশঃ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষীভূত বিষয় সম্বন্ধেই হয়।

৩১। স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্॥

ব্যাখ্যা :—করণসকল পরস্পর পরস্পরের প্রেরণায় (আকূতিহেতু—অভিলাষহেতু) নিজ নিজ বৃত্তি লাভ করে (স্বীয় স্বীয় কার্য্যে বৃত্তিমান্ হয়), পুরুষার্থসাধনই এই ব্যাপারের হেতু। করণ সকল অন্য কাহার দ্বারা কার্য্যে চালিত হয় না।

৩২। করণং ত্রয়োদশবিধং তদাহরণধারণপ্রকাশকরম্।
কার্য্যঞ্চ তস্য দশধাঽহার্য্যং ধার্য্যং প্রকাশ্যঞ্চ॥

ব্যাখ্যা :—করণসকল ত্রয়োদশ প্রকার; বাহ্যবিষয় আহরণ, ধারণ ও প্রকাশকরণ ইহাদিগের স্বরূপ; এই করণ সকলের দ্বারা আহার্য্য, ধার্য্য ও প্রকাশ্য বিষয় সকলও দশপ্রকার (পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত)। *

৩৩। অন্তঃকরণং ত্রিবিধং, দশধা বাহ্যং, ত্রয়স্য বিষয়াখ্যম্।
সাম্প্রতকালং বাহ্যং, ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্॥

ব্যাখ্যা :—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলে; জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি এই দশটিকে বাহ্য অথবা মুখ্যকরণ বলে; এই দশটি পূর্ব্বোক্ত আভ্যন্তরিক ত্রিবিধকরণের বিষয় বলিয়া আখ্যাত হয়; বাহ্যকরণ দশটি কেবল বর্ত্তমানকালে স্থিত বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে; কিন্তু আভ্যন্তরিককরণ তিনটি ত্রিকালকেই বিষয় করিয়া থাকে।

* বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে দিব্যাদিব্যভেদে আহার্য্যাদি প্রত্যেক ব্যাপারই দশবিধ; পরন্তু এই ব্যাখ্যা কল্পিতব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়; কষ্টকল্পনা না করিয়াও মূলসূত্রের এই অর্থের উপলব্ধি সহজেই হয়। এবং সহজ অর্থই সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাণাদি পঞ্চ কেবল অন্তঃকরণের সামান্য বৃত্তি নহে, তাহা যোগসূত্রভাষ্যে বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ও অপরকরণের সহিত সংযুক্ত না হইয়া কেবল অন্তঃকরণত্রিতয় দ্বারা প্রাণনাদিক্রিয়া সংসাধিত হয় না। অতএব মিশ্রকৃত ব্যাখ্যা এইস্থলে গৃহীত হইল না। এইরূপ অন্যান্য কোন কোন স্থলেও মিশ্রকৃত ব্যাখ্যা গৃহীত হয় নাই। বুদ্ধিমান্ পাঠক স্বয়ং সূত্রার্থবিচার দ্বারা বিষয় বোধগম্য করিয়া লইবেন।

৩৪। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষবিষয়াণি।
বাগ্‌ভবতি শব্দবিষয়া শেষাণি তু পঞ্চবিষয়াণি॥

ব্যাখ্যা:—তন্মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চ বিশেষ এবং শব্দাদি পঞ্চ অবিশেষকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয় করে (পাতঞ্জল দর্শন সাধনপাদ ১৯ সূত্র, এবং পরে ব্যাখ্যাত ৩৮ সংখ্যক কারিকা দ্রষ্টব্য), বাগিন্দ্রিয় শব্দকে মাত্র বিষয় করে, অপর চারিটি কর্ম্মেন্দ্রিয় পৃথিব্যাদি পঞ্চকে বিষয় করে।*

৩৫। সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ॥
তস্মাত্রিবিধং করণং দ্বারি, দ্বারাণি শেষাণি॥

ব্যাখ্যা:—যেহেতু অন্তঃকরণের সহিত বর্ত্তমান বুদ্ধি সর্ব্ববিধ বিষয়েই অনুপ্রবিষ্ট হয়, অন্তঃকরণকে প্রাপ্ত না হইলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে না; অতএব ত্রিবিধ অন্তঃকরণকে দ্বারবিশিষ্ট গৃহস্বরূপ বলা যায় এবং দশবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সেই গৃহের দ্বার স্বরূপ বলা যায়। যেমন দ্বারের দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বাহ্যরূপাদি অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে জ্ঞানোৎপন্ন হয়।

৩৬। এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি॥

ব্যাখ্যা:—পরস্পর হইতে বিভিন্নস্বভাব, বিভিন্ন গুণপরিণামরূপ করণ সকল প্রদীপের ন্যায় বিষয় সকলকে পুরুষের নিমিত্ত প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে অর্পণ করে।

* মূল ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে বিবৃত দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্রহ্মবিদ্যা নামক তৃতীয়পাদে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষ রূপে ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এইস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

৩৭। সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্॥

ব্যাখ্যা :—যে হেতু বুদ্ধিই পুরুষের সর্ব্বপ্রকার ভোগ সাধন করায়; এবং বুদ্ধিই পুনরায় প্রধান ও পুরুষের সূক্ষ্ম ভেদ জ্ঞাপন করিয়া অপবর্গের হেতু হয়; তন্নিমিত্ত অপর করণ সকল বুদ্ধিতেই আপন বিষয়সকল অর্পণ করে।

৩৮। তন্মাত্রাণ্যবিশেষাস্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ॥

ব্যাখ্যা :—পঞ্চ তন্মাত্রকে অবিশেষ বলে, এই পঞ্চ হইতে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চ স্থূলভূতকেই বিশেষ বলে, ইহারা শান্ত (সুখাত্মক), ঘোর (দুঃখাত্মক) এবং মূঢ় (মোহস্বরূপ)।

৩৯। সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ।
সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা, মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্বোক্ত বিশেষ পুনরায় ত্রিবিধ, সূক্ষ্ম, মাতাপিতৃজ অর্থাৎ স্থূল, এবং সাধারণ পঞ্চমহাভূত। তন্মধ্যে সূক্ষ্মদেহ নিয়ত বর্ত্তমান থাকে, মাতাপিতৃজ (এবং স্থূল সর্ব্ববিধ) শরীর পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়।

৪০। পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥

ব্যাখ্যা :—সূক্ষ্মদেহ যাহাকে লিঙ্গদেহ বলে, তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়, তাহা কোন বিশেষস্থানে আবদ্ধ নহে,—সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ, সর্ব্বদা (মোক্ষপর্য্যন্ত) স্থিতিশীল, মহৎ অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও

পঞ্চ তন্মাত্র এই সূক্ষ্ম অবয়বসকল দ্বারা ইহা গঠিত, স্থূলদেহাশ্রয় ব্যতিরেকে ইহাদ্বারা ভোগসাধিত হয় না এবং ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্য ও তদ্বিপরীত অধর্ম্মাদি সহকারে তৎফলভোগনিমিত্ত ইহা এক স্থূলদেহ পরিত্যাগান্তে দেহান্তর পরিগ্রহ করে।

৪১। চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা চ্ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥

ব্যাখ্যা :—কোন আশ্রয় ভিন্ন যেমন চিত্র থাকিতে পারে না, বৃক্ষাদি ভিন্ন যেমন ছায়া থাকিতে পারে না; তদ্বৎ কোন স্থূলশরীর অবলম্বন ভিন্ন লিঙ্গ শরীর থাকে না।

৪২। পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতের্বিভুত্বযোগান্নটবদ্ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥

ব্যাখ্যা :—এই লিঙ্গশরীর পুরুষার্থ সাধন করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্মকে নিমিত্ত করিয়া, তাহা হইতে উৎপন্ন (নৈমিত্তিক) ভিন্ন ভিন্ন স্থূলদেহসঙ্গ লাভ করিয়া প্রকৃতির বিভুত্বশক্তি সাহায্যে নটের ন্যায় নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকে।

৪৩। সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ, কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥

ব্যাখ্যা :—বুদ্ধ্যাদিকরণকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই আটটি ভাব অবস্থান করা দৃষ্ট হয়, ইহারা ত্রিবিধ (১) সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ জন্ম হইতে স্বতঃসিদ্ধ; (২) বৈকৃতিক অর্থাৎ উপায়ানুষ্ঠানে উৎপন্ন; এবং (৩) প্রাকৃতিক অর্থাৎ স্বভাবগত, সর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত। গর্ভস্থ শরীরের

কলল বুদ্বুদ্ মাংসপেশী কররও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং তৎপর গর্ভ হইতে জাত শরীরের বাল্য কৌমার ইত্যাদি কার্য্যরূপ স্থূলশরীরের অবস্থা।

৪৪। ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥

ব্যাখ্যা:—ধর্ম্মবলে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি হয়, অধর্ম্মের ফলে অধস্তন নরক প্রাপ্তি হয়; আত্মজ্ঞানীর মুক্তি লাভ হয়; অজ্ঞান হইতে বন্ধ ঘটিয়া থাকে।

৪৫। বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।
ঐশ্বর্য্যাদবিঘাতো বিপর্য্যয়াত্তদ্বিপর্য্যাসঃ॥

ব্যাখ্যা:—বৈরাগ্য হইতে প্রকৃতিলয়তা প্রাপ্তি হয়; রজোগুণোৎপন্ন রাগ অর্থাৎ আসক্তি হইতে সংসারবন্ধ ঘটে, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য হইতে ইচ্ছার অব্যাঘাত উপজাত হয়, এবং অনৈশ্বর্য্যের ফলে ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মে।

৪৬। এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাত্তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥

ব্যাখ্যা:—বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি নামক পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি বুদ্ধির সৃষ্টি; গুণসকলের বৈষম্যহেতু পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অভিনব হইতে উক্ত বিপর্য্যয়াদি চারিটির পঞ্চাশৎ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, (তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে)।

৪৭। পঞ্চ বিপর্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ।
অষ্টাবিংশতিভেদা তুষ্টির্নবধাঽষ্টধা সিদ্ধিঃ॥

ব্যাখ্যা:—পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয় পঞ্চবিধ; ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যহীনতাহেতু

যে আসক্তি তাহা ২৮ প্রকার; তুষ্টি নয় প্রকার; এবং সিদ্ধি অষ্ট-প্রকার।

৪৮। ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥

ব্যাখ্যা:—তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা অষ্টপ্রকার; মোহ (যাহার নামান্তর অস্মিতা) অষ্টপ্রকার; মহামোহ (যাহার নামান্তর রাগ, তাহা) দশ-প্রকার; তামিস্র (যাহার নামান্তর দ্বেষ, তাহা) অষ্টাদশ প্রকার; এবং অন্ধতামিস্র (যাহার নামান্তর অভিনিবেশ, তাহা) অষ্টাদশ প্রকার। তমঃ, মোহ প্রভৃতি পঞ্চই বিপর্য্যয়ের পঞ্চ প্রকার ভেদ, যাহা পূর্ব্বকারিকায় বলা হইয়াছে।

৪৯। একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈরশক্তিরুদ্দিষ্টা।
সপ্তদশ বধা বুদ্ধের্ব্বিপর্য্যয়াত্তুষ্টিসিদ্ধীনাম্॥

ব্যাখ্যা:—একাদশ ইন্দ্রিয়ের বধ (অর্থাৎ বিনাশ) একাদশ প্রকার। বুদ্ধির বধ অর্থাৎ সামর্থ্যহীনতার সহিত এই একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়-বধকে (অন্ধত্ব, মূকত্ব ইত্যাদিকে) অশক্তি বলে। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধির বধ ১৭ প্রকার। নববিধ তুষ্টির বিপর্য্যয়ে ৯ প্রকার বুদ্ধিবধ, এবং অষ্টবিধ সিদ্ধির বিপর্য্যয়ে ৮ প্রকার বুদ্ধিবধ; সর্ব্বশুদ্ধ, এই ১৭ প্রকার বুদ্ধিবধ, ও একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয়বধ, এই অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি।

৫০। আধ্যাত্মিক্যশ্চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাঃ।
বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ॥

ব্যাখ্যা:—তুষ্টি যে ৯ প্রকার বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪টি আধ্যাত্মিক, ইহাদের নাম প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য; অপর ৫টি বিষয়বৈরাগ্য

হইতে উৎপন্ন; উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, উপভোগ ও হিংসা, ইহাদিগের দোষদর্শনে যে তৎপ্রতি বৈরাগ্য, তাহা হইতে এই পঞ্চবিধ বাহ্যতুষ্টি উপজাত হয়; এই প্রকারে তুষ্টি ৯ প্রকার।

৫১। উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ॥

ব্যাখ্যা:—উহ (অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন), শব্দ (অর্থাৎ কেবল অর্থবোধপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন), অধ্যয়ন (অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রপাঠ অভ্যাস), এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের বিঘাতজ্ঞান, সুহৃৎপ্রাপ্তি (অর্থাৎ গুরুশিষ্য ও সতীর্থমধ্যে বেদান্ত-বাক্যের আলোচনাপূর্ব্বক অবধারণ) এবং দান (অর্থাৎ বিবেকখ্যাতি) এই অষ্টপ্রকার সিদ্ধি। পূর্ব্বে ৪৭ সংখ্যক কারিকায় যে অপর তিনটি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি—ইহারা মোক্ষ-বিঘ্নকর। অতএব অঙ্কুশনামে খ্যাত।*

৫২। ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥

ব্যাখ্যা:—(৪৩ সংখ্যক কারিকায় ধর্ম্মাদি যে অষ্ট ভাব বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল) ভাবভিন্ন লিঙ্গশরীর নিষ্পন্ন হয় না, অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞানাদি অবলম্বন না করিয়া লিঙ্গশরীর স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, এবং লিঙ্গশরীরকে অবলম্বন না করিয়াও ধর্ম্মাদিভাব পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি

* বাচস্পতিমিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে এই কারিকার ব্যাখ্যা করা হইল; কারণ উক্ত ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু গৌড়পাদ কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে উহাদি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

করিতে পারে না; সুতরাং লিঙ্গসংজ্ঞক ও ভাবসংজ্ঞক এই দ্বিবিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়।

৫৩। অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥

ব্যাখ্যা:—দৈব সৃষ্টি অষ্টপ্রকার (ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস, পৈশাচ এই অষ্টবিধ দেবতা); তির্য্যগ্‌যোনি পঞ্চপ্রকার (পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর); মনুষ্যসৃষ্টি এক প্রকার। সংক্ষেপতঃ ভৌতিক সৃষ্টি এই কয় প্রকারে বিভক্ত।

৫৪। ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ।

ব্যাখ্যা:—ঊর্দ্ধতন ব্রহ্মা হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টির মধ্যে ঊর্দ্ধলোক সকল (অর্থাৎ দৈবলোক সকল) সত্ত্ববহুল, অবীচ্যাদি অধোলোক সকল তমঃপ্রধান, মধ্যবর্ত্তী ভূর্লোক রজঃপ্রধান অর্থাৎ কর্ম্মসাধনস্বভাব।

৫৫। তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥

ব্যাখ্যা:—চেতনপুরুষ দেহে অবস্থিতি করিয়া অবশ্যম্ভাবী জরা ও মৃত্যু নিবন্ধন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার লিঙ্গদেহসংযোগ অর্থাৎ তাহাতে আত্মবোধ বিনষ্ট না হয়; ইহাতে আত্মবোধ হেতুই তাঁহার দুঃখ উৎপন্ন হয়।

৫৬। ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদিবিশেষভূতপর্য্যন্তঃ।
প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ॥

ব্যাখ্যা:—প্রত্যেক পুরুষের বিমোক্ষের নিমিত্ত মহৎ হইতে আরম্ভ

করিয়া ক্ষিতি পর্য্যন্ত তত্ত্বের সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হয়। পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইলেও, পুরুষের প্রয়োজনসাধনই প্রকৃতির স্বীয় প্রয়োজনসাধনস্বরূপ হয়, এবং প্রকৃতিকে উক্ত সৃষ্টিকার্য্যে প্রেরণা করে।

৫৭। বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥

ব্যাখ্যা :—বৎস গো সমীপে আগত হইলে, তাহার পোষণার্থ যেমন গোশরীরস্থ অচেতন দুগ্ধ আপনা হইতে ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ পুরুষের বিমুক্তির নিমিত্ত আপনা হইতে প্রধানের সৃষ্টিচেষ্টা উপজাত হয়।

৫৮। ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্॥

ব্যাখ্যা :—লোকসকল যেমন ঔৎসুক্য নিবৃত্তির নিমিত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষের বিমুক্তির নিমিত্ত অব্যক্তা প্রকৃতি মহদাদি ব্যক্তসৃষ্টি রচনা করেন।

৫৯। রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥

ব্যাখ্যা :—রঙ্গালয়স্থ লোক সকলকে নৃত্যপ্রদর্শন করান হইলে, নর্ত্তকী যেমন স্বভাবতঃ নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও ভোগার্থ পুরুষকে আপনার স্বরূপপ্রদর্শন করিয়া, পরে নিবৃত্ত হয়।

৬০। নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥

ব্যাখ্যা :—গুণবতী পরোপকারস্বভাবা প্রকৃতি, গুণহীন অনুপ-

কারী পুরুষের প্রয়োজন, নানাবিধ উপায়ে নিঃস্বার্থভাবে সাধন করেন।

৬১। প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥

ব্যাখ্যা :—প্রকৃতি হইতে সুকোমল লজ্জাশীলা আর কেহ নাই, ইহাই আমার মনে হয়, কেননা আমি পুরুষকর্তৃক দৃষ্টা হইয়াছি, ইহা জানিলেই প্রকৃতি আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয়েন না।

৬২। তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥

ব্যাখ্যা :—অদ্ধা (বাস্তবিকপক্ষে) কিন্তু কোন পুরুষের বন্ধনও নাই, মুক্তিও হয় না, এবং দেহান্তর প্রাপ্তিও হয় না, প্রকৃতিই নানা অবস্থা অবলম্বন করিয়া দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত, বন্ধনযুক্ত ও বিমুক্ত হয়। সংসার, বন্ধ ও মুক্তি, এই সকল বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতিরই, পুরুষের নহে।

৬৩। রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥

ব্যাখ্যা :—ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সাতটিরূপে প্রকৃতিই আপনাকে আপনি বন্ধন করে; সেই প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞান নামক একটিরূপে পুরুষার্থসাধন নিমিত্ত আপনাকে বিমুক্ত করে।

৬৪। এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥

ব্যাখ্যা :—এই প্রকার পুনঃ পুনঃ তত্ত্বের চিন্তনের দ্বারা বুদ্ধির বিপর্য্যয়

ভাবের লোপ হয়, এবং আমি দেহাদি নই, আমার কৈছ নাই, এবং ভোক্তা বলিয়া আমি কেহ নহি, ইত্যাকার বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৬৫। তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্॥
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বস্থঃ॥

ব্যাখ্যা :—তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা এইরূপ নির্ম্মল জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, পুরুষ স্বস্থ ও উদাসীনবৎ অবস্থিত হইয়া, প্রকৃতিকে কার্য্যজনন হইতে নিবৃত্ত, এবং বিবেকজ্ঞানরূপ অর্থপ্রাপ্তিবলে ধর্ম্মাদি সপ্তরূপ হইতে বিবর্জ্জিত দর্শন করেন।

৬৬। দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য।

ব্যাখ্যা :—আমি প্রকৃতিকে সর্ব্বপ্রকারে দেখিয়াছি, সুতরাং আর দর্শনের প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া পুরুষ প্রকৃতি হইতে উপরত হয়েন; এবং আমি পুরুষকর্ত্তৃক বিশেষরূপে দৃষ্টা হইয়াছি, এই বলিয়া প্রকৃতি পুরুষ হইতে উপরতা হয়েন, অর্থাৎ পুরুষকে আর স্বকীয় কার্য্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন না। অতঃপর যদি প্রকৃতি পুরুষ সংযোগেও থাকেন, তথাপি সৃষ্টিকার্য্যে আর তাঁহাদের প্রয়োজন না থাকায় সৃষ্টি আর হয় না।

৬৭। সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ॥

ব্যাখ্যা :—সম্যক্ জ্ঞান উপজাত হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির উৎপত্তির কারণ

বিনষ্ট হয়। (অথবা আর নূতন কার্য্য জননে সামর্থ্য থাকে না)। কুম্ভকারের প্রযত্ন শেষ হইলেও যেমন পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাহার চক্র কিয়ৎকাল আপনা হইতে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের দেহ সংস্কারবশতঃ কিয়ৎকাল জীবিত থাকে।

৬৮। প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি॥

ব্যাখ্যা:—স্থূলশরীর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধহেতু সৃষ্টিকার্য্য হইতে প্রধান বিনিবৃত্ত হওয়াতে, সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েন।

৬৯। পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥

ব্যাখ্যা:—ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল, এই দুর্ব্বিজ্ঞেয় পুরুষার্থসাধক জ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই জ্ঞানের নিমিত্ত প্রাণিগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

৭০। এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥

ব্যাখ্যা:—এই পবিত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাংখ্যশাস্ত্র মহামুনি কপিল কৃপাপূর্ব্বক মহর্ষি আসুরিকে প্রদান করিয়াছিলেন; মহর্ষি আসুরি, তাহা পঞ্চশিখাচার্য্যকে প্রদান করেন; পঞ্চশিখাচার্য্য তাহা বহুলরূপে বিস্তার করেন।

৭১। শিষ্যপরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনা সম্যগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥

ব্যাখ্যা:—শিষ্যপরম্পরাক্রমে এই সাংখ্যশাস্ত্র, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়া

তাহা স্থির সরলমতিতে তিনি সম্যক্ অবগত হইয়া, আর্য্যাছন্দে সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

৭২। সপ্তত্যা কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি॥

ব্যাখ্যা :—আখ্যায়িকাভাগ এবং পরমতখণ্ডনভাগ ভিন্ন সমগ্র ষষ্টিতন্ত্রের (সাংখ্যদর্শনের) প্রতিপাদ্য বিষয় এই গ্রন্থে সপ্ততি সংখ্যক শ্লোকে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে।

সাংখ্যশাস্ত্রের বিবৃত ৬০টি উপদেশ কি তাহা বাচস্পতি মিশ্র রাজবার্ত্তিক নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"প্রধানাস্তিত্বমেকত্বমর্থবত্ত্বমথান্যতা
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ॥
শেষবৃত্তিরকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ।
বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধস্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ॥
করণানামসামর্থ্যমষ্টাবিংশতিধা মতম্।
ইতি ষষ্টিঃ পদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ॥"

ব্যাখ্যা :—(১) প্রধানের অস্তিত্ব ; (২) প্রধানের একত্ব ; (৩) প্রধানের অর্থবত্তা (ভোগাপবর্গসাধকতা) ; (৪) পুরুষ হইতে প্রধানের পৃথক্ত্ব (অন্যতা) ; (৫) প্রধানের বিকার নিজের নিমিত্ত না হইয়া পরপ্রয়োজনার্থ হওয়া ; (৬) পুরুষের বহুত্ব ; (৭) পুরুষের প্রধানসম্বন্ধ বিবর্জ্জিতাবস্থায় মুক্তি ; (৮) প্রকৃতিদর্শনার্থ পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টি ; (৯) মহাপ্রলয়ে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির স্বকারণ প্রকৃতিরূপে অবস্থিতি ; (১০) পুরুষের অকর্তৃত্ব।

এই দশটি মৌলিক অর্থ অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রের মূল উপদেশ বলিয়া গণ্য। (১১—১৫) পঞ্চবিধ বিপর্য্যয়; (১৬—২৪) নববিধ তুষ্টি; (২৫—৫২) করণ-সকলের (ইন্দ্রিয়াদির) অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি; (৫৩—৬০) অষ্টপ্রকার সিদ্ধি; এই সর্ব্বশুদ্ধ ৬০টি পদার্থ সাংখ্যশাস্ত্রে উপদিষ্ট।

ইতি সাংখ্যকারিকা সমাপ্তা।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ হরিঃ।

তত্ত্বসমাস।

১ সূত্র। অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ॥ অথ তত্ত্বসকল সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা যাইতেছে।

২ সূত্র। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ॥ প্রকৃতি অষ্টপ্রকার। ১ প্রকৃতি; ২ মহৎ; ৩ অহং এবং পঞ্চতন্মাত্র; এই অষ্টসংখ্যক তত্ত্ব জগতের উপাদান, এই অর্থে ইহাদিগকে প্রকৃতি বলা যায়।

৩ সূত্র। ষোড়শকস্তু বিকারঃ॥ বিকার ১৬ প্রকার; যথা, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত।

৪ সূত্র। পুরুষঃ॥ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিকার হইতে পুরুষ এক পৃথক্‌তত্ত্ব, ইনি প্রকৃতিস্থ আত্মপ্রতিবিম্বস্বরূপ।

৫ সূত্র। ত্রৈগুণ্যম্॥ গুণ ত্রিবিধ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

৬ সূত্র। সঞ্চরঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥ উৎপত্তি ও প্রলয় একটির পর আর একটি বীজাঙ্কুরবৎ চলিতেছে (সঞ্চরঃ উৎপত্তিঃ, প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ)।

৭ সূত্র। অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবম্॥ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব, এই ত্রিবিধভাবে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত; যথা, চক্ষুঃ অধ্যাত্ম চক্ষুর বিষয় রূপ অধিভূত, আদিত্য অধিদৈব। এইরূপ বুদ্ধি অহং এবং একাদশ ইন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, ইহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় অধিভূত এবং এই উভয়ের সংযোগকারক দেবতা অধিদৈব।

৮ সূত্র। পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চবিধ।

৯ সূত্র। পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ॥ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি।

১০ সূত্র। পঞ্চ বায়বঃ॥ দেহস্থ বায়ু পঞ্চবিধ।

১১ সূত্র। পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ॥ কর্ম্ম পঞ্চবিধ।

১২ সূত্র। পঞ্চপর্ব্বাবিদ্যা॥ অবিদ্যা পঞ্চবিধ।

১৩ সূত্র। অষ্টাবিংশতিধাঽশক্তিঃ॥ অশক্তি ২৮ প্রকার। ৪৯ সংখ্যক সাংখ্যকারিকায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪ সূত্র। নবধা তুষ্টিঃ॥ যোগবিঘ্নকর সন্তোষ ৯ প্রকার। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩য় অ: ৪৩ সূত্র দ্রষ্টব্য।

১৫ সূত্র। অষ্টধা সিদ্ধিঃ॥ সিদ্ধি অষ্টপ্রকার।

১৬ সূত্র। দশ মৌলিকার্থাঃ॥ মৌলিক পদার্থ দশ। সাংখ্য-কারিকার শেষ কারিকার ব্যাখ্যা দেখ।

১৭ সূত্র। অনুগ্রহঃ সর্গঃ॥ গুণসকলের নিষ্ক্রিয়াবস্থা পরিত্যাগান্তে পরস্পরানুগ্রহকেই সৃষ্টি বলে।

১৮ সূত্র। চতুর্দ্দশধা ভূতসর্গঃ॥ ভৌতিক সৃষ্টি চতুর্দ্দশ প্রকার। ৮ প্রকার দৈব, ৫ প্রকার তির্য্যক্ এবং মনুষ্য ১, এই মোট ১৪।

১৯ সূত্র। ত্রিবিধো বন্ধঃ॥ বন্ধ ত্রিবিধ।

২০ সূত্র। ত্রিবিধো মোক্ষঃ॥ মুক্তি ত্রিবিধ; বাসনা হইতে, কর্ম্ম-পাশ হইতে এবং অজ্ঞান হইতে মুক্তি।

২১ সূত্র। ত্রিবিধং প্রমাণম্॥ প্রমাণ তিন প্রকার।

২২ সূত্র। এতৎ সম্যক্জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রি-বিধেনাঽনুভূয়তে॥ (ইহা সম্যক্ অবগত হইলে জীব কৃতার্থ হয়, পুনরায় ত্রিবিধবন্ধে পতিত হয় না)।

ইতি তত্ত্বসমাসঃ।

ওঁ তৎ সৎ।

উপসংহার।

পরমাত্মা নিত্য নির্গুণ হইলেও গুণাত্মিকা প্রকৃতিসঙ্গ হেতু যেরূপে তিনি বহুপুরুষত্ব লাভ করেন, তাহা সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের শেষভাগে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং এই সকল পুরুষ, যে প্রকারে কেহ মুক্ত, এবং কেহ বদ্ধ হয়েন, তাহাও সেইস্থানে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মুক্ত পুরুষ ও বদ্ধ পুরুষ সকলই পরম পুরুষ হইতে অভিন্ন, তাঁহারই প্রতিবিম্বস্বরূপ; অতএব আত্মার অদ্বৈতত্ব বিষয়ে যে শ্রুতি আছে, তাহাকে সাংখ্যশাস্ত্রে বিজাতীয় ভেদশূন্য অর্থে অর্থাৎ কেবল জাতিবাচক অর্থে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মা নির্গুণ হইয়াও কিরূপে সগুণ হইতে পারেন, তাহা দৃষ্টান্ত কি তর্ক দ্বারা কোন প্রকারেই সম্যক্ ব্যাখ্যাত করিতে পারা যায় না। এক দিকে জগৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং তাহা যে সদ্বস্তু, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত আছে এবং কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্বও সাংখ্যদর্শনকার প্রমাণিত করিয়াছেন; সুতরাং সাংখ্যকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানগম্য জগৎকে সদ্বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। অপরদিকে আত্মার নির্গুণত্ব ও নির্ব্বিকারিত্ব বিষয়েও বহুশ্রুতি আছে, তাহাও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত। অতএব নির্গুণ আত্মা ও জগৎ এই উভয়ই সত্য। এবং জগতে যে জীবচৈতন্য নিবিষ্ট আছে, তাহাও প্রত্যক্ষ ও আত্মানুভবসিদ্ধ। জগৎ সমস্তই জীবময়, এবং শ্রুতি ও পুরুষকে মুক্ত, বদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়া মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং সগুণ আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। অপরদিকে শ্রুতি বলিয়াছেন, যে জীব ও প্রপঞ্চজগৎ স্বরূপতঃ পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) হইতে অভিন্ন, তৎস্বরূপই ("তত্ত্বমসি", "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ", "আত্মা বা ইদমেক

এবাগ্র আসীৎ” ইত্যাদি)। অতএব এই চারিটি বিষয়েরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, বিষয়ে বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যকে সাংখ্যকার উপদেশ করিলেন যে, জগৎ গুণময়; দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থই গুণাত্মক। জগৎ গুণাত্মক এবং পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন হইয়াও, ইহা স্বভাবতঃ তাঁহারই নিত্য অধীন; সুতরাং তাঁহার সহিত একাত্মরূপে প্রকাশিত। স্ফটিকস্থ আরক্তিম জবা প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে সাংখ্যবক্তা একদিকে গুণাশ্রয় আত্মার নিত্য নির্গুণত্ব ও অবিকারিত্ব বিষয়ক শ্রুতিপ্রমাণসকল রক্ষা করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন; এবং অপরদিকে গুণসকল যে আত্মার সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন, তাহাও তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; এবঞ্চ অগ্নিসংযুক্ত লৌহের দৃষ্টান্তে জীবেরও সংস্থান সাংখ্যশাস্ত্রে করা হইয়াছে। গুণময় পুরস্থিত জীবচৈতন্যের (পুরুষের) বহুত্ব উল্লেখ করিয়া আত্মানুভবসিদ্ধ পুরুষবহুত্বের যথার্থতা স্থাপন করা হইয়াছে, এবং তদ্ধেতু আত্মার অদ্বৈতত্ব-বিষয়ক শ্রুতিকে “জাতিপর” বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে ঘট ও আকাশের দৃষ্টান্তে আত্মার এই সোপাধিকত্ব (সগুণত্ব) ও নিরুপাধিকত্ব (নির্গুণত্ব), এবং একত্ব ও বহুত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। আকাশ যেমন নিত্য নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী এক হইয়াও ঘটাদি উপাধি সংযোগে ঘটাকাশাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন ও বহু হয়েন, তদ্রূপ আত্মা নিত্য নির্গুণ ও সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতবিহীন হইয়াও উপাধিসংযোগে পরিচ্ছিন্ন ও বহু হয়েন। নির্গুণ আত্মার সৃষ্টি বিষয়ক অথবা অপর কোন প্রকার ইচ্ছা নাই এবং কার্য্য নাই। কিন্তু তিনিই ঈশ্বর-পদবাচ্য; কারণ তিনিই সর্ব্বাভাবশূন্য ও অবিকারী; এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতি আত্মাভাস-চৈতন্য সংযুক্ত হওয়াতেই সৃষ্টি রচনা করিতে সমর্থা হয়েন। এই প্রকৃতিনিষ্ঠ চৈতন্যই সগুণ ব্রহ্ম। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীব এই ব্রহ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় (৫ম অধ্যায়ের ১১৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)। ইনিই গুণময়-অসংখ্য-বিচিত্র পুরীতে

প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত হয়েন। পরমাত্মার সন্নিধানে নিয়ত অবস্থান হেতু চৈতন্যযুক্ত হইয়া প্রকৃতি "গর্ত্তদাসবৎ" স্বতঃই বিচিত্র জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং পরমাত্মার সান্নিধ্যই যখন এই পরিণামের মূল কারণ, তখন সেই আত্মাকেই সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্ববেত্তা ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। আত্মার এইরূপ ঈশ্বরত্ব সাংখ্য-শাস্ত্রের সম্মত। (তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৪ হইতে ৬১ সংখ্যক সূত্র এবং প্রথম অধ্যায়ের ৯৬।৯৯ প্রভৃতি সূত্র দ্রষ্টব্য)। "নেতি, নেতি" এইরূপে আত্মানাত্মবিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি গুণসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া, তৎসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মস্থ হইবেন ; এই জ্ঞানযোগ সাধন দ্বারা তিনি মুক্তি লাভ করিবেন (তৃতীয় অধ্যায় ৭৫ সূত্র), এইরূপ জ্ঞানযোগই সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশের মুখ্য বিষয়। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এইরূপে বোধগম্য করিলে বেদান্তদর্শনের সহিত ইহার যত প্রভেদ থাকা মনে করা যায় তত প্রভেদ থাকা দৃষ্ট হইবে না। শিষ্যের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, একই সত্যকে ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে মাত্র। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে জনক এবং বশিষ্ঠ ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে সাংখ্যজ্ঞান মহর্ষিগণকর্ত্তৃক এইরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ পাদে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অতএব সাংখ্যশাস্ত্রের উপদেশ যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহাতে বেদান্ত দর্শনের সহিত যেরূপ বিরোধ থাকা এক্ষণে সচরাচর বিবেচিত হয়, তাহা আর তদ্রূপ দৃষ্ট হইবে না।

ইতি সাংখ্যদর্শনম্ সমাপ্তম্।

ওঁ তৎ সৎ